দ্বিতীয় সংস্করণ

—পাঁচ টাকা—

অধ্যাপক শ্রীতারাচরণ বসু এম-এ, পঞ্চতীর্থ
কর্ত্তৃক সম্পাদিত

মিত্র ও ঘোষ, ১০, শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট, কলিকাতা হইতে শ্রীসবিতেন্দ্রনাথ
রায় কর্ত্তৃক প্রকাশিত ও কালিকা প্রিন্টিং ওয়ার্কস ২৮, কর্ণওয়ালিশ
ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৬ হইতে শ্রীবিজয়কুমার মিত্র কর্ত্তৃক মুদ্রিত।

উৎসর্গ

যাঁহারা আমার নামে পুস্তক উৎসর্গ করিয়া
আমাকে সম্মানিত করিয়াছেন,
তাঁহাদের উদ্দেশে এই গ্রন্থ শ্রদ্ধাভরে উৎসৃষ্ট হইল।

সন্ধ্যার কুলায় — শ্রীকালিদাস রায়
কলিকাতা-৩৩

—লেখকের—

অন্যান্য গ্রন্থ

কাব্যগ্রন্থ—

আহরণী

পর্ণপুট ১ম ও ২য়

ঋতুমঙ্গল

ব্রজবেণু

রসকদম্ব

বল্লরী

গদ্য গ্রন্থ—

প্রাচীন বঙ্গ-সাহিত্য ১ম, ২য়, ৩য়

বঙ্গসাহিত্য পরিচয়

শরৎ-সাহিত্য

সাহিত্য প্রসঙ্গ ১ম ও ২য় খণ্ড

সম্পাদকের নিবেদন

আহরণের দ্বিতীয় সংস্করণে কয়েকটি নূতন কবিতা সংযোজিত হইল, ৫।৬টি কবিতা বাদ দেওয়া হইল। আহরণের কবিতাগুলি নির্বাচন করিয়াছিলেন গ্রন্থকারের দুই কবিবন্ধু—মোহিতলাল মজুমদার ও যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত—দুইজনেই এখন স্বর্গত। অধ্যাপক কবি সুধীর গুপ্ত নির্বাচনে ও ক্রমবিন্যাসে সহায়তা করিয়াছিলেন। কবির যে ছবিখানি গ্রন্থে মুদ্রিত হইল তাহা অধ্যাপক জিতেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্যের তোলা। বহু সাহিত্যিক কবিশেখরের নামে তাঁহাদের গ্রন্থ উৎসর্গ করিয়াছেন; কবি-শেখরের গ্রন্থ ক্বচিৎ কখনও প্রকাশিত হয়, প্রত্যেককে গ্রন্থ প্রত্যুৎসর্গ করা তাঁহার পক্ষে সম্ভব নয়। তিনি তাঁহার শ্রেষ্ঠ কবিতাগুলির এই চয়নিকা তাঁহাদের সকলের উদ্দেশে উৎসর্গ করিলেন।

এই সংস্করণে ভূমিকা ও কুঞ্চিকা বাদ গেল। কবিগুরুর আশীর্ব্বাদ ও কবিবর মোহিতলালের মন্তব্যই গ্রন্থের ভূমিকা। গ্রন্থখানি তিন বৎসর কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বি-এ অনার্সে অবশ্যপাঠ্য ছিল।

কবিতাগুলিকে ১২টি পর্য্যায়ে সাজানো হইয়াছে—এই পর্য্যায়গুলির বাহিরে কবিশেখরের বিবিধ শ্রেণীর কবিতা আছে তাহাদের কতকগুলির নিদর্শন তাঁহার আহরণী গ্রন্থে সংকলিত আছে। ঐগুলি ছাড়া অন্যান্য শ্রেণীর অনেক কবিতার একখানি চয়নিকাও সত্বর প্রকাশিত হইবে। যেমন—

সূক্তিমূলক (Epigrammatic) কবিতা, রঙ্গরসের কবিতা, ব্যঙ্গকবিতা, নীতিমূলক কবিতা, গাথাশ্রেণীর কবিতা, রূপকাত্মক ও প্রতীকাত্মক (Allegorical and Symbolical) কবিতা, শিশুরঞ্জন কবিতা, সংস্কৃত ও ইংরাজী কবিতার ভাবানুবাদ ইত্যাদি।

বিষয়বস্তুর দিক হইতে শিক্ষাব্রতী জীবনের অভিজ্ঞতা, বিবিধ জাতীয় ও সামাজিক সমস্যা, গার্হস্থ্যজীবনের মাধুর্য্য, সাময়িক ঘটনা, স্থানকাল পাত্রের মহিমা, পৌরাণিক চরিত্রের অভিনব ব্যাখ্যা এবং ব্যক্তিগত জীবনের সুখদুঃখ আশানৈরাশ্য অবলম্বনে রচিত বহু কবিতা আহরণ আহরণীর মধ্যে নাই। সেগুলি কবির বিবিধ কাব্যগ্রন্থে প্রকাশিত হইয়াছে।

রবীন্দ্রনাথের আশীর্বাদ—"তোমার কবিতা বাংলাদেশের মাটির মতই স্নিগ্ধ ও শ্যামল। বাংলাদেশের প্রতি গভীর ভালবাসায় তোমার মনটি কানায় কানায় ভরা—সেই ভালবাসার উচ্ছলিত ধারায় তোমার কাব্য-কানন সরস হইয়া কোথাও বা মেদুর, কোথাও বা প্রফুল্ল হইয়া উঠিয়াছে। তোমার এই কাব্যগুলি পড়িলে বাংলার ছায়াশীতল নিভৃত আঙিনার তুলসীমঞ্চ ও মাধবীকুঞ্জ মনে পড়ে।"

মোহিতলালের মন্তব্য—"কালিদাসবাবু রবীন্দ্র যুগের ছন্দো-নৈপুণ্য মাত্র আশ্রয় করিয়া, প্রাচীন বাংলার কাব্য-ধারাটিকে নবীন করিয়া তুলিয়াছেন। তাঁহার বাগ্‌বৈদগ্ধ্য ও অলঙ্কারপ্রীতি যেমন সংস্কৃতের অনুরূপ, তেমনি সরল অকপট অনুভূতির সহিত অর্থগৌরব মিলিয়া তাঁহার কাব্যে খাঁটি classical ভঙ্গী ফুটিয়া উঠিয়াছে। এতদ্‌ব্যতীত তিনি তাঁহার কবিতাগুলিতে বাঙ্গালীসুলভ ভাবাকুলতা এবং বাংলার পল্লীজীবনের অন্তর-বাহিরের রূপমাধুরীও পরিবেশন করিয়াছেন; প্রাচীন বৈষ্ণব কবিদের প্রভাবও অল্প নহে। এই সকল গুণের সমবায়ে কবি কালিদাস রায়ের কবিতা যেমন লোকপ্রিয়তা, তেমনি একটি সহজ স্বকীয়তা অর্জ্জন করিয়াছে।"

শ্রীতারাচরণ বসু

সুচীপত্র

১। প্রাচীন বঙ্গে

বাংলাদেশ (বঙ্গদর্শন) ১

বাংলার দেবতা (সবুজপত্র) ২

জয়দেব (চিত্রে গীতগোবিন্দ) ৩

গুরু গোরক্ষনাথ (ভারতবর্ষ) ৪

কৃত্তিবাস (ঐ) ৫

চণ্ডীদাস (ঐ) ৯

পদাবলীর শ্রীচৈতন্য (ব্রজবেণু) ১০

পদাবলী (প্রাচীন বঙ্গসাহিত্য) ১৫

গোপাল (বঙ্গদর্শন) ১৬

নৌকাবিলাস (বৈকালী) ১৮

মাথুর বেদনা (প্রাচীন বঙ্গসাহিত্য) ২০

মাথুর (ঐ) ২১

প্রেম-বৈচিত্ত্য (বৈকালী) ২৩

কৃষ্ণদাস কবিরাজ (ভারতবর্ষ) ২৪

বাঙ্গালীর সাধ (বৈকালী) ২৭

চাঁদ সদাগর (ঐ) ২৯

বেহুলা (ঐ) ৩২

মেনকা (ঐ) ৩৫

মালাধর (প্রবাসী) ৩৭

উমা ও মেনকা (প্রা-ব-সা) ৩৯

বিজয়া (বৈকালী) ৪০

বাংলার পরা-পিতামহী (বৈকালী) ৪১

সপ্তডিঙার বঙ্গদেশ (সপ্তডিঙা) ৪৩

গোপী-যন্ত্র (বৈকালী) ৪৫

দুঃখী দেবতা (আনন্দবাজার) ৪৬

রামপ্রসাদ (বঙ্গদর্শন) ৪৮

২। ব্রজের পথে

জন্মাষ্টমী (ব্রজবেণু) ৪৯
মর্ত্ত্যের টান (ভারতবর্ষ) ৫০
ঘাটে (ব্রজবেণু) ৫২
উভয় সঙ্কট (ব্রজবেণু) ৫৩
লুকোচুরি (ঐ) ৫৪
কুঞ্জভঙ্গ (ঐ) ৫৫
রাখালরাজ (পর্ণপুট) ৫৬
মথুরার দ্বারে (ঐ) ৫৯
বৃন্দাবন অন্ধকার (ঐ) ৬০
নন্দপুরচন্দ্র (বসুমতী) ৬১
মধুমাসে (ক্ষুদকুঁড়া) ৬২
দুর্দিনের বন্ধু (বৈকালী) ৬৪

৩। প্রেমের স্বপ্নে

বসন্ত-লক্ষ্মী (ঋতুমঙ্গল) ৬৫
কুসুম-শয়ন (পর্ণপুট) ৬৬
বাসরস্মৃতি (ক্ষুদকুঁড়া) ৬৭
প্রেমজীবনের স্মৃতি (বসুমতী) ৬৯
নীড়ের স্মৃতি (ক্ষুদকুঁড়া) ৭০
হাঁ ও না (জয়শ্রী) ৭২
মুক্তির মাঝে (বৈকালী) ৭৩
সর্ব্বার্থসাধিকা (পর্ণপুট) ৭৪
জ্যোৎস্নানিশীথে (বসুমতী) ৭৫
নীল শাড়ী (বৈকালী) ৭৬
দুর্লভ সন্ধ্যা (ঐ) ৭৭
পুনর্জন্ম (পর্ণপুট) ৭৮

৪। পল্লীপথে

প্রত্যাবর্ত্তন (হৈমন্তী) ৭৮
ভাদুরাণী এস ঘরে (পর্ণপুট) ৮০
পল্লীবালার ব্যথা (ঐ) ৮১

পল্লীর ঘাটে (পর্ণপুট) ৮৩
ছায়া (বৈকালী) ৮৪
যষ্ঠীতলা (পর্ণপুট) ৮৬
পল্লী-শ্রী (বৈকালী) ৮৭
শরতের গ্রামপথে (হৈমন্তী) ৮৯
পল্লীবধূ (ভারতবর্ষ) ৯০
কৃষাণীর ব্যথা (পর্ণপুট) ৯২
বাংলার দীঘি (ভারতবর্ষ) ৯৪
কবির নিমন্ত্রণ (বঙ্গদর্শন) ৯৬

৫। গার্হস্থ্য জীবনে

কন্যাদায় (বৈকালী) ৯৭
মায়ের কাঁকণ (ঐ) ১০০
বাপ-পিতামোর ভিটে (লাজাঞ্জলি) ১০১
বঙ্গলক্ষ্মী (পর্ণপুট) ১০২
পৃথক (ঐ) ১০৪
বন্ধ্যার খেদ (লাজাঞ্জলি) ১০৬
আগন্তুক (ক্ষুদকুঁড়া) ১০৯
শিশু (পর্ণপুট) ১১০
রাঙাচুড়ি (ঐ) ১১২
প্রথম পরিচয় (লাজাঞ্জলি) ১১৩
জননীর ব্যথা (বৈকালী) ১১৪
অরক্ষণীয়া (হৈমন্তী) ১১৫
বৌদিদি (লাজাঞ্জলি) ১১৭
স্নেহস্মৃতি (বৈকালী) ১১৮
মহাশান্তি (ঐ) ১২০
ক্রৌঞ্চীর বেদনা (ভারতবর্ষ) ১২১
কিশোরীর বিস্ময় (বৈকালী) ১২২
গোরুর গাড়ী (হিন্দু) ১২৩
গৃহদীপ (ভারতবর্ষ) ১২৫
মঙ্গলচণ্ডী (পর্ণপুট) ১২৫

পূজার দিনে (বসুমতী) ১২৬
পতিতা (পর্ণপুট) ১২৮
গৃহলক্ষ্মী (ঐ) ১৩১

৬। পুষ্পকুঞ্জে

চম্পক (প্রবাসী) ১৩৩
চম্পকতরুবিয়োগে (ঐ) ১৩৪
শ্মশানের ফুল (বৈকালী) ১৩৫
চূতমঞ্জরী (ঋতুমঙ্গল) ১৩৬
কর্ণিকার (ঐ) ১৩৭
ধুতুরা (বঙ্গদর্শন) ১৩৮
মালতী (হৈমন্তী) ১৩৯
কদম্ব (ঐ) ১৪০
কেতকী (পর্ণপুট) ১৪১
কুন্দ (কুন্দ) ১৪২
আকাশ-কুসুম (কথাসাহিত্য) ১৪৩
অশোক (হৈমন্তী) ১৪৪
ছাতিম (ঐ) ১৪৬
সূর্য্যমণি (পর্ণপুট) ১৪৭
জবা (আহরণী) ১৪৮
সেফালি (হৈমন্তী) ১৪৯

৭। প্রবাস পথে

শান্তিনিকেতন (হৈমন্তী) ১৫০
সিন্ধুতীরে (পর্ণপুট) ১৫৩
পালামৌ (ঐ) ১৫৫
মন্দিরে না সিন্ধুনীরে (আহরণী) ১৫৭
স্বর্গদ্বারে (ঐ) ১৫৮
স্বাস্থ্যনিবাসে (বৈকালী) ১৫৯
তোপচাঁচি দর্শনে (পর্ণপুট) ১৬০
তাজমহলে (হৈমন্তী) ১৬১
গিরিধির উস্রিতটে (পর্ণপুট) ১৬২

কোগ্রামে (ভারতবর্ষ) ১৬৫
দামোদর উপত্যকায় (পশ্চিমবঙ্গ) ১৬৭
অজন্তা গুহায় (তরুণের স্বপ্ন) ১৬৯
তীর্থমন্দিরে (শনিবারের চিঠি) ১৭১

৮। প্রাচীন ভারতে

অশ্বত্থ (আহরণী) ১৭২
গঙ্গা (ঐ) ১৭৯
হিমাদ্রি (ঐ) ১৮৭
আদিত্য (পর্ণপুট) ১৯৬
বরুণ (হৈমন্তী) ১৯৮
বৈশ্বানর (বৈকালী) ২০১
সোম (আহরণী) ২০৩
ইন্দ্র (ঐ) ২০৭
শঙ্খ (ঐ) ২০৮

৯। গান

ঝুলন (ব্রজবেণু) ২১০
বন্দনা (ঐ) ২১১
কাজরী (ঋতুমঙ্গল) ২১১
রঙের আগুন (ঐ) ২১২
বাউল বাতাস (ঐ) ২১২
অকাল বর্ষা (ঐ) ২১৩
হোলীর গান (ঐ) ২১৩
ভাদরে (ঐ) ২১৪
বসন্তশেষে (ঐ) ২১৫
গজল (ব্রজবেণু) ২১৫
জলদোললীলা (ঐ) ২১৬
চিরশ্যাম (ঐ) ২১৭
আগমনী (বৈকালী) ২১৭
সন্ধ্যাকালী (আহরণী) ২১৮
সার্থকতা (লাজাঞ্জলি) ২১৯

চিরতরুণী (পর্ণপুট) ২১৯
ও-পাড়ার রূপসী (ক্ষুদকুঁড়া) ২২০
গানের বাণী (পর্ণপুট) ২২১
ইন্দিরা (ঋতুমঙ্গল) ২২১
শরতের ধরা (ঐ) ২২২
গৌরচন্দ্রিকা (শিশুসাথী) ২২২
দখিনা (ঋতুমঙ্গল) ২২১
ভূষণ (পর্ণপুট) ২২৩
কাজরী (ঋতুমঙ্গল) ২২৪
পল্লীব্রজ (ঐ) ২২৪
সমস্যা (পর্ণপুট) ২২৫
ভূষণ (ঐ) ২২৫
প্রকাশবেদনা (লাজাঞ্জলি) ২২৬
খেয়াঘাটে (ঐ) ২২৬
ঘরের ডাক (আনন্দবাজার) ২২৭
দিনান্তিকা (দিনান্তিকা) ২২৮
মায়ের কোলে (লাজাঞ্জলি) ২২৮
ভ্রান্তিভঙ্গ (বঙ্গলক্ষ্মী) ২২৯
শ্রমিকের গান (লাজাঞ্জলি) ২২৯
প্রেমের গান (ক্ষুদকুঁড়া) ২৩১
নৈরাশ্যে (ঐ) ২৩২

১০। ঝরাফুলের সাজি

পিতা ও মাতা (যুগান্তর) ২৩৩
দেবীর পূজা (বসুমতী) ২৩৩
কবির বেদনা (কথাসাহিত্য) ২৩৪
রবি ও মাটির প্রদীপ (প্রবাসী) ২৩৪
তপন ও শিশির (ঐ) ২৩৫
পারের কড়ি (উদ্বোধন) ২৩৬
বেণুর বেদনা (দেশ) ২৩৬
আম্রমুকুল (ঐ) ২৩৭

স্থষ্টিধ্বংস (প্রবাসী) ২৩৭
অজ্ঞাতশত্রু (কথাসাহিত্য) ২৩৮
মিলনে ও বিরহে (ক্ষুদকুঁড়া) ২৩৯
বর্ষারাতে (প্রবাসী) ২৩৯
পূজা (আনন্দবাজার) ২৪০
অসমাপ্ত (ভারতবর্ষ) ২৪০
দেশ ও কাল (পর্ণপুট) ২৪১
গাগরীভরণ (কথাসাহিত্য) ২৪১
আমার পাঠক (ঐ) ২৪২

১১। ঋতুরঙ্গে

ঋতুসংহার ও কুমারসম্ভব (আহরণী) ২৪৩
নিদাঘে (কথাসাহিত্য) ২৪৫
প্রথম বর্ষণ (ঋতুমঙ্গল) ২৪৬
বর্ষার গান (ঐ) ২৪৮
আষাঢ়ে (আহরণী) ২৪৯
বাদলা শেষে (ঐ) ২৫০
বর্ষায় (প্রবাসী) ২৫১
শরতের গান (ঋতুমঙ্গল) ২৫২
শরতের আহ্বান (শনিবারের চিঠি) ২৫৩
বসন্তে (কথাসাহিত্য) ২৫৪
কুহুধ্বনি (ঋতুমঙ্গল) ২৫৫
বসন্তের বেদনা (প্রবাসী) ২৫৭
ব্যর্থ বসন্ত (ঋতুমঙ্গল) ২৫৮
বসন্ত বিদায় (ঐ) ২৬০

১২। বেলাশেষে

যৌবন বিদায় (বৈকালী) ২৬১
কবির কৈফেয়ৎ (বঙ্গদর্শন) ২৬৩
পুরাতন ও নূতন (বর্ত্তমান) ২৬৫
সন্ধ্যার কুলায়ে (আহরণী) ২৬৬
লাভালাভ (ঐ) ২৬৭

সন্ধ্যায়	(ঐ)	২৬৮
দিবাবসানে	(ঐ)	২৬৯
বন্ধুস্মৃতি	(বসুমতী)	২৭১
প্রত্যাখ্যাত	(প্রবাসী)	২৭৩
কবিতার দিন	(আনন্দবাজার)	২৭৪
ভুলের জীবন	(বৈকালী)	২৭৫
অকালের পাখী	(হৈমন্তী)	২৭৭
নিঃসঙ্গ যাত্রী	(ভারতবর্ষ)	২৭৮
জীবনের অপরাহ্ণে	(শনিবারের চিঠি)	২৭৯
দিনান্তে	(আহরণী)	২৮০
কবির বিদায়	(বঙ্গদর্শন)	২৮১
জীবনহেমন্তে	(দেশ)	২৮২
মায়ের কোলটি পড়ে মনে	(প্রবাসী)	২৮৩
জরা	(হিমাদ্রি)	২৮৪
জন্মদিনে	(প্রবাসী)	২৮৫
তোমারে স্মরায়	(ভারতবর্ষ)	২৮৬
প্রতীক্ষায়	(বৈকালী)	২৮৭
শেষ কথা	(বৈকালী)	২৮৮

কবিশেখর কালিদাস রায়

বাংলাদেশ

সংসারে কি মন লাগে এই পাগ্‌লা দেশে ?
ঘরছাড়া ডাক কেবল শুনি সর্ব্বনেশে।
'ঘরকরনা মায়ার খেলা', শুনায় যে ভর-ছুপুরবেলা
একতারাতে পথভিখারী নিত্যি এসে ॥

বাজিকরে ভেল্‌কি দেখায় পথের ধারে,
ডুগ্‌ডুগি কয় 'সবই ফাঁকি এ-সংসারে।'
সাঁঝের খেয়াঘাটটি দেখে শুনে 'ওপার যাবি কে কে ?'
ভবনদীর পাথারে মন বেড়ায় ভেসে ॥

হাটে গিয়ে ভাবি, ভবের ভুলের হাটে
কী বেসাতি করতে রাতিদিবস কাটে!
ফিরি ঘরে উন্মনা যে, গা লাগে না দিনের কাজে।
সে দিন মনের তেলে জলে আর না মেশে ॥

ছ'চোখ-ঢাকা বলদ দেখি কলুর বাড়ী।
তার সাথে মোর তফাৎ কোথা ধরতে নারি।
পথে বাউল গান গেয়ে যায় 'মনের মানুষ পাব কোথায় ?'—
লাভের গাঁতির কল্পনাজাল যায় যে ফেঁসে ॥

উদাস সুরে রাখাল বাঁশী বাজায় মাঠে,
শেষের দিনের গানে চাষী ফসল কাটে।
মাঝি-দাঁড়ী গান গেয়ে যায় কোন্ সুদূরে পাল-তোলা নায় ?
মন উড়ায়ে বলাকা ধায় নিরুদ্দেশে ॥

বাংলার দেবতা

ভাগ্যে তোমার নয়ক দেউল বিশাল বালাখানা,
ব্যবসাদার পাণ্ডা পুরুৎ পূজারীদের থানা।
তাইত মোরা নৃত্যে মাতি তোমার আঙিনায়,
যখন খুসী দুয়ার খুলি দুঃখ জানাই পায়।
ছুটী পেলেই তোমার সাথে একলা ঘরে রই,
পরাণ খুলে চরণ-মূলে মনের কথা কই।

ভাগ্যে তোমার নয়ক পূজায় রাজার আয়োজন,
লুট্‌তে বাজার হয়না হাজার লোকের প্রয়োজন।
তোমার ভোগের উপচারের যোগানদারের দাপে
অত্যাচারে দুঃখীলোকে কখ্‌খনো না কাঁপে।
চাষের ক্ষুদে, গাইএর দুধে, গাছের ফলে ফুলে,
ভোগ সাজিয়ে যা জুটে তাই দিই ও-বেদীর মূলে।
ভিন্ন ক'রে আয়োজনের নেইক দাবি-দাওয়া,
এক থালেতেই তোমার আমার আগে পিছে খাওয়া
তোমার কাছে যেতে হ'লে পাণ্ডা-প্রহরীকে
সাধতে না হয়, ঢুকতে না হয় কায়দা-কানুন শিখে।

ভাগ্যে তোমার রাগটিও নাই, নেইক অভিমান,
মোদের চেয়েও অল্প পেয়েও তুষ্ট তোমার প্রাণ।
মহামারীর দিনে ঠাকুর ভাবো মোদের তরে,
বাদল-রাতে মোদের সাথে ভিজছ ভাঙা ঘরে।
বন্যা-দিনে করছ উপোস আমাদেরি সাথে,
মোদের সহ জেগে রহ মহোৎসবের রাতে।
মন্ত্র কোথা? যা' খুসী তাই ব'লেই পূজো করি,
ভাগ্যে তুমি কাঙাল ঠাকুর, দীন-দুখীদের হরি॥

জয়দেব

বিলাস-কলায় কেলি-কুতূহলী রস-কমলের রবি,
পদ্মাবতীর চরণ-চারণ-চক্রবর্ত্তী কবি !
দোল-গোবিন্দ-পদারবিন্দে মাখিলে রঙ্গের ফাগ,
কোমল কান্ত ষট্‌পদে তব ঝঙ্কৃত ছয় রাগ।

সান্দ্র মেদুর মেঘডম্বর অম্বরে যবে বাজে,
আজো হেরি তোমা, তমালতরুর ঘননীলিমার মাঝে।
ললিত বিলোল লবঙ্গফুলচুম্বিত সমীরণে,
বকুলে আকুল চল অলিকুলে, কোকিলকূজিত বনে।
তব নখাংশু হেরি মধুমাসে কিংশুক-কলিকায়,
তব হাসি হেরি হিল্লোলময়ী বল্লীর সিতিমায়।

গোপীর চরণে রণিত নূপুরে তব শ্রীকণ্ঠ বাজে,
চারু শিখণ্ডি-শিখা-মণ্ডলে কল্পনা তব রাজে।
শ্যাম মঞ্জুল বঞ্জুলবন কুঞ্জ-বিতানতলে
শয্যা তোমার সজ্জিত চির শ্যামল শষ্পদলে।

হে আদিসাধক মধুর রসের ! বাণী-মন্দিরচূড়ে
তব অঙ্গের নামাবলীখানি জয়কেতু হ'য়ে উড়ে।
তব প্রেম আজো নাটমন্দিরে দধিমঙ্গলে নাচে,
তোমার রচিত তিলক দেশের অঙ্গ ভূষিয়া আছে।

গঙ্গা অজয় গাহি তব জয় প্রেমের বন্যা আনে,
গাহে এ বঙ্গভাষা জয় জয় কোটি মৃদঙ্গ তানে।
নবরসজিৎ রসের কবি যে জয়দেব তুমি তাই,
দেশভরা শত পরাজয় মাঝে তব পরাজয় নাই॥

গুরু গোরক্ষনাথ

'মহাজ্ঞান' দেন শিব, মহামায়া করেন হরণ।
অপ্সরার ভ্রূবিলাস যুগব্যাপী সাধনার ধন
নিমেষে লীলায় হরে। তপ শুধু তৃষার সঞ্চয়,
বহ্নি তার তপস্বীরে একদিন করে ভস্মময়।
দেহের বলের সাথে ক্ষীণ হয় মানসেরো বল,
জরা আসে, শ্লথ হয় যৌবনের সংযমশৃঙ্খল।
অহিফেনে তন্দ্রাচ্ছন্ন হিংস্রপশু কেটে গেলে ঘোর
হুঙ্কারি' গরজি উঠে মানেনাক শাসন কঠোর,
শোণিত পিশিত চাহে। যুগে যুগে খেয়াঘাটে পড়ি
আবাল্য তপস্যারত কত গুরু যায় গড়াগড়ি।
পুরুরে সঁপিয়া জরা ভোগে মগ্ন রাজর্ষি যযাতি
চ্যবন ভৈষজ্য খুঁজে ফিরাইতে যৌবনের ভাতি।

কেবা বৈরী তপস্যার? তপ কার প্রতীপাচরণ?
প্রতিশোধ নিতে তার কেবা রচে কদলীপত্তন
সাধনার মরুপথে? রুদ্ধ করি ইন্দ্রিয়ের দ্বার
কঠোর নিগ্রহকৃচ্ছ্র তিলে তিলে কারে অস্বীকার,
কার রোষ উদ্দীপন? আদ্যাশক্তি পরমা প্রকৃতি
নির্ম্মম নিয়তিরূপা, একি নয় তারে অস্বীকৃতি?
পুরুষকারের সাথে প্রকৃতির এই যে সংগ্রাম
চলিতেছে যুগে যুগে, লভিতেছে একই পরিণাম
মহাযোগী, মহাদৈত্য। মা বলিয়া না নিলে শরণ
মহাতপস্বীরও গতি চণ্ডমুণ্ড শুম্ভেরি মতন।

হে গুরু গোরক্ষনাথ, মোহমুগ্ধ গুরুর পতনে
যে শিক্ষা লভিলে তুমি তব ক্লিষ্ট তাপসজীবনে

মহাজ্ঞান হ'তে তাহা ঢের বড়। বিরূপা শক্তির
পাষাণ হৃদয়ে তুমি সঞ্চারিলে বাৎসল্যের ক্ষীর।
মা ব'লে শরণ নিয়ে তারে তুমি জিনিলে সংগ্রামে
বামারে দক্ষিণা তুমি করেছিলে সাধনার ধামে।

মনে জাগে সেই চিত্র, ভক্তিভরে ধরি দুটি হাতে
পঙ্কিল পল্বল হ'তে উদ্ধারিছ গুরু মীননাথে।
গুরু হ'তে শিষ্য বড় এই সত্য জাগে তার সনে,
জগতের জ্ঞানলোকে যুগে যুগে ক্রমবিবর্ত্তনে
শিষ্যপরম্পরা-ক্রমে সাধনার শক্তি বেড়ে যায়।
শিষ্যধারা মগ্নতনু ভগ্নজানু গুরুরে বাঁচায়।
শ্রান্ত হ'য়ে গুরু যদি ব্রতভঙ্গে সুখতন্দ্রাগত
শিষ্য করে উদ্‌যাপন গুরুত্যক্ত সংকল্পিত ব্রত॥

কৃত্তিবাস

বাংলার বাল্মীকি-কবি দেবীর আদেশ ল[illegible]
শুভক্ষণে কবে নাহি জানি,
সীতার নয়নজলে বসিয়া অশোকত[illegible]
লিখেছিলে তব গ্রন্থখানি।
তালপত্রে সেই লেখা সে ত অশ্রুজলরে
অনল-অক্ষরে আজ জ্বলে,
বাঙ্গালার ঘরে ঘরে তার তাপে সুধা ক্ষ[illegible]
পাষাণ হৃদয়-ও তায় গলে।
বৈদেহীর আঁখিনীর গৃহে গৃহে গৃহিণ[illegible]
ক্ষণে ক্ষণে তিতায় বসন,

তাঁদের পায়ের কাছে নতশিরে আজ্ঞা যাচে
শতশত দেবর লক্ষ্মণ।
কাঙালের তুচ্ছ পুঁজি তাও নিয়ে যোঝাযুঝি
ভায়ে ভায়ে, তুচ্ছ তা' ত নয় ;
পাদুকা-পূজার গান গলায় তাদের প্রাণ
ছন্দ তার দ্বন্দ্ব করে জয়।

বিমাতা তোমার গানে কুণ্ঠিতারে কণ্ঠে টানে,
শ্বশ্রূ ভুলে বধূর পীড়ন,
স্মরিয়া সীতার কথা তুচ্ছ গণে নিজ ব্যথা
গৃহে গৃহে অভাগিনীগণ।
পশারী পশরা শিরে থমকি দাঁড়ায় ফিরে
শুনে যদি রামায়ণপাঠ,
গুহকের ভাগ্য স্মরে দুইচোখে ধারা ঝরে
ভুলে যায় বেচাকেনা হাট।

বঞ্চক 'মুরারি শীল' ছাড়েনা যে একতিল,
মেকি দিতে তারও হাত কাঁপে,
দিন কাটে পাপ করি,' সাঁঝে রামায়ণ পড়ি'
রাতে শুয়ে মরে অনুতাপে।
শিখাইলে কী যে সত্য, গ্রামে গ্রামে 'ভাঁড়ুদত্ত'
মিথ্যা সাক্ষ্য উচ্চারিতে ডরে।
যক্ষ প্রেত তব গানে ভিক্ষুকে ডাকিয়া আনে,
বক্ষে টানে প্রভুও কিঙ্করে।

দিনে হাটে হট্টগোল অট্টহাস্য ডামাডোল,
সন্ধ্যায় সকলি চুপচাপ।
তেজপাতা চিহ্ন ধরি' অরণ্য-কাণ্ডটি পড়ি'
দোকানী দোকানে দেয় ঝাঁপ।

সাহাজী বটের ছায় তব গীতি নিতি গায়,
গুরুর গরিমা সে-ও পায়।
গৃহে ফিরে চাষী নেয়ে দিবসান্তে শান্তি পেয়ে
মেতে রয় সে গীতিসুধায়।

তব বাণী মধুচ্ছন্দা নন্দিত করেছে সন্ধ্যা ;
স্নিগ্ধ শান্ত, গ্রীষ্মের দিবস।
জরাজীর্ণ গ্রন্থখানি— কি সুধা তাতে না জানি—
শুষ্ক দৈন্যে করেছে সরস।
তব গীতি সুমধুর মোদকের খইচুড়
আরো যেন মিঠা ক'রে তুলে।
তব গ্রন্থখানি ছাড়ি উঠে যায় বারবারই
দাম নিতে মুদী যায় ভুলে।

জমিদার ঘরে ঘরে প্রজা-নির্যাতন করে,
তব পুঁথি পড়ে মাতা তার ;
প্রজারঞ্জনের সুর লাগে তার সুমধুর,
গ'লে যায় তায় কর-ভার।
অসংযত রসনায় যে ভ্রম করিল হায়
অযোধ্যার নির্বোধ প্রজারা,
যেন বঙ্গ ঘরে ঘরে তারি প্রায়শ্চিত্ত করে,
চক্ষে ঝরে সরযূর ধারা।

তোমারেই শুধু জানি মানি শুধু তব বাণী,
শুনিয়াছি বাল্মীকির নাম,
তব চিত্তভূমে কবি প্রেমিক জীবন লভি'
অবতীর্ণ বঙ্গে পুন রাম।
এ রাম মোদেরি মত সেধেছে কেঁদেছে কত
অদৃষ্টেরে দিয়াছে ধিক্কার,

এ রাম মোদেরি মত করিয়াছে ভক্তিনত
নীলপদ্মে পূজা অম্বিকার।

এ রামে আপন জানি বক্ষে লইয়াছি টানি,
দুঃখে তাঁর হয়েছি অধীর,
লক্ষ্মণের সাথে সাথে অবিরল অশ্রুপাতে
পম্পাহ্রদে বাড়ায়েছি নীর।
তুমি রস-গঙ্গা হ'তে আনিলে নূতন স্রোতে
আগে আগে দেখাইয়া পথ,
নব রস-ভাগীরথী, সিন্ধুমুখী তার গতি,
তুমি তার নব ভগীরথ।

সে প্রবাহ অনাবিল ভাসাইল খালবিল,
একাকার গোষ্পদ পল্বল,
সে ধারার দুই কূলে লতাতৃণে শস্যফুলে
ফলিতেছে সোনার ফসল।
বধূরা গাগরী ভরে নিয়ে যায় ঘরে ঘরে
তৃষা তৃপ্ত করে সেই বারি,
করি তায় নিত্য স্নান জুড়ায় তাপিত প্রাণ,
'জয় রাম' গায় নরনারী।

সেই রসধারা বাহি' জয় সীতারাম গাহি'
ভেসে যায় কত মধুকর।
লঙ্কায় বিজয় তরে যুগে যুগে যাত্রা করে
ধনপতি চাঁদ সদাগর,
শত শাখাপ্রশাখায় সে ধারা বহিয়া যায়
বিপ্লাবিত অশ্রুর তুফানে,
'এহো বাহ্য' নহে শেষ, চলে যায় নিরুদ্দেশ,
শেষ ধারা অনন্তের পানে॥

চণ্ডীদাস

কোথা কবে জন্ম নিলে পণ্ডিতেরা করিছে বিবাদ
তাই নিয়ে। তব পদ-চন্দ্রিকার সুধার আস্বাদ
দ্বন্দ্বকোলাহলে আজ, দাদুরীর কণ্ঠের তাড়ায়
কমলমাধুরীসম সরোবরে, কোথায় হারায়।
এ পৃথ্বী বিপুলা বটে, তাই বলি' অন্নজল দিয়া
মেদোমাংসময় তব একখানি শরীর গড়িয়া
তোমারে করিবে বন্দী হেন শক্তি আছে কি তাহার?
কাল নিরবধি বটে, তাই বলি' জীবন তোমার
কোনো চিহ্নে পরিচ্ছিন্ন করিবে সে পঞ্জীর গণ্ডীতে
হেন স্পর্দ্ধা নাই তার। যত দ্বন্দ্ব করুক পণ্ডিতে,
ছন্দে সুরে আত্মসত্তা, হে চিন্ময়, করেছ বিলয়,
জুড়িয়া রয়েছ তুমি চিরদিন রসিক হৃদয়।

জানি তুমি জন্ম নিলে বাঙ্গালীর মনোবৃন্দাবনে
বিরহিণী শ্রীমতীর গূঢ়মর্ম্ম-কুটীর-প্রাঙ্গণে
আশাময়ী বাসনায়। স্থূলদেহ করনি ধারণ।
গীতিময় রূপ ধরি' করেছিলে আত্মবিকিরণ
বহু কবি-কলকণ্ঠে। রসিকের স্বপ্নে তুমি আজো
যেমন সেদিন ছিলে গীতদেহে তেমনি বিরাজো।
কোথায় পরম সত্য অন্বেষিব রূপে কিংবা ভাবে?
নিজেই অসত্য হ'য়ে দেশকাল কি সত্য জানাবে?
ভাবে আছ, স্বপ্নে আছ। মধুগন্ধে তৃপ্ত যেই মন
পদ্মের মৃণাল কোথা কভু সে কি করে অন্বেষণ?

পদাবলীর শ্রীচৈতন্য

[গৌরচন্দ্রিকার পদাবলী হইতে মাধুকরী রচনা]

তব— নয়নে বাদর ঝরে, পুলকাঙ্কুরে ভরে
হেমতনু,—জাগে রসমঞ্জরীবৃন্দ,
স্বেদছলে মধুকণ ক্ষরে তায় অনুখন,
চরণপঙ্কে ফুটে রাতা অরবিন্দ।
শোভি' সংসারমরু জাগিলে কল্পতরু,
ও-ছায়ে শরণ নিল কলিকলুষার্ত্ত ;
যেই ফল বিতরিলে তুলা নাই এ নিখিলে,
প্রেমসম নহে মিলে চারি পুরুষার্থ।
কল্পতরুর কাছে পায় বটে যেই যাচে,
না যাচিতে দাও তুমি না বিচারি যত্ন ;
কল্পতরুর তলে না গেলে কি আশা ফলে ?
দ্বারে দ্বারে সেধে কেঁদে বিলাইলে রত্ন।

মায়াবাদী যতি যত হ'লো তব পদানত,
জ্ঞান-সুরা-ঘট ভাঙি, পিয়ে প্রেমদুগ্ধ ;
কৃষ্ণ-সারের পায় কেশরী করুণা চায়,
তরল-আয়ত-আঁখি-পরসাদে মুগ্ধ।
ঢল-ঢল নিকষিত হেম-তনু-বিগলিত
লাবণি গড়ায়ে পড়ে অবনীর অঙ্গে,
চন্দন-ললাটিকা বিথারে ললাটে শিখা,
'মদন মূরুছা পায় হাস্যতরঙ্গে।'
কীর্ত্তন-তাণ্ডব- বিলোল চরণে তব
অভিঘাতে জাগে ভূমি-জননীর হর্ষ ;
'হরি-হরি'—হুঙ্কৃতি উত্তাল সঙ্গীতি
গগন বিদারি' করে গোলোকেরে স্পর্শ।

· যার আগে তৃণতুল্য চারি পুরুষার্থ—চৈ-চ

রসহ্রদে ডগমগ কনক-মরাল-খগ
ফুটালে পাখার বায়ে আঁখি-শতপত্র,
ফেলি পুঁথি বীণাখানি রসাবেশে বীণাপাণি
নাচিল তোমার সাথে ত্যজি জ্ঞানসত্র।
তব ব্রজরজকায়ে পুলকিত নীপছায়ে
রাস-রসে বিলসিত লীলাবৈচিত্র্য,
প্রকটিত শ্রীআননে ঢুলু-ঢুলু দ্বিনয়নে
বিরহিণী শ্রীমতীর নিখিল চরিত্র।
ডুবে উৎকল রাঢ় আ-কেরল একাকার
ভাসাল গৌড় ব্রজ তব প্রেমসিন্ধু,
নাচিলে লহরী 'পরি তা তা থৈ থৈ করি',
লক্ষধা বিম্বিত——নদীয়ার ইন্দু।

খনে হাসি খল-খল খনে আঁখি ছল-ছল,
রামধনু রচে মেঘ রৌদ্রের সঙ্গে ;
শরৎ, মূরতি ধরি আসিলে কি অবতরি ?
শ্যাম-গৌরব মরি শিহরে মৃদঙ্গে।
কর-নখে রবি জ্বলে পদ-নখে শশী ঝলে,
নিশ্বাসে বিলসিত তুলসীর গন্ধ ;
মহাভাবমোহে ভোর হ্লাদিনী রসের চোর,
মাধুরী-লতার গোরা চির-রসকন্দ।
তব লাবণির ভায় হেম-মুকুরের ছায়
হেরে কবি লীলাময় যুগল শ্রীমূর্ত্তি।
হুঙ্কার-তাণ্ডবে 'পুরুষ বিকাশ লভে,
লীলায়িত ভঙ্গীতে 'প্রকৃতি'র স্ফূর্ত্তি।

তব পদপঙ্কজে দাদুরীরো মন মজে—
হেরি পাণিযুগ নাগকেশরের দণ্ড ;
আঁখিজলে টলমল দু'টি নীল শতদল,
ভৃঙ্গ হইল তায় কত যে পাষণ্ড।
কৃষ্ণ-বিরহানল প্রাণ-দীপে প্রোজ্জ্বল
যে অনলে বিগলিত অযুত অনঙ্গ,
কলিকল্মষ পুড়ে' ধূলি হয়ে যায় উড়ে,—
অযুত ভকত তায় হইল পতঙ্গ।
যে অনলে স্বেদজলে তনু-নবনীত গলে,
যে অনলে অরুণিত নয়নের প্রান্ত,
কলিযুগে যে অনলে হরিনাম-যাগ জ্বলে,
সে অনলে পুড়ে গেল তন্ত্র-বেদান্ত।

কেবা করে পথ-রোধ ? দিগ্বিজয়ের যোধ
চলে সাথে, জয়নাদ করে শতভুণ্ড।
আগে আগে দুলি' দুলি' হে বীর চলেছ তুলি'
আজানু-লম্বি বাহু—করিবর-শুণ্ড।
দেহে ধূলি বিভূষণ, গলে দুলে আভরণ
নাম-সূতে গাঁথা হরিগুণমণি-মাল্য।
স্বেদজলে বলিরেখা, যেন হ্রদে শশিলেখা
রাজে যৌবনবনে ধ্রুব হয়ে বাল্য।
ব্রজনাট অভিনয়ে এলে নট সুসময়ে
দম্ভদমন-লীলা করিলে আরম্ভ,
গঙ্গা, যমুনা হয়ে ভাবঘোরে যায় ব'য়ে,
তীরে তার সব তরু শিহরি কদম্ব।

অবনী বুকের পানে নবনী-তনুটি টানে,
সচকিতে শচীমা'র মমতার দৃষ্টি,
যাঁহা যাঁহা ধূলি'পরে তনু আছাড়িয়া পড়ে
কমল-শয্যা করে তাঁহা তাঁহা সৃষ্টি।
ভাবাবেশে গর-গর' কতবার পড়-পড়',
অবিরল দরদর ধারা বহে চক্ষে,
ধ্বস-ধ্বস মার প্রাণ উদ্বেগে বেপমান,
মনে মনে বার বার ঠেকা দেয় বক্ষে।
নাচিতে নাচিতে হায় ঢ'লে পড়ো কার গায় ?
কার গলা ধ'রে কাঁদো ? অদ্ভুত দৃশ্য !
সঙ্কোচে লাজে ডরে ও যে নিজে পড়ে-পড়ে,
ও যে দীন চণ্ডাল হীন অস্পৃশ্য।

প্রেমাবেশে নেচে নেচে পতিতেরি কোল বেছে
ও তনু পতিত হয়—নহে কারো বশ্য।
বলে, "গেল, হায় হায়, ব্রাহ্মণ-ব্যবসায় !'
নদীয়ার যত মূঢ় জাতি-সর্ব্বস্ব।
বুকের পাষাণ হরো মূকেরে মুখর করো
মোহমূঢ় অন্ধের আঁখি কর ফুল্ল,
পঙ্গুরে দাও বল লঙ্ঘে সে হিমাচল,
কাক-পেচকেরে করো গরুড়ের তুল্য !
রূঢ় জ্ঞানযোগিগণ ছিল যারা নিমগন
পুঁথিতে খুঁজিতে সেই সচ্চিদানন্দে,
লীলানন্দের সাড়া পেয়ে চঞ্চল তারা,
কি লিপি পাঠালে প্রভু তুলসীর গন্ধে ?

ভুলাইলে ধন জন কেলি কাম কাঞ্চন,
রচিলে প্রেমের হিমে কাঞ্চনজঙ্ঘা।
তাপসের জটা ভরি' রসসঞ্চার করি'
ভাসাইল 'গজপতি' তব প্রেম-গঙ্গা।
তোমার লীলার ব্রজ দিল যে পথের রজ,
পারের পাটনী চায় তাহারি প্রাচুর্য্য,
জ্ঞান ধ্যান হোম জপ সাধনা কঠোর তপ
সব হ'তে বড় হ'লো সহজ মাধুর্য্য।
ধন মান জ্ঞান যশ, কে তোমা করিবে বশ?
তোমার চরিত-রীত বেদবোধগুহ্য।
কলা মূলা বেচে খায় শ্রীধর করুণা পায়,
অবাক তাপস যোগী,—সেও সাধুপূজ্য।

এ অধমে তারো তারো! ডুবিতে কি বলো আরো?
পতিত-পাবন নাম হবে কি অসত্য?
কতটা পতিত হ'লে প্রভু তুমি নেবে কোলে?
শ্মশানে চলিলে, মিছে ঔষধ-পথ্য।
ব্যবহার-রসে হায় দিন মোর জ'রে যায়,
তব নাম রসনায় আসে না দিনান্তে;
শ্রীবাসের আঙিনার ধূলি কবে হবে সার,
নামামৃত-রসে কবে ডুবাবে এ ভ্রান্তে?
নিঃস্ব অকিঞ্চনে চড়াইলে সযতনে
ভাব-গজরাজে, প্রভু, হাতে ধ'রে তুল্লে।
ছয় ঘোড়া টানে রথ নিরাপদ নহে পথ,
সেই পথে প'ড়ে যেবা তারে কেন ভুল্লে?

পদাবলী

১

একখানি মহাকাব্য একদা জীবন্তরূপ করিয়া ধারণ
হয়েছিল অবতীর্ণ, অদ্বৈত গাহিল তার মঙ্গলাচরণ।
লভি' এই মর্ত্ত্যধামে অপ্রাকৃত মহাকাব্য, প্রেম মূর্ত্তিমান্,
লোকাতীত রসধারা সম্ভোগ করিল যারা তারা ভাগ্যবান্।
সেই মহাকাব্যখানি সহস্র সহস্র গীতে হইয়া খণ্ডিত
করিয়াছে গৌড়ভূমে—গৌরপ্রেমোজ্জ্বলরস-গৌরবে মণ্ডিত॥

প্রেমের গগনে দোল-পূর্ণিমার চন্দ্র কবে হ'ল সমুজ্জ্বল,
এ বঙ্গের রসসিন্ধু হ'ল তায় নৃত্যরত তরঙ্গে উচ্ছল।
সে ইন্দুর পূর্ণবিম্ব সহস্র সহস্র খণ্ডে ভাঙ্গি গেল তায়,
অশ্রুময় ক্ষারসিন্ধু হ'ল নব ক্ষীরসিন্ধু রজতআভায়।
অস্তমিত পূর্ণচন্দ্র, খণ্ড বিম্বগুলি আজো করে ঝলমল।
ইন্দুহারা সিন্ধুবুকে পুণ্য পদাবলীরূপে তাহাই সম্বল॥

২

পড়িতে পড়িতে জীর্ণ পদাবলী-চয়নের পুঁথি
মাঝে মাঝে দ্বিধা জাগে, বারবার হয় স্বরচ্যুতি,
কভু ছন্দোভঙ্গ ঘটে, কোথাও বা হেরি দুরন্বয়;
অবাঞ্ছিত শব্দ এসে কোথা দেখি জুড়ে ব'সে রয়
ঘটাইয়া অর্থকৃচ্ছ্র। রবীন্দ্র-যুগের আমি কবি
পারিপাট্য-পক্ষপাতী, রসাস্বাদে অধিকার লভি'
ভাবিতেছি,— যত মূর্খ লিপিকার কীর্ত্তনিয়া দল,
কবির অনিন্দ্য পদে শ্রীমাধুরী সচ্ছন্দ কৌশল
কলঙ্কে করেছে ক্ষুণ্ন। ক্রমভঙ্গ হয় ক্ষণে ক্ষণে,
অঙ্গহানি দুষ্ট মিল অস্বস্তির সৃষ্টি করে মনে।

তবু রসাবিষ্ট হই, ভেবে দেখি' আঁখি যায় খুলে,
ক্ষণে ক্ষণে ক্রমভঙ্গ হ'য়ে যায় যাহাদের ভুলে,
তাহারা বক্ষের পুটে যত্নভরে পদরত্নগুলি
যদি না করিত রক্ষা যক্ষসম মুছাইয়া ধূলি,
কোথা পাইতাম এই দেবজন-দুর্লভ বৈভব,
নিঃসম্বল এ জাতির দুঃসময়ে যা নিয়ে গৌরব ?

ও-সব কলঙ্ক নয়,—অশ্রুচিহ্ন ; ভক্ত ছিল তারা,
ঢালিয়াছে যুগে যুগে এর 'পরে প্রেমঅশ্রুধারা।
মুকুতা ছিদ্রিত বটে, সুর-সূত্র পরাইয়া তায়
তাহারা গেঁথেছে হার, তাই রাধাশ্যামের গলায়
দুলিতেছে ঝলিতেছে। অভক্তই ছিদ্র তায় খুঁজে,
কৃতজ্ঞতা-ভরে মোর এ চিন্তায় আঁখি আসে বুজে ॥

গোপাল

মানুষের উপাস্য দেবতা,
মানুষ প্রাণের যত্নে ভয়ভক্তি আকূতি মমতা
ঘনায়িত করি' তোমা দিয়া শিলারূপ
সঁপিয়া চন্দনপুষ্প পঞ্চদীপ ধূপ
মিটায়েছে পূজাতৃষ্ণা। অসহায় নিতান্ত দুর্বল
তুমি মানুষেরো চেয়ে। কিছু তব নাহিক সম্বল
মানুষের কৃপা ছাড়া। সে যে কৃপা চায়
আপন কৃপার পাত্রে মত্ত রহি' পুতুলখেলায়।

মনে পড়ে মাধবেন্দ্র পুরীর কাহিনী—
বিচূর্ণ করিল যবে সেকেন্দার লোদীর বাহিনী
মথুরামণ্ডলে যত দেবমূর্ত্তি, গোপালের রূপে
একদা কহিলে চুপে চুপে—
মাধবেন্দ্রে স্বপ্ন দিয়া, "শুন আবেদন,
ম্লেচ্ছভয়ে আপনারে করি' সংগোপন
রহিয়াছি কুঞ্জবনে।
চন্দনতুলসীহীন কত দিন রবো অনশনে ?
উঠ জাগ পুরী,
আমারে উদ্ধার কর, তোলো মাটি খুঁড়ি।"

মাধবেন্দ্র করিয়া উদ্ধার
বাৎসল্যের ভক্তিধর্ম্ম করিলেন ভারতে প্রচার,
আয়োজন করিয়া প্রচুর
রোপিলেন ভক্তিকল্প-পাদপের প্রথম অঙ্কুর।

আজি মাধবেন্দ্র নাই। হে গোপাল, নানা রূপ ধরি'
বিরাজিছ মঠে মঠে এ ভারত ভরি'।
ভক্তিতরু সারাবর্ষ ভরি' আছে পত্রে পুষ্পে ফলে,
সমর্পিত সবি তব শ্রীকরকমলে।
আমরাই অসহায়, তুমি হায় আরো অসহায়।
তাই কবিয়াছি মোরা শিশুরূপে কল্পনা তোমায়।
বাঁচায়ে রেখেছি তোমা বুকের রুধিরে
ননী ছানা ক্ষীরে ;
হাসিমুখে হাত পেতে বসে আছ মন্দিরে মন্দিরে!

* জয় শ্রীমাধবপুরী কৃষ্ণপ্রেমপুর। ভক্তিকল্পতরুর তিঁহো প্রথম অঙ্কুর॥ চৈ-চ

নৌকা-বিলাস

দিবালোক যায় চ'লে দিগন্তে পড়েছে ঢ'লে
ক্ষীণতাপ দিনান্ত-তপন,
মাথার উপরে দূরে বকপাঁতি যায় উড়ে
কেশে রেখে ধবল স্বপন।
ও পারের পানে চাহি' বসে আছি, তরী বাহি'
কাণ্ডারী করিছে পারাপার।
খেয়াঘাটে বসি' হেরি আমারো ত নেই দেরি,
চমকিয়া উঠি বার বার।

মানভার, লজ্জাভার ঋণভার, সজ্জাভার,
মায়া-মোহ-শৃঙ্খলের বোঝা
সাথে মোর হাতে ঘাড়ে, শির পৃষ্ঠ ন্যুব্জ ভারে,
পার হওয়া মোর নয় সোজা।
ভারমুক্ত নাহি হ'লে 'মোরে পার কর' ব'লে
কাণ্ডারীরে ডাকিব কি-করি' ?
বাহি' দাঁড় যায় আসে, কোন ভার লয় না সে,
কোন ভার সয় না সে তরী।
সব চেয়ে গুরুভার লালসার বাসনার,
ভারী যেন বিশাল পাষাণ,
কেমনে এ ভার কাটে ভাবি ব'সে পার-ঘাটে
স্মরি নৌকা-বিলাসের গান।

"মানস-গঙ্গার জল ঘন করে কলকল
দু'কূল বহিয়া যায় ঢেউ,
গগনে উঠিল মেঘ পবনে বাড়িল বেগ,
তরণী রাখিতে নেই কেউ।

দু'কূলে বহিছে বায় কাঁপিছে রাধার গায়,
ভাঙা তরী সয়নাক' ভর।"
কানু কয় "এই নদী পার হ'তে চাও যদি
নীরে ডারো ক্ষীর-দধি-সর।
বলয়-নূপুর-হার আদি সব অলঙ্কার
এ সবের রেখ না মমতা,
অই সব ভার ধরি' টলমল মোর তরী,
লঘু কর তব তনুলতা।
শুধু এই ভার কেন? তব বসনেরো জেন,
ভারটুকু এ তরী না সয়।
পার হবে ভরা নদী জয় কর ত্বরা যদি
সব মায়া, সব লজ্জাভয়।"

জানি না, কি ভাবি কবি এঁকেছেন এই ছবি,
হয় ত বা রসেরই কৌশল,
আজি খেয়া-ঘাটে পড়ি অই চিত্র শুধু স্মরি,
চোখে মোর ঝরে অশ্রুজল।
বেদনা-বিধুর চিতে সেই অশ্রুজলে তিতে
বাসনা-বসন হয় ভারী।
বসনে গুণ্ঠিত-মন বাসনা-কুণ্ঠিত জন
অকূলে কেমনে দিবে পাড়ি?

জ্ঞানদাসের নৌকাবিলাসের পদের আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা।

মাথুর বেদনা

অক্রুরের রথে চড়ি' লীলারঙ্গ পরিহরি' কবে শ্যাম হায়,
কাঁদাইয়া গোপীগণে কাঁদাইয়া বৃন্দাবনে গেল মথুরায়।
গন্ধে মিলাইল ধূপ, অরূপ হইল রূপ,—অনির্বচনীয় *
ইন্দ্রিয়ের রসায়ন ভাবে হ'য়ে নিমগন হ'লো অতীন্দ্রিয়।
উঠিল শ্রীরাধিকার বুকফাটা হাহাকার বিদারি' গগন,
"কোথা গেলে রসসাজ দশমী দশায় আজ দাও দরশন।"
কাঁদে ব্রজে প্রতি শাখী প্রতি মৃগ প্রতি পাখী রাধিকার শোকে,
কাঁদে সখাসখী যত, অশ্রু ঝরে অবিরত জটিলারও চোখে।

অরূপ ফিরেনি রূপে, গন্ধ ফিরেনিক' ধূপে, শ্যাম বৃন্দাবনে।
তাই আজো রাধিকার আর্ত্তনাদ হাহাকার ধ্বনিছে ভুবনে,
গুমরে গিরির বুকে, উৎসরে উৎসের মুখে, তটিনী-প্রপাতে,
মর্ম্মরিছে বনে বনে, মন্দ্রিতেছে খনে খনে জলদ-সংঘাতে।
জীবনে জীবনে ব্যথা জাগায় কী ব্যাকুলতা অজানার টানে,
মুখে অন্ন নাহি রুচে, চোখে ঘুমঘোর ঘুচে চাহি কার পানে?

সে বিরহ আজো বাজে, মন নাহি লাগে কাজে, কারে যেন চায়,
কারে নাহি পেয়ে বুকে সংসারের কোন সুখে প্রাণ না জুড়ায়।
মান যশ ধন জন তৃপ্ত করে নাক' মন, মিটে নাক' সাধ,
একজনে না পাওয়ায় সবি ব্যর্থ হ'য়ে যায়, সকলি নিঃস্বাদ।
কাহার বরণ স্মরি' মেঘ হেরি' শির'পরি পরাণ উদাস!
দয়িতা রহিতে কোলে উন্মনা তাহারে ভোলে, শ্লথ বাহু-পাশ!

ব্রজের সজল-আঁখি যত মৃগ যত পাখী নব জন্ম লভি',
হইল কি দেশে দেশে যুগে যুগে ফিরে এসে শত শত কবি?

---

* ধূপ আপনারে মিলাইতে চাহে গন্ধে অসীমের মাঝে হারা—রবীন্দ্রনাথ

রাধার বিরহ-রাগে তাদের আকৃতি জাগে হইয়া অরুণ,
তাদের সকল গীতি সব ছন্দোময়ী স্মৃতি করেছে করুণ।
স্মরায় সে গূঢ় ব্যথা কোন্ সুদূরের কথা, পূর্ণের পিয়াসা !
তাহাদের গানে গানে ছুটিছে অনন্ত পানে অমৃত-তিয়াষা।
নিখিল ভুবন ভ্রমি' বিশ্বসীমা অতিক্রমি' লক্ষ্য নাহি জানি ;
কাহার সন্ধানে ঘুরে দেশকালাতীত সুরে তাহাদের বাণী ?

মাথুর

১

গোপগোপীদের দেশে লীলারঙ্গে ছদ্মবেশে বাজাইয়া বাঁশী
আপনারে সংগোপন করি কত দিন র'বে হে লীলাবিলাসী।
সখারা চড়িল কাঁধে, মানিনী ধরালো পায় হইয়া ভামিনী,
যশোদা খাওয়ালো ননী, কহিল কঠোরবাণী আভীর কামিনী।

লীলার মাধুর্য্য ভুলি' একদিন অতর্কিতে দেখালে বিভূতি,
তব পীতবাস ভেদি' বিকীর্ণ হইল কবে ভাগবতী দ্যুতি।
গোকুলের সখাসখী চমকি উঠিল দেখি', কুণ্ঠাভয়াতুর ;
হয়ে গেল স্বপ্নভঙ্গ, ফুরাল লীলার রঙ্গ, জ্বলিল 'মাথুব'।

মাধুর্য্য বিদায় নিল, ঐশ্বর্য্য আনিল দাস্য লীলার জগতে ;
গোষ্ঠের রাখাল ছিলে, তব দূর্বাসন ফেলে আরোহিলে রথে।
সে রথ ত মনোরথ, সেবার্চ্চনা তার পথ। কেবা সে অক্রূব ?
মূর্ত্তিমান দাস্য সে যে। মানসেই বৃন্দাবন আর মধুপুর।

যুগেযুগে দেশেদেশে এই লীলা অভিনীত মানুষেরই মনে,
দাস্য আসে দস্যুবেশে মাথুর ঘটায় শেষে লীলার স্বপনে॥ *

* সখ্য বাৎসল্য ও মধুর রসে দাস্যরসের আবির্ভাবে যে রসাভাস তাহাই মাথুর]

২

দৃষ্টি হ'য়ে আসে ক্ষীণ, এ সৃষ্টি লালিত্যহীন,
খালিত্যে বি-কচ হ'ল শির,
ভ্রান্তি ঘটে প্রতি কাজে ক্লান্তি আসে পথিমাঝে,
মতি আর রয়নাক' স্থির।
ঔদাস্যে হৃদয় ভরে, নৈরাশ্য আকুল করে,
লইয়াছে বিদায় যৌবন,
শ্যাম মোর মথুরায় চলে গেছে হায় হায়,
অন্ধকার মোর বৃন্দাবন।
ফুটে না কুসুমকলি জুটে না কাননে অলি
কালিন্দী ধরে না কলতান,
গাছে মূক শুক-সারী ক'রে রয় মুখভারী
পিক-পিকী গায়নাক' গান।
যুগেযুগে দেশেদেশে মধুর যৌবন শেষে
জীবনেরে করিয়া আতুর,
লীলা-রঙ্গমঞ্চ পানে এমনি করিয়া হানে
শিলাবৃষ্টি জরার মাথুর।
জীবনে জীবনে হেরি মানবসংসার ঘেরি'
বৃন্দাবনলীলা বিলসিত।
একই লীলা নিত্যকাল করিতেছে নন্দলাল,
লীলাভঙ্গে করে পিপাসিত।
শিথিল স্নেহের টান, সখ্য লভে অবসান,
ম্লান হয় প্রেম প্রেয়সীর,
অক্রূরের সাথে সাথে দাস্যভাবে সন্ধ্যাপ্রাতে
মন্দিরে প্রণত হয় শির॥

প্রেম-বৈচিত্ত্য

'লাখ লাখ যুগ ধরি রাখি হিয়া হিয়া'পরি হিয়া না জুড়ায়,'
'মলয়জ চুয়া চীর' ব্যবধানে সে অধীর পরাণ পুড়ায়।
নিমেষ অন্তর হ'লে কোটি কল্প যুগ ব'লে মনে হয় তারে,
সোহাগের বাণী যত কণ্ঠে এসে পরিণত হয় হাহাকারে।

মিলনে কোথায় স্বস্তি? তৃষানলে মজ্জা অস্থি পুড়ে হয় ছাই,
ত্রাসে তৃপ্তি পায় লয়, গ্রাসে তুষ্টি, শুধু ভয় 'হারাই হারাই।'
এই প্রেমে কোথা সুখ? দ্রবীভূত হয় বুক এতে পলে পলে,
চুম্বনের সুধা তায় লবণাক্ত হ'য়ে যায় নয়নের জলে।

হাসিতে হাসি না আসে, কামনা পলায় ত্রাসে, ছিঁড়ে ফুলহার,
ভূষণে দূষণ বলি' মনে হয়, যায় জ্বলি' উৎসব-সম্ভার।
এ প্রেম ব্যথায় গড়া, মরণে বরণ করা অসহ জ্বালায়,
উল্লাস করিতে আসি' নয়নের জলে ভাসি' সখীরা পালায়।

শঙ্কর-গৌরীর তপ করে ইষ্টনাম-জপ এ গভীর প্রেমে,
ধনুতে জুড়িয়া শর, অবশ পাণিতে স্মর র'য়ে যায় থেমে।
বিরহ-নিদাঘ শেষে মিলন-বরষা এসে কাঁদায় কাঁদিয়া,
'দুঁহু কাঁদে দুঁহুক্রোড়ে' দুঁহু দোঁহা বাহুডোরে হৃদয়ে বাঁধিয়া॥

কৃষ্ণদাস কবিরাজ

কবে কোন্ শুভক্ষণে রসতীর্থ বৃন্দাবনে
মহাব্রতে হ'লে তুমি ব্রত,
গৌরলীলা-দুগ্ধসিন্ধু মা°িয়া জাগালে ইন্দু,
বিলাইলে তাহার অমৃত।
ভবরোগে সঞ্জীবন সে যে দিব্য রসায়ন,
তার°লাগি কোটি হস্ত পাতা,
কবিরাজ, তুমি ছাড়া কার কাছে যাবে তারা ?
এ আর্ত্তজগতে তুমি ত্রাতা।
জরাতুর তেজোহীন দৃষ্টি-শ্রুতি, শক্তি ক্ষীণ,
স্মৃতিভ্রংশ হ'তো ক্ষণে ক্ষণে,
যথাযথ যোগ্য কথা জুটিত না পেতে ব্যথা
পরম্পরা পড়িত না মনে ;
লিখিতে কাঁপিত কর তবু তুমি অকাতর
প্রভু-আজ্ঞা করেছ পালন,
জানিনা সে শক্তি কি যে, বিস্মিত তুমিই নিজে
হ'লো কিসে অসাধ্য সাধন।

ছিদ্রে স্তা নাহি যায় মাল্য গাঁথা হ'ল দায়
বিলম্ব যে হ'ল অসহন।
অঞ্জলি ভরিয়া সবি নির্বিচারে দিলে কবি,
কোথা ছন্দোযতির শাসন ?
পারনিক' দিতে মিল বাঁধন হয় যে ঢিল
ছন্দ তাই পঙ্গু হ'য়ে চলে,
হিয়ার আকৃতি তব ধরিয়াছে রূপ নব
কেহ গদ্য, কেহ পদ্য বলে।

আবির্ভূত তব বাণী কোন রীতি নাহি মানি'
আলু-থালু তার কেশবাস,
শুনিয়া বাঁশীর সাড়া যেন রাধা আত্মহারা
পায়নি সাজার অবকাশ।
পঙ্গুপদে ধীরি ধীরি লঙ্ঘিয়া কালের গিরি
আসিয়াছে সেই দিব্য-বাণী,
ভারতী জরতী বেশে দেখায় ছলিতে এসে
ধরা প'ড়ে, নিজ মূর্ত্তিখানি।
ব্রজে মাধুকরী করি' বিন্দু বিন্দু মধু হরি'
মধুচক্র করেছ গঠন,
পরম আনন্দে পান করে সে চরম দান,
গৌরগতপ্রাণ গৌড়জন।
অবশ কম্পিত হাতে দিলে যা কলার পাতে
শুধু তা কি কাব্যের বৈভব?
দিয়েছ যে তারি সাথে সুরভিত পারিজাতে
গোবিন্দের প্রসাদ দুর্লভ।
তৃণদল দন্তে ধ'রে গলবস্ত্রে করযোড়ে
রসক্ষেত্রে প্রবেশ তোমার,
তৃণাদপি সুনীচতা নয় তা কথার কথা
সে দৈন্যের তুমি অবতার।
যা কিছু লিখেছ কবি 'শুকের গঠন' সবি
বলিয়াছ তুমি আত্মহারা,
উক্তি তব দীনতার বর্ণে বর্ণে সত্য সার,
শুকদেব কে বা তুমি ছাড়া?
রসাইলে এ পাষাণ মূঢ় পাষণ্ডের প্রাণ
খসাইলে আঁখি-ডোর তার।
ইহা হ'তে অনুমানি ভক্তের প্রাণে না জানি
বিথারিলে কি রসপাথার!

করিয়াছ শান্তিময় ছায়াদানে নিরাশ্রয়
তাপদগ্ধ এ সংসার-মরু ;
আমি মূল্য কিবা জানি, তোমার এ গ্রন্থখানি
ভক্তজন-বাঞ্ছাকল্পতরু।
তব গ্রন্থ পড়ি পড়ি খুঁজি যে পারের কড়ি
ছত্রে ছত্রে আঁখরে আঁখরে।
তরাবে তা এ পামরে একদা যা কৃপাভরে
তরাইল আপন তস্করে ?
'ভেকজিহ্বা-সম' পাঁকে এ রসনা বৃথা ডাকে
নামামৃতে নাহি তার রুচি,
'কাণাকড়ি-ছিদ্র-সম' এই শ্রুতিযুগ মম
কুবার্ত্তায় সদাই অশুচি।

তবু তা যে ভালবাসি, অশ্রুর পাথারে ভাসি,
সে পাথারে সম্ভবে অক্ষর
কোন্ জনমের স্মৃতি জানি না তাহাতে তিতি'
উদাসীন করে এ অন্তর !
সে স্মৃতি প্রতিটি শ্লোকে বিঁধে এ মনের চোখে
জ্ঞানাঞ্জন-শলাকার মত,
কমল-কোরক অঙ্গে গুঞ্জনের সঙ্গে সঙ্গে
দংশে যেন শত মধুব্রত।
ছিন্ন করে সব ডোর, তাপিত অন্তরে মোর
অমৃতের তূলিকা বুলায়,
ইহার পরশে মন রচি' তব বৃন্দাবন
লুটে তার পথের ধূলায়।

---

* বিষ্ণুপুরের রাজা বীর হাম্বীর

স্বত্রাকারে তব বাণী মলয়জ-কাষ্ঠখানি
কঠিন বলিয়া মানি তায়,
এ পাষাণ চিত্তে যত ঘষি তায় অবিরত,
সৌরভে জীবন ভরি' যায়।
জটিল বাক্যের বনে রসফল অন্বেষণে
ক্লিষ্ট হয় এ মন উন্মুখ,
সে ক্লেশে না গণি কবি, চরিতার্থ হই লভি'
'তপ্ত ইক্ষু চর্ব্বণের সুখ' ॥ *

বাঙ্গালীর সাধ

'আমার সন্তান যেন থাকে দুধে-ভাতে'

তরী হ'তে অবতরি' চলিলেন মহেশ্বরী
ভবানন্দ-ভবনের পানে,
নৌকা বাঁধি বটতলে ঈশ্বরী-পাটনী চলে
পিছে পিছে সজল নয়ানে।
ভানু বসিয়াছে পাটে ধেনু শুধু চলে বাটে,
বেণু বাজে, দূরে বাজে শাঁখ,
উড়ায়ে পাখার বায় দিবালোক, উড়ে যায়
মালাকারে বলাকার ঝাঁক।
"নৌকা ফেলি কেন মিছে ছুটে এলি পিছে পিছে ?"
জননী ফিরিয়া ক'ন ডেকে—
তোর তরী হ'তে নামি' পারের কড়ি ত আমি
এসেছি সেঁউতি 'পরে রেখে।

---

* সেই প্রেমা আস্বাদন তপ্ত ইক্ষু চর্ব্বণ মুখ জলে না যায় ত্যজন।

ফিরে যা অবুঝ নেয়ে সোনা ফেলে এলি ধেয়ে,
দেখে যদি, নিয়ে যাবে চোরে।
সে সোনা সামান্য নয় যাবে তাতে দৈন্যভয়,
ফাঁকি আমি দিই নি-ত তোরে।"

পারের পাটনী কয়, 'দাও মাগো পরিচয়,
তুমি ত সামান্য মেয়ে নও,
সোনাতে মা কাজ নাই, তুমি কে জানিতে চাই,
পায়ে পড়ি, তাই মোরে কও।"
দেবী কহিলেন হাসি, "গাঙ্গিনী তীরেই আসি
দিয়াছি ত নিজ পরিচয়,
বিশেষণে সবিশেষ বুঝায়ে বলেছি বেশ,
যাতে তোর দূর হ'লো ভয়।"

পাটনী কহিল, "তাতে বুঝেছি পতির সাথে
কলহ করিয়া অভিমানে,
তুমি কুলীনের মেয়ে সতীনের দাগা পেয়ে
চলেছ মা আশ্রয়-সন্ধানে।
বলনি ত আর কিছু, চলিয়াছি পিছু পিছু
কে মা তুমি জানিবারে চাই।
সাধন-ভজনহীন আমি এ পাটনী দীন,
নিজ ভাগ্যে প্রত্যয় না পাই।"

হাসিয়া জননী ক'ন, "ডাকে মোরে ত্রিভুবন
জননী বলিয়া, শোন্ তবে,
তুষ্ট আমি তোর 'পর যাহা ইচ্ছা মাগ বর,
যা চাহিবি তাই তোর হ'বে।"

পাটনী চিনিয়া মায়, আলতায় রাঙা পায়
প্রণমি কহিল জোড়হাতে,
"যদি কৃপা হ'লো হেন, আমার সন্তান যেন
চিরদিন থাকে দুধে-ভাতে।"
বক্রশীর্ণ আলি-পথ বিসর্পিত সর্পবৎ
দুই পাশে শ্যাম ধান্য-ভার,
দাঁড়াইয়া তার মাঝে দেবী অন্নপূর্ণা রাজে,
নেয়ে পড়ি পদতলে তাঁর।
দেবী কহিলেন, "নেয়ে, এমন সুযোগ পেয়ে
এই শুধু করিলি প্রার্থনা!
শতায়ু, কি স্বর্গবাস— এসব কিছু না চাস্?
রাজ্যধনে নাহি কি কামনা?"
জোড়হাতে নেয়ে কয়, "মরিতে করি না ভয়,
মোক্ষ, স্বর্গ? কাজ নাই তাতে।
রাজ্যধন ল'ব কেন? আমার সন্তান যেন
চিরদিন থাকে দুধে-ভাতে!"

চাঁদ সদাগর

দেবতা-মন্দিরে ভরা সিন্দুর চন্দনে গড়া
বাণী-তীর্থে উচ্চে তুলি শির
তুমি দেবতারো বড় এ যুগের অর্ঘ্য ধরো,
বন্দি সাধু চন্দ্রধর বীর।
এ বঙ্গের সমতলে তৃণ-লতা-গুল্মদলে
বজ্রজয়ী তুমি বনস্পতি,
জ্ঞানায়ুধ সত্যভৃৎ সর্পফণাদর্পজিৎ
শালপ্রাংশু মহাভুজ রথী।

সান্তালী পর্ব্বত 'পরে হিন্তালের যষ্টি করে
দৃপ্ত দীপ্ত তোমার পৌরুষ,
তোমা ঘেরি চারিপাশে বাঁচে মরে কাঁপে ত্রাসে
কোটিকোটি ভীরু অমানুষ।
তব শিরে যমদণ্ড ভেঙ্গে হ'লো সাত-খণ্ড,
পণ তব প্রাণেরো অধিক,
সাত পুত্র-শব 'পরি যোগাসীন, শিব স্মরি'
বামাচারী তুমি কাপালিক।
সনকার আর্ত্তনাদে চম্পকনগর কাঁদে,
ডুবে যায় সপ্ত মধুকর,
কৌপীন করিয়া সার তোমার পুরুষকার
পথে পথে ফিরে দিগম্বর।
অশ্রুবিন্দু নাই চোখে দুর্বিষহ মহাশোকে
নেত্র তব উগারে অনল,
শুধু তব জগদীশ কণ্ঠে ধরেছেন বিষ,
সর্ব্ব অঙ্গে তোমার গরল।

বিষে তনু নীলরুচি, আত্মা তব শুভ্র শুচি
নীলাম্বরে পূর্ণচন্দ্রোপম।
সহস্র ফণার মাঝে তোমার পৌরুষ রাজে
নাগবৈরী বৈনতেয় সম।
হরিয়া নশ্বর ধন তোমা নিঃস্ব অকিঞ্চন
কে করিবে ? এত স্পর্দ্ধা কার ?
পুরুষার্থ-শিরোমণি শাশ্বত ধনে যে ধনী
বিশ্বে সেই নমস্য সবার।
তোমারে করিতে বন্দী ব্যর্থ দেবতার ফন্দী
মানুষের সনে সন্ধি যাচে,
সর্ব্ব বৈর দণ্ড-ভয় যে জন করেছে জয়,
দণ্ড-দাতা প্রার্থী তারি কাছে।

সারা বিশ্ব অসহায় নিয়তির জয় গায়,
দাসীত্বে নোওয়াতে তার শির
একাই যুঝিলে শৈব, স্তম্ভিত দম্ভিত দৈব,
কম্পমান পাষাণ-মন্দির।
যুগ যুগ ধরি' যত মূক জীব অবিরত
দৈব-দণ্ড আসিয়াছে সহি',
তোমার মাঝারে সবি সংহত বিগ্রহ লভি'
রুদ্রকণ্ঠে হ'লো কি বিদ্রোহী?
সহস্র বৎসর ধরি, ভয়ে কাঁপে থরহরি
নরনারী যূপবদ্ধ ছাগ,
বজ্রমন্দ্রে তার মাঝে শুনাইলে দেবরাজে—
"মানুষেরো চাই যজ্ঞভাগ।"

শিখাইলে এই সত্য, তুচ্ছ নয় মনুষ্যত্ব;
দেব নয়, মানুষই অমর;
মানুষই দেবতা গড়ে, তাহারই কৃপার 'পরে
করে দেব-মহিমা নির্ভর।
হে ব্রহ্মজ্ঞ মহাযোগী, হইতে চাহনি ভোগী
সত্য-ব্রহ্মে করি সঙ্কোচন,
সুখদুঃখ-দ্বন্দ্বাতীত, পান করি চিদমৃত
জিনেছিলে মৃত্যুর শাসন।
উদ্যত-কনকঘট সহস্র দেউল মঠ
কালদণ্ডে হয়ে গেছে গুঁড়া,
গরল-সিন্ধুর মাঝে তোমার সে শৌর্য্য রাজে
চিরদিন মৈনাকের চূড়া॥

বেহুলা

চন্দন কাঠের চিতা সাজায়ে বণিক পিতা
শোকমগ্ন গাঙ্গুড়ের তীরে,
বেহুলার কোল থেকে শব ’কড়ে লইবে কে ?
একে একে সবে আসে ফিরে।
সনকা ফুকারি কাঁদে, চাঁদ হাঁকে বজ্রনাদে
‘জয় শূলী শম্ভু’ বার বার।
শুধু বেহুলার চোখে অশ্রুকণা নাই শোকে,
চিতা জ্বলে নয়নে তাহার।
মন্ত্রতন্ত্র জড়িবুটি, কিছুরি হ’ল না ত্রুটি,—
শুধু তায় বেড়ে গেল বেলা,
সাথে লয়ে মৃত পতি ভাসাল বেহুলা সতী
গাঙ্গুড়ের খরস্রোতে ভেলা।

ভাসিয়া নয়নজলে ‘ফিরে আয়’ মাতা বলে,
পিতা ডাকে ‘মাগো, ফিরে আয়।’
সনকাও কয় ডেকে ‘নেমে এস ভেলা থেকে,
তোমা পেয়ে ভুলিব বাছায়।’
ছয় বধূ সনকার ডেকে বলে বার বার
‘কোথা যাস্ ? ফিরে আয় বোন।’
দুই কূলে সারি সারি দাঁড়াইয়া নরনারী
বলে ‘মাগো, মা’র কথা শোন্।’
ভাই বোন বেহুলার কত সাধে বার বার,
সাথে সাথে ছুটে তীরে তীরে,
বলে ‘বোন, ফিরে আয় মায়ের অঞ্চল-ছায়,
পাগলিনী, মড়া বাঁচে কি রে ?’

চম্পকনগর হ'তে গাঙ্গুড়ের খরস্রোতে
কলার মান্দাস যায় ভেসে।
না বাঁচায়ে লখীন্দরে আর ফিরিবে না ঘরে
বেহুলা বলিয়া যায় হেসে।
প্রকৃতি ভ্রূকুটি হানি' বলে 'ওগো সতীরাণী,
ফিরে যাও অবোধ বালিকা,
যম মানা নাহি মানে একথাটি কে না জানে ?
আশা তব শুধু মরীচিকা।'

স্বর্গ হ'তে দেবতারা বলে 'ওরে জ্ঞানহারা
মরেছে যে দেবতার শাপে
কে তারে বাঁচাবে আজ ? শিবেরো অসাধ্য কাজ,
ফিরে গিয়ে বল্ তার বাপে।'
বলিছে বনের পাখী 'মড়া কভু বাঁচে নাকি ?
ফিরে যাও আপনার গ্রামে।'
দু'ধারে শবের লোভে কুমীরেরা ভাসে ডোবে,
শকুনি ভেলার 'পরে নামে।
দু' তীরের লোকে কয় 'একি মেয়ে, নেই ভয় ?
কোথায় চলেছ একাকিনী ?
সাথে পচা থসা মড়া, যৌবন-লাবণ্যভরা
রূপ ধরি তুমি কি ডাকিনী ?'
দেহে নাই মাংসলেশ অস্থিমাত্র আছে শেষ,
আগুলিয়া তা-ই চলে সতী,
কাহারো কথায় কান দেয় না সে, দিবে প্রাণ,
অস্থিতেই জিয়াইবে পতি ॥

ভুলিয়াছি হাহাকার ছয় বধূ-বিধবার,
ভুলিয়াছি সনকার ব্যথা,
ভুলিয়াছি মনসার জোর করি স্ব-পূজার
প্রচারের তরে নিষ্ঠুরতা।
সপ্ত মধুকর তরী তারো কথা নাহি স্মরি ;
চন্দ্রধরে বীর বলি মানি,
তাহারো পুরুষকার তাও ভুলি বার বার,
ভুলি নাই এই চিত্রখানি।
এই গাঙ্গুড়ের ধারা কোথায় হয়েছে হারা ?
বাঙ্গালীর চিত্ত-পারাবারে
অশ্রুর বন্যায় ভেসে মিশিয়া গিয়াছে শেষে,
একথা বুঝাতে হবে কারে ?
স্মৃতির তরঙ্গদলে সে ভেলা ভাসিয়া চলে
যুগে যুগে অনন্তের পানে,
বসি সতী তার 'পরি অস্থিমুষ্টি সার করি
চলিয়াছে অমৃত-সন্ধানে।
অশনি কাঁপায় সৃষ্টি রোধে দৃষ্টি ঝঞ্ঝাবৃষ্টি
পলে পলে দৈব দেয় হানা,
ভেসে ডুবে চলে ভেলা সর্ব্ব বাধা করি হেলা
নাহি মানি দেবেন্দ্রেরো মানা।
দিন যায় মাস যায়, কালের উত্তাল ঘায়
কত শত-বর্ষ পড়ে ধ্বসি।
কোথা গাঙ্গুড়ের তীর, সেথা রুধি অশ্রুনীর
প্রতীক্ষায় কেহ নাই বসি।
কোথায় নিছনি গ্রাম ? বিস্মৃত তাহার নাম,
চিহ্নহারা চম্পকনগর ;
হিন্তালের যষ্টি ধরি শুধু শূলী শম্ভু স্মরি
ঘুরে একা চাঁদ সদাগর।

অনন্তযৌবনা নারী অনন্তে দিতেছে পাড়ি,
উড়ে ঝড়ে রুক্ষ ঘন কেশ,
অশ্রুভরা পারাবারে কে তারে ফিরাতে পারে ?
কে বা জানে কোথা যাত্রা শেষ !
এই পারাবারে পশি লুপ্ত কত রবি-শশী,
মগ্ন হ'লো কত মধুকর ;
বেহুলার ভেলাখানি কোন বাধা নাহি মানি
আজো ভাসে ঢেউএর উপর ।
সতীত্বের তেজস্বিতা হয়নাক অনুমৃতা,
চলে হেন কোলে করি শব
অমৃতের অন্বেষণে, যুঝিতে নিয়তি সনে,
অসম্ভবে করিতে সম্ভব ॥

মেনকা

মা মেনকা, অশ্রু তোমার ডুবালো আজ বঙ্গভূমি,
গলায়ে হায় শিলার হিয়ায় কত কাঁদন কাঁদবে তুমি ?
বছর যে প্রায় হ'ল গত, প্রতিটি মাস যুগের মত,
দিলে বিদায় সেই বিজয়ায় প্রাণদুলালীর বদন চুমি' ।
আজ ভাদরের বাদরধারায় ডুব্‌ল বুঝি বঙ্গভূমি ।

প্রাণকুমারের পক্ষশাতন নূতন ক'রে পড়ল মনে !
অকারণে বন্দী ছেলে সিন্ধুতলে নির্ব্বাসনে ।
চিরি' শিখর, পাথর ভাঙি', গিরিহৃদয় রক্তে রাঙি',
ছুট্‌ল তোমার ব্যথার পাথার হারাধনের অন্বেষণে ।
বাজের ধ্বনি বজ্রপাণির নির্য্যাতনে জাগায় মনে ।

এলায়ে কেশ বেলা যে যায় শৈলচূড়ার পৈঠা 'পরে,
মেঘের ডাকে কণ্ঠাগত প্রাণটা তোমার কেমন করে!
রিক্ত মা সাজসজ্জা শোভন, তিক্ত লাগে রাজ-আয়োজন,
পাষাণ-পতির চরণতলে চোখে ঝোরার ঝর্ণা ঝরে।
ভাসায়ে ঘরকর্ণা কাঁদো ক্ষুণ্ণমনে শূন্য ঘরে।

ব্যথা তোমার তিতাল সব মাতার হৃদয় বঙ্গভূমে,
জননীরা চম্‌কে কেঁপে বক্ষে চেপে বাছায় চুমে।
বাছনি যার নেই মা কাছে কেমনে আজ সেই মা বাঁচে?
অশনিরাজ শাসনে আজ হবেছে তার চোখের ঘুমে।
শিহরে আজ সকল ফুলের মাতৃকেশর বঙ্গভূমে।

বল্লীবধূর বুকটি আজি স্তন্যরসের আশায় ভরে।
ক্ষেত্রবালার নেত্র নীরব ভালবাসার ভাষায় ভরে।
বনজননীর ভুজ-লতায় ফুটল স্নেহ সুজলতায়,
গোষ্ঠমাতার ওষ্ঠসুধায় শ্যামল সোহাগ উথ্‌লে পড়ে
হাম্বাডাকে বৎসলতায় ধেনু তাহার বৎসে স্মরে।

পক্ষিমাতা বুকের পাখায় শাবকগুলি আগ্‌লে রাখে;
গর্ভাধানে বলাকা ধায়, চখী প্রসব ব্যথায় ডাকে।
মীনজননীর ডিম্ব ফুটে অম্বুতে তার বিম্ব উঠে,
মক্ষীমাতা অসঞ্জাত বংশধারার জন্য চাকে
আপনি র'য়ে বঞ্চিত যে প্রাণের মধু সঞ্চি' রাখে।

অশ্রু তোমার বন্ধ্যা-বুকেও দিল অকাল-স্তন্য এনে;
সৎমা হঠাৎ সৎমেয়েরে অঙ্কে টানে আপন জেনে।
পুত্রহারা বিড়ালছানায় বক্ষে চেপে আদর জানায়,
কন্যা যাহার গলগ্রহ সেও তারে নেয় গলায় টেনে।
অশ্রু তোমার ফল্গু বুকে দিল স্নেহের বন্যা এনে।

উমার মা গো, সদাই জাগো আমার দেশের গেহে গেহে,
বৎসলতার উৎস রচি' প্রসূতিদের দেহে দেহে।
পুত্র যাপে ভাগ্যফলে বন্দিজীবন সিন্ধুজলে
গঙ্গাসাগর হ'ল লোনা নয়নঝরা তোমার স্নেহে।
কাঁদ্‌ছ মা গো যুগে যুগে বাংলা দেশের গেহে গেহে।

মালাধর

হতভাগ্য আমি মালাধর।
শুনালেন কবে গান নারদ গদ্‌গদপ্রাণ
মুগ্ধ তায় পার্বতী, শঙ্কর।
সে গানের সাথে সাথে নাচিলাম, দুইহাতে
হর্ষভরে দিয়া করতালি।
তুষ্ট হয়ে মা ভবানী করুণার ঝাঁপিখানি
উজাড় করিয়া দিল ঢালি।
মুগ্ধ হয়ে দেবগণ রত্নহার আভরণ
পরাইয়া দিল কুতূহলে,
শঙ্কর খুলিয়া তাঁর আনন্দে হাড়ের হার
পরালেন নিজে মোর গলে।
উপেক্ষায় হাসিলাম বামদেব হয়ে বাম
কুপিয়া দিলেন মোরে শাপ—
পেয়ে দিব্য শ্রেষ্ঠ দান করিলি রে অপমান
মর্ত্ত্যে নেমে কর অনুতাপ।'

কণ্ঠ হতে লয়ে ফণী, যার শিরে শোভে মণি,
জড়ায়ে দিলেন গলদেশে।
কাড়ি সে হাড়ের হার বলিলেন—'পুরস্কার
এই মণি হ'লো তোর শেষে।'
জন্মে জন্মে সেই অহি অভিশপ্ত বক্ষে বহি
আসি যাই এই ধরাতলে।
জুড়াইতে বিষ-জ্বালা খুঁজি সে হাড়ের মালা
স্থলে জলে অনিলে অনলে।
খুঁজি তা-ই জ্ঞানে রসে ধনে জনে মানে যশে,
সবই ফাঁকি সবি ভুয়ো ফাঁকা,
কত না হাড়ের হার পরাইল এ সংসার
সবই মাংস চর্ম্ম দিয়ে ঢাকা।
শ্মশানে মশানে খুঁজি ভাবি তা মিলিবে বুঝি
তীর্থে মঠে কত খুঁজিলাম।
না মিলিলে সেই মালা জুড়াবে না অহি-জ্বালা
সার্থক হবে না মোর নাম।
জন্ম জন্ম খুঁজি তাই কোথা সেই মালা পাই,
পরমেষ্ট পরশ পাথর।
বিনা যোগীন্দ্রের হার মুক্তি মোর নেই আর
ফিরিয়া হ'ব না মালাধর।

(কবিকঙ্কণ চণ্ডীতে ইন্দ্রপুত্র মালাধর অভিশপ্ত হইয়া শ্রীমন্তরূপে জন্ম গ্রহণ করেন।)

উমা ও মেনকা

উমারে রাখিয়া বুকে চুমা দিয়া চাঁদমুখে
গিরিরাণী কেঁদে কেঁদে কয়,
"মা, তোরে বিদায় দিতে কাতর আতুর চিতে
শুধু ভয় কি জানি কি হয়!
ভিখারী হরের ঘরে কি করিয়া অনাদরে
অযতনে কাটে তোর দিন!
তৈল বিনা তোর কেশ হৈল রুখু, ছিন্ন বেশ,
জটাধারী সদা উদাসীন।
যাস্‌নে মা, মাথা খাস্‌, তাই নে মা, যা' যা' চাস্‌
এই বুকে থাক্‌ চিরকাল,
খালি ত সংসার তোর, পালিতে কী ক্লেশ মোর?
"ফলভারে ভাঙ্গেনাক ডাল।"
আপন অঞ্চল দিয়া মার চোখ মুছাইয়া
মার মুখ ঝাঁপি উমা কয়,
শুনিলে অমন কথা, মনে বড় পাই ব্যথা
হেন ভাগ্য যেন নাহি হয়।
বিফল ও ফলভার, কি ফল তা বহিবার?
বিফল যে ফলের জীবন,
দেবতার ভোগে-রাগে সেবায় যদি না লাগে,
যদি তা না কর নিবেদন।
তুমি তো জানো মা নিজে, নূতন বলিব কি যে?
তরুলতা কেন ফল ধরে?
ফলাবার অধিকার আছে মাত্র মা তোমার,
ফল শুধু সঁপিবারই তরে।"

"ফলভারে ভাঙ্গেনাক ডাল"—শিবায়ন

বিজয়া

[দার্জিলিং এল জে স্যানিটেরিয়ামের বিজয়া সম্মেলনের জন্য রচিত ও পঠিত ।

আজি সেই দিন যেদিন গগনে উড়ায়ে দীপ্ত বিজয়-কেতু
যাত্রা করিত এই ভারতের নৃপগণ দিগ্‌বিজয় হেতু ।
আজি সেই দিন যে দিন দর্পে বিজয়পত্রভূষণে সাজি'
দিগ্‌দিগন্তে দেশদেশান্তে ছুটিত অশ্বমেধের বাজী ।
আজি সেই দিন যেদিন বিরাট উৎসব হতো শস্ত্রাগারে,
বিদ্যুৎসম জ্বলিত আয়ুধ নীরাজনা লোকে বলিত যারে ।
আজি সেই দিন বাঙলার সাধু সাজায়ে যেদিন সপ্ত ডিঙা,
যাত্রা করিত চীন সিংহলে বাজায়ে গর্ব্বে বিজয়-শিঙা ।

সেদিন গিয়াছে, সে সব আজিকে অতীত স্বপ্নলোকের কথা,
গিরি-সন্ধ্যার অভ্রের মত জাগায় কেবল স্মৃতির ব্যথা ।
সব ভুলিয়াছি, ভুলি নাই শুধু মেনকা-মায়ের নয়ন-নীর,
বাঙালী-দেহের শিরায় শিরায় বহিতেছে তাঁর স্তন্য-ক্ষীর ।
ভুলি নাই সেই নন্দীর শিঙা, গিরিরাজ-বুকে শল্যসম ;
কৈলাসে ফিরে গেলেন গৌরী, সেই দৃশ্যটি করুণতম ।
সারা দিন ধরি উমার বদন চুমিয়া মায়ের মিটে না সাধ,
ভুলি নাই সেই গৌরীর আঁখি, অশ্রুধারায় মানে না বাঁধ ।
মিথ্যা মিথ্যা অতীত গরিমা, মিথ্যা তা যাহা আসে না ফিরে ।
হোক পরাজয়া, তবু এ বিজয়া সত্য উমার নয়ন-নীরে ॥

বাংলার পরা-পিতামহী

"আঁটু ঢাকি বস্ত্র দিও পেট ভরি ভাত"— শিবায়ন

"হাঁটু ঢাকি বস্ত্র দিও পেট ভরি ভাত,"
নব জামাতার কাছে জুড়ি দুই হাত
এই বলি জননীরা সঁপিত কন্যায়
প্রসাদী কুসুম সম অশ্রুর বন্যায়।
এ কাহারা? আমাদেরই দূর পিতামহী
বাঙ্গালার ঘরে ঘরে বিড়ম্বনা সহি'
দুঃখ ক্লেশে রুক্ষ কেশে র'য়ে অর্দ্ধাশনে
অর্দ্ধ-অঙ্গ ঢাকি' জীর্ণ মলিন বসনে
মানুষ করিয়াছিলে আপন দুলালে—
মোদের প্রপিতামহে। সুখ-স্বপ্ন-জালে
আচ্ছাদিয়া অতীতেরে বাঙ্গালী-নন্দন
ভাবে আজ তাহাদের পিতামহগণ
সোনার পালঙ্কে বুঝি সৌভাগ্যে লালিত,
হীরা মণি মুক্তা খেয়ে হয়েছে পালিত।

ভুলেছি নিষ্ঠুর সত্যে স্বপ্ন-মোহ ঘোরে
ভুলে গেছি কি দুশ্ছেদ্য স্নেহঋণডোরে
বাঁধা মোরা তোমাদের দৈন্যদাহময়
মর্ম্মের গ্রন্থির সাথে। নেত্রে ধারা বয়
তোমাদের স্মরি' আজ, তোমাদের ঋণ
করে হৃদি বিগলিত। প্রাণধারা ক্ষীণ
নিদাঘ-তটিনী সম দৈন্য-সিকতার
মাঝারে বাঁচায়ে রাখি' এ দেহে আমার

বহাইলে। এ হৃদয়ে রহিয়াছে আঁকা
আয়তির চিহ্নখানি এক হাতে শাঁখা
অন্য হাতে লাল সূতা শাঁখার অভাবে,
ঘুচিত হেমের ক্ষোভ পতিপ্রেমলাভে।

চলিয়াছ জীর্ণবাস-অঞ্চল-আড়াে:
কম্পিত দীপটি রাখি, নিত্য সন্ধ্যাকালে
তুলসীমঞ্চের পানে। আজো তাহা বাঁচে,
সেই দীপ, দীপ্তি তার এবে বাড়িয়াছে
শতগুণ। গৃহে গৃহে তুলসীমঞ্জরী
তোমাদের পুণ্যস্মৃতি তুলিছে শিহরি'

গ্রামে গ্রামে বৃদ্ধ বট অশ্বত্থের মূলে
ষষ্ঠী শিলা রূপ ধরি নদী কূলে কূলে
তোমাদেরি অশ্রুপুষ্ট মমতা সঞ্চিত।
তারে ঘেরি দূর্ব্বারূপে যেন রোমাঞ্চিত
হেরিতেছি আমাদেরি জীবন-অঙ্কুর,
আজো রাজে সেথা মাতৃহস্তের সিন্দুর।

যেই বীজ রোপেছিলে কুটীর প্রাঙ্গণে
পুষ্পিত তা এ জীবনে। সেই পুষ্প সনে
অশ্রুর তর্পণ-ঝারা ঝরে এই চোখে,
পৌঁছিবে কি স্মৃতিস্বর্গে, সেই মাতৃলোকে?

সপ্তডিঙার বঙ্গদেশ

সপ্তডিঙার বঙ্গদেশ,
রচিল একদা সিন্ধু-পারে যে দ্বীপে দেশে নব উপনিবেশ।
স্মরি সেই দিন তুমি মা যেদিন
শ্যাম কাম্বোজ সিংহল চীন—
ধর্ম্মদীক্ষা, শিল্প, শিক্ষা,—সভ্যতা দিয়া করিলে জয়,
ঘোষিলে কীর্ত্তি এসিয়াময়।

সপ্তডিঙার বঙ্গদেশ,
স্মরি তব সেই-বৈশ্য-শক্তি, স্মরি তব সেই শ্রেষ্ঠিবেশ।
কত বহিত্র লইয়া সঙ্গে
যাত্রা করিত খর তরঙ্গে
কত শ্রীমন্ত ধনপতি চাঁদ তুচ্ছ করিয়া মহাসাগর,
তুচ্ছ করিয়া তুফান ঝড়।

সপ্তডিঙার বঙ্গদেশ,
আজো কানে বাজে কোলাহল মাঝে তব 'মঙ্গল-গীতি'র রেশ।
প্রতি পল্লীরে দেবতার দান
করিল পুণ্য-তীর্থ সমান,
কত শত কবি গাহিল চণ্ডী-ধর্ম্ম-মনসা-মহিমা গান,
এখনো তাতায় মাতায় প্রাণ।

সপ্তডিঙার বঙ্গদেশ,
স্মরি সেই দিন ছিল না যেদিন তাপজ্বালা আধি ব্যাধির ক্লেশ।
আঁভের পাখার বাতাস উড়াত
সকল বালাই, জ্বালাও জুড়াত ;

নিত্য হরিত দিবস-নিশার সব গ্লানি আর চিত্ত-ভার
কীর্ত্তনে ঢালা অশ্রুধার।

সপ্তডিঙার বঙ্গদেশ,
স্মরি সে উজানি, গৌড়, নদীয়া, হোসেন, নসিরা, রাজা গণেশ ;
কঙ্কণতান ছিল ঘাটে ঘাটে,
কনকধান্য ছিল মাঠে মাঠে,
দেহে দেহে ছিল স্বাস্থ্য কান্তি গেহে গেহে ছিল মহোৎসব,
নির্ঝতি দূরিত শঙ্খরব।

সপ্তডিঙার বঙ্গদেশ,
স্মরি সেই দিন বধূরা যেদিন মোতিমালা দিয়া রচিত কেশ।
বারো মাসে ছিল তেরো পার্ব্বণ,
ক্ষীরের গঙ্গা ঢালিত গোধন ;
ছিলনাক ত্বরা, মন্থরতায় ভরা ছিল সারা রজনীদিন,
ছিল না প্রবাস, ছিল না ঋণ।

সপ্তডিঙার বঙ্গদেশ,
সন্তান তব কেশরী না হোক, মানুষই ত ছিল, ছিল না মেষ।
ভয়ে পলাইত দস্যু সকল,
লাঠিতে রাখিত মাটির দখল,
নামে পরাধীন, রহিত স্বাধীন, বহিত সাহস দরাজ বুক
গ্রামে গ্রামে ছিল স্বরাজসুখ।

সপ্তডিঙার বঙ্গদেশ,
সুযশোবাহিনী তোমার কাহিনী কত ক'ব আর সে যে অশেষ।
সন্তান যেন থাকে দুধেভাতে,
এর বেশি কিছু চাওনি ধরাতে,
ফিরে যদি পাই তাই শুধু চাই, চাই না পৌর আড়ম্বর,
ফিরে চাই সেই দুধের সর॥

গোপী-যন্ত্র

তব সঙ্গীতে সহজিয়া মিতে, শুনি বঙ্গের মর্ম্ম-বাণী,
বিগলিত তার তরল ললিত মুগ্ধ সরল হৃদয়খানি।
গেরুয়া মাঠের উদাস আকাশ, শ্যাম দিগন্ত, বটের ছায়া
তোমার অঙ্গে সুর-তরঙ্গে রচেছে মোহন মদির মায়া।

তব গীতি শুনে জেগে উঠে মনে কত জনমের কত না স্মৃতি,
যুগে যুগে কত শ্যামলা মায়ের লভেছি নিবিড় গভীর প্রীতি।
ফিরে যায় মন নরহরি আর নরোত্তমের প্রেমের হাটে,
ফিরে যায় মোর মনের লোচন সাধক লোচনদাসের পাটে।
স'রে যায় মোর নয়ন হইতে পুর-নগরের বিদেশী ঘটা,
মৃত রাজপথ, বিজাতীয় রথ সৌধ সৌদামিনীর ছটা।
যতিরা যাহারে খুঁজে জপে তপে, ব্রতীরা যাহারে গ্রন্থে খুঁজে,
মঠে মন্দিরে বহু ঘটা ক'রে গৃহী ঘটে পটে যাহারে পূজে,
তুমি তার কানে কানে কথা কও অন্তরঙ্গ মিতার মত,
হাসে রসরাজ দেখিয়া তাদের নিলাজ ব্যর্থ প্রয়াস যত।
তুমি যারে পেলে নেচে হেসে খেলে চ'লে সে সহজ সরল পথে
জানো তার দেখা মিলেনাক সখা, গজরাজি-পোত-বিমান-রথে।
সব বাঁধনের বাহিরে যে রাজে তার রহস্য জেনেছ একা,
ধূলিকাদামাখা মেঠো পথে সখা ব্রজরাখালের পেয়েছ দেখা।

সোনা ফেলে যত মূঢ় মোহহত শূন্য আঁচলে দিয়েছে গেরো,
সেই সোনা পথে কুড়ায়ে পেয়েছ, উল্লাসে তাই নাচিয়া ফেরো।
সর্ব্ব-বন্ধ-মুক্তির বাণী, বন্ধু, তোমার মরমে বাজে,
হ'য়ে যায় শ্লথ শৃঙ্খল যত—এ উদাস মন লাগে না কাজে।

মনে হয় আহা হারায়েছি যাহা তার কাছে যেন তুচ্ছ সবি,
তুমি তাহা খুঁজি পাইয়াছ বুঝি তব ঝঙ্কারে আভাস লভি।

পরমানন্দ-ভুবনের পথ মনে হয় যেন তুমিই জানো,
তাই বুঝি নিতি গাহি নবগীতি কাজ হ'তে হেন অকাজে টানো।
তাই বুঝি মন হয় উচাটন, অজানা বিরহে গুমরে বুক,
সব আয়োজনে মায়া ভাবি মনে, সুখের মাঝেও পাই না সুখ।
ভুলের ধাঁধায় আমারে কাঁদায় যেন মনে ভায় সকলি মিছে,
সত্যের খোঁজ পাইব হয়ত ধাই যদি মিতা তোমার পিছে॥

দুঃখী দেবতা

(দাস্য, সখ্য, বাৎসল্যের মত অনুকম্পাকে ভক্তি সাধনার অঙ্গ ধরা হইয়াছে।)

ব্যঙ্গ ক'রে বলে তোমায় তিনভুবনের পতি।
ভাবি শুধু হায়গো ঠাকুর তোমার কি দুর্গতি!
বসন তোমার জুটেনি তাই পর' বাঘের ছড়,
বাহন তোমার বুড়ো বলদ শ্মশান তোমার ঘর।
হায় গৃহহীন, মিল্‌ল না তিন ভুবন মাঝে ঠাঁই!
তোমার তরে বড়ই ব্যথা পাই।

ভিখ মেগে খাও, ধিক্কারও সও, ঘরে ভাঁড়ার খালি,
ভাঁড়টি ঝেড়ে মা ভবানী দুই বেলা দেন গালি।
সংসারী যে—সং সাজা ছিঃ তার কি শোভা পায়?
ভাঙ ধুতুরায় ক্ষুধাই বাড়ে, কম্‌তি কি হয় তায়?
কি আনন্দে নাচ্‌ছ তবু ভেবে না পাই থাই।
ক্ষ্যাপার মত ব্যাপার দেখি তাই।

মড়ার মাথার খুলীই পুঁজি, নেইবা জুটুক থালা,
জুটল না হায় লাউয়ের খোলা নার্‌কেলেরও মালা ?
গলায় তোমার হাড়ের মালা, ধর্‌ল চুলে জট,
যেন ঝোরাঝুরির ভারে ঝাঁকড়া বুড়ো বট।
তেল জুটে না একটি কণা অঙ্গে মাখো ছাই।
ত্রিসংসারে কেউ কি তোমার নাই ?

তোমায় সেবা করবে কেবা পূজবে কেবা হায় ?
খুঁজবে কেবা তোমায় ঠাকুর কার পড়েছে দায় ?
ক্ষমতা নেই কর্‌তে পূরণ কারো মনস্কাম।
হে রামদেব, লোভীরা সব তোমার প্রতি বাম।
আশাও কারেও দিতে নারো, লজ্জা কি পাও তাই ?
শুধাই বৃথা, লজ্জা তোমার নাই।

কাঙাল তুমি দাদাঠাকুর, তাই কি কাঙাল মোরা ?
আগুন তোমার কপালে, তাই মোদের কপাল পোড়া ?
দুঃখী তুমি, তাই কি মোদের দুখেরো নেই ওর ?
ভবঘুরে, তাই কি মোদের ঘুরায় ভবঘোর ?
বৃথাই শুধাই, কোন দিনই কোন জবাব নাই।
ভাবেই বুঝি, যা ভাবি ঠিক তাই।

কাপড় না হোক, পরতে তোমায় গামছা দিতে পারি
ঢেঁকিঘরে শুতেও পারো, এসো মোদের বাড়ী।
শ্মশান মশান ঘুরে বেড়াও, নেই ত তোমার জাত
কলার পাতে খেতেও পারো মোদের হাঁড়ীর ভাত।
অম্‌নি খেতে না চাও যদি, চরাও মোদের গাই।
যা পাই এসো ভাগ ক'রে তা খাই।

কাঙাল মোরা, মোদের চেয়েও কাঙাল তুমি আরো।
ভিক্ষা ছাড়ো মোদের সাথেই খাটতে তুমি পারো।
অবসরের সহায় সাথী, তোমায় ভালবাসি,
পাওনাক কাজ ? মোদের সাথে হওনা কেন চাষী ?
তোমার দুঃখ ভাব্‌লে মোদের দুঃখ ভুলে যাই
তোমার তরে বড়ই ব্যথা পাই ॥

রামপ্রসাদ

তুমি শ্যামা-মার আদুরে দুলাল সাদরে তোমারে হৃদয়ে বরি।
জ্বলে তব দীপ অমা-রজনীর দুই শতাব্দী উজল করি।'
গভীর ভক্তি, কবির সাধনা—
মহাশক্তিরই সেবা আরাধনা
সেই দীক্ষাই করে প্রার্থনা ভিক্ষুক দেশ তোমারে স্মরি ॥

এই ভবলীলা কুহকের খেলা বিমোহের ছলা মানিলে তুমি।
তাই শ্যামা মার রুদ্রলীলারে মায়ার ছলনা জানিলে তুমি।
রজ্জুতে তুমি দেখনি অহিরে,
চিনিলে নিত্যানন্দময়ীরে।
দিব্যানন্দে জীবন্‌মুক্ত ব্রহ্মময়ীরে হৃদয়ে বরি।

শ্যামার চরণই পরম কাম্য, চরম তা অপবর্গময়
স্বর্গেরে তাই তুচ্ছ গণিলে, খড়্গেরে তাঁর করনি ভয়।
ভক্ত-সভার তুমি শেষ কবি,
রক্ত-জবারে করিলে সুরভি,
শ্যামা-নামামৃতে অমর কণ্ঠ আজিও বিতরে পারের কড়ি ॥

হরকলেবর-ক্ষীর-সরোবরে কোকনদযুগ ফুটালে তুমি,
তুমি মধুকর, তব গুঞ্জনে আজো মুখরিত বঙ্গভূমি।
ভবগঙ্গার এপারে ওপারে
সন্ন্যাসে ইহ-গৃহসংসারে
ভক্তির সাথে ভুক্তি মিলায়ে শক্তির সেতু রেখেছ গড়ি॥

ভোগে ভুলাইয়া রাখে যে জননী যোগে ভুলাইয়া জিনিবে
মোহিনী মূরতি ত্যজি মায়াবতী রুদ্রাণীরূপে ভীতি জাগ
দক্ষিণা করি' বামা জননীরে,
বাঁধিলে সাধক তোমার কুটীরে
ফুলমালঞ্চে বেড়া বাঁধিল সে তাই কি তনয়া-মূরতি ধরি'?

জন্মাষ্টমী

সেদিন তামসী নিশি কাঁপাইয়া দশদিশি,
বিলোল বৈদ্যুতী জ্বালা করিল বিস্তার,
বজ্র ছুটে বিশ্বগ্রাসী, এমনি পাথারে ভাসি'
একাকার যমুনার এপার-ওপার;
কারাগারে লৌহদ্বারে ঝঞ্ঝাঘাতে বারে বারে
শৃঙ্খল বুঝি বা যায় ভাঙ্গিয়া চুরিয়া,
মাঝে মাঝে কংসচর ভয়ঙ্কর দণ্ডধর,
হুঙ্কারি' মথুরা-পথে বেড়ায় ঘুরিয়া।
এমনো দুর্দ্দিনে স্বামী, যদি নাহি এসো নামি'
নিত্যানন্দ-লোক ছাড়ি' আর্ত্ত ধরাতলে,
এ দুঃখে সবায় সহ অংশ যদি নাহি লহ,
ডুবিবে তোমার লীলা ধ্বংসের কবলে।

তোমারে হেরিতে হ'লে তোমারে পাইতে কোলে
মাথা পাতি' নিতে হবে এমনি দুর্দ্দিন,
নক্রাকুল সু-গভীর মসীকৃষ্ণ হ্রদ-নীর
তুমি যে প্রবুদ্ধ তায় প্রবোধ-নলিন।
লীলাময় তব লীলা শিলাঘাতে ভাঙি শিলা,
শিশিরে শোভিত তব কমল-লোচন,
কণ্টক-বেদনা দিয়ে, কণ্ঠ 'পরে টেনে নিয়ে
যুগ-যুগান্তের ব্যথা কর যে মোচন।

জন্ম তব কারাগারে আবির্ভাব অন্ধকারে,
আলোকিত সৌধ নয় তব জন্ম-ভূমি,
যেখানে বন্ধনভয় উপদ্রব লভে জয়,
অবতীর্ণ যুগেযুগে সেখানেই তুমি ।
রক্ষিবারে সাধুগণে দুষ্কৃতির বিনাশনে,
আবার মর্ত্ত্যের হও, হে আদিপুরুষ,
অবোধ কাঙাল যারা স্তন্য-অন্ন-দানে তারা
আবার তোমারে প্রভু করুক 'মানুষ'॥

মর্ত্ত্যের টান

ধরার মাধুরীভুঞ্জন লোভে দেবতারা এই মর্ত্ত্যে নামে,
মাটির কুসুমে যে মধু এখানে কোথা পারিজাতে স্বর্গধামে ?
যে সুষমা হেথা নশ্বরে রাজে কোথা সে সুষমা শাশ্বত মাঝে ?
ব্রাহ্মী হ্লাদিনী গোপপল্লীতে পূরায় তৃষিত মনস্কামে।

শ্যামল গোষ্ঠে গোচারণ-সুখ, জলকেলি হ্রদনদ-সলিলে,
সখাসখী মিলি করি গলাগলি—এ মাধুরী কভু স্বর্গে মিলে ?
জননীর করতালির সঙ্গে কিঙ্কিণী-রুত নাচন রঙ্গে,
বাঁশের বাঁশীর কুহরে কুহরে কি মাধুরী ঝরে মলয়ানিলে!

দানবে দলিতে দেবতা যে নামে এ ত ঘোরতর মিথ্যা কথা !
পলকে প্রলয় ঘটাতে যে পারে তার কেন হেন দুর্ব্বলতা !
মেঘে কি তাহার নাহিক অশনি ? জলে কুম্ভীর, বনে কালফণী ?
যমের দণ্ড অমোঘ, নয় কি দৈত্য-দলনে যথেষ্ট তা' ?

চিরদিবালোকতপ্ত আসন স্বর্গে, হেথায় পদ্মাসন।
অনিমেষ আঁখি জুড়াতে স্বর্গে কোথা শ্যামশ্রী, নীলাঞ্জন ?
নিদাঘে শীতল বটের ছায়ায় বরষার ঘন মেঘের মায়ায়,
সুপ্তির লোভ নিদ্রাহারারা কেমনে করিতে সংবরণ ?

দেবতা আপন প্রেমেরে হেরিতে চাহে যে প্রিয়ার সজল চোখে,
চায় সে যে মান ভাঙাইতে তার স্বরচিত রসমধুর শ্লোকে।
ছন্দতালের ভঙ্গপ্রমাদ রচি সাধে সাধে করি অপরাধ,
শত শাসনের বন্ধন হতে নেমে আছে তাই মুক্তিলোকে।

দেবীর অধরে সে মাধুরী নাই যাহা মানবীর হৃদয়ে রাজে।
জননীর স্তনে যে পীযুষধারা দিতে নারে তাহা চন্দ্রমা যে।
জীবনের কথা বলিব না আর, মরণও হেথায় করে সঞ্চার
যে নবীন স্বাদ বিচিত্রতার, মিলে তা কি অমরতার মাঝে ?

মর্ত্ত্য মানব স্বর্গই চায়, দৃষ্টি তাহার ঊর্দ্ধ পানে,
দেবতারা আসে স্বর্গ ছাড়িয়া মর্ত্ত্য মাটির মধুর টানে।
যাতায়াত করে চিরকাল ধ'রে স্বর্গ মর্ত্ত্য বাঁধা প্রেমডোরে
দেবতা-নরের প্রেমের লীলায় কে বড় কে ছোট কেই বা জানে ?

ঘাটে

সখি, গুরুজনে গিয়ে ব'লো,
অভাগী রাধার গায়ে বড় জ্বালা, তাই সে ঘাটেই র'লো।
পাখী ফিরে নীড়ে ঝাঁকে ঝাঁকে, উঠে চাঁদ তমালের ফাঁকে,
ঘরে ঘরে দীপ করে টিপ টিপ, যদিও সন্ধ্যা হ'লো,
যমুনার জলে আজ র'লো রাধা, গুরুজনে গিয়ে ব'লো।

সখি, এখন কি ফিরা যায়?
পথ নির্জ্জন ফিরেছে গোধন ধূলি উড়াইয়া পায়।
কেহ নাই বাটে নদীতীরে, মাঠে যারা ছিল গেছে ফিরে',
বন্ধ হয়েছে খেয়া-তরী-বাওয়া। ছাড়ি' এত সুবিধায়
ছাড়ি' জনহীন সাঁঝের যমুনা, এখন কি ফিরা যায়?

সখি, কেন কৌতুক-হাসি?
শুনিছ না কানে মাধবী-বিতানে ঘন ঘন বাজে বাঁশী?
ঘট ভরা মোর এ সময় তোমাদের মত সোজা নয়,
ছাড়াতে যে হবে, চুলে আর হারে গলায় লেগেছে ফাঁসী
ঘাটে কাজ সারা এতই সহজ? কেন কৌতুক-হাসি

সখি, বড় জ্বালা দেহময়,
ব'লো গুরুজনে আজিকে রাধার কি জানি কী-ই বা হয়।
আজি এই যমুনায় সই দেহভরা জ্বালা যায় কই?
একগলা জলে আছি, বাকী আর একটু বই ত নয়,
ব'লো ফিরে এসে, গৃহে গুরুজন বেশী যদি কিছু কয়॥

উভয়সঙ্কট

সখি, এ কেমন ধারা ?
যে জন কাঁদায় সে বিনে গোকুল অকূল পাথারে হারা !
যে বাঁশী জ্বালায় অন্তরে গৃহকাজ হ'তে মন হরে,
গৃহ-আঙিনায় মনোবেদনায় যা' শুনিয়া হই সারা,
একদিন যদি সে বাঁশরী নাহি বাজে,
আরো যেন প্রাণ করে আনচান মন নাহি লাগে কাজে।

যমুনার পথে ঘাটে
কত লাঞ্ছনা করে সেই জনা, সে জানে যে পথে হাঁটে।
তবু যদি আসাযাওয়া-পথে, না দেখি তাহারে কোন মতে,
লাজে শঙ্কায় বিড়ম্বনায় পথটি যদি না কাটে,
গৃহে ফিরে যেতে চাই আশে-পাশে পিছে।
যমুনায় যাওয়া ব্যর্থ সেদিন জল বহা হয় মিছে।

দধি সর ক্ষীর ননী
তাহার জ্বালায় রয় না শিকায়, এমনি সে নীলমণি।
কোন' দিন নাহি হরে যদি, প'ড়ে থাকে তবে ক্ষীর দধি,
শিশুগণে কেউ দেয় না বাঁটিয়া তায় বিষসম গণি'।
দিনের অন্ন সেদিন কারো না রুচে,
প্রভাতের সেই মনের বেদনা সারা দিনে নাহি ঘুচে।

হোলীর দিনেও ভয়,
তাহার নিলাজ রঙের খেলায় লাজমান নাহি রয়।
তবু গো সেদিন কোন্ নারী ফেলি' রঙভরা পিচকারী,
গৃহকোণে রহি গুমরি গুমরি একাকিনী ব্যথা সয় ?
কারো গায়ে যদি ফাগ নাহি ছুড়ে কালা,
সারা বরষেও যায়নাক তার সে অবহেলার জ্বালা ॥

লুকোচুরি

তোর সনে কালা লুকোচুরি-খেলা চলিতেছে মোর চিরকাল,

যেমনে লুকাস্ ধ'রে ফেলি গিরিধরলাল।

লুকাস্ যেথাই হরষে সে ঠাঁই সমাকুল,

গরবে গোপন করিতে এমন করে ভুল,

আঁধারে লুকালে পায়ে পায়ে ফুটে তারাফুল,

ভিড়ে লুকাইলে বেজে উঠে খোল করতাল।

তোরে ধরা ভাই বড় সুবিধাই, তবু চলে খেলা চিরকাল।

গগনে যখন লুকাস্ তখন দেখি যে স্বচ্ছ মেঘে মেঘে,

হয় ঘন শ্যাম তোর তনুটির রঙ লেগে।

চিনি কিনা ব'লে সংশয় হ'লে, তবে তায়

হাসিয়া ফেলিস্ রে চপল, তুই চপলায়।

মেঘের আড়ালে শিখি-চূড়া ঢাকা নাহি যায়,

ইন্দ্রধনুতে মাঝে মাঝে তাই উঠে জেগে।

ধরা প'ড়ে গিয়ে গরজি উঠিস্, হেরে গেলে তুই যাস্ রেগে।

কাননে যখন লুকাস্ তখন সহজেই তোরে খুঁজে পাই ;

বৃন্দারণ্য স্মরিয়া সেদিকে আগে যাই।

তুই বনমালী, নূপর না খুলি' যাস্ ছুটে,

ঝিল্লীর তানে বল্লীবিতানে বেজে উঠে,

অধর চরণ পরশে বাঁধুলী উঠে ফুটে—

কীচক-বনেও 'কু' দিয়ে লুকাস্, রে কানাই।

ভারি তুই চোর, চপল কিশোর, বারবারই মোরা জিতে যাই।

হ্রদের সলিলে ডুবিয়া ভাবিলি এইবার বুঝি যাব' হারি।

জলে ডুব দেওয়া নূতন তোর কি দহচারী ?

দেরী হ'লে তুই উঁকি দিস্ আধ' আঁখি মেলি ;
ফোট'-ফোট' নীল কুমুদ-কলিতে ধ'রে ফেলি।
রাঙা পাণি দুটি বশ তো মানে না, করে কেলি,
জাগে যে মৃণালে কমল-কলিকা সারি সারি ;
ঢেউএর নাচন, নটবর, তোর গোপন-নটন-অনুকারী।

শেষে ঘরে ঘরে হৃদয়ে হৃদয়ে লুকাতে লাগিলি ননীচোরা,
গৃহকোণগুলি খুঁজিতে কি বাদ দিব মোরা ?
প্রিয়ার প্রণয়ে প্রতিবিম্বিত তোর প্রীতি,
সখার সখ্যে শুনি তোর দূর বেণু-গীতি,
চিনি যে শিশুর চারু চাপল্যে নিতি-নিতি,
মানা ত মানে না গোপন কথাটি কয় ওরা।
কায়া তো লুকাস্ ছায়াটি লুকাতে পারিস্ না তো রে ননীচোরা ॥

কুঞ্জভঙ্গ

এবে—পোহায় রাতি নিভে—জোনাকি-পাঁতি
পুবে—আঁধার-সীঁথির তটে সিঁদুর-ভাতি।
দিয়া—পালখ নাড়া পাখী—কুলায়ে জাগে,
জাগে—আলোকহারা আঁখি—অরুণ রাগে।
পিক—কুহরি গাহে শুক—শিহরি চাহে,
শাখে—জাগিল সুরভি বুকে যুথিকাজাতী ॥

জলে—চক্রবাকী শুন—চক্রবাকে
কল—কূজনে ডাকি পুন—মিলিতে ঢুঁড়ে।
দিবা—কিরণবালা পরি'—হিরণ-মালা
কিবা—বরণ-ডালা ধরি—নামিছে দূরে।

শুক—তারকাভূষা সুখে—হাসিছে উষা,
অই—নিভিল প্রভাতী-বায়ে কুঞ্জবাতি ॥

সাঁঝে—পদ্ম-কোষে মধু—হরিবে ব'লে
অলি,—আত্মদোষে অব—রুদ্ধ হ'লে ;
ঐ—পদ্মকলি পুন—বক্ষ খোলে,
এস—আলোকে অলি, রেণু—গন্ধ মাখি' ।
জাগো—পিয়ারী, পিয়া- ভুজ—বাঁধন ছাড়ি,
নীবি—গ্রন্থি দিয়া পর—শিথিল শাড়ী,
বাঁধো—কবরী ভাঙা বর—নাগরী নারী,
মুছ—জাগর-রাঙা দুটি—ডাগর আঁখি ।

শেজ—চরণে লুটে সাজ—গিয়াছে
জাগি—পর' নব বনমালা রেখেছি গাঁথি ।
আর—নাহিক রাতি ফুটে—কুসুম-পাঁতি
ঐ—প্রাচী-দিগ্‌ বধূ-ভালে সিঁদূর-ভাতি ॥

রাখালরাজ

অবুঝ কানু, ফেলে ব্রজের খেলা
কার মায়াতে পালিয়ে গেলি, ভাই ?
সেথায় কেবল হাতী ঘোড়ার মেলা,
তোর ত সেথা খেলার সাথী নাই ।
কোথায় সেথা দূর্ব্বাঘন গোঠ,
রাখাল দলে খেলার হেন জোট,
ননীর মত কোমল ধবলদেহ
কোথায় সেথা এমন দুধল গাই !

এমন রাখাল-রাজ্যখানি কেহ
হেলায় ঠেলে পালায় কি রে ভাই ?

ময়ূরনাচা এমন পাখীডাকা
হরিণচরা কোথায় সেথা বন ?
মাটীছোঁয়া কোথায় শাখিশাখা
ঝুল্‌বি কোথা দুল্‌বি সারাক্ষণ ?
ফুলবনে নেই ফুলের ছড়াছড়ি,—
ফুলের ডোরে কোথায় জড়াজড়ি ?
গুঁজতে কানে মুকুল কোথা তাজা ?
খুঁজতে গিয়ে আকুল হ'বে মন।
অবুঝ কানু, এমন বাঁশীবাজা
সবুজ তাজা কোথায় সেথা বন ?

দুপুর রোদে তমালতরুর তলে
পাবি সেথায় এমন মধুর হাওয়া ?
চলবে সেথা নীল কালিন্দীজলে
তরী বাওয়া সাঁতার কেটে নাওয়া ?
সেথায় কি রে গভীর কালীদ'য়
রবির করে কমল-ফুটে রয় ?
গায়ের ঘামেও ঘনায় ঘুমের ঘোর
কোথায় এমন ঘুমে নয়ন ছাওয়া ?
রোদের তাতে তাত্‌লে তনু তোর
গাছের ছায়ায় কোথায় পাবি হাওয়া ?

তুল্‌বে কেবা দিয়ে বেলের কাঁটা
কুশের অাঁকুর বিঁধলে রাঙা পায় ?
ধড়া চূড়া নূপুর কোমর-পাটা
পড়লে খসে কে পরাবে হায় ?

তমালতলে বস্‌লে মেলি পা
হরিণশিশু চাট্‌বে না ত গা।
ক্লান্ত হ'লে চাইবি কারে জল,
কার কোলে তুই এলিয়ে দিবি গায়?
ক্ষুধা পেলে আন্‌বে কেবা ফল,
ঘাম্‌লে ও মুখ মুছিয়ে দেবে তায়?

সেথাও যদি উপদ্রবই করিস্‌
তারা কি তোর সইবে আচরণ?
সেথাও যদি মাখন দধি হরিস্‌
তোয় যে কটু কইবে অকারণ।
বেণু যদি বাজাস্‌ রাখালরাজ,
কেমন ক'রে কর্‌বে তারা কাজ?
দুষ্‌বে না ত তোর বাঁশরী-রবে
যদি বা হয় পরাণ উচাটন?
কলস যদি হরিস্‌ ঘাটে, তবে
হাসবে কি রে সেথায় বধূগণ?

রাজা হওয়ার ছিল যে তোর মতি,
রাজা ত তোয় ক'রেছিলাম মোরা;
মোরাই ছিলাম মন্ত্রী সেনাপতি
গোধন, মৃগ,—তারাই হাতী ঘোড়া।
উইয়ের ঢিপির সিংহাসনে চ'ড়ে,
মাথার পরে পাতার মুকুট ধ'রে
কণ্ঠে নিলি গুঞ্জাফলের মালা
হস্তে নিলি রাঙা রাখীর ডোরা।
এমন রাখাল-রাজ্য ফেলে, কালা,
কেমনে তুই থাকবি ভাবি মোরা॥

মথুরার দ্বারে

চরণে গোহারি প্রহরি তোমার, ব'সো না অমন বেঁকে,
মোরা তোমাদের রাজারে দেখ্‌তে এসেছি গোকুল থেকে।
ছেঁড়াধড়া পরা, পথধূলি ভরা শরীরে ঘামের রেখা,
তাই ব'লে কি রে যেতে হবে ফিরে, পাব না কানুর দেখা ?
তুমি ত জান না, প্রহরি, তোমার রাজাটি মোদের কে !
এই ধূলিমাখা বুকে মাথা রেখে মানুষ হয়েছে সে।
আমরা কাঙাল অবোধ গোয়াল, সে আজ অনেক বড়।
ও চরণে ধরি তোরণ-প্রহরি, তাড়ায়োনা, দয়া কর।

আমাদের কানু তা-র কাছে যেতে কা-র পায়ে সাধাসাধি !
চোখে আসে জল মুখে আসে হাসি, তাইত হাসি কি কাঁদি !
খাড়া আছি ঠায় দ্বারে ধূলা পায়, কানু শুনে তাই যদি,
কত ব্যথা মরি পাবে সে, প্রহরি, আঁখিনীরে ব'বে নদী।
রাজার দণ্ড ধরেছে কানাই ছেড়েছে মোহন-বাঁশী,
সেই হ'তে তার বুঝি মুখ ভার, নেই খেলাধুলা, হাসি।
আহা সে কত না পেয়েছে যাতনা, কেঁদেছে মোদেরে ছেড়ে।
ভিখারী ত নই, অমন ক'রে কি লাঠি নিয়ে আসে তেড়ে ?

কালীদহ হ'তে এনেছি তুলে যে তার তরে শতদল,
যে বনে বেড়াত গোধন চরাত সে বনের কত ফল,
শামলীর দুধে মথিত নবনী, ধবলীর দুধে ক্ষীর,
এনেছি মালতীফুলের মালাটি, যমুনার কালো নীর।
এনেছি পাঁচনি, শিখিচূড়ামণি, কোঁচানো রঙীন ধড়া,
বাঁশবন ঢুঁড়ি এনেছি বাঁশুরী যতনে ছিদ্রকরা।
গোটা গোকুলের আঁখিজলে ভেজা এসেছি আশিস্ নিয়ে,
ভাঙা হৃদিভার, রাঙা আঁখি আর—বলো একবার গিয়ে।

ব'লো ব'লো তার রোপিত লতার ফুলভারে শাখা দুলে।
নীপ তরুতল ঘেরে এল ঢল, নদী ভরা কূলে কূলে।
নাচনের সাথী ময়ূরটি তার ডাকে তারে বারবার।
আদরের বুধু হয়েছে ডাগর, শিশুও উঠেছে তার!
কোথা র'বে তার রাজসভা, দ্বারি, র'বে না সে গৃহকোণে
বুকে এসে ছুটে পড়বে সে লুটে একবার যদি শোনে।
নয়ন রাঙায়ে দিও না তাড়ায়ে, নাই ছাড়ো যদি দ্বার,
লও দধিভাঁড় রাজারে তোমার বলো গিয়ে একবার॥

বৃন্দাবন অন্ধকার

(১৯'০ সালে বিরচিত)

নন্দপুরচন্দ্র বিনা বৃন্দাবন অন্ধকার,
চলে না চল মলয়ানিল বহিয়া ফুলগন্ধভার।
জ্বলে না গৃহে সন্ধ্যাদীপ ফুটে না বনে কুন্দনীপ,
ছুটে না কলকণ্ঠ-সুধা পাপিয়া-পিক-চন্দনার।
বৃন্দাবন অন্ধকার॥

ছোঁয় না তৃণ গোঠের ধেনু, ব্রজের বনে বাজে না বেণু,
করে না শ্যামরাধিকা লয়ে শারিকাশুক দ্বন্দ্ব আর!
পিয়াল রেণু অঙ্গে মাখি— মেলিয়া তরলায়ত আঁখি,
হরিণী আজি লেহন করে চরণসুধাস্যন্দ কার?
বৃন্দাবন অন্ধকার॥

শিখীরা আর মেলিয়া পাখা করে না আলো তমালশাখা,
কমলকলি ফুটে না, অলি লুটে না মকরন্দ তার।
রুচে না কারো নবনীসর, হেলায় লুটে অবনী'পর,
করে না দধিমন্থ বধু নাচায়ে চারু চন্দ্রহার।
বৃন্দাবন অন্ধকার॥

ফেনিল কেলি সলিলে নাহি, তটিনী আর ছুটে না গাহি',
পাটনী কাঁদি' তরণী বাঁধি করেছে খেয়া বন্ধ তার।
নূপুরহার হারানো ছলে গোপীরা সাঁজে যমুনাজলে
করে না দেরী আজিকে হেরি হাসিটি শ্যাম-চন্দ্রমার।
বৃন্দাবন অন্ধকার॥

ঝলসি দহে বেতসীবন তুলসী-যূথী-অতসীবন
রচে না কোলে ঝুলনদোলে মিলন-প্রেমানন্দ-হার,
সখারা শোকবিবশ বেশে মূরছি পড়ে দিবসশেষে,
গাঁথে না মালা, ভরিয়া ডালা তুলে না ফুল বন্দনার।
বৃন্দাবন অন্ধকার॥

গোপললনা নায়কহীনা শোকশায়কে শায়িতা দীনা,
নয়ননীরে বাড়ায় ব্যথা-পাথার ভানুনন্দনার।
চিৎকুমুদী ঢুলিছে মুদি', থেমেছে গীত কণ্ঠ রুধি',
গোকুল মৃৎপিণ্ড হ'লো, চলে না হৃৎস্পন্দ আর।
বৃন্দাবন অন্ধকার॥

নন্দপুরচন্দ্র

নমি নন্দপুরচন্দ্র, একদিন এ হৃদয়-কুটীরে আমার
জীর্ণচ্ছদ-রন্ধ্রপথে পশেছিল রশ্মিরেখা তব চন্দ্রিকার।
আঁকি' দিয়া আলিম্পন করেছিল হেমাঙ্গন মোর গৃহতল,
ক্ষণেকের পরসাদ, আজো সেই রসস্বাদ আমার সম্বল।

প্রথম যৌবনে কবে গাহিনু তোমার নান্দী ক্ষীণ কণ্ঠে মম,
শিবচতুর্দ্দশী-রাতে কিরাতের বিল্বপত্র-নিক্ষেপণ সম।
অন্তরে ছিল না ভক্তি, বাচনে ছিল না শক্তি,—অকৈতব ধন।
অনুপ্রাসে বাগ্বিলাসে সুলভে করেছি তৃপ্ত প্রাকৃত শ্রবণ।

বিস্মৃত হইনি দেশে, স্মরে সবে ভালবেসে তবু তাই হ'তে,
লজ্জা পাই, তবু তাই দেয়নি ভাসিতে মোরে জনতার স্রোতে।
তারপর হ'তে কত ছন্দে সুরে রচিয়াছি গীতির সম্ভার।
চন্দন ঘষার মত অনুশীলনের গন্ধ করেছি বিস্তার।
কত স্বপ্নে কত সত্যে, কত চিন্তা কত তথ্যে, কত অনুভবে,
নব নব ভঙ্গীভরে অর্পিয়াছি বাণীরূপ প্রসূনে পল্লবে।
কোথা সব হ'ল হারা, কোথা গেল সে মাথুর উদ্যান-গৌরব ?
অযত্নে পুষ্পিত-গীতি যৌবনের ব্রজে, আজো বিতরে সৌরভ।

ভাষা তার পরকীয়, ভাব তার নয় স্বীয়, বৈষ্ণব কবির
ছন্দে সুরে যশ তার, ধার-করা রস তার নয়ক গভীর।
তুচ্ছ নয় তবু সে যে অভক্তেরো করেছে যে নয়ন সজল,
সে শুধু তোমারি গুণে, আমার কৃতিত্ব নাই, হে ঘনশ্যামল।

আজি তাই মনে হয়, তব পদরেণুকণা নাই যেই ফুলে—
যত গন্ধ শোভা থাক্ ব্যর্থ তা' জীবনকুঞ্জে এ কালিন্দীকূলে।
পরশপাথরে কবে ছন্দের শৃঙ্খলে মোর করিলে কাঞ্চন,
সারাটি জীবন তারে উপলে উপলে খুঁজি ক্ষ্যাপার মতন।*

মধুমাসে

সেথা—কি সুখে রয়েছ বঁধু মথুরাপুরে ?
হেথা—মধুমাস এলো ফিরে গোকুল জুড়ে।
সারা—বকুলবনে হের—ব্যাকুল :
ঘুরে—উতলা দখিনবায়ু কাহারে ঢুঁড়ে'।

---

* ক্ষ্যাপা খুঁজে খুঁজে ফিরে পরশ পাথর—রবীন্দ্রনাথ

পুন—পিয়াল-তলায় মৃগ এসেছে ফিরে,
শুন—দোয়েল গায়িছে ফিরে তমালনীড়ে।
শুক—শারিকা দুঁহু শাখে—কূজিছে মুহু
বনে—কোকিল কুহরে কুহু করুণস্বরে ॥

ঐ—পাপিয়া ডাকিছে 'পিউ কাঁহা রে' বলি'
কারে—বনে বনে গুঞ্জনে খুঁজিছে অলি ?
হায়—ফিরিয়া স্মর হলো—হতাশ বড়,
তার—নিশিত কুসুমশর কোথায় ছুঁড়ে ?

নব—পলাশ জাগিয়া পুন আলসে ঢুলে,
রাঙা—অশোক সশোক বুকে ঝরিছে মূলে,
চূত—মুকুলদলে, মধু—বৃথাই গলে,
বধূ—যমুনার জল হ'তে কাঁদিয়া ঘুরে ॥

হায়—আজি মধুমাসে বুঝি বরষা এলো,
তায়—গোকুল অকালমেঘে ছেয়ে যে গেল।
রাঙা—আঁখির পুটে মুহু—বিজুরী ছুটে,
কালো—কাজর গলায়ে লোর অঝোরে ঝুরে ॥

এস,—আজি মধুঋতু শ্যাম, সফল কর',
বুকে,—চপলকিশোর, ব্যথা-উপল হর'।
সেথা—কি-মধু লভি' বঁধু—ভুলিলে সবি ?
কবি—শেখর ভণে হে সখা থেক না দূরে ॥

দুর্দিনের বন্ধু

বাল্যে উল্লাসেরই মাঝে করিয়াছি তোমা অনুভব,
হেরিয়াছি দোল-মঞ্চে দুলিতেছ, হে নীলমাধব।
হেরিয়াছি হাস্যমুখ পুষ্পে গড়া ঝুলন-দোলায়,
হেরিয়াছি রথ'পরে আষাঢ়ের সায়াহ্ন-বেলায়,

কত বার কত রূপে। তার পর আসিল যৌবন,
তুমি চ'লে গেলে কোথা, ভোগ-সুখে হইয়া মগন
ভাবিনি তোমার কথা, কোন দিন লইনি সন্ধান।
তুমি-হারা যৌবনের হইয়াছে এবে অবসান।

পুরাতন বন্ধু বলি' তোমা আজ খুঁজি চারিধারে,
জীবনে আনন্দ নাই, আশা ডুবে আশঙ্কাপাথারে।
দুঃখজ্বালা, আধিব্যাধি, ভ্রান্তি ভরা দুঃস্বপ্নের জাল,
তার ফাঁকে খুঁজি আজ কোথা গেলে হে নন্দদুলাল

আমি তোমা ভুলেছিনু, ভোলনি ত তুমি রসরাজ।
দুর্দিনের বন্ধু হ'য়ে ফিরে তুমি আসিয়াছ আজ।
দোলঝুলনের দিন ফুরায়েছে—নাই সে উৎসব,
অভিনব রূপে তাই ফিরিয়াছ, হে ব্রজমাধব।

হেরি তুমি কালীয়ের ফণা 'পরে করিছ নর্ত্তন,
দাবাগ্নির শিখা-শিরে শান্তিধারা করিছ বর্ষণ,
ঝঞ্ঝাক্ষুব্ধ উদ্বেলিত অন্ধকার কালিন্দীর বারি,
তার 'পরে তরী বেয়ে ধীরে ধীরে আসিছ কাণ্ডারী॥

বসন্ত-লক্ষ্মী

সে-দিনো মাধবী-রাতি, বিশ্ব উঠিল মাতি, চিত্ত ফুটিল মধুহাস্যে,
সারা হিয়া পূরুণিমা সব রঙ অরুণিমা, সব গতি হ'ল মৃদুলাস্যে।
পিকবধূ শিহরিল কুহু কুহু কুহরিল, সীধু হরি' বিহরিল ভৃঙ্গ,
চখাচখী দোঁহে দুহুঁ বুকে টানে মুহুমুহু, রতিপতি ফুকারিল শৃঙ্গ।
গাহি আগমনীগীতি তব আগমন-বীথি সূচিল অযুত মধুমক্ষী,
মম মনোমন্দিরে এলে তুমি ধীরে ধীরে নবীন বসন্তের লক্ষ্মী।
ছিলে বিধুমল্লীতে ছিলে মধুবল্লীতে নখরুচি কিংশুককুঞ্জে,
অয়ি প্রাণবল্লভে ছিলে নবপল্লবে মাধবীর মধুরিমা-পুঞ্জে।
এলে ধ্বনিছন্দের রূপরসগন্ধের বন্ধন টুটি হৃৎসদ্মে,
ঋতুরাজ-বৈভব,—মধুরেণুসৌরভ হয়ে জাগে তব লীলাপদ্মে।
তব দুকূলাঞ্চল-ভরা মৃদু চঞ্চল মলয়া আসিল মধু মন্দ্রে,
মরমের বেণুবনে পশিয়া তা খনে খনে মূর্চ্ছিল শত শত রন্ধ্রে।
তব মধু-দিঠিপাতে সে দিনের মিঠিরাতে নয়নের গেল জরালস্য,
সুরভি চিকুর চুমে জীবনের মরুভূমে পুলকিল ফুলে তৃণ-শস্য।
বাসনার শিখিনীরে নাচাইল ধীরে ধীরে কঙ্কণ তব মণিবন্ধে,
বনভরা সৌরভ বিহগের কলরব সকলি জাগিল মম ছন্দে।
মুগ্ধ হরিণ-আঁখি মুদে এল রেণু মাখি প্রিয়ের পিয়াল-মধুচুম্বে,
সে-রজনী বড় শুভ ভাষা মম ডুব' ডুব' আশারস-রভসের কুম্ভে।
কুঞ্জের ঋতুরাজে বরিলে এ-হৃদিমাঝে যেথায় বিরাজে রাজছত্র,
সেই হতে প্রিয়তমা তুমি নব রাজরমা খুলিয়াছ রস-দানসত্র॥

কুসুম-শয়ন

আজি, সখি, আমাদের কুসুমশয়ন।
মধুগন্ধে ভরপুর বায়ু বয় ঝুর ঝুর
হিয়া ছুটি ছুড় ছুড়—অলস নয়ন।
আজি সখি আমাদের বাসক-শয়ন।

আজি যেন সৃষ্টিছাড়া, সর্ব্ববাধাবন্ধহারা,
রসাবেশে মাতোয়ারা অ:-লুলিত তনু,
ভুলি সব ক্ষোভ জ্বালা চৌদিকের ঝালাপালা
অলির শিঞ্জিনী দিয়া রচ ফুলধনু।
কাঁটা যদি রয় ফুলে ব্যথা তার যাও ভুলে,
কাননে কাঙাল করি ক'র লো চয়ন।
আজি প্রিয়ে আমাদের কুসুমশয়ন।

কিংবা আজি রঙ্গভরে কৌমুদী-তরঙ্গ 'পরে
বাহিয়া সেফালি-ঘন রাজহংস-তরী,
কল্পসুষমার দেশে চল সখি যাই ভেসে
যোজন-গন্ধার গন্ধ-পন্থা অনুসরি',
আফিমফুলের ডোর ঘনাইবে ঘুম ঘোর,
পরীরা পাখার বায়ে উড়াবে অলক,
বুলায়ে শিরীষ ফুল ভুলাবে তন্দ্রার ভুল
নয়ন-পলাশে পুন জাগাবে পলক।
বকুলমালিকা টুটি' ঢুলে র'বে শির ছুটি
কদম্বের উপাধান করিবে বহন।
আজি সখি আমাদের কুসুমশয়ন।

মানস কুমুদবনে চলো যাই সন্তরণে
উচ্ছলিত সন্তাড়নে অচ্ছোদ-তড়াগে,
মিলাইব চখাচখী বারিচর সখাসখী,
বউ-কথা-কও গাবে সুরভি বেহাগে।
কিংবা চল দুলি গিয়া তারাকুঞ্জদোলে, প্রিয়া,
আকাশকুসুম দিয়া দু'হাতে ছড়ায়ে।
চন্দ্রমল্লী-সীধুপানে চকিত চকোর-গানে
বিধুপরিবেষ গায়ে পড়িব গড়ায়ে!
ত্যজি' ধরণীর সাজ এস সখি এস আজ;
মুকুলে দুকূল দিব করিয়া বয়ন।
আজি সখি আমাদের কুসুমশয়ন॥

বাসরস্মৃতি

ভুলিনি সই ভুলিনি সেই প্রেমজীবনের প্রথম সুদিন,
হ'লাম যে দিন, হৃদয়রাণী, তোমার অপার কৃপার অধীন!
লতিয়ে-পড়া অঙ্গখানি লুলিত সেই মৃণাল-পাণি,
অঙ্কুরিত প্রেমের বাণী, তন্দ্রালস নয়ন-নলিন,
ভুলিনি সেই সঙ্কুচিত শঙ্কানত দৃষ্টি মলিন।

অলির প্রথম গুঞ্জ সেদিন ফোট'-ফোট' কলির ফাঁকে,
পঞ্চদশীর শশীর পাশে প্রথম মানস-চকোর ডাকে,
প্রথম অশোক-বকুলবনে লাগল মলয় সমীরণে
জীবন স্বাদু প্রথম মদির আস্বাদনে মধুর চাকে;
তারুণ্য মোর প্রথম সেদিন রসাঞ্জনী পরল আঁখে।

ভুলিনি সই ভুবন-ভোলা প্রথম ভালবাসার রাতি,
তোমার আঁখি থাকত মুদে মেল্‌লে আঁখি বাসর-বাতি,
প্রথম চুমায় যেদিন দোঁহার, খুলে গেল ত্রিদিবদুয়ার—
কপোলতটে উঠল ফুটে পারিজাতের হিরণ-ভাতি,
ভুলিনি হেম-সিংহাসনে মোদের প্রেমের বরণ-রাতি।

কুণ্ঠাভরে গুণ্ঠিত মুখ, যেন কতই অপরাধী,
রেখেছিলে মুখর চটুল কাঁকণচূড়ের কণ্ঠ বাঁধি।
কিশোরপ্রাণের সব অনুভব গোপন ক'রে রইলে নীরব
রোমাঞ্চ হৃৎস্পন্দ ঘন গোপন করার হলো বাদী—
কইতে কথা—মনে পড়ে ?—সেদিন আমি কতই সাধি ?

কণ্ঠে তোমার রসের আবেশ নিল সকল বচন হ'রে।
অকথিত বচন তোমার বাচাল হলো নয়নজোড়ে।
আলসে চোখ জড়িয়ে এল দেড়প্রহরেই মুদে গেল,
স্বপনঘোরে আপন ভেবে বাঁধলে আমায় মৃণালডোরে,
যৌবনের এই দিবসশেষেও সেই স্মৃতি দেয় বিবশ ক'রে।

ভুলিনিক যেদিন প্রথম বসলে হ'য়ে হৃদয়রাণী,
সিংহাসনের একটি কোণে—সঙ্কুচিত পা-দুখানি।
কিরীট হেলায় পড়ছে খ'সে, চাইতে শরম সভায় ব'সে,
ছত্র চামর ধরতে নিজেই বাড়িয়ে দিলে কমল-পাণি।
সে সব স্মৃতির ঝঙ্কতরূপ ধরো, আমার গানের রাণী॥

প্রেমজীবনের স্মৃতি

মনে পড়ে সখি সেই বেঁশো ঘর ফুটা চালে জল ঝরে,
পাশে ছাইভরা রাখিতাম সরা জল শুষিবার তরে।
সারাটি আঙিনা ভরা কাদাজলে আলতা বাঁচানো চাই,
সে কাদা মাটিতে তোমার হাঁটিতে ঝামা পাতা ছিল তাই।
পাশের ডোবায় ব্যাঙ ডেকে যায় একটানা তার সুর
মনে পড়ে সই সে গান কতই লেগেছিল সুমধুর।
ঘরের সাঙায় কপোতমিথুন করিত বকম বকম,
ধরি সারারাত হতো ধারাপাত ঝুপঝুপ ঝমঝম।
শুনিতে পেতাম গাছের শাখায় চলে ওঠা নামা দোল
বাহিরে পাগলা বাদলা বাতাস বাধায়েছে ডামা ডোল।
সিক্ত সমীরে যুঁইএর গন্ধ আসিত ঝরোখা ফাঁকে,
চমকিয়া মোরে ত্বরা বাহু ডোরে বাঁধিতে মেঘের ডাকে।

ছিল আমাদের মলিন বিছানা মেজেয় বিছানো পাতা,
গায়ে ছিল আর হাতের তোমার সূচে-ফুল-তোলা কাঁথা।
যক্ষ যুবার শাপের আগের অলকার বরষার
গাঢ় মিলনের মধুর স্বপন ঘিরে ছিল চারিধার।
সে সুখস্বপন মাঝারে গোপন ছিল মর্ত্ত্যেরই ক্ষুধা
সে ক্ষুধা মিটাতে ছিল শয্যাতে মাটির পাত্রে সুধা।
সেই রাতিগুলি যত স্মরি তারা তত দেয় হাতছানি,
রামগিরি শিলা-কঙ্করে ভরে তূলার শয্যাখানি।
বাদলা বাতাসে সেই স্মৃতি আসে বহি পারিজাত বাস,
সেই বাস হায় আজ না মাতায় তাতায় আমার শ্বাস।
মনে ছিল আশা প্রাণে ভালবাসা দেহে যৌবন তাজা,
নয়ক কুবের প্রেম আমাদের তখন ছিল যে রাজা।
ফিরিবে কি আর গৃহ কোণে জ্বলা সেই মিটিমিটি বাতি
সাথে লয়ে সেই হোলীফাগে ভরা প্রেমঝুলনের রাতি

নীড়ের স্মৃতি

দাওগো বিদায় আজ অভাগায় পল্লীবনের প্রবাসভূমি,
আপন গৃহ হতেও প্রিয় স্পৃহণীয় আমার তুমি।
তিস্তা নদীর ঝরণা সম অশ্রু ঝরে নেত্রে মম,
সহস্রবার আজকে তোমার তুল্‌সীশাখার মুকুল চুমি।
শোন বিদায়-ব্যথার গীতি আমার প্রীতির প্রবাসভূমি।

তরুণ প্রেমের লীলা-ভুবন তোমার সাদর স্নেহের কোলে,
প্রিয়ার সহ ছিলাম অহো আনন্দহিল্লোলের দোলে!
কত খেলা, মান অভিমান সারাবেলা প্রেম অভিযান,
তাদের স্মৃতি জীবন-ভরা কেমন ক'রে এ মন ভোলে!
পরাণ-প্রিয়ায় পেলাম হিয়ায় ঐ নিভৃত তোমার কোলে।

যে সব দিন আর ফিরবেনাক সে সব দিনের পুঞ্জ-স্মৃতি
ভ'রে আছে তোমার ধূলা আকাশ বাতাস কুঞ্জবীথি।
বোশেখ রাতে ে নার সুবাস মধুরাতের স্নিগ্ধ বিলাস
প্রিয়ারে মোর প্রিয়তরা কান্তিতরা করত নিতি।
উচ্ছ্বসিত অশ্রুধারা জাগায় যে আজ সে সব স্মৃতি।

শারদ রাতে জ্যোৎস্নাপরী দিত জরির আঁচল পেতে,
ব'সে তা'তে দুইজনাতে ফুল তুলিতাম আকাশ-ক্ষেতে'
শীতের স্পর্শনিবিড়তা উষ্ণমধুর পীবরতা
পেয়েছিলাম তোমার নীড়ে দুরু দুরু আনন্দেতে;
যৌবনের মৌ তপ্তমদির পান করেছি নেশায় মেতে।

শ্রাবণরাতে, মনে পড়ে, জৈমিনিরে কেবল স্মরি।
কল'কল' জলের স্রোতে টল'মল' ভবন-তরী।
মেঘের গভীর গরজনি, পাগ্‌লা হাওয়ার হাহাধ্বনি,
দিত আকুল উদ্দীপনায় আশ্লেষণে নিবিড় করি',
বর্ষানিশার শঙ্কা-মধুর হর্ষ-আবেশ আজকে স্মরি।

শতেক অভাব ত্রুটি নিয়ে ছোট্ট গৃহস্থালী পাতি,
তোমার ঝোঁপের অন্তরালে নিত্যি মোদের চড়িভাতি।
একই নীড়ে আমরা দুজন, চলত সদাই কাব্যকূজন,
শাসন করার দূষণ ধরার কেউ ছিল না সঙ্গীসাথী।
পেতেছিলাম তিস্তাপারে গৃহস্থালির খেলাপাতী।

অনভ্যাসের বিড়ম্বনা, উপহাসের কতই ব্যথা,
জাগাইল দোঁহার পরে দোঁহার অটল নির্ভরতা।
প্রিয়াই হলেন দিবারাতি সচিব সখী শিষ্যা সাথী।
বন-প্রবাস করল সফল পুষ্পিত তার বাহুলতা,
রোমাঞ্চিত বাহুর পাশে ভুলে যেতাম প্রবাস-ব্যথা।

যৌবনের সু-স্বপ্ন ত্রিদিব! অতুল তোমার অতল প্রীতি;
ইন্দ্রসভায় আসন পেলেও স্মরবো সেথাও তোমার নিতি।
মধুপুরীর রাজ-আয়োজন ভুলায় কি সে কদম্ববন?
অযোধ্যা-রাজসৌধে কি যায় গোদাবরী-তটের স্মৃতি?
জীবন-মধুমাসের কুলায়, শোন আমার বিদায়-গীতি॥

হাঁ ও না

বর্দ্ধমান স্টেশনের ওয়েটিংরুমে।
তোমার নয়ন দুটি ঢুলুঢ়ুলু ঘুমে
চল্লিশ বৎসর আগে মধুময় ফাল্গুন প্রভাত,
ফিরিতেছি বিবাহান্তে কাটাইয়া ট্রেনে সারা রাত
সঙ্গে বরযাত্রীদল। তুমি ছিলে একা
এক ফাঁকে করিলাম দেখা।
প্রথম তোমার সাথে বাক্যালাপ সেই অবসরে
মুহূর্তের তরে।
সে মুহূর্ত কালের গগনে
সন্ধ্যাতারা হয়ে জ্বলে আজো মোর প্রেমের স্বপনে।
দুটি প্রশ্ন করেছিনু একটিতে বলেছিলে 'হাঁ',
অন্যটিতে 'না'।
এর বেশি কোন কথা বলো নাই, পথের সম্বল
হইল তা, যেন তারা দুই কানে দুইটি কুণ্ডল।
দুটি একাক্ষরী শব্দ মন্ত্রারম্ভে ওঁ হ্রীং সম
সঞ্চারিল শক্তি গূঢ়তম।
বিনা অগ্নিশিখা
তাহাতেই হয়ে গেল আমাদের সত্য কুশণ্ডিকা।

তারপরে বহু কথা হয়েছে জীবনে,
কথার প্লাবনে
হাঁ-না অই শব্দ দুটি আজো যেন শীর্ষ তুলি আছে
আমাদের কাছে।

চিরদিন আমি ত মুখর
আমার অজস্র প্রশ্নে আজো তব ও-দুটি উত্তর।
বহুবার ও-স্টেশন জীবনে করেছি অতিক্রম।
কখনো হয়নি মোর ভ্রম,
সে বিশ্রাম-গৃহটিরে মুগ্ধ প্রেমস্নিগ্ধ দৃষ্টি দিয়া—
ভেটিতে বন্দিতে তারে নিঃশব্দে নমিয়া।
দূরদূরান্তের ক্লান্ত যাত্রীদের কোলাহল মাঝে
ও-ঘর আমার কাছে তীর্থ হ'য়ে রাজে।

মুক্তির মাঝে

গৃহে তোমা পাই প্রিয়ে, পাই নাই প্রকৃতির মাঝে,
তোমার বিরহ-ব্যথা তাই সখি বেণু-বনে বাজে।
পিঞ্জরে পেয়েছি তোমা পাইনি ত উদার গগনে,
পাইয়াছি পুরসৌধে পাইনিক রেবাতটবনে।
বন্ধ মাঝে পাইয়াছি, পাই নাই মুক্তির প্রবাসে,
পেয়েছি সংসার-ব্রতে পাইনিক লীলার উল্লাসে।
আধা তুমি সত্যে আছ আধা তুমি রয়েছ স্বপনে,
সর্ববন্ধমুক্ত রূপে তোমা পাওয়া যায় কি ভবনে?
গৃহালিন্দে তোমা পাওয়া সে-ত আর্য্যা ভার্য্যা-ভূমিকায়,
তব রাজ্ঞী-রূপ সেথা গৃহধর্ম্মদাসীত্বে লুকায়।
সীতারে সম্পূর্ণ পেতে সীতানাথ তাই কি যৌবনে,
সত্যপালনের ছলে রাজ্য ত্যজি গেলেন কাননে?

সর্ব্বার্থসাধিকা

এ অধম রূপহীনে, হে সুন্দরি, করেছ সুন্দর,
অনলে অঙ্গার যেন, চন্দ্রিকায় বন্ধুর ভূধর।
শোভিয়াছি পদ্মকোষে রেণুমাখা মধুপের প্রায়,
লজ্জারুণ গণ্ড'পরে কালো আঁখি যেমন মানায়।

হে কমলা, এ নির্ধনে করিয়াছ কুবেরের মত,
রেণু হয় স্বর্ণরেণু তব পদ চুমিয়া নিয়ত।
তপে তুষ্টা বাণী মোর, মম ধ্যান ধারণার ছবি,
মূর্ত্তিমতী এ মন্দিরে এ মূর্খেরে করিয়াছ কবি।

গুঞ্জরি' উঠিল প্রাণ, কিংশুকেও অর্পিলে সৌরভ,
কল্পলতা, বরষিছ কুসুমিত কবিত্ব বৈভব।
আজিকে জীবন যেন অনুপ্রাস-ঝঙ্কৃত মূর্চ্ছনা,
তোমারি মঞ্জীর-শিঞ্জে করে ছন্দ তোমারি অর্চ্চনা

হে নির্ম্মলা পূতশীলা, এ পঙ্কিলে করেছ নির্ম্মল,
সংহত সংযত নত করি মোর যা' ছিল চপল।
শঙ্খস্বনে সন্ধ্যাদীপে তব শুভ কঙ্কণ-নিক্কণে
পুণ্যের বোধন হলো শূন্য গৃহে কল্যাণের সনে।

নেত্রনামে সার্থকতা লভিয়াছে তোমার লোচন,
প্রতিপদে বেত্রপাণি নেতৃরূপে করিয়া শাসন॥

জ্যোৎস্না নিশীথে

ঘুমাবার তরে নয় আজিকার রাতি,
বিছানা থাকুক পড়ি, দাও প্রিয়ে নিবাইয়া বাতি।
চেয়ে দেখ স্থলে জলে অন্তরীক্ষে জ্যোৎস্নার পাথার,
প্রকৃতি তাহার মাঝে মহানন্দে দিতেছে সাঁতার।
জরতী ধরণী লভি অকস্মাৎ লাবণ্য যৌবন
মথুরার রাজপথে কুব্‌জার মতন,
ধরেছে মোহিনী মূর্ত্তি। চলিয়াছে দূর অভিসারে
সর্ব্বাঙ্গে কনকভূষা, কটিতট শোভি চন্দ্রহারে
শৈবলিনী, মণিমৌলি ফণী তার চরণে জড়ায়
ভ্রূক্ষেপ নাহিক তার তায়।
ঊর্দ্ধে চাহ সুনীল অম্বর
দুলায় আপন বক্ষে মণিমালা সহস্র লহর।
ধূলি নাই, ধূম নাই, পথে ঘাটে নাই কলরব
কুলায়ে, বিবরে, কক্ষে অন্ধকারে ঘুমায়েছে সব।
আজিকার সালংকারা এ বসুধা বল ত' কাহার ?
কেহ বিশ্বে নাই আজ, শুধু প্রিয়ে তোমার আমার
সম্মোহন মন্ত্রে যেন সকলের হরিয়া চেতনা
সারা পৃথ্বী জিনেছি দু'জনা।
আমি রাজা, তুমি মোর রাণী—
এস দোঁহে ভুঞ্জি এই কবিভোগ্যা বসুন্ধরাখানি।

এবে নিশি দ্বিপ্রহর, শেফালি-বাসিত বহে বায়ু,
দুইটি প্রহর আছে বাকি এই রজনীর আয়ু।
এ দুই প্রহর ধরা আর কারো নয়।
এস প্রিয়ে প্রেম দিয়ে তৃষ্ণা দিয়ে করি এরে জয়

এ নিশি ফুরায়ে যাবে রক্তনেত্র তরুণ তপন
হরিয়া লইবে এর সর্বভূষা লাবণ্য যৌবন,
ফিরিয়া আসিবে তপ্ত ধূলি ধূম কর্ম্ম-কোলাহল।
দুজনের এ ধরারে লক্ষ জীবে করিবে দখল।
ক্ষোভ তাহে কি আছে সুন্দরি ?
বিধাতার এই দান ভুঞ্জি যদি আজি প্রাণ ভরি'
র'বে গর্ব্ব একদিনও সিংহাসনে ভুঞ্জিয়াছি ক্ষিতি।
র'বে 'কুসুমৈকপাত্রে' * দুজনের মধুপানস্মৃতি।

নীল শাড়ী

বারো বছরের মেয়ে লতিকার নীল শাড়ীখানি
পরিয়া ঘুরিছ তুমি কোন্ কাজে সেদিন, না জানি
কেন ব্যস্ত। দৃষ্টি মোর সেইদিকে গেল যেই ধেয়ে,
অবাক বিমূঢ় হ'য়ে অনিমেষে রহিলাম চেয়ে।
ভুলিনি সে মূর্ত্তিখানি ! সহসা যে পাইল নবতা
চিরপুরাতন তনু, কি অপূর্ব্ব, কাহারে ক'ব তা
তোমা ছাড়া। হারানো ধনেরে যেন কতদিনকার
ফিরাইয়া দিল সেই শাড়ীখানি সহসা আবার।
কোন্ দূর জনমের রেবাতটে বেতস-কাননে
তব অভিসার-স্মৃতি চমকিয়া জাগিল এ মনে।
মনে হ'ল কালিন্দীর জলসিক্ত যেন অই শাড়ী
পরাণ সহিত মোর গেল কবে নিঙাড়ি' নিঙাড়ি'।
নীল-শাড়ী নিয়ে গেল স্বপ্নময় জন্ম-জন্মান্তরে,
সন্তরে অন্তর দূর নীলগিরি-তরঙ্গের 'পরে॥

---

* মধুদ্বিরেফঃ কুসুমৈকপাত্রে পপৌ প্রিয়াং স্বামনু বর্ত্তমানঃ—কুমারসম্ভব

দুর্লভ সন্ধ্যা

উমার পেয়েছি চিঠি, ভাল আছে উমা ও শঙ্কর,
মণি অন্নপথ্য ক'রে ভাল আছে, আসেনিক জ্বর
দেখিনু কপাল ছুঁয়ে। খোকন ঘুমায় অকাতরে,
কাঁদেনিক, কাসেনিক একবারও বহুদিন পরে,
হোমিওপ্যাথির ফোঁটা কত কাজ করে চমৎকার,
বিশ্বাস করো না, দেখ। বন্দোবস্ত করেছি দেনার
কিস্তিবন্দী ক'রে নেবে আস্তে আস্তে, একি কম লাভ?
মাহিনা পেয়েছি কাল, ঘরে আজ নেইক অভাব।
দেখ দেখি ভেবে প্রিয়ে, আমাদের সংসার-কুহরে
নিশ্চিন্ত একটি দিন পাইলাম কতকাল পরে
নিরুদ্বেগ নির্ঝঞ্ঝাট। দিনগুলি আসে আর যায়
ললাটে ভ্রূকুটি হানি' ব্যথা দেয়, কাঁদায়, ভাবায়।
কতকাল পরে এলো স্নিগ্ধ সন্ধ্যা প্রসন্ন নির্ম্মল,
এমন সন্ধ্যারে সখি অনভ্যাসে ক'রো না নিস্ফল।
এ সন্ধ্যা বিধির দান। ভুলে গেছ? ভুলিবারই কথা!
নাসা তব বিস্ফারিত? পেলে কি অন্তরে গূঢ় ব্যথা?
ভুলে গেছ?—চাহ দেখি একবার ঘরের বাহিরে
শরদভ্র ধৌত আজ শুভ্র শুচি অমৃতের ক্ষীরে;
পাশের বাগান হ'তে আসিতেছে হেনার সৌরভ,
শুনিছ না তার মাঝে উঠে নামে পাপিয়ার রব।
এবার পড়ে না মনে? আয়োজন ব্যর্থ নাকি সবি?
তবে দেওয়ালের 'পরে দেখ দেখি ঝুলিছে কি ছবি,
বিবাহের পরদিন দুইজনে তোলাইনু ফোটো,
মুছে ওটা নিয়ে এস। লক্ষ্মী মোর, একবার ওঠো।
স্মর' সে দিনের কথা। হাস পুন, ত্যজ অবসাদ,
এ সন্ধ্যা বিধির দান, ব্যর্থ হ'লে হবে অপরাধ॥

পুনর্জ'ন্ম

আবার মোদের আঁধার এ ঘরে প্রদীপ জ্বলিল আজ,
ঘুচিল কিশোরীসুলভ কুণ্ঠা, প্রণয়লীলার লাজ।
ঘরের প্রদীপ নয়ন মেলিলে মুদিয়া রহি'তে আঁখি,
সঙ্কোচে মুখপঙ্কজ তব অঞ্চল দিয়া ঢাকি'।
পরিহাসপটু চটুল নিলাজে নিভানু ফুঁয়ের জোরে,
ফুলশয্যার রজনী হইতে ঘুমাল সে-ঘুমঘোরে।
নির্বাণলাভে জন্ম হয় না এ কথা কে আর শোনে।
আবার প্রদীপ লভিল জনম, জ্বলে এই গৃহকোণে।

আঁধার কক্ষে দুই ছিনু মোরা তিন হইয়াছি আজ,
নবাগত ধন করিল হরণ সব সঙ্কোচ লাজ।
দীর্ঘ তিমিরযাত্রার শেষে—'আলো চাই আলো চাই',
হুঙ্কারি সে যে বলিয়াছে—ঘরে দীপ জ্বলিয়াছে তাই।
বাছনির তরে তার আজি ঘরে বাড়িয়াছে সমাদর,
কখন্ জাগিবে উঠিবে সে কাঁদি কখন্ পাইবে ডর,
সচেতন ঘুম, জাগ দশবার, রাতে বাড়িয়াছে কাজ,
বহুদিন পরে আবার এ ঘরে দীপ জ্বলিয়াছে আজ॥

প্রত্যাবর্ত'ন

ভাঙা বাঁশী জোড়া দিয়ে বীণা ফেলে তাই নিয়ে ফিরিয়া এলাম।
বহু অপরাধ জমা, স্নেহভরে কর ক্ষমা, লও মা প্রণাম।
তিরিশ বছর পরে চিনিতে পারিবে তারে ? দ্বিধা জাগে তাই ;
মা কি কভু ছেলে ভোলে যতদূরই যাক চ'লে ?—বৃথাই শুধাই।

এ দগ্ধ ললাটতট স্নিগ্ধ করি দিক্ বটচ্ছায়ার প্রসাদ,
পাখীর ডানার ঘায়ে বকুল ঝরায়ে গায়ে কর আশীর্ব্বাদ।
তেমনি কি ফোটে ভোরে কাজলাদীঘির ক্রোড়ে কুমুদকমল ?
দেশের পাখীরা জুটে কলরব করি মিঠে খায় বটফল ?
তেমনি ফাগুনদিনে ভ'রে উঠে গুঞ্জরণে আমের বাগান ?
শীতে সরিষার ফুলে তেমনি কি মাঠে তুলে হলুদী তুফান ?
কাশফুলে তোলে ভ'রে ডহর তেমনি ক'রে শারদ স্বপন ?
বাতাবি ফুলের বাসে সুরভি হইয়া আসে তেমনি পবন ?

দাশুর পাঁচালী মাঠে গেয়ে গেয়ে ধান কাটে এখনো কৃষাণ ?
এখনো কি বটতলে গায় লোকে দলে দলে মনসা-ভাসান ?
এখনো কি সুর ক'রে রামায়ণ যায় প'ড়ে দুপুরে দোকানী ?
গাছতলে ঝুড়ি বোনে ডোমবুড়ো তাই শোনে বহু ভাগ্য মানি' ?
আজো তালগাছে ঝুলি' বাবুয়ের বাসাগুলি খায় ঘনদোল ?
এখনো দীঘির ঘাটে কলসী-কাঁকনে উঠে সুশীতল বোল ?
শিউলিতলায় প্রাতে মেয়েরা তেমনি পাতে আজো খেলাপাতি ?
গাজনে ঝুলনে রাসে আজো সবে নাচে-হাসে করি' মাতামাতি ?

তুলসীছায়ায় ঢাকা লক্ষ্মীর চরণ আঁকা কুটীর-অঙ্গনে,
শ্যাম গোঠে দীঘিজলে তব দোলমঞ্চতলে বেণুকুঞ্জবনে,
ফিরিনু তোমার কোলে তারে হারাধন ব'লে কর মা গ্রহণ,
সারা দেহে অসিক্ষত পুত্র তব প্রত্যাগত শিবিরে আপন।
তুলসী-সুগন্ধে স্নাত পাণিপর্ণখানি মাতঃ এ শিরে বুলাও।
ত্রিশ বছরের মোর সব দুঃস্বপন ঘোর আদরে ভুলাও।
কৈশোরে রাখালী বেণু যেখানে সাধিয়াছিনু, যাপিনু শৈশব,
সেখানে আতুর প্রাণে ফিরিয়া এলাম ফেলি মাথুর বৈভব॥

ভাদুরাণী এস ঘরে

[রাঢ় দেশের ভাদুর গানে ভাদ্রশ্রী নিরুদ্দিষ্টা রাজকন্যা ভাদুরাণীরূপে কল্পিতা]

নিভায়ে তপন ভাদর গগন ঢেকে গেছে মেঘে মেঘে,
ভ্রূকুটি হানিয়া চপলা চমকে, পবন বহিছে বেগে।
গুরু-গর্জনে চমকায় প্রাণ, চরাচর কাঁপে ডরে।
এ হেন বাদরে আদরিণী মেয়ে ভাদুরাণী এস ঘরে।

টোপর পানায় পুকুর ভরেছে, কোনখানে নাই ভাঙা,
জলা ব'লে মনে হয় ডাঙাগুলা, জলে মনে হয় ডাঙা,
ভুলে ভরা সব, কোথায় ফেলিতে কোথায় চরণ পড়ে,
এহেন দুপুরে থেকনাকো দূরে, ভাদুরাণী এস ঘরে।

ঘন বাড়ন্ত আখের পাতায় আলিপথ গেছে ঢেকে,
কাঁকড়া-শামুক-মাছ-ব্যাঙে ভরা নালী গেছে এঁকে-বেঁকে,
আজি পাট-ক্ষেতে হাতী ডুবে যায়। মন যে কেমন করে,
কাঁদিছে দাদুরী, আদরিণী মেয়ে ভাদুরাণী এস ঘরে।

বনপথ-তল হয়েছে পিছল, ডুবেছে ঘাটের সিঁড়ি,
গোরুগুলি বাঁধা গোহালে গোহালে, কৃষাণ আসিছে ফিরি।
বাদলা বাতাসে ভূতের মতন ঝাউগাছগুলি নড়ে,
কি বিপদ আনে কখন কে জানে! ভাদুরাণী এস ঘরে।

কুকুর ধুঁকিছে ঢেঁকিশালে শুয়ে, ময়না ঝিমায় শিকে,
কুণ্ডলি রচি উঠে ঘন ধূম চাল ফুঁড়ে চারিদিকে।
বাবুইএর বাসা তালগাছ হ'তে ছিঁড়িয়া পড়েছে ঝড়ে,
জুঁইবন হায় কাদায় লুটায়, ভাত্বরাণী এস ঘরে।

হাত পেতে আছে ছেলেরা, ভাজিছে মা তাদের তালবড়া,
বালিকারা মিলি আড়াআড়ি করি গাহিছে তোমার ছড়া।
ঘরের সাঙায় কপোত ঘুমায়, বসে না চালের 'পরে,
নীড়ের বাহিরে কেউ নেই আজ, ভাত্বরাণী এস ঘরে।

আসিয়াছে ঢল, খেয়াঘাটে গোটা প্রহরে জমিছে পাড়ি,
পাল তুলে শত নৌকা চলেছে, কোথা কোন্ দেশে বাড়ী।
উচাটন মন তোমা সারাখন চারিদিকে খুঁজে মরে,
কোথা ডামাডোল বেধেছে কে জানে? ভাত্বরাণী এস ঘরে॥

পল্লীবালার ব্যথা

আমার এমন কি হলো বোন, খাঁ-খাঁ করে প্রাণটা খালি,
ঘরের কাজে মন লাগে না, মা-পিসীরা দিচ্ছে গালি।
আমার জ্বালা সে কি জানে? দুপুর রাতে বাঁশীর গানে
ঘুম কেড়ে লয়, রাত্রি জেগে চোখের কোণে পড়ল কালি।
রাতে তারো ঘুম কি রে নেই, বাঁশী কেন বাজায় খালি?

সকালবেলা হাঁক ছেড়ে সে চলে যখন গোরুর পালে,
গোবরঝুড়ি কাঁখে ধ'রে তখন আমি রই গোহালে।
গাই ছাড়িতে বাছুর ছাড়ি দুধ পিয়ে নেয় তাড়াতাড়ি,
মার কাছে খাই ঝাঁটার বাড়ি, পিসীর কাছে ঠোক্না গালে।
হাত-পা আমার রয় গোয়ালে প্রাণটা চলে গোরুর পালে।

আমি যখন দাদার লেগে ভাত নিয়ে যায় বিলের মাঠে,
বাউলিয়া সুর গেয়ে গেয়ে ভুঁয়ের আলে ঘাস সে কাটে,
সে যদি চায় নয়ন তুলে, তবে আমার মনের ভুলে,
বাবলাবেড়ায় আঁচ্‌লা জড়ায়, পিছলে পড়ি পিছল বাটে ;
অই আ'লে মোর মনটা লোটে ধরটা চলে বিলের মাঠে।

একদিনে সে দশ বিঘা ক্ষেত ফেলতে পারে একাই রুয়ে,
বুধীর মত দুধী গাই-ও এক লহমায় ফেলে দুয়ে।
পাগ্‌লা ষাঁড়ের শিঙ্‌টি ধরে' আগ্‌লে রাখে গায়ের জোরে।
কাঁধে নিয়ে তালের কাঁধি গাছ হ'তে সে লাফায় ভুঁয়ে।
দেখি যে তার সাঁতার-কাটা অবাক হ'য়ে কল্‌সী থুয়ে।

কবির দলের দোহারীতে গায় সে মেতে পরাণ খুলে।
বাউল নাচে ঘুঙুর পায়ে, নাচে সে ডান হাতটি তুলে।
গাজন-দিনে সন্নিসি সাজ বাবরীচুলের ঢেউখেলা ভাঁজ,
মনসাতলায় মালামো তার, কার না দেখে পরাণ ভুলে ?
আমার ত কেউ নয়কো তবু দেমাকে বুক উঠে ফুলে'।

কানে গোঁজা সন্ধ্যামণি, নতুন তালের ছাতি কাঁধে,
রাঙা ডুরে গামছা দিয়ে যদি আবার কোমর বাঁধে,
বিন্দাবনের কালার পারা করে আমায় আপন-হারা ;
তারি পায়ে পড়তে লুটে শুধু আমার পরাণ কাঁদে,
বাঁশী পাঁচন ধরে যখন কালার মতন মোহন ছাঁদে।

আমার এমন কি হলো বোন, হুহু করে মনটা খালি,
ইচ্ছে করে কাঁদি কেবল, সবাই আমায় দিচ্ছে গালি।
কুট্‌না কোটায় আঙুল কাটে হাট যেতে হায় যাই যে মাঠে,
মনের ভুলে হাত পা পোড়াই, নুনের সরা-ও দুধেই ঢালি।
আমার যে বোন আসছে কাঁদন, হুহু করে প্রাণটা খালি॥

পল্লীর ঘাটে

একরাশি এঁটো বাসনের মাঝে একলা পা দুটি মেলে,
খিড়কির ঘাটে নূতন বৌটি নয়নের জল ফেলে।
বাসনের ভার সামলানো দায়, নামিতে পিছল ঘাটে
পাথরবাটিটি পড়ে ভেঙে গেছে ঠেকিয়া তালের কাঠে।
দশ পয়সার পাথর বাটিটি দুবছর আগে কেনা,
তায় কোণ ভাঙা তুচ্ছ জিনিস, দামী কেউ বলিবে না।
দুইটি টুকরা জোড়া দিয়ে বধূ অঞ্জলি-পুটে ধরি'
ঝাপ্‌সা চক্ষে চেয়ে আছে আহা মুখখানি নত করি।
হেরিছে অভাগী জমা লাঞ্ছনা বটির মুকুরপুটে,
অম্ল খাবার বাটিটি ক্রমেই লোনা জলে ভ'রে উঠে।
ভাবে ব'সে হায় লাগে নাকি জোড়া কোন' মন্ত্রের বলে!
কোন' গুণী এসে সহসা যদি বা জুড়ে দেয় কৌশলে।
শ্বশুরবাড়ীতে আসিবার আগে কেন লয় নাই শিখে,
কি দিয়ে জুড়িলে জোড়া যায় ভাঙা পাথরের বাটিটিকে।
দেবতায় ডাকে অভ্যাস-বশে, দেবতা বাঁচাবে যেন;
বাটিটা ভাঙিল, পড়িয়া তাহার মাথা ভাঙিল না কেন?

বড় অভিমানে দেবতার পানে চেয়ে অভাগিনী কাঁদে,
"বল ভগবান্ হাত কেঁপে গেল কোন গূঢ় অপরাধে?"
একবার ভাবে নূতন একটি কিনে এনে এরি মত,
কোণা ভেঙে যদি চালানোই যেত তাহ'লে কেমন হ'ত।
কোথায় পয়সা? কেবা দেবে এনে? কোথায় মিলিবে বাটি?
সময়ই বা কই? সকলি স্বপ্ন, ভাঙাটাই শুধু খাঁটি।
পুকুরের জলে ডুবিয়া মরিতে কেমন লাগিছে ভয়,
একবার ভাবে বাপের বাড়ীতে পালালে কেমন হয়।

কোন্ পথে যাবে, কারে সাথে পাবে, না-না তা অসম্ভব;
ভাঙা বাটি ঘেরি ভাবনা-জনতা তুলে শুধু কলরব।

হাঁসগুলি ঘেঁসে ঘাটপানে আসে ঘনাইয়া মমতায়,
পাখীরা নীরব, বাঁশবনে বেজি করুণ নয়নে চায়।
ভুলো লেজ নেড়ে জানায় বেদনা, জিভ ঝুলে পড়ে তার,
থম থম করে দুপুর বেলায় খিড়কি পুকুর ধার।
ফুলের গরবে মাথা উঁচু ক'রে ছিল যে কলমী লতা,
মুষড়িয়া পড়ে ঝলসিয়া যেন জানায় সে কাতরতা।

সবাই ব্যথিত, মা বলিয়া বালা ডাকে যারে ফিরি ঘুরি,
সে-ই শুধু তার হৃদয় চিরিতে শানায় রসনা ছুরি।
পাথরের বাটি ভেঙে যায় যদি একটু চরণ টলে,
পাথরের হৃদি ভাঙে না গলে না বধূরো নয়ন-জলে॥

ছায়া

ছেড়ে যেতে চাহি পিছু পানে।
পথপাশে ছায়াখানি দিয়া যেন হাতছানি
স্নেহভরে দেহ মোর টানে।
রৌদ্রতাপ-বিগলিত মাধুরী তরলায়িত
থিতায়ে ঘিরেছে তরুতল,
শাখাশ্রিত বনলতা দেছে তারে নিবিড়তা,
বায়ু তারে করেছে শীতল।
যেন রাজ-শয্যা 'পরে মধ্যদিন-শ্রান্তি ভরে
কৃষাণ ঘুমায়ে আছে হোথা,
পশারী পশারা থুয়ে নিশ্চিন্ত রয়েছে শুয়ে
কোথা গঞ্জ, গৃহ তার কোথা?

রাখাল বাজায় বেণু, চক্ষু মুদি তার ধেনু
তৃপ্তি-সুখে করে রোমন্থন,
বিগলিয়া পড়ে স্নেহ ছাগলী শাবক-দেহ
ধীরে ধীরে করিছে লেহন।
মধুর তন্দ্রার্ সুখে কুকুরটি হোথা ধুঁকে,
পাশে বেজি নিদ্রায় বিভোর,
বটফলে তৃপ্যমান বিহগের কলতান
ঘনায় সবার ঘুম-ঘোর।
শিবিকা-বাহীরা সব শুনি সেই কলরব
একে একে ঘুমে নিমগন,
শিবিকায় মুদি আঁখি সুখে-দুখে মাখামাখি
নববধূ হেরিছে স্বপন।
স্নেহের অঞ্চলখানি মাটিতে বিছানো জানি
অইখানে দুপুর বেলায়,
মায়ের সকল ছেলে সব কাজ খেলা ফেলে
জুটে শ্রান্ত শরীর এলায়।
ক্ষণেকের এ সংসার ছেড়ে যেতে বার বার
পিছু পানে চাই থেকে থেকে,
পাখীদের কলস্বর, ক্রমে হয় ক্ষীণতর,
শ্রান্ত তারা বুঝি পিছু ডেকে।
তাপদগ্ধ এ জগতে জীবনের যাত্রাপথে
ছায়া শুধু জীবন জুড়ায়,
দু'দণ্ড ভুঞ্জিতে তারে ছুটি নাই একেবারে
পথের দাবির তাড়নায়।
আগে পথ করে ধূ ধূ, পঙ্গু হয় গতি শুধু
বার বার চাহিয়া পশ্চাতে।
ছায়াখানি প'ড়ে রয় তারে ছেড়ে যেতে হয়,
ব্যথা শুধু চলে সাথে সাথে॥

ষষ্ঠীতলা

গ্রামের শেষে অশথ-বটে জড়ায় দোঁহে দোঁহার গলা,
গাঁয়ের তীর্থ উহার তলে,—ওটা মোদের ষষ্ঠীতলা।
গাঁয়ের মায়ের দেব্‌তা হেথায় সিঁদুরমাখা পাথরখানি,
উহায় ঘিরে কমলকলি রচে হাজার কোমল পাণি।
রচে শ্যামল গণ্ডী উহার মটর কলাই ছোলার চারা,
গন্ধে ভরায় ওর মাটীরে সচন্দনা সলিলধারা।
ঐ পাথরে কেন্দ্রীভূত হাজার মায়ের বৎসলতা,
পাথরকে যে গলিয়ে ফেলে জননীদের তপ্তব্যথা।
গভীর প্রাণের আকিঞ্চনে রেখেছে যে রাঙিয়ে ওকে
মোদের চোখে পাষাণ বটে, ননীর খনি ওদের চোখে।

নেইক দেউল নেই পূজারী নেই আরতি সকাল সাঁজে,
নিত্যভোগের নেই আয়োজন, ঘণ্টা সানাই ঢোল না বাজে।
নেই লোকালয় আশে পাশে পাণ্ডারো নেই গুণ্ডাপনা,
যে মা আসে প্রাণের টানে লাগে কি তার উপাসনা?
ডালে ডালে পাখীর বাসা সর্পপেচক কোটরফাঁকে,
দুপুরবেলা ঘুমায় কুকুর রাতে শেয়াল প্রহর হাঁকে।
ঐ শিলারে বালিশ ক'রে বাছুরগুলি শোয় আরামে,
কাঠবিড়ালী সিঁদুর চাটে, গিরগিটিরা ওঠে নামে।
উইএর ঢিপির আশেপাশে ছাগল হোথায় বিয়ায় ছান
জগন্মাতার কোলের কাছে আস্‌তে কারো নেইক মানা
নিখিল জীবের জন্য হোথা মায়ের সোহাগ আঁচল পাতা,
ষষ্ঠীতলায় বিরাজ করেন বিশ্বশিশুর ধাত্রীমাতা॥

পল্লী-শ্রী

নৌকাখানি ভিড়িয়াছে একটি গ্রামের কাছে,
মাঝি গেছে কাঠের সন্ধানে,
আমি উঠি নদীতীরে হেরি ওই গ্রামটিরে
মায়ামুগ্ধ আয়ত নয়ানে।
পথখানি জল থেকে চলিয়াছে এঁকে বেঁকে,
আম্রবণ হইয়াছে পার,
ঘট কাঁখে আসে বধূ, নব মুকুলের মধু
বিন্দু-বিন্দু ঠোঁটে পড়ে তার।
পাকুড়ে বাছুড় ঝোলে, তালগাছ হ'তে দোলে
সারি সারি বাবুয়ের বাসা,
কোথায় বাতাবি ফুল গন্ধে বন মশ্‌গুল,
হেথা হ'তে তৃপ্ত হয় নাসা।
যত দূর দৃষ্টি ধায়, নয়ন জুড়ায়ে যায়
তরঙ্গিত শ্যামল উচ্ছ্বাস,
শ্যামলীর সীঁথি 'পরে সিন্দুর লেপন করে
মাঝে মাঝে শিমুল-পলাশ।
শুধু ছায়া, শুধু ছায়া আধা আলোকের মায়া—
উঠে ধূম খ'ড়ো চাল ভেদি';
দেখা যায় ছুটি গোলা কূয়া হ'তে জলতোলা,
বেড়াখানি রচেছে মেহেদি।
কামার পেটায় লোহা, দেখি দূরে দুধ দোহা,
ডোমের মেয়েরা বুনে ঝুড়ি,
বটচ্ছায়ে ধেনুগণ করে সুখে রোমন্থন
গোবর কুড়ায়ে যায় বুড়ী।

শুকায় শোলার ভেলা জালগুলি আছে মেলা
নিম ডাল হ'তে পড়ে ঝুলি',
সারিবাঁধা নদীতটে খেজুর গাছের ঘটে,
আসে যায় মধুমক্ষীগুলি।
মন্দিরের ধাপে ধাপে আল্‌তার দ্যুতি কাঁপে,
পূজা দিতে জননীরা আসে ;
দড়া বাঁধি আমগাছে ছেলেরা দোলায় নাচে,
ভয়ে মুখ ম্লান, তবু হাসে।
রসতৃপ্ত পাখী সব অবিশ্রান্ত কলরব
করিতেছে কুলায়ে কুলায়ে।
বায়ু বয় ঝিরি ঝিরি শ্রান্তি হরি ধীরি ধীরি
রাখালের নয়ন ঢুলায়ে।
মনে হয় এতদিনে বসতি ফেলেছি চিনে।
ধন্য হই, এই নদীতীরে
জীবন কাটায়ে দিতে পারি যদি এ নিভৃতে
ছায়াচ্ছন্ন একটি কুটীরে ;
তরীযাত্রা হয় শেষ শান্ত হয় সব ক্লেশ,
বন্ধ হয় সকল সন্ধান,
নগরের কলরোলে ক্লান্ত হ'য়ে, মার কোলে
ফিরে আসে মায়ের সন্তান ॥

শরতের গ্রামপথে

খালি পায়ে আলি-পথে চলিয়াছি দ্রুত,
জন্মভূমি জননীর স্নেহ-সম্ভাষণখানি হয় অনুভূত।

দু'ধারে ধানের শীষ নুয়ে-পড়ে, মাঝে মাঝে করে পথরোধ,
ঠেলিয়া চলিতে গায় সরস পরশ পাই, হয় সুখবোধ।
মেঠো পুকুরের কোণে ঢেউ খেলে কাশবনে, জাগে দূরস্মৃতি,
অমনি দুধের ঢেউয়ে দুলিয়া শুনেছি ঘুম-পাড়ানিয়া গীতি।

চিকণ ধানের ক্ষেতে শরতের সোনা রোদ পিছলিয়া পড়ে,
ছাতিম-তলার ছায়ে যাইতে মাথায় গায়ে ফুলদল ঝরে।
বাঁ-পাশে গাঁয়ের বিল, ফুটে আছে লাল নীল কুমুদ-কমল,
উড়ে ঘুরে শঙ্খচিল, হাসিয়া 'নবীন' জেলে শুধায় কুশল।

চলিয়াছি, বার বার অঙ্গে লভি ভেরেণ্ডার রেশমী পরশ,
হাতে দুটি শরফুল, তারা যেন এ মনের ফুটন্ত হরষ।
কেয়াপাতা-কিনারায় শেয়াকুলডালে গায় কত লাগে ছড়,
ব্যথালেশ নেই তায়, যেন কচি শিশুটির নখের আঁচড়।

মুখ-বাঁধা গোরুগুলি চলিয়াছে দুলি দুলি চকিত-চাহনি,
ক্ষেতে নামি তাড়াতাড়ি তাহাদেরে পথ ছাড়ি দিলাম তখনি।
কইমাছ কানে হেঁটে এসেছিল নালা ছেড়ে পলায় পিছলি,
কাঁকড়া পথের 'পরে দাঢ়া দিয়ে কেঁচো ধরে, বাঁচাইয়া চলি।

সাপ গেছে দাগ এঁকে গায়ের খোলস রেখে পথের উপর,
শামুক বিথারি মুখ নীরবে ধরিছে শুয়ে ঘাসের মাকড়।
জালি-কাঁধে জেলেনীরা ক্ষেতে নামি দিল পথ ছাড়িয়া সম্ভ্রমে,
দেহে শাড়ী টানা-টানি লাজে তবু বুকখানি ঢাকে কোন ক্রমে।

মাঝে মাঝে জল-কাদা তাপিত পদের ক্লান্তি করিছে হরণ,
দুই পাশে ঘন ঘাসে শিশিরকণারা হাসে, ধোওয়ায় চরণ।
বাঁ-দিকে আখের ক্ষেত শ্যামঘনবন হ'য়ে ঢাকিয়াছে নালী,
তার মাঝ হ'তে উড়ে মধুর সাহানা সুরে দাশুর পাঁচালী।

সমুখে গাঁয়ের দীঘি কঙ্কণঝঙ্কৃত-কলকলস-চঞ্চল,
মাছরাঙা চখাচখী, পানকৌড়ি বকবকী করে কোলাহল।
হেথা হ'তে পাই মা'র মমতা শেফালিকার মধুর সৌরভে
প্রীতিভরা আমন্ত্রণী গীতিভরা আপ্যায়নী শানায়ের রবে।

একে একে চেনা মুখ পুলকি তুলিছে বুক। একান্ত আপন
সবি মোর। চারিধারে স্নেহভরা কৌতূহল, সাদর ভাষণ।
মা বলিয়া কে ডাকিল ? ও যে চিরচেনা গলা ! চোখে আসে জল,
সুখস্বপ্নে করে ভোর, সর্ব্ব অঙ্গ করে মোর রোমাঞ্চ-চঞ্চল ॥

পল্লীবধূ

পল্লীর কুটীর জীর্ণ, নিতান্তই দরিদ্রের ঘর,
স্বল্প তার আয়োজন, চারিদিকে অভাব বিস্তর।
গৃহের দুঃখিনী বধূ নানা কাজে করে বিচরণ,
হাতে দুটি শাঁখা ছাড়া অঙ্গে কোন নাইক ভূষণ,
সীমন্ত ভরিয়া তার আছে শুধু উজ্জ্বল সিঁদুর,
আয়তির চিহ্নটুকু, ভূষা বলি হবে কি মঞ্জুর ?

গা ধুয়ে এসেছে বধূ দীঘি হতে সকাল সকাল,
এলাচিবাসিত পানে ঠোঁট দুটি করিয়াছে লাল,
বহুদিন পরে আজ আলতা পরেছে বধূ পায়,
মাসে একদিনই আসে নাপিতানী। পরিয়াছে গায়

লালপেড়ে শাড়ীখানি সদ্যধোওয়া, বহুদিন পরে
রজক করেছে কৃপা। তাই বধূ আজি গর্ব্বভরে
নানা ভঙ্গিমায় ফেলি'—বহু যত্নে এড়াইয়া জল—
লাক্ষারক্ত পা দু'খানি আলোকিত করে গৃহতল।
ঘরে ঘরে ঘুরিতেছে ভালে পরি কাঁচপোকা টিপ,
চামেলিবাসিত তৈলে খোঁপা বাঁধি. হাতে সন্ধ্যাদীপ।

উড়ে যায় বকপাঁতি নীলাকাশে, সন্ধ্যাতারা জাগে,
পশ্চিম দিগন্তসীমা রঞ্জিত এখনো সন্ধ্যারাগে,
শিরীষশাখায় পিক মুহুমুহু হানে কুহুরব,
ফুটেছে বাতাবিফুল আসে তার মধুর সৌরভ।

টাকুতে পাকায় সূতা পতি তার গুনগুন গানে
মুগ্ধ দৃষ্টি হানে লাল পাড়ে ঘেরা ও-চরণ পানে,
চলন্ত পদ্মের অঙ্গে ভাবমগ্ন ভ্রমরের মত
সাথে সাথে লগ্ন হয়ে দৃষ্টি তার ঘুরে মুগ্ধ নত।

অতি তুচ্ছ চিত্র ইহা, কোন দিন কবিতায় ঠাঁই
দেবে এরে হেন কবি এযুগের পল্লীতেও নাই।
দুঃখিনী বধূর হায় এর চেয়ে উৎসব পরম
কবে হবে? এই তার সাজসজ্জা বিলাস চরম।
তৃপ্ত পতিপ্রেমে দৃপ্ত লাক্ষারক্ত ও-দু'টি চরণ
ধরিয়া ধরণী ধন্য—অঙ্গে তার জাগে শিহরণ।
দৃষ্টি কাঙালের বটে, প্রেমগর্ব্ব কাঙাল বধূর
মাটির বাটিতে ঢালা সুধা, তবু সমান মধুর॥

কৃষাণীর ব্যথা

বুকের রক্তে সুখের এ ঘর তিলে তিলে তুলে গ'ড়ে,
কি এমন পেলে কোথা চলে গেলে দুনিয়া আঁধার ক'রে।
ধানে ধানে আজ উঠান ভরেছে ঠাঁইটুকু নেই আর,
কেঁড়েভরা দুধ ঢালে মঙ্গলা বাছুর হয়েছে তার।
মাচান ছাপিয়ে লাউলতাগুলি ভুঁয়ে লুটে লুটে পড়ে,
পালঙের শীষে শাকের চাকড়া আগাগোড়া আজ ভরে।
দোপাটি গাঁদায় আলো হয়ে আছে সারা আঙিনাটি অই,
আজ সংসারে বাড়বাড়ন্ত, হেন দিনে তুমি কই?

দুবেলা পাওনি পেট ভ'রে খেতে, গেল যে গতর ভেঙে,
লুকিয়ে চোখের জল মুছে তুমি মুড়িও এনেছ মেগে।
একমুঠো চাল চিবাতে চিবাতে রুইতে গিয়েছ চ'লে,
কত রাত ব'সে কাটালে উপোসে খিদে নেই মোরে ব'লে।
ঘুরে ঘুরে মাঠে, বাদলের ছাটে খেটে খেটে দিনরাত
চন্‌চনে রোদে কনকনে জাড়ে করেছ পরাণপাত।
সাঁঝে কাজ শেষে ঘামে ভিজে এসে এলায়ে পড়েছ ঘুমে,
রাতটি কাবার না হ'তে আবার চলেছ খোকারে চুমে।

খাজনার লেগে জমিদার রেগে দিয়েছে যাতনা কত,
সুদের দরুন দিল সে বামুন গঞ্জনা অবিরত।
সবি চুপ ক'রে সয়েছ আহা রে, দুই হাত জোড় ক'রে
সকলের কাছে মেয়াদ মেগেছ হাতে পায়ে ধ'রে প'ড়ে।
প'ড়ে থেকে রোগে নানা দুর্ভোগে কতই দিয়েছি জ্বালা,
নানা ঝঞ্ঝাটে করেছি আমরা কান দুটো ঝালাপালা।
যাতনা কষ্ট কত না পেয়েছ, কথাটি ছিল না মুখে,
ফিরে এস আজ ঘরটি তোমার ভরুক সোনার সুখে

ঘনায়ে আসে যে সাঁঝের আঁধার, হাতে নেই কোন কাজ,
এ ঘরত্নয়ারে পড়েনিক ঝাঁট জ্বলেনি এখনো 'সাঁঝ'।
চালের বাতায় ঝিঁ ঝিঁ পোকা ঠায় বুক চিরে চিরে ডাকে,
উঠতে বসতে টিক্‌টিকি পড়ে ফাটা দেওয়ালের ফাঁকে।
ঐখানে শুতে রয়েছে দাওয়াতে, এখনো গামছা পাতা,
সাঙা হ'তে ঐ ঝোলে চোঙা মই মাথালি তালের ছাতা।
ঘাটের ধারের নিমতলা পানে চেয়ে রই কেঁদে কেঁদে।
ঐখান হ'তে নিঠুর বাঁধনে নিয়ে গেল তোমা বেঁধে।

তেমনি ত পড়ে কালো ছায়াখানি ভ'রে ও বকুলতল,
গামছার হাওয়া খেতে খেতে যেথা চাইতে ঠাণ্ডা জল।
সাঁঝে ভোরে সেই পাখীগুলো ডাকে, প্রাণ আনচান করে,
বেলা হয় তবু মঙ্গলা-বুধু বাঁধা র'য়ে যায় ঘরে।
পথ পানে হায় ব'সে রই ঠায় জ্বলে না ত্নপুরে চুলো,
আপন ছেলেরো নাম ভুলে যাই, মনটা হয়েছে ভুলো।
বাতাসী তোমারি এসেছে এবাড়ী শ্বশুরের ঘর থেকে,
খোকা যে তোমার হাঁটতে শিখেছে, একবার যাও দেখে।

এত সব ফেলে জনমের মত চ'লে যাওয়া কি গো সাজে ?
তবে কি গিয়েছ পরবাসে তুমি আমাদেরি কোনো কাজে ?
নায়েববাবু কি পাওনাদারের জোরজুলুমের ফলে
এক কাপড়েই চ'লে গেলে তুমি খাটতে পাটের কলে ?
তাই যদি হয়, ফিরে এস তুমি, তোমারে সঙ্গে পেলে
ছেলেপুলে নিয়ে পালাই কোথাও এ ঘরকন্না ফেলে।
গুগুলি শামুক গোবর কুড়াব, বনকুল খাব পেড়ে,
আঁচলের গিঁঠে বেঁধে রেখে দেব তিলেক দেব না ছেড়ে॥

বাংলার দীঘি

বাংলার দীঘি গভীর শীতল কবির স্বপ্নে গড়া
ছলছল কল-জলচঞ্চল মাতৃমমতা ভরা।
তব মাধুরীর নাহি পাই সীমা,
কভু বা বারুণী কভু তুমি ভীমা,
তুমি গ্রামান্তে স্বাগত-ভাষিকা দিনান্তদাহ-হরা,
গভীর স্বচ্ছ রবির মুকুর কবির স্বপ্নে গড়া।

ডুবিয়া বিদায় লয় তব বুকে পল্লীর দিনগুলি,
তোমা সম্ভাষে হাসি' ঊষা আসে পূর্ব দুয়ার খুলি।
আধঘুমঘোরে প্রভাত-তপন
তোমারি নয়নে নেহারে স্বপন।
বিদায়বেলায় ছলছল চায়, কাঁপে তায় ঢেউগুলি,
কুমুদীর সাথে নাচে চাঁদ তব তরঙ্গে দুলি' দুলি'।

প্রতিদিন বধূ প্রাণের বার্ত্তা ক'য়ে যায় তব কানে,
গাগরী ভরণে তব বাণী তারা শুনে যায় কলতানে।
জুড়ায় অঙ্গ সোহাগিনী বধূ
ঢালি তরঙ্গে হৃদয়ের মধু,
কমলে তাহাই সঞ্চিত কিনা অলি ছাড়া কেবা জানে?
পায়ের আলতা কোকনদে তারা রেখে যায় প্রতিদানে।

সুন্দর তুমি, হরি' তরুণীর লাবণ্য শতদলে,
অথবা তোমারি লাবণ্য তার তনুতটে উচ্ছলে।
দেহে মনে দিয়া মুক্তির স্বাদ,
হৃদয়ে তাহার করেছ অবাধ,

ভরা ঘট তাই শূন্য করিয়া তারা আসে তব জলে,
হৃদয়ের ভার লঘু করে তার তব তরঙ্গতলে।

তব তরঙ্গ মূরছিয়া পড়ে যুগল হৈম ঘটে,
পিতলের ঘট ভেসে গিয়ে ক্ষোভে লাগে ওপারের তটে
হেরি, গগনের কালো পয়োধর
লোভে বিগলিয়া ঝরে ঝরঝর,
সারা দেহ তব ভরি রোমাঞ্চে যৌবনজয় রটে।
লালপেড়ে শাড়ী লাল ডোরা টানে তোমার হৃদয়পটে।

সন্ধ্যা যখন ঘনাইয়া আসে দীপ জ্বলে ঘরে ঘরে,
মাঠের পথিক তব নীরে হেরে আলো ঝলমল করে।
শঙ্খের ধ্বনি বলাকার রূপে
তোমার উপরে উড়ে চুপে চুপে,
তরুছায়া আঁখিপল্লবসম তোমা নিমীলিত করে,
শতদল-বিভা মরালের গ্রীবা একসাথে ঢলি পড়ে।

বাংলার দীঘি শ্যামল শীতল, কবির স্বপ্নে গড়া,
চাঁদে, চাঁদমুখে—অমল কমলে, কমল নয়নে ভরা
ঘটে ঘটে ভরি সুশীতল প্রীতি
ঘরে ঘরে তুমি পাঠাইছ নিতি,
তোমার সলিল পরম শরণ, বিরহবেদনা-হরা,
মরণে বরিতে অভাগী যেথায় চরমে স্বয়ংবরা॥

কবির নিমন্ত্রণ

শিউলিতলার খেলাঘরে আজ যে মেয়ের বিয়ে,
সইএর পুতুল এসেছে বর টোপর মাথায় দিয়ে
টিনের কোটোর চতুর্দ্দোলায়। বাজছে ক্যানেস্তারা ;
বরযাত্রী এয়ো হ'য়ে ঝেঁটিয়ে এল পাড়া।
মোচার খোলায় বৈঁচি কুলে ভোজের আয়োজন ;—
কবি, তোমার হেথায় নিমন্ত্রণ।

পুণ্যিপুকুর সাঙ্গ হ'লো সাঁজপূজুনী আজ,
পাঁচটা শাঁখে চম্‌কে ওঠে শিশিরভেজা সাঁজ।
ছড়া শোনায় ঠাকুর-মা আর মন্তর পড়ে দিদি,
রাশি রাশি পুষ্পে পূজো চল্‌ছে যথাবিধি।
ঝোলা গুড়ে ছোলা শশায় ভোগের আয়োজন ;—
কবি, তোমার হেথাও নিমন্ত্রণ।

ভাই-দ্বিতীয়ার শঙ্খ বাজে আজকে পাড়াময়,
রোদটি মিঠা পিঠার মতন, হিমেল হাওয়া বয়।
ভাইছুটিরে ফোঁটা দেব, যমের দ্বারে কাঁটা,
নেয়ে সেজে চুল এলিয়ে ধর্‌ব হাতে বাটা।
পান-সুপারি পায়স-মিঠাই বোনের আয়োজন ;—
কবি, তোমার রইল নিমন্ত্রণ।

আজকে, কবি, পেলাম প্রথম রাঁধার অধিকার,
বৌদি' হাসে, করেন ব'সে মা তদারক তার।
কোমর ঘেরে আঁচল বাঁধা, তাপ লাগে মোর গালে,
অনেক ভুলই হ'য়ে গেল মস্‌লা নুনে ঝালে।
শাক হ'তে টক—দশ-ব্যঞ্জন ভোজন আয়োজন ;—
কবি, তোমার আজকে নিমন্ত্রণ।

আজকে আমার বিয়ে, কবি, দ্বারে শানাই বাজে,
রাঙা চেলি গয়না গায়ে এককোণে রই লাজে।
শুন্‌ছি নাকি হ'লো এবার নতুন জীবন স্বরু,
বাঁ-চোখ নাচে, ভয় ভরসায় বুকটা দুরুদুরু।
দেনার টাকায় পোলাও-লুচির ঢালাও আয়োজন—
কবি, তোমার আগেই নিমন্ত্রণ।

কবি, আমি বাংলা দেশের শ্যাম্‌লা রঙের মেয়ে,
আমার 'আপন' দরদী কেউ নেইক তোমার চেয়ে।
পুতুলখেলার বয়স হ'তে তোমায় আমি চিনি,
জানিনা কি গুণে হ'লাম তোমার আদরিণী।
নক্‌সা কাঁথায় গৃহস্থালি পাতায় দেব মন,—
সেথাও তোমার রইল নিমন্ত্রণ॥

কন্যাদায়

বিজয়ার ব্যথা ঘনায়ে আসিল উৎসব-কলরোলে,
প্রণামে আমার পা-দুটি ভিজায়ে, মা আমার, গেলে চ'লে
আমার হৃদয় চিরিয়া চিরিয়া শানাই উঠিল গাহি,
"বৃথা রহিয়াছ চাহি,
এমনি করিয়া সকল উমাই যায় চ'লে পর-ঘরে,
পিতার পাষাণ-হৃদয় বিদারি সুরধুনীধারা ঝরে।"
আর-বৈশাখে চলে গেলে তুমি, ফিরে এল বৈশাখ,
বৈশাখী-জ্বালা বারো মাস ধরি পরাণ করিল খাক।
অবুঝ পিতার হৃদি
বুঝে না ইহাই দুনিয়ার ধারা,—তারই তরে নয় বিধি।

একদিনও মোরে ভাবাওনি, তাই বুঝিনি কন্যাদায়,
গচ্ছিত ধন ছিলে বলি' মন সান্ত্বনা নাহি পায়।
একটি বছরে বুঝিয়াছি, ছিলে কত আদরের ধন,
তোমার বিদায়ই দায় হ'য়ে মোরে দহিতেছে অনুখন।
গৃহের দুয়ারে পথ হতে আজো তোমারেই ডাকি ভুলি'
একটি বছর ছুটিয়া আসিয়া দাওনি দুয়ার খুলি'।
একটি বছর পাইনি মা আমি মনের মতন সেবা,
তুমি ছাড়া আর এই মা-হারার আদর করিবে কেবা?

ভিখারীরা ফিরে যায়
গালি দিতে দিতে, তারা ত জানে না তুমি হেথা নাই হায়।
একটি বছর পড়া ব'লে নিতে আসনি আমার কাছে,
টেবিলের তলে বইগুলি সব অযতনে পড়ে আছে।
ওই যে ঘরের কোণে—
লুতাজালে ঘেরা তোমার সেতারা তব স্মৃতিজাল বোনে।

খুকী কেঁদে তার মায়েরে জ্বালায়, আমি রেগে মরি তায়,
তোমার সোহাগ মনে পড়ে, রাগ আঁখিজলে ভেসে যায়।
সংসারে কোন শৃঙ্খলা নাই, সবি এলোমেলো বড়—
তুমি থাকিতে মা কোনদিন তা' ত ছিল না এমনতর।
সবেতে অঙ্গহানি,
সব ঘটে চূত-শাখাটি রচিত তব মঙ্গল-পাণি।

ভুল ক'রে ডাকি আজো তব নাম, ভাইগুলি ছুটে আসে,
আমি যাহা চাই কোথা তাহা পাই, ভুল দেখে তারা হাসে।
তারা কি কিছুই জানে?
একটা আনিতে বারবারই তারা অন্যটা খুঁজে আনে।
একা চাবিটাই ফি-বার হারাই, কোথা কি জিনিস থাকে,
কোনো কৌটার ঢাকনি পাই না, জিজ্ঞাসা করি কা'কে?

কোথায় চশমা, ছড়িটা কোথা মা, কোথা নস্যের ডিবে,
কোথা পাশবুক, যতই খুঁজুক, হাতে হাতে কেবা দিবে ?
আজি ভুল হয় কত,
ছিলে মাগো তুমি মোর শরীরিনী স্মৃতি-শক্তির মত।

যোগ্যের করে সঁপেছি তোমারে, সুখে আছ নিশ্চয়,
অবুঝ পিতার পরাণে তবু যে কত ভয় সংশয় !
কঠোর কথায় কেহ যদি হায় ও-হৃদয়ে দেয় ব্যথা
অভিমানিনী যে বড় তুমি নিজে, জানে কি তারা সে কথা।
হয়ত মা ত্রুটী ধরি,
বাপ-মায় খোঁটা দিলে দুই ফোঁটা অশ্রু পড়িছে ঝরি।
স্মরি ছোট ভাইবোনে,
সন্ধ্যাবেলায় তুলসীতলায় কত কি ভাবিছ মনে।
চিরসুখে থাকো এ আশিস্ মাগো করি এ পরাণ খুলে,
তাতে যদি মোরে ভুলিতেও হয়, তাও যেও তুমি ভুলে।
থাকিলেও সুখে, জাগে মোর বুকে সেই ম্লান মুখখানি,
কানে বাজে তব বিদায়-বেলার বাষ্প-বিকল বাণী।
তব মধুময়ী স্মৃতি,
শুকতারা সম এ গৃহের তমঃ তরল করিবে নিতি।
তব শুভ-সংবাদ,
মোদের আর্ত্ত মর্ত্ত্য-জীবনে দিবে স্বর্গেরই স্বাদ॥

মায়ের কাঁকণ

মায়ের কাঁকণজোড়া পেয়েছিল গৃহিণী আমার
কোনদিন পরেনি তা। এ কালে যে চলেনাক আর
সে কালের অলঙ্কার, বদলিয়ে গিয়েছে ফ্যাশান।
বলেছে গৃহিণী মোরে কত বার,—দিইনিক কান,
'বাক্সয় রয়েছে বন্ধ—ও জোড়ারে গালিয়ে যা পাও
হালী ফ্যাশানের কিছু তাই দিয়ে নতুন গড়াও।'
ওজর অছিলা করি বরাবর তার অনুরোধ
এড়ায়ে এড়ায়ে গেছি। হয় না যখন দেনা-শোধ
বেচেছি ঘড়ির চেন; কোন দিন কাঁকণের কথা
মনেও আসেনি ভুলে, একবার পেয়েছিনু ব্যথা
কাঁকণ বন্ধক দিয়ে। কিন্তু হায় এল তার পরে
নিদারুণ কন্যাদায়, যত সোনা ছিল মোর ঘরে
গেল সেকরার বাড়ী, শেষে ওই কাঁকণ জোড়াও
গৃহিণী বলেন দিয়ে—'নাও তবে এও নিয়ে যাও
দেখ এতে মেটে কিনা—বেহায়া সে বেয়ানের দাবি।'
বারবার নেড়ে চেড়ে কি করি কি করি ভাবি' ভাবি'
দোকানে গেলাম নিয়ে। হাতে লয়ে বলে স্বর্ণকার,—
'সেকালের ভারী মাল। চাইনাক কোন সোনা আর।
কি দরের কত সোনা হয় এতে— মোড়ায় বসুন—
গালায়ে দেখাই যাক, গালা-বাদে, জ্বালায়ে আগুন।'

… … …

হাপরের দীর্ঘশ্বাসে রাঙা হ'ল কাঠের আঙার,
রক্ত-নেত্রে তিরস্কার যেন তাহা বহ্নি-দেবতার।
পুড়িতে লাগিল স্বর্ণ—তার সাথে আমার পাঁজর।
তরল হইল স্বর্ণ, নয়নে ঝরিল ঝর ঝর,
পাষাণ গলিয়া অশ্রু। ফিরিলাম গৃহে আপনার
যেন রে দ্বিতীয় বার জননীর করিয়া সৎকার॥

বাপ-পিতামো'র ভিটে

এযে—বাপ-পিতামো'র ভিটে,
সব চেয়ে এই মাটিই খাঁটি, সব চেয়ে এ মিঠে।
এই ত আমার গয়া, কাশী, প্রয়াগ, বৃন্দাবন,
বাপ-পিতামো'র পুণ্যে গড়া তীর্থনিকেতন।
এই ত আমার তক্ষশিলা, অজন্তা, সারনাথ,
হেথাই প্রতুল প্রত্নধনের মিলিবে সাক্ষাৎ।
অতীত্ সনে বর্ত্তমানের এইখানে মোর যোগ,
জন্মে জন্মে পুণ্য-পাপের হেথায় ফলভোগ।
এযে—সাত পুরুষের ভিটে,
স্মৃতি তাঁদের কীর্ণ এরই জীর্ণ ইটে ইটে।
পিতামহের পিতামহ টোপর মাথায় দিয়ে
এই আঙিনায় ফিরে এলেন, ক'রে এলেন বিয়ে।
মাতৃশোকে লুটেছিলাম এই ভিটেটি জুড়ি,
এই ধূলাতে পিতামহ দিলেন হামাগুড়ি।
তিন পুরুষের সূতিকাগার কোণটিতে ঐ আছে,
সাত পুরুষই বিদায় নিলেন তুল্সী-বেদীর কাছে।
উঠান কোণের কাঁটাল গাছটি দাদুর মায়ের পোঁতা,
তাঁহার শীতল যত্নধারা ফল্ছে আজি হোথা।
ঠাকুরঘরের পৈঠাটিও তীর্থে পরিণত,
সাত পুরুষের আর্ত্ত ললাট পরশে বিক্ষত।

এযে—বাপ-পিতামো'র ভিটে,
ইহার সাথে মোর জীবনের বাঁধন গিঁঠে গিঁঠে।
অনেক অধিবাসন-ধূপে সুরভি এর ধূলি
কুশণ্ডিকার ভস্ম সনে করছে কোলাকুলি।

পুণ্যবতী কত সতী আয়ুষ্মতীর আঁকা
আল্‌পনার সে শিল্পকলায় মালিন্য এক ঢাকা।
এ গোষ্ঠীর এ পান্থশালা, স্বর্গত আত্মারা
আনাগোনা করেন হেথা পাই যেন তার সাড়া।

এযে—বাপ-পিতামো'র ভিটে,
পিতৃ-ঋণের বোঝা বহি—হেথায় ঘাড়ে পিঠে।
আমার তরে হেথায় হলো কত আয়োজনই,
তিনশো বছর আগেও এ মোর গাইল আমন্ত্রণী।
অলক্ষ্যে সব রক্ষাকবচ, আমায় ঘিরে রাখে,
ছাড়তে গেলে অনেক পাণিই পিছন হ'তে ডাকে।
পীড়ায় জ্বালায় পঙ্গু যখন, দৈন্যে ম্রিয়মাণ,
পাই না স্নেহ, বয় না দেহ, দেয় না কেহ স্থান।
সই যবে ক্ষোভ, ক্ষয়, পরাজয়, লাঞ্ছনা, লাজ, ক্ষতি,
এই ভিটেটি ছাড়া আমার নেইক কোন' গতি।
খাই বা না খাই নির্ব্বিবাদে এইখানে রই পড়ি',
শ্রীমন্দিরের সম্মুখে দিই ধূলায় গড়াগড়ি।
বাপ-পিতামো'র ভিটে,
সায়াহ্নে চোখ মুদি যেন এই বাহান্ন পীঠে॥

বঙ্গলক্ষ্মী

এস মা লক্ষ্মী ফিরিয়া আবার কাঙাল লক্ষ্মীছাড়ার ঘরে,
রান্নাঘরের কান্না থামাও, এস মা শূন্য ভাঁড়ার ঘরে।
সন্তান তব ভিখ্ মেগে খায়, অন্নের দায়ে চা-বাগানে যায়,
কাঠ পাতা কুটো গোবর কুড়ায় মাঠে জঙ্গলে পেটের তরে॥

কবে আনমনে কড়া কথা ক'য়ে দিয়েছি বিদায় চিনিতে নারি',
আজো ফিরিলে না, ঝাঁপি-কাঁখে সেই চলিয়া গিয়াছ এ দেশ ছাড়ি।
পেচকেরে শুধু রেখে গেছ তব, ঘটায় অশুভ নিতি নবনব,
পেয়ে তারি ডাক সারা দেশ কাক-গৃধিনী-শিয়াল-কুকুরে ভরে॥

চালে নেই খড়, চুলোয় আগুন, নাই দীঘি-খাল-পুকুরে জল,
মরায়ের তলা যেন ভাঙাবেদী, খামারে আসে না হাঁসের দল।
দিনে মরীচিকা রাতে আলেয়ায়, ধূ ধূ প্রান্তর পান্থে ভুলায়,
বেনা, কুশ, কাশ, আকন্দ, ঘাস ক্ষেত্রমাতার স্তন্য হরে॥

গো-ভাগাড়ে চলে শুধু উৎসব শকুনির বড় ভাগ্যসুখ,
নিঃস্বের ঘরে শস্য না পেয়ে ঢেঁকির মুষল ভাঙিছে বুক।
দেহ, গেহ, জীব, দেব-প্রতিমার হইয়াছে শুধু কাঠামোটি সার।
বাজে নাক' শাঁখ, জ্বলে নাক' সাঁজ, উঠানে গোবর-ছড়া না পড়ে॥

শূন্য বাথান, বসে নাক' হাট, ঘুরে নাক' ঘানি, চলে না মাকু,
কুমোরের চাক খায় নাক' পাক, চলে না চরকা, ঘুরে না টাকু।
কামারশালের ফুস্‌ফুস্‌গুলি 'নিশ্বাস-বায়ে উঠে নাক' ফুলি',
জাহাজী পণ্যে বাজার ভরেছে, তোমার ছেলেরা না খেয়ে মরে॥

থেমে গেছে দোল বাজে নাক' খোল চড়কে গাজনে নাই সে ধুম,
রাঙা শাড়ী গায় পরায়ে পূজায় মেয়েরে মা আর দেয় না চুম।
পৌষ-পার্ব্বণে নাহি পিঠেপুলি, শিশুমুখে নাই হাসি, মিঠে বুলি,
জুটে নাক শাঁখা লালসুতা শুধু নারীর সধবা-চিহ্ন ধরে॥

বছর বছর আসে কোজাগর তেমনি উজল চাঁদের হাসি,
তোমার বিহনে অমাবস্যা মা এমন শারদ পৌর্ণমাসী।
আলিপনা-লেখা ধুলি হয়ে যায়, ধূপধুনা শুধু ভস্ম বাড়ায়,
এ মৃত শ্মশানে ফিরে পুনরায় এস মা অমৃত-কুম্ভ করে॥

পৃথক

দুই জায়ে আজ কর্‌ল কোঁদল নথ নাড়িয়ে জোরে,
দুই ভায়ে তাই পৃথক হলো তুচ্ছ ছুতো ধ'রে।
দুই জায়ে তাই মনের সুখে পাতায় আজি হাস্যমুখে
আপন আপন গৃহস্থালি মনের মতন ক'রে।
দুই বৌয়েরই ঘোমটা আজি গিয়েছে তাই স'রে।

দুই হেঁসেলে রান্না করে আজিকে দুই জায়ে।
দুই চালেরই ধোঁয়া কিন্তু মিল্‌ছে সেই এক ঠাঁয়ে।
দুই নালীরই জলের ধারা এক ঠাঁয়েতেই হচ্ছে হারা।
দুই মোড়াতে মুখ ফিরিয়ে বসেছে দুই ভায়ে।
হয় না মনে ধর্‌ল পেটে এদেরে এক মায়ে।

বেড়ালটা আজ কেঁদে কেঁদে এ-ঘর ও-ঘর করে,
একটি হেঁসেল ঘুরে চলে অন্য হেঁসেল ঘরে।
ভাবছে সাজার আমড়াতলায়, পড়ল ভুলো কাহার গলায়।
সকাল বিকাল ভাগ ক'রে ঠিক শিউলিছায়া পড়ে।
এরাই এখন দু'সংসারের তফাৎখানি ভরে।

তা' ছাড়া ওই পায়রা ইঁদুর টিক্‌টিকি চামচিকে,
বজায় রাখে দুইটি ঘরের গোপন বাঁধনটিকে।
পাতকুয়া, গাই, ঢেঁকি, জাঁতা লয়ে তাদের ছুতো-নাতা
রইল 'সাজার' —রাখতে তাজা গৃহবিবাদটিকে।
অনাহারে ময়না আজি চেঁচায় খাঁচার শিকে।

দু'ভায়ে আজ খেতে ব'সে কেঁদেই হলো সারা,
দুই চারি গ্রাস নাম্‌ল গলায়, রইল বাকী বাড়া।
গৃহিণীরা বল্লে, "আহা, ভাইয়ের জন্য এতই মায়া,
ঘটা ক'রে কেন আবার পৃথক হাঁড়ি কাড়া,
জানিই মোদের নেইক গতি বাপের বাড়ী ছাড়া।"

সকাল হ'তেই কাঁদ্‌ছে খুকী প্রবোধ নাহি মানে,
ও-ঘর হতে চেয়ে আছে পুঁটী এ-ঘর পানে।
সাধ যায় তার ছুটে গিয়ে, ভুলায় তারে পুতুল দিয়ে,
মায়ের ভয়ে খুড়ীর ডরে হয় না সাহস প্রাণে।
অদৃশ্য এক কীর্ত্তিনাশা আন্‌লে কে মাঝখানে?

মন্টি এবং ঝণ্টু হলো হঠাৎ সুবোধ, হায়
কান্না ঠোঁটে চেপে রেখে কাতর চোখে চায়।
খোকন আবার অবুঝ বড়, যতই তারে মারো ধরো
খুড়ীর কোলে যাবে বলে, মা তারে ধমকায়,
নাকের কাঁদন হলো তাহার ঢাকের কাঁদন তায়।

মন্টি নাটাই ফেরত দিল, ঝণ্টু কেঁদে রেগে
পাতকুয়োতে ফেলে দিল, জ্বর এল তার বেগে।
দুই মায়ে কে পৃথক ক'রে বাঁধলে এদের নিবিড় ডোরে?
চাপাপড়া টানটা এদের উঠল হঠাৎ চেগে।
অনেকদিনের অনেক ব্যথাই আউড়ে ওঠে জেগে।

দু-সংসারে বাঁধন ছিল হাজার সুখে দুখে,
ছিঁড়তে গিয়ে আজকে সবি জেগেছে সম্মুখে।
কাটা পেঁপের দুটি ফালি এ ওর দিকে চাচ্ছে খালি।
অদৃশ্য কোন্ নির্মম হাত করাত চালায় বুকে,
বলিদানের দৃশ্য দেখ এই বাড়িটি ঢুকে॥

বন্ধ্যার খেদ

কুঞ্জে আমার ফুট্‌ল না ফুল, ভোমরারা কই গুঞ্জরে,
বাজল না শাঁখ আমার আঙিনায়,
কই সে এলো যার পরশে শুক্‌নো তরু মুঞ্জরে,
মা ব'লে কেউ ডাকল নাক' হায়।
আমার নারীজীবন-চূড়ায় বাজল না জয়ডঙ্কা রে,
শূন্য আমার ময়ূর-সিংহাসন।
হলো না ছার গৃহে আমার ঝিনুক-বাটীর ঝঙ্কারে
বালগোপালের সাদর আমন্ত্রণ।
গয়না গায়ে সয় না যে হায়, শুধুই তামার মাদুলী
করেছি এই দেহের আভরণ।
পীর-দরগায় শির্নী দিলাম, অনেক টাকা আধুলি,
পূরল কৈ আর আমার আকিঞ্চন ?
বাবার ঠাঁয়ে ধর্‌না দিয়ে নীলের ব্রত পেলেছি,
করেছি হায় অনেক উপবাস,
তীর্থে গেছি পায়ে হেঁটে, সাগরে গা ঢেলেছি,
যে যা বলে করেছি বিশ্বাস।
কেমন সে যে দেখতে হবে কতই করি কল্পনা—
দেব' বাছায় কি কি অলঙ্কার,
'ভুজোনা' তার কেমন হবে তাই নিয়ে হয় জল্পনা।
দাইকে আমি দেব' গলার হার।
আদর ক'রে ডাকব ব'লে করেছি হায় পছন্দ
কত নাম, যা' নেইক গোটা গাঁয়,
কোথায় আমার যাদুমাণিক ভবনভরা আনন্দ,
আসবি কবে ? কাল যে ব'য়ে যায়।

বাছায় নিয়ে কর্‌ব আমি স্বামীর সাথে কলহ
কি অছিলায়, তাও করেছি ঠিক,
তারে কিছু বল্লে পরে হবে আমার দুঃসহ
বলব আমি 'অমন বাপে ধিক্'।
রেখেছি তার ঝিনুক কিনে, ছোট্ট থালা, দুধ-বাটী,
চোষন-কাঠি খেলনা ভারে ভার।
বসবে বলে' আসনখানি বুনেছি যে ফুল কাটি',
পর্‌বে বলে' টুপিটি ফুলদার।
শিখেছিলাম উপকথা ছড়া-শোলোক-পাঁচালী
জানি কত ঘুম-পাড়ানী গান,
সে সব আমার কে শুনিবে, কোথায় দুলাল-দুলালী ?
সে সব আমার কার জুড়াবে কান ?
বুক যে আমার আঁৎকে ওঠে শিশুর কাঁদন-সাড়াতে,
কাঁদছে কেন জানতে ব্যাকুল হই,
সাধ যায় কেউ শিশুর গায়ে আঘাত দিলে পাড়াতে
ছুটে গিয়ে আঁকড়ে চুমে' লই।
কাজ খুঁজে না পাই এ ঘরে ব'সে থাকি জানালায়
হেরি পথে শিশুর মহোৎসব,
হেরি ছেলের কাঁথা দোলে পাশের বাড়ীর আনালায়,
মিষ্টি লাগে ছেলের উপদ্রব।
ওরা-ত কেউ নয়ক আমার, হায়রে আমার কোল খালি,
কিসের লাগি বিষের এ সংসার ?
সন্ধ্যা হ'লেও, যায়নাক সাধ উঠে গিয়ে দীপ জ্বালি,
যাবে কি তায় গৃহের আঁধিয়ার ?

… … …

দিবস আমার বিবশ হ'ল শূন্য ঘরে ভগবান্,
শেষ করো মোর অলস অবসর।
অবকাশের মরুর জ্বালা করো দয়াল অবসান,
যজ্ঞে তোমার লও এ কলেবর।

ধূলায় কাদায় গড়াগড়ি অনেক ঘরে বাছারা,
ছেলের জ্বালায় হচ্ছে জ্বালাতন,
যাদের ঘরে ঠাঁই মোটে নাই, ভাত জোটে না তা'ছাড়া,
তাদের ঘরেই পাঠাও অগণন।
হাড়ীর মেয়ের, বনবাদাড়ে কাঠ কুড়াতে গিয়ে যে
হচ্ছে ছেলে কুর্চি গাছের ছায়,
আপন হাতেই নাড়ী কেটে আসছে ছেলেয় নিয়ে, সে
অনিচ্ছাতেও বছর বছর পায়।
চায় না যারা তাদের ঘরেই পাঠাবে আর কত বা ?
একটি দিয়ে পূরাও আমার সাধ,
একটি কালো, খাঁদা, খোঁড়া, কানা, কুঁজো—অথবা
সেই হবে মোর মাণিক সোনার চাঁদ।
... ...
কোথায় আছিস, কাঁদাস্‌নে আর দুখিনী মায়, আয় রে আয়,
আয় রে বাছা মা-ষষ্ঠীর ধন
তোর বিহনে সোনার ভবন শ্মশান হ'য়ে যায় রে হায়,
উপবাসী পিতৃ-পুরুষগণ।
বিফল আমার গাভীর সেবা, ফুল গাছে রোজ জল ঢালা,
ঝলসি' যায় অই তুলসী-বন।
লক্ষ্মী গেলেন ঝাঁপি কাঁখে, ষষ্ঠী-মা যে খই-ডালা
বিমুখ হয়ে বাঁ-হাতে তাঁর ল'ন।
খেলার সাথী না পেয়ে যে বালগোপাল হায় আস্‌ল না ;
বন্ধ হেথা নান্দীমুখের যাগ
খাঁ খাঁ করে এ ঘর দুয়ার, নাই আঙিনায় আল্‌পনা,
দেওয়ালে নেই বসুধারার দাগ।
হ'য়ে দুলাল আর কত কাল দেখবি রে বাপ মায়ের দুখ
আর কত কাল কাঁদাবি, বাপ, বল্‌ ?
কে ঘুচাবে কলঙ্ক মা'র ? রাখবে কে রে মায়ের মুখ ?
পবিত্র কর্‌ মায়ের হাতের জল ॥

আগন্তুক

মোদের দোঁহার মাঝখানে আজ কে এলি তুই বল্ ?
একূল ওকূল পূর্ণ করি সোহাগ গাঙের ঢল।
দিবা বিভাবরীর মাঝে যেন শারদ উষা,
দুইটি বুকের অন্তরালে গজমোতির ভূষা।
জীবন-বীণার কঠিন কাঠে মায়ামুকুল, মরি,
ঝঙ্কৃত তুই দুইটি তারে মিলে কোমল কড়ি।
দুইটি হিয়ার নবীন বাঁধন, পারিজাতের মালা,
নতুন ক'রে পরিণয়ের তুই কি বরণডালা ?

আকাশ-পথের প্রণয় মোদের উড়ন্ত অধীর,
সংসারের এ কুঞ্জবনে বাঁধালি তায় নীড়।
আবেশ-মূঢ়ের বিবশ প্রাণে লক্ষ্য দিলি এনে,
ভীরুদের আজ নিয়ে গেলি জীবন-রণে টেনে।
পারদ-হৃদয় কর্‌লি রে তুই কষিত কাঞ্চন,
যৌবনের এ উন্মাদনায় রে শুভ শাসন।
গরল জ্বালার পরিণতি অমৃত মঙ্গল,
মোদের দোঁহার মাঝখানে আজ কে এলি তুই বল্ ?

দুইটি কচি হাতে আজি দুইটি জনা বাঁধা,
তোকে নিয়েই আজকে মোদের সকল হাসা-কাঁদা।
একটি ফুলের পাত্রে মোরা আজকে মধু খাই,
একটি সুধার উৎসে ক্ষুধা-পিপাসা জুড়াই।
উঠলি মোহের ধোঁয়া ভেদি পুণ্যশিখা জ্বলি,'
পুষ্ট করুক দুইটি হিয়ার হবির ধারা গলি'।
কুশণ্ডিকার কুশের বনে তুই কি কুসুমদল ?
মোদের দোঁহের অঙ্ক জুড়ি' কে এলি তুই বল্ ?

শিশু

সুধার চেয়েও মধুর তোদের হাসি
সংকেতে তারি সংসারধারা চলে।
তোদের মুখের তালপাতে রচা বাঁশী
বাজিছে ভুবনে ভেদি' সব কোলাহলে।
তোদেরি পালনে পিতা খাটে মাঠে ঘাটে,
তোদেরি লালনে মায়ের জীবন কাটে,
মর্জ্জি না হ'লে পায় না অন্নজল,
আর্জি তাদের তোদেরি ভুরুর তলে।
খোসখেয়ালিয়া শাহান শাহের দল,
তোদেরি হুকুমে সকল হাকিমই টলে।

তোদের চোখের জলের প্রতাপ কত
বীরপুরুষেও জানে তাহা ভালো ক'রে,
রঙিন হইয়া তোদেরি বায়না শত
হাজার দোকানে বাজার তুলেছে গ'ড়ে।
তোদের খেয়াল কে করিবে বল হেলা,
যুবা বুড়া ফিরে শিশু হ'য়ে করে খেলা।
বোঝাই করিয়া ঠুনকো পুতুল যত
তুষ্ট করিতে একটি দণ্ড ধ'রে,
চলেছে ছুটিয়া দেশে দেশে অবিরত
নৌকা জাহাজ সিন্ধু তটিনী ভ'রে।

বাগানে উঠানে এত যে সুফল ধরে
সফল তাহারা তোদেরি ত রসনায়।
গৃহে গৃহে ধেনু পালিত যে সমাদরে
তোদেরি ধাত্রী দেবী বলি' পূজা পায়।

তোদেরি তোষণে বিড়াল-কুকুরও স্নেহে
সাদর পোষণে ঠাঁই পায় গেহে গেহে,
তোদেরি খাতিরে খাঁচায় খাঁচায় পাখী
ছাতু দুধ ছানা দাড়িমের দানা খায়।
দেবতারো আগে তোদেরে ভোজনে ডাকি,
দেবতা হৃষ্ট পরম তুষ্ট তায়।

তোদেরি লাগিয়া রজনী জাগিয়া কবি
রচিছে শোলোক, ঘুমপাড়ানিয়া গান।
শিল্পীরা কিবা আঁকিছে রঙিন ছবি,
মৌমাছি করে চালে চাক নির্মাণ।
তোদের কপালে টী' দেওয়ার লাগি সাঁঝে
মামা হয়ে চাঁদ জাগে যে গগন মাঝে।
মেঘ বন্ধুরা তোদেরি আদেশ লভি'
সৃষ্টি বাঁচাতে করে যে বৃষ্টি দান।
ঝরোখার ফাঁকে উঁকি দেয় শিশুরবি
তোদের খেলায় করিবারে আহ্বান।

তোদেরি লাগিয়া ঘটে পটে বটতলে
দেবতা জাগেন নানাছলে নানা সাজে,
দেউলে দেউলে দেউটির সারি জ্বলে
সন্ধ্যা সকালে আরতিশঙ্খ বাজে।
তোদেরি লাগিয়া পার্ব্বণ উপবাস,
ঘরে ঘরে এত ব্রতপূজা বারোমাস,
তোদের স্বস্তি কল্যাণ অভিলাষ
সারাদেশ জুড়ে তীর্থ হইয়া রাজে।
মন্-মুলুকের মালিক দুলালদল
নন্দদুলালও বিরাজে তোদের মাঝে॥

রাঙা চুড়ি

পিতা ফিরিলেন বাড়ী, রাঙা চুড়ি, রাঙা শাড়ী
আনিলেন মেয়েটির তরে,
সেই চুড়ি পরি' হাতে সে আজ আমোদে মাতে,
দেখায়ে বেড়ায় ঘরে ঘরে।
শানাই শুনিয়া কানে পূজার মণ্ডপ পানে
ছুটে যেতে পড়িল ধূলায়,
ভাঙিয়া কাচের চুড়ি একেবারে হ'ল গুঁড়ি,
ক্ষতি তার ক্ষতেরে ভুলায়।
উঠিবে না ধূলা ঝাড়ি' ফিরিতে চাহে না বাড়ী
কাঁদে শুধু গলা ছাড়ি দিয়া ;
ভাঙা চুড়ি বারবার জোড়া দেয়, হাহাকার
করে পথে লুটিয়া লুটিয়া !
পিতা আসি তুলে বুকে বলে, চুমা দিয়ে মুখে,
"গেছে যাক, ভারি এর দাম।"
থামে নাক' কোন মতে তবু খুকী শুয়ে পথে
ফুঁপে ফুঁপে কাঁদে অবিরাম।
ব্যথা কী বুঝিবে তারা সব জিনিসের যারা
দাম কষে টাকায় আনায় ?
দরদের ধন হেন যত তুচ্ছ হোক কেন,
মিলিবে কি রূপায় সোনায় ?
সমগ্র বালিকাপ্রাণ চুড়ি সনে খান খান,
বল' কেবা দিবে দাম তার ?
এমন পূজার দিনে সেই রাঙা চুড়ি বিনে
তার যে এ ভুবন আঁধার॥

প্রথম পরিচয়

ঝঞ্ঝা বাদল বাজায় মাদল মেঘের বনে
অবাক হয়ে দুষ্ট খোকা বাজনা শোনে,
বিশ্বভুবন হঠাৎ এমন পাগল পারা
দেখে খোকন হলো এমন আত্মহারা ?
আকাশ-শিশুর দস্যুপনা যতই নামে
ধরার শিশুর দাপাদাপি ততই থামে।
দুষ্টু শোনে শূন্য মনে ঘরের কোণে ;
দেবশিশুদল বাজায় মাদল মেঘের বনে।

আজ সে হঠাৎ পান করেছে কিসের সুধা ?
ভুলেই গেল একবারে যে দুধের ক্ষুধা।
অবাক হয়ে দাওয়ায় রয়ে বিকালবেলা
দেখছে সে যে গগন মাঝে আতশ খেলা।
চমকে উঠে' মেঘের গভীর আওয়াজ হ'লে
লুকাত সে ভয়তরাসে মায়ের কোলে,
আকাশ-পাতাল কী ভাবে আজ আপন মনে ?
দেবশিশুদল বাজায় মাদল মেঘের বনে।

মোহন সুদূর গহন যাদুর মধুর গীতে
আজকে প্রথম মুগ্ধতা তার জন্মে চিতে।
শঙ্কা সাহস হর্ষধারার মিশ্ররসে
প্রকৃতি আজ তাহার প্রাণে প্রথম পশে।
স্বপ্তি তাহার বৃষ্টিধারায় মানস হরে,
বিস্ময়ও আজ প্রথম তাহার জিনল ডরে ;
মনের মাঝে আজ তা প্রথম স্বপন বোনে,
পাগলা বাদল বাজায় মাদল মেঘাঙ্গনে॥

জননীর ব্যথা

রাত জেগে ছেলে পড়ে অবিরত কলস্বরে,
প্রবেশিকা পরীক্ষার পড়া।
যেন গোটা বাড়ীখানি আসন্ন বিপদ জানি'
ভয়দ্বিধা উৎকণ্ঠায় ভরা;
অন্য ঘরে তার সাথে জননী জাগিয়া রাতে
অস্বস্তির সহিছে বেদনা—
না জানি কতই ব্যথা কত শ্রম-কাতরতা
পায় ছেলে, করিছে কল্পনা।

খোলা জানালার কাছে পেচক ডাকিছে গাছে
থেকে থেকে কাঁদিছে কুকুর।
বারোটার রেলগাড়ী চলে গেছে ডাক ছাড়ি,
ফাঁড়িতেও বেজেছে দুপুর।
ভেসে আসে দূর হ'তে ফাগুনী বায়ুর স্রোতে
পিপাসিত শিশুর কাঁদন।
কিশোর ছেলের সাথে একাই মা জাগে রাতে
বুকে বহি মায়ার বাঁধন।

মনে ভাবে বার বার ছেলের বদলে তার
মা'র শ্রমে হ'ত যদি ফল,
তা হ'লে নিজেই গিয়া ছেলেরে বিশ্রাম দিয়া
করিত সে শ্রম অবিরল!
পড়িতে পড়িতে ছেলে একান্তই ঘুম পেলে
পুঁথি বুকে ঘুমাইয়া পড়ে,
সন্তর্পণে মাতা গিয়া মশারিটি খাটাইয়া
দেয় ধীরে, যেন চুরি করে।

চুরি ছাড়া কিবা আর ? হ'রে লয় ক্লেশ-ভার,
ভাবে, আহা, একটু ঘুমাক,
যা আছে কপালে হবে, এত পড়া কেন তবে ?
বিদ্যা পরে, আগে বেঁচে থাক্‌।
যুঝে মাতৃ-মমতার সাথে শুভবাঞ্ছা তার,
মহাদ্বন্দ্ব চলে মার প্রাণে।
এ দ্বন্দ্বের কী যে ব্যথা অন্য কেবা বুঝিবে তা
নিদ্রাহারা জননীই জানে॥

অরক্ষণীয়া

এস এস, কোথা প্রিয়তম ?
যূথিকার অন্বেষণে বৃথাই কেতকী-বনে
ফিরিতেছ মধুকর-সম।
তব ইষ্টধন হেথা, ভুল পথে খুঁজিতে তা'
কে তোমারে দিয়াছে মন্ত্রণা ?
জানিলে কি স'বে বঁধু ? জান না তোমার বধূ
অহরহ সহে কি গঞ্জনা ?
এ কপালে টিপ এঁকে হাতে ঠোঁটে রঙ মেখে
গায়ে মুখে ঘ'ষে পাউডার,
নানা ছাঁদে বেঁধে কেশ পরিতে হয় যে বেশ
রাশি-রাশি ঢিলা অলঙ্কার।
তোমার বধূর হায় এ অঙ্গ যে লাজ পায়
সাজ নিতে পরখের তরে।
কারা সব ব'সে থাকে তোমার বধূকে ডাকে
কত দিন বিচারের ঘরে।

দৃষ্টিশর বৃষ্টি করে ব্যাধের সভায় ডরে
কাঁপে মোর এ মৃগী-হৃদয়।
পা'র তলে কাঁপে মাটি জল আসে চোখ ফাটি'।
কিশোরী-জীবন কত সয়?
ব'সে ব'সে নখ খুঁটি, হাসি পায়, কত ত্রুটী
ধরে এরা, দেখে কর-রেখা।
কেহ বলে—'হাঁটো দেখি।' কেহ বলে,—'জানে এ কি
নাচ গান?' কেহ দেখে লেখা।
শুনে তব হাসি পাবে, যারে এরা খুঁত ভাবে
কোথা তাহা যাবে ডুবে ভেসে,
এ দেহ-মৃণালে তা যে ফুটিবে গুণেরি সাজে
তুমি যবে চাবে মৃদু হেসে।
আসে যায় দালালেরা পণ্যনারী সম এরা
আমারে যে সাজায় যাচায়,
অপমান দয়িতার র'বে কত সহি আর?
তুমি বিনা কে তারে বাঁচায়।
কতদিন বাপ-মার দেখি বল মুখ ভার?
কতদিন র'ব গলগ্রহ?
এস এস প্রিয়তম, কুমারী-জীবন মম
লাঞ্ছনায় হয়েছে দুঃসহ।
তুমি এলে তব মর্ম্ম দেখিবে না শুধু চর্ম্ম,
নিমেষে ফেলিবে মোরে চিনি,
অন্তরে প্রতিমা যার বহিতেছ অনিবার
আমি তব সেই আদরিণী।
সব বেশভূষা ছেদি' কৃত্রিম এ কান্তি ভেদি,
অন্তরের মণিকোঠা-মাঝে
তব দৃষ্টি প্রবেশিবে নিমেষে চিনিয়া নিবে
যেথা তব রত্নাসন রাজে॥

বৌদিদি

বধূর মাধুরী, দিদির আদর, জননীর ভালবাসা,
কানে মন্ত্রণা প্রাণে সান্ত্বনা ভয়ে ভাবনায় আশা,
করুণা, মমতা, ক্ষমার ক্ষমতা, সকলি মিলায়ে বিধি
এই বঙ্গের ঘরে ঘরে তোমা পাঠায়েছে বৌদিদি।

ভ্রাতৃভবন ছেড়ে চ'লে এসে ভাই ক'রে লও যারে,
নির্ভাবনায় রও পরঘরে প্রহরী করিয়া তারে।
রাখালেরা হয় সুবোধ গোপাল তোমার ভাষণ শুনে,
দাদা ভাবে ভাই সুশীল হয়েছে তাহারি শাসনগুণে।

রোগশয্যার সেবিকা, ভগিনী, সঙ্গিনী একাধারে,
শুভ কার্ত্তিক-দ্বিতীয়ার ফোঁটা মনে মনে দাও তারে।
কত আবদার সহ বারবার, ঢাকো তার শত দোষ,
নিজ শিরে বহি লাঞ্ছনা সহি সাধো তার সন্তোষ।

তব শ্রুতিমূলে কি ভূষণ দুলে দেখেনি সে চোখ তুলি,
চেনে ভালো ক'রে আলতার দাগে মাখা তব পদধূলি।
তোমার সাথে সে আচরণে চেনে মহিলার মর্য্যাদা,
নিখিল নারীরে শ্রদ্ধা সঁপিতে হয় না তাহার বাধা।

তোমার চরণে দেবরের শিরে মধুর মিলন ভবে,
উভয় পরশে উভয়ই পাবন স্বর্গীয় গৌরবে।
তব চরণেরে ধন্য করেছে দেবরের কেশগুলি,
ধন্য করেছে দেবরের শির তোমার চরণধূলি।

যুগে যুগে তুমি ভরতে গড়িছ ঘরে ঘরে লক্ষ্মণে,
তোমার লাগিয়া ধরিতেছে জটা তাহারা ভবনে বনে।
দিদি হ'য়ে তুমি চিরস্নেহবতী, বধূরূপে তুমি সতী,
বৌদিদি-রূপে বঙ্গের গৃহে সব চেয়ে গুণবতী।

স্নেহস্মৃতি

আজিকে সন্ধ্যায় শুয়ে একা একা রোগের শয্যায়
এ প্রবাসে ভাবিতেছি, কেহ নাই দুনিয়ায় হায়
মোরে স্নেহ করিবার ; অসহায় এ সংসারে রেখে
স্মৃতির বেতসবনে, সবে চলে গেছে একে একে ।

মনে মোর উঠে ভাসি জননীর মুখখানি ম্লান,
চকিত উদ্বেগে ভয়ে ছলছল সজল নয়ান,
রোগশয্যা-পাশে বসি মা আমার জাগি সারারাত
স্মরিতেন শ্রীহরিরে, তপ্ত শিরে বুলাতেন হাত,
ভুলাতেন সর্ব্বজ্বালা ।

মনে পড়ে আজি বারবার
ক্লান্ত শুষ্ক মুখখানি স্নেহাতুর আমার পিতার—
সেই এক দিবসের, শুনি মোর পীড়ার খবর
একদিনে বিশ ক্রোশ পথ হাঁটি আসিয়া সত্বর,
ধূলাপায়ে দাঁড়ালেন ত্রস্তব্যস্ত শিয়রে আমার
নেবু ও বেদানা হাতে । 'ভয় নাই' কহিলে ডাক্তার,
স্বস্তির নিশ্বাসে তাঁর সব ক্লান্তি সকল উদ্বেগ
দূরে গেল, চোখে তাঁর ঘনাইল আনন্দের মেঘ ।

মনে পড়ে পিসীমারে, দেবতার মানসিক তরে
দশক্রোশ পায়ে হেঁটে বৈশাখের খর রৌদ্রকরে
চলেছেন কোলে ক'রে, বারবার বটচ্ছায়ে বসি'
দূর করি পথক্লান্তি । মনে মোর উঠিছে উচ্ছ্বসি'
কাকার সে মুখখানি, ইষ্টিমারে তুলে দিতে এসে
উদ্বেলিত অশ্রুবেগ ওষ্ঠে চাপি', রাখি মোর কেশে
কম্পিত সে হস্তখানি, কি বলিতে—সব গিয়ে ভুলে
দাঁড়াইয়া রহিলেন শ্রাবণের জাহ্নবীর কূলে,

তাকাইয়া একদৃষ্টি যতক্ষণ সেই ইষ্টিমার
দিগন্তে না মিলাইল। মনে পড়ে মমতা দাদার,
যাত্রা শুনে ফিরিতেছি আষাঢ়ের অমাবস্যা রাতে
অন্ধকার গলিপথে, চোখে ঘুম, দাদার পশ্চাতে,
থামিয়া কহিল দাদা—"দাঁড়া, আমি আগে আগে যাই,
এখানে সাপের ভয়, সাবধানে পিছে আয় ভাই।"

গ্রাম ছাড়ি যেইদিন আসিলাম প্রথম শহরে
শৈশবের শিক্ষাগুরু আমারে রাখিয়া বক্ষ'পরে
বর্ষিলেন এই শিরে অ কপট তপ্ত অশ্রুজল,
বলিলেন আশীর্ব্বাদে, 'এ গ্রামের কর মুখোজ্জ্বল'।
তাঁর সেই অশ্রুভরা চোখ দুটি পড়ে আজি মনে।
বৃদ্ধ ভৃত্য উমেশের মুখখানি কল্পনা-নয়নে
জাগে আজি, ভূমিকম্পে কাঁপিতেছে জীর্ণ গৃহখানি
ছুটিয়া আসিয়া বৃদ্ধ মোরে তার বক্ষে লয়ে টানি'
দাঁড়াইল বৃক্ষতলে।

এইরূপ আজি চারিধারে
কত স্নেহভরা মুখ জাগি মনে সন্ধ্যার আঁধারে
স্মরায় শৈশবী-উষা। ছিলাম না হেন অসহায়,
কত স্নেহমুগ্ধ চোখ চারিদিকে ঘিরিয়া আমায়
রক্ষিত প্রহরিসম। জাগে মরু-তৃষার্ত্ত এ চোখে
বাৎসল্যের উৎসগুলি। আমি যেন আজি প্রেতলোকে
আসিয়াছি দৈববলে। পাথেয় ফুরায়ে গেছে মোর
বাকি জীবনের লাগি, পুন রক্ষাকবচের ডোর
পথের সম্বলরূপে লভিবারে স্নেহের জগতে,
আবার এসেছি যেন দূর—দূর কল্পনার পথে
রিক্ত নিঃস্ব অসহায়। শিশু হ'য়ে চারিপাশে চাই—
স্নেহ-বিগলিত কণ্ঠে পুনঃ যেন আশীর্ব্বাদ পাই॥

মহাশান্তি

আজি শুধু মনে হয় চেয়ে চেয়ে দেখে অই বাড়ীটির পানে,
লোকভরা ছিল বাড়ী সবে আজ তারে ছাড়ি গেল কোন্‌খানে?
পালিত কুকুর গাভী ঝিমাতেছে কি যে ভাবি' খুঁজে না আহার,
খাঁচার পাখীটা সেও ডাকেনিক সারা দি॰ কি হলো তাহার?
কয় দিন হ'তে হোথা দেখেছি সকলি যেন চঞ্চল অস্থির,
বন্ধুজন যায় আসে, কমেনাক সারা দিনে অঙ্গনের ভীড়।
ছোট ছোট দল বেঁধে ফি .ফিস ক'রে সবে জটলা বানায়,
সকলেরই ম্লান চোখ, ঘন ঘন ছুটে লোক দাওয়াইখানায়।
সারা রাত্রি আলো জ্বালি, নিদ্রাহীন গৃহখানি আরক্ত নয়নে,
তৃষা ক্ষুধা সব ভুলে শুধুই চাহিয়া ছিল রোগীর শয়নে।
আজ কি গভীর শান্তি! রুদ্ধ বাতায়নগুলি, সকলি নিঝুম,
কোন ঘরে নাই আলো, পাকশালা হ'তে আজ উঠেনাক ধূম।
উদ্বেগ, অস্বস্তি, ভয়, ব্যস্ততা, সংশয়, আশা. ত্রস্ত কলরব,
সব সাথে নিয়ে গেছে, চিতার অনলে আজ পুড়ে গেছে সব।
একটি মাসের নিদ্রা ঘনায়ে মুদায আজি নয়ন অলস,
একটি মাসের ক্লান্তি করে আজি অবসাদে সর্ব্বাঙ্গ অবশ।
একটি মাসের চিন্তা বুকের কুলায়ে আজ লভেছে বিশ্রাম,
একটি মাসের ভ্রান্তি ছুটে ছুটে ক্লান্ত হয়ে পেয়েছে বিরাম।'
হতো না যাহার লাগি পরিশ্রমে শ্রান্তি বোধ, সে পেয়েছে লয়।
দেহ আজি প্রাপ্য তার বুঝে লয় কড়া-ক্রান্তি মনে করি জয়।
কোথা শয্যা, কোথা খাট? ধূলায় পড়িয়া সব ঘুমে অচেতন,
শূন্য সে রোগীর গৃহ, চূড়ায় উড়িছে তার শান্তির কেতন।
মহাশোকও শ্রান্ত হ'য়ে গলিয়া ঢলিয়া পড়ি নয়নে-আসারে,
মিশে গেছে সুষুপ্তির উদার অগাধ স্থির শান্তি-পারাবারে।
সে সুপ্তির স্বপ্নপথে রোগমুক্ত সদ্যোমৃত প্রিয়জন এসে,
ঢুলে পড়ে অঙ্ক 'পর গলায় জড়ায়ে কর কথা কয় হেসে॥

ক্রৌঞ্চীর বেদনা

বাংলা হ'তে বহু দূরে গিরিপ্রান্তে নিভৃত নগর,
ছোট বাসা তকতকে ঝকঝকে তিনখানি ঘর,
একটি সাজানো তার। বাসা এ যে—নিতান্তই বাসা
কলকাকলীতে ভরা, ভাল-বাসা, অনুদ্ধত আশা
কবোষ্ণ করেছে এরে। আসবাব অতি সাধারণ,
টেবিল, চেয়ার দুটি, সেলায়ের কল, গ্রামোফোন,
এক আলমারি বই, আর্শি আর ছবি গুটি কত
নিজেদেরই আঁকা কিংবা নিজেদেরই তোলা ফোটো যত
ঝুলে দেওয়ালের গায়। টেবিলে সুজুনিখানি পাতা,
অঙ্কনের সরঞ্জাম, স্বরলিপি, কবিতার খাতা
ছড়ানো তাহার পরে। নিত্য হেথা হয় চড়িভাতি,
অফুরন্ত গল্পে গানে কোন্ দিকে কেটে যায় রাতি।
শ্যেনদৃষ্টি এড়াইয়া দুটি যেন কপোত-কপোতী
ছিল দেবদারুচূড়ে বাঁধি নীড়, তাহে কার ক্ষতি ?
হায় রে, ব্যাধের দৃষ্টি এড়াল না, বিষবাণ তার
বিঁধিল কপোত-বক্ষে। কপোতী করিছে হাহাকার
পাখা ঝটপট করি'। যুগে যুগে এই অভিনয়
ঘরে ঘরে এই চিত্র কাঁদায়েছে কবির হৃদয়।
কবে ক্রৌঞ্চী কেঁদেছিল কান্তহারা, তমসার তীরে,
সে ক্রন্দন লুপ্ত নয়—বিস্মৃতির বুক চিরে চিরে
জাগে নব নব সুরে। কভু বনে কভু বা ভবনে,
কভু কাব্য-কল্পনায়, কভু এই বাস্তব জীবনে।
এমনি সহস্র চোখে ঝরায় তা অশ্রুর পাথার,
সরযূ যমুনা তায় উদ্বেলিয়া হয় একাকার॥

কিশোরীর বিস্ময়

বেদনার ধন তুই, কোথা বাঁধি কোথা থুই ?
দেখি তোরে ভাসি আঁখিজলে।
রে মুকুতা, তোরে পেয়ে শুক্‌তার পানে চেয়ে,
স্বাতীসুধা * হৃদয়ে উথলে।
নহে হর্ষ, নহে ব্যথা, সব চেয়ে বড় কথা
তুই মোর বিস্ময়ের ধন ,
কি অপূর্ব্ব, কি অদ্ভুত ! ওরে শিশু স্বর্গদূত,
ছিলি নাকি এ দেহে গোপন ?
মূর্চ্ছাপন্ন মোহঘোরে আমি যবে ছিনু প'ড়ে
মেঘাচ্ছন্ন যেন ছায়া-পথ,
অকস্মাৎ সাড়া পেয়ে চোখ মেলি দেখি চেয়ে,
এসেছিস্ ত্যজি মনোরথ।

নেমে এলি এ ধরাতে সুধা নিয়ে এলি সাথে,
ধরে বুকে ঝরনার রূপ,
মাঝপথে দেহে মনে ছিলি কোথা সংগোপনে ?
এ দেহ যে বিস্ময়ের কূপ।
বিস্ফারিত ত্থ'নয়ন, বিস্ফারিত এ জীবন,
স্তম্ভিত এ স্পন্দিত হৃদয়,
স্বপ্ন লভে সার্থকতা মূর্ত্তি ধরি। একি কথা !
অলৌকিক একি এ বিস্ময় !

---

* স্তন্য। কথিত আছে স্বাতী নক্ষত্রের বৃষ্টি-বিন্দুতে শুক্তিতে মুক্তা ফলে

গোরুর গাড়ী

চলেছে গ্রামের পথে গোরুর গাড়ী,
টাপ্পর হ'তে ঝুলে রঙিন শাড়ী,
মহাকলরব তুলি' চলে গাড়ী উড়ে ধূলি।
গাড়োয়ান, যাবে তুমি কাহার বাড়ী?

এ গাঁয়ের গাড়ী নয়, যাবে ভিন গাঁয়?
উপরে চাহিয়া দেখ দুপুর গড়ায়।
কচি বউ সাথে হেন এত রোদে যাবে কেন?
থামাও তোমার গাড়ী গাছের ছায়ায়।

চারিদিক ঘেরা গাড়ী, মাঝারে তাহার
ঘামিতেছে কচি মেয়ে হয়নি আহার।
ক্ষুধায় শুকানো মুখ দুরুদুরু বুঝি বুক,
খেয়ে-দেয়ে ও-বেলায় চলিও আবার।

আমাদের মেয়ে আছে ওরি বয়সী,
ওরি বয়সের কত পাড়াপড়সী।
সবে মিলে-মিশে বেশ ঘুচাবে পথের ক্লেশ,
আঁচলে মুছাবে তারা মুখের মসী।

তাদের পাঠায়ে দিই থামাও গাড়ী,
পুকুরের পাড়ে অই আমার বাড়ী।
কোন্ জাতি জানি না তা তবু সে আমার মাতা,
ব্রাহ্মণী রাঁধা ভাত রেখেছে বাড়ি'।

সঙ্গে রয়েছে দাসী আস্থক নামি',
রঙিন তোরঙখানি নামাও থামি'।
গোরু দুটি খেতে চায় ধুঁকিতেছে পিপাসায়
গোয়ালে লইয়া যাও, উঠেছে ঘামি'।

অচেনা লোকের বাড়ী হবে না থাকা ?
যাও তবে, বড় রোদ। বৃথাই ডাকা।
ধূলা রোদ অনাহার, ক্লেশ পাবে মা আমার
মাঠে গিয়ে তুলে দিও পরদা ঢাকা।

কে আছে গাড়ীর মাঝে দেখিনি চেয়ে
কাচের চুড়ির ধ্বনি জানায় কে এ।
রঙিন তোরঙ, শাড়ী কহিছে বয়স তারি,
যেই হোক মনে হ'ল আমারি মেয়ে।

চাকায় বেদনাভরা কাঁদন তুলি
চলে গেল নব বধূ উড়ায়ে ধূলি—
বৈশাখী রবিকরে দগ্ধ গাঁয়ের 'পরে
একখানি কালো মেঘ হানি বিজুলী।

ফিরিয়া আসিনু বাড়ী নয়ন মুছে,
সারাদিনে কিছুতে না সে ব্যথা ঘুচে।
নিজের দুলালী যেন অনাহারে গেল হেন
মনে হয়, খেতে গিয়ে ভাত না রুচে॥

গৃহদীপ

লক্ষ লক্ষ দীপ জ্বলে গৃহে গৃহে আজি এই বর্ষার সন্ধ্যায়,
বিশ্বভরা অন্ধকার যেমন তেমনি থাকে, নাহি ঘুচে তায়।
সান্দ্র অন্ধকার মাঝে দীপের জীবন সে ত জোনাকির মত।
বিরাট বিশ্বের সনে সূর্য্য চন্দ্রমারি যোগ, তাহাই শাশ্বত।
শত শত নিভে যদি বরষার ঝঞ্ঝাবাতে, কিবা আসে যায়?
নিভিছে জ্বলিছে কত কে রাখে হিসাব অত কে তাহা খতায়?
নিভে যদি কোন দীপ, আলোর সম্বলটুকু ঘুচে তবে কার?
যে গৃহটি আলো করে তা-ই হাহাকারে ভরে, তা' হয় আঁধার।
রাষ্ট্র বল', দেশ বল', সমাজ, সংসদ বল', কারো মোরা নই।
কারো চিরদিনকার অভাব ঘুচাতে নারি,—সে শকতি কই?
আমরা গৃহের রবি ক্ষীণপ্রাণ দীন তবু গৃহ করি আলো,
বিনা বায়ে কম্পমান কখনো নিষ্প্রভ হই কখনো জোরালো।
গৃহই মোদের সব, প্রাণপণে করি তার আঁধার হরণ,
নিভি যদি কার ক্ষতি? গৃহের ক্ষতির আর হয় না পূরণ॥

মঙ্গল-চণ্ডী

"ওগো গৃহস্থ,—জাগো, মঙ্গল-চণ্ডী এসেছে দ্বারে,
পূজা দাও তবে মঙ্গল হবে তোমাদের সংসারে।"
সিন্দূর-মাখা—পাথুরে পুতুলে ঝুলাইয়া ঐ বাঁকে
বাজাইয়া কাঁসী দেখ দেখ আসি দ্বারে-দ্বারে কেবা হাঁকে।
চাল দুই মুঠি সুপারি দুইটি দাও দাও ডেকে ওরে,
মায়ের দোহাই যে দেয় তাহায় ফিরাবে কেমন ক'রে?
কাঁসীর আওয়াজে কার গলা বাজে যেন সকরুণ সুরে,
বুঝি সিন্দুর মাখি দোলনায় ছলনাময়ী মা ঘুরে।
বঞ্চক বলি দূর করি ওরে করিওনা বঞ্চিত,
হীন যাজ্ঞারে ধর্ম্মের নামে করেছে সে উন্নীত।

ক'রো না বিচার দেবতার নামে দুই মুঠা তুলে দিতে,—
ঠিকঠিকানায় পৌঁছিবে, যাবে জননীরই বেদীটিতে।
একলা আসিলে পাছে তুমি তারে পথে দাও দূর করি'
আসিয়াছে তাই ভিক্ষা মাগিতে মায়ের আঁচল ধরি'।
যারি ধন তুমি তারে কর দান,—দোলাপানে কেন চাও ?
ছেলের জঠরে জননী বসিয়া হাঁকিছে "ভিক্ষা দাও।"

পূজার দিনে

বাজে বাঁশী বাজে কাঁসী ঢোল।
এ বঙ্গের পূজাঙ্গনে বোধনসানাই সনে
ঘরে ঘরে রোদনের রোল।
কেহ হারায়েছে পতি, সুতসুতা কোন সতী,
কেহ ভ্রাতা পিতা এ বছর,
কাহারো খাটিয়ে ছেলে ভুল ক'রে গেছে জেলে,
জ্বরে কারো গৃহিণী কাতর।
কোথাও বা বন্যা এসে ফসল গিয়েছে ভেসে
তার সাথে সব আশা সাধ,
কোথাও পড়েনি বৃষ্টি পড়েছে শনির দৃষ্টি
জলাভাবে হয়নি আবাদ।

যত দাবি পূজার সময়,
চারিদিকে দেনা দায় সবাই পাওনা চায়
তবু পূজা করিতেই হয়।
আনন্দময়ীর পূজা বলিয়া যায় না বুঝা,
বড় কষ্টে দীন আয়োজন,
দুঃখিনী সংবরি শোক এক হাতে মুছি চোখ
আর হাতে ঘষিছে চন্দন।

আলিপনা দিতে তার হাত কাঁপে বার বার,
দীর্ঘশ্বাস নৈবেদ্যের 'পরে,
চাহিতে প্রতিমা পানে কাঁপে বুক অভিমানে
রুদ্ধ ক্ষোভে আঁখি জলে ভরে।

জিজ্ঞাসি মা তোরে দশভুজা,
কতকাল এইরূপে দুর্দ্দশার দীপে ধূপে,
নিবি দুর্গা দুর্গতের পূজা ?
মহোৎসবে মাতোয়ারা সুখী যারা পূজে তারা
অসুরেরে ষোড়শোপচারে।
তারা ত পূজে না তোরে, পূজা নিস্ জোর ক'রে
তুই শুধু কাঙালেরই দ্বারে।
যারে তুই দুঃখ দিস্ সর্ব্বস্ব কাড়িয়া নিস্,
তারই পূজা পাস্ তুই এসে।
হয় দুঃখ দূর কর্ নয় তুই এর 'পর
আসিস্ না এ অভাগা দেশে।

নয় তুই বল্ সোজা কথা,
আছে শুধু মমতাই নাই কোন ক্ষমতাই
ঘুচাইতে দুঃখদৈন্য ব্যথা।
তোরে মা যেজন পূজে পরাগতি সে না খুঁজে
স্বর্গ মোক্ষ তার লক্ষ্য নয়,
এই শুধু আশা রাখে যে ক'দিন মর্ত্ত্যে থাকে
দুধে ভাতে যেন সুখে রয়।
তাই যদি নাই দিবি তবে পূজা কেন নিবি ?
দে মা এই জ্ঞানটুকু তায়,
ডেকে বল্ 'ওরে মূর্খ, পূজায় ঘুচে না দুঃখ,
ঘুচে আত্মশক্তি-সাধনায়।'

পতিতা

তোরা যা-লো সবে বাহিয়া তরণী, গাহিয়া গান,
আমি রই এই ঘাটে,
সতীবধূদের কলরব হেথা জুড়াক কান
পল্লীর নদী-বাটে।
এ গাঁয়ের ঘরে পরি' সাঁথি'পরে সিঁদুরটিপ,
শুভ সন্ধ্যায় জ্বেলেছিনু দেব-দেউলে দীপ।
আঙিনা ভরিয়া শিশু-দেবরের কাকলীতান,
স্মরিতে এ-বুক ফাটে।
তোরা যা-লো সই বাহিয়া তরণী, গাহিয়া গান,
আমি রই এই ঘাটে।

বারোমাসে তেরো পার্ব্বণে ব্রতে পূজা-পরবে
রচেছি অর্ঘ্য-থালা,
যত শুভ-কাজে এয়োদের মাঝে হুলুর রবে
ধরেছি বরণডালা।
ঐ পথে নিতি বহিতাম কত কলসীজল,
সিক্ত রহিত মোরি ঘটে গৃহ-তুলসীতল।
দিবাবিভাবরী সেবার মাঝেই পেতাম মধু,
ভুলিতাম ক্ষয়-ক্ষতি।
লোক-মুখে-মুখে রাক্ষসী হলো লক্ষ্মী-বধূ,—
সাক্ষাৎ ভগবতী!

ঐ যায় যেবা, আড়াল পড়িল অড়র বনে
যার শ্যাম তনুলতা,
নব কৈশোরে পাতানো সই সে, তাহার সনে
হইত মনের কথা।
স্নান করি ফিরি সুধা দিবে মরি সবার পাতে,
ঝক্‌মক্ লোহা শাঁখা চুড়ি, আহা, উহার হাতে,

তক-তক করে পতি-বৈভবে ভবনতল,
সতী-গৌরবে ফিরে,
চুমিবে খোকারে, মুছিবে লোকের চোখের জল,
লভিবে আশিস্ শিরে।

বাগ্দীর মেয়ে ডাক দিয়ে ফিরে ছাগল হাঁসে
জালি কাঁধে হাসি-মুখে,
মণি বাঁধে ওযে কাদামাখা ছেঁড়া শাড়ীর ফাঁসে,
ও'ও আছে কত সুখে।
গৃহভরা শিশু-পশুপাখী-দলে ঘুরিছে ওযে,
বাগ্দিনীরূপে অন্নদা চাষী-শিবের খোঁজে।
পতি-পায়ে শেষে মাথা রেখে হেসে মুদিলে চোখ,
আহা এ সধবা সতী—
ওর পদধূলি শিরে নিবে তুলি পাড়ার লোক ;
মরি রে ভাগ্যবতী।

বালিকার ব্রতে রচি দেবতার পূজার ডালি
ঢালিনু কাহার পায় ?
লভিলাম প্রেমজীবনের হেমদেউটি জ্বালি'
ধোঁয়া আর কালিমায়!
ঝরনা ফেলিয়া পিইনু মাঠের পঙ্ক-বারি,
উল্কার পিছে ধাইলাম ধ্রুবতারকা ছাড়ি'।
গেল শুভ ধ্রুব এক পলকের মোহন ভুলে—
ইহকাল—পরকাল!
প্রেতিনীর দলে নিয়ে এল বৈতরণী-কূলে
পিশাচের মায়াজাল।

মুক্তা ফলিতে পারিত এ তনু-শুক্তি ভরি'
স্বাতীর পুণ্য জলে,

হইতে পারিত মম লাবণ্য-শ্রীমঞ্জরী
পরিণত মধু-ফলে।
মহারাণী হ'য়ে মম সংসার-সিংহাসনে
শাসিতে তুষিতে পারিতাম নিতি আপন জনে।
উঠিতে পারিত মম যৌবন-সিন্ধুনীরে
বৎসলতার সুধা,
হরিতে পারিত মাতৃজীবন, স্তন্য-ক্ষীরে
পিতৃ-লোকের ক্ষুধা।

বৈরীরও যেন হয় না, হে হরি,—এ সঙ্কট,
অশুভ বুদ্ধি হেন,
হেয়জন-পেয় সুরা-বিনিময়ে দুগ্ধ-ঘট
বেচেনাক কেউ যেন!
দাও শ্বাশুড়ীর লাঞ্ছনা শত, মলিন বেশ,
ননদীর গালি, আধপেটা ভাত, রুক্ষ কেশ,
যাতনায় রাঙা দাও হাড়ভাঙা পরিশ্রম,—
ক্ষতি নাই, ক্ষোভ নাই।
ফিরে নিতে রাজী সংসারপথ সুদুর্গম
ফিরে যদি আজি পাই।

সবি শেষ হোথা, ঐ জ্বলে চিতা নদীর তীরে,
শেষ সব প্রয়োজন।
হোথা প্রিয়জনে দহিয়া ভাসায়ে নয়ন-নীরে
ফিরিতেছে কত জন।
কে আর কাঁদিবে প্রাণহারা হ'লে এ পাপ-দেহ!
মেথর ছাড়া কি শ্মশান-বন্ধু মিলিবে কেহ?
'হরি বোল' বলি হায় রে কেহ কি এ তনুখানি
চিতা 'পরে দিবে তুলি?

এ দেহ লইয়া শেষ-উৎসব করিবে জানি
কুকুর-শিয়ালগুলি।

তোরা যা লো ফিরে বাহিয়া তরণী গাহিয়া গান
নগরের রূপহাটে।
দিনে দশবার বেয়ে মর্ দেহতরণীখান
নরকের পার-ঘাটে।
হারাতে আমায় কেন এলি হায় সোনার গাঁয়,
নবযৌবন যাপিনু যেথায় স্নেহের ছায়?
জীবনের জ্বালা আজিকে জুড়াতে মরিতে চাই
ডুবে এই নদী-নীরে।
রসাতলে আছি, নদীতল দিয়ে নরকে যাই,—
তোরা যা-লো সই ফিরে॥

গৃহলক্ষ্মী

ভূষণহীনা মলিনদীনা এস আমার প্রিয়া,
সজ্জা নাহি, লজ্জা কিসের? কাতর কেন হিয়া?
গন্ধতেলে খোঁপার বাহার লালসা লোভ নেইক তাহার,
অম্‌নি বেশে সাম্‌নে এসে দাঁড়াও রমণীয়া,
আল্‌তা আঁকা, সাবান মাখা নেইবা হলো, প্রিয়া।

গয়না পরা সয়না আমার, আসতে হবে খুলি'।
চাই না আমি তৈরিকরা ময়নাপড়া বুলি,
সত্যকথা সরল কথা শুনতে প্রাণের ব্যাকুলতা।
হবে না ও কুসুমতনুর মুছতে পরাগগুলি।
গয়না যদি থাকেই গায়ে, আসতে হবে খুলি'।

সাজ করা আজ সইব না সই শোভন দেহময়,
পদ্মাবতীর সজ্জা নটীর সহ্য নাহি হয়।
রঙ মাখালে সেফালিকার শ্রীগরিমা বাড়বে কি আর ?
শ্যামের ভোগে আমিষ পরশ কোন পূজারীর সয় ?
কোন দুখে বা গোপন কর আপন পরিচয় ?

রান্নাঘরের হলুদমাখা ময়লা তেলে জলে,
আটপহুরে শাড়ীর আঁচল থাকুক তোমার গলে।
নখ গেছে ক্ষয় বাটনা বেটে, কুট্‌না কুটে আঙুল কেটে,
চুন খয়েরে দাগ পড়েছে তোমার করতলে।
জাহ্নবী ত হবেই মলিন আষাঢ় মাসের ঢলে।

তুল্‌সীতলার মণ্ডলীতে শ্রীমণ্ডপের মাঝে,
হাত দু'খানি রুক্ষ হলো মাজাঘষার কাজে।
তন্বি, তোমার বদননলিন বহ্নিতাপে স্বিন্ন মলিন,
যজ্ঞ হ'তে উঠলে যেন যাজ্ঞসেনীর সাজে।
গৌরবে সই সামনে এস, লুকাও কেন লাজে।

'সতী'র অলক লৌহ হ'য়ে বেড়িল ঐ হাতে,
বাগ্দেবীরে স্মরায় শাঁখা শুভ্র সুষমাতে।
আঁধার চিরে অরুণলেখা তোমার শিরে সীঁথির রেখা,
অরুন্ধতীর রাঙা পায়ের অরুণ দ্যুতি তা'তে,
জ্বালায় নিতি সন্ধ্যারতি কুটীর-আঙিনাতে।

ধূপ ত আছে, নেইবা হলো রূপার ধূপাধার ?
সৌধহারা বোধ গয়ার মহিমা অপার।
পল্লীবনের চীনকরবী মধুময়ী পীত সুরভি,
সোনার চাঁপায় কি হবে, নাই গন্ধমধু যার ?
কুণ্ঠা কিসের, কণ্ঠে যদি নাইবা থাকে হার ?

চম্পক

ফুলের আশায় চাঁপাগাছ এক রোপিলাম আঙিনায়,
দোতলা-সমান উঁচু হলো, আজো ফুল না ফুটিল তায়।
বন্ধু বলিল, 'বাড়ীর সামনে চাঁপা কি কখনো রাখে?
তা ছাড়া এখনো ফুল যে দিল না, কি হবে বাঁচায়ে তাকে?
কাঠুরিয়া ডেকে কেটে ফেল এ'কে, কি হবে এমন গাছে?'
শিহরি উঠিনু। সাতটি বছর বেড়েছে বুকের কাছে,
দিনে দিনে ও যে সন্তানসম করেছে হৃদয়জয়,
আমার আশিস্ শ্যামায়িত যেন উহার অঙ্গময়।
ফুলের কথাটা ভুলে গেছি কবে, কিবা তার প্রয়োজন?
শ্যামসুন্দর সতেজ রূপটি ভুলায় আমার মন।
ঘন পল্লব আবরণে তার হৃদয় স্পন্দমান,
ঝঞ্ঝায় করে টলমল, মোর দুরুদুরু করে প্রাণ।
ছায়াটি তাহার দুপুর বেলায় আমার চরণে পড়ে,
ছায়ার মায়ায় নীরবে আমায় কী যে নিবেদন করে!
ফুল ফুটাইতে পারে নাই বলি যে বেদনা প্রাণে রয়,
ছায়ার ভাষায় সে কথাই সে কি মিনতি করিয়া কয়?
ফুল ফুটাতে সে পারে নাই বলি তিনটি বছর ধরি',
মউচাকখানি রচেছে পরের ফুলমধু ধার করি।
সারাদিনটি সে কলগুঞ্জনে কী মন্ত্র করে জপ!
কিসের লাগিয়া তপনের পানে চেয়ে করে কোন্ তপ?
তাহার সাধনা সার্থক হবে, একদা ফুটিবে ফুল,
হেমগৌরবে ভরিবে অঙ্গ সৌরভে সমাকুল।
হয়ত তখন রহিব না আমি, নাই ক্ষতি, নাই ক্ষোভ।
শ্যামরূপ মোর জুড়ায়েছে আঁখি, হেমরূপে নাই লোভ॥

(কবির ভবনের দ্বারপার্শ্বে উপলক্ষণ ছিল এই চম্পক তরু)

চম্পক তরুবিয়োগে

নেই সেই চাঁপা গাছ,
নেই তার সেই পাতার দোলায় ছাতার ফিঙের না৮।
দূর হ'তে তারে হেরিয়া সকলে চিনিত আমার বাড়ী।
ভুজালি হস্তে নেপালী নয়ক, সে ছিল অ৷মার দ্বারী।
চম্পাতরুর নিশানা যক্ষ দিয়েছিল মেঘদূতে
তারি কথা স্মরি লভিনু প্রসাদ চাঁপার চারাটি পুঁতে।
পনেরো বছর বেড়ে
দোতালা সমান উঠেছিল সে যে যৌবন তেজে ঝেড়ে।
পারেনি সে ফুল দিতে
তার লাগি ব্যথা নিশ্চয় ছিল চিতে
সান্ত্বনা দিয়া বলিনু—"নেইক ক্ষোভ
শ্যামরূপে মম জুড়াল নয়ন হেমরূপে নেই লোভ।"
সেই ফুল আহা ফুটায়ে সে একদিন
শুধিল সহসা প্রতিপালকের ঋণ।
সে ছিল আমার শ্যামায়িত গৌরব
এখনো নাসায় পাই যেন তার কুসুমের সৌরভ।
কে জানিত তার আসন্ন অবসান,
বুক নিঙড়ানো সে ফুল তাহার বিদায়েরই অবদান।
মুক্তিপথের মহাযাত্রার বাণী
ফুল হয়ে তার উঠেছিল ফুটি তাও কি তখন জানি!
শুকাইয়া গেল নয়নের সম্মুখে
শূল হানি চোখে, শেল হানি এই বুকে।
দেখিতে হইল তিলে তিলে তার নির্জীব হলো দেহ।
সে যে কী বেদনা বুঝিবে না আর কেহ।
কাজ না থাকিলে হাতে,
বসি জানালায় কিংবা দোতালা ছাতে

হেরিয়া তাহার শাখায় শাখায় কাঠবিড়ালীর খেলা
কাটিয়া যাইত বেলা।
শ্যামরূপ তার অঞ্জনতূলী বুলাইয়া পোড়া চোখে
জুড়ায় না আর, গোড়াটি তাহার পুড়ায় আমারে শোকে
বিষতরুকেও লালন করিয়া ছেদন করা কি যায়?
সন্তান সম সে তরু অঙ্গ ছেদিতে হইল হায়।
বলিনু "বৎস! কি আর বলিব আমি
শাপভ্রষ্ট দেবসন্তান ধরায় আসিলে নামি'
ভরিয়া আমার মরুময় সংসার
মরূদ্যানের তরুর মায়াটি করেছিলে সঞ্চার।
অচিরেই শাপমুক্তি লভিলে, নন্দনে যাও ফিরে,
সন্তানকের সাথী হও গিয়ে মন্দাকিনীর তীরে।"

(সতের বৎসর পরে সেই চম্পকতরু সহসা শুকাইয়া গেল)

শ্মশানের ফুল

শ্মশানে মড়ার মাথার খুলীতে একটি ঘাসে,
ফুটিয়া একটি ক্ষুদ্র কুসুম নীরবে হাসে।
যেন লালাভরে অভয় বিতরে বাতাসে দুলে,
মরণ যেন বা মৃদু মৃদু হাসে তৃণের ফুলে।
হঠাৎ আজি যে মহাসত্যের পেলাম দেখা,
তাহা এ জগতে কোন পুঁথিপাতে নেইক লেখা।
জীবনমরণ-গূঢ়রহস্য রয়েছে ফুটে
শ্মশানে মড়ার মাথার খুলাতে কুসুমপুটে॥

চূতমঞ্জরী

আম্র-মুকুল! ছন্দোদোদুল, গন্ধে মৃদুল মিঠে।
বনের তূণীর ছাপিয়ে জাগিস্, রতিপতির পিঠে।
'রূপ' ছেড়ে কোন্ তৃষ্ণা ল'য়ে তীক্ষ্ণ কুহুঃ-'শব্দ' হ'য়ে
আসিস্ ছুটে, বিঁধিস্ মোদের প্রাণের গিঁঠে গিঁঠে।

আম্র-মুকুল, অমৃতফুল, মদির রসের ঝোরা,
বনবালাদের হাজার হাতে পিচকারী কি তোরা?
রাখিস্ বাগান রঙিন ক'রে তুলিস্ কূজন গগন ভ'রে,
তোদের দোলে মনে প্রাণে রঙিন হ'লাম মোরা।

রঙের মশাল মুকুল-রসাল আছিস্ রসে ফুলি,
মাধবিকার আঙুলে সব আতশ-রঙিন তূলী।
নানান রঙের চিত্র এঁকে দিলি বনের শ্যামল ঢেকে,
গগনপটে আঁক্‌বি বুঝি বনের স্বপনগুলি।

রসাল-মুকুল, সঙ্গীতাকুল, ফুলন্ত মঙ্গল!
কষায়দুকুল-জয়কেতু তুই দিগন্তে উজ্জ্বল।
ভ্রমর-পাঁতির আঁখর লেখা জয়গাথা তায় যাচ্ছে দেখা,
ন'বৎ বাজায় তাহার তলে বৈতালিকের দল।

রসাল-মুকুল, রসরাসের পূজার আয়োজন,
ধূপশলা, নৈবেদ্য,—মধুপর্ক নিবেদন।
ভোগ-আরতির বাদ্যঘটা, হোমানলের শিখার ছটা,
বোধনকলস, অর্ঘ্য-বিলাস, সবার সম্মেলন॥

কর্ণিকার

আজি বসন্তে বন-দিগন্তে ফুটিয়া উঠেছে সোনার খনি।
মাটির তলের সব সোনা আজি কাঙাল তরুরে করেছে ধনী।
চারু পল্লব শ্যাম বৈভব ফল-গৌরব ছিল না যার,
একেবারে সে-যে হয়েছে কুবের, বহিতে পারে না সোনার ভার।

কাশী মহীশূর অমৃত-সরের সকল গর্ব্ব করিয়া গুঁড়া,
নীলকান্তের মন্দিরে আজি কে গড়িল অই কনক-চূড়া?
শ্যামের বামে কে মিলা'ল হোথায় কনকবরণী রাধারে আনি?
অথবা গোরার নীলাচলে ওকি স্বর্ণানুরূপ মূরতিখানি?
মধু-মাধবের বরণের লাগি 'মাধবী' কি আজ সালঙ্কারা?
নবাভিষিক্ত ঋতুরাজ-শিরে হেমাত-পত্র ধরেছে কারা?
নভোগঙ্গার নামিল ধারা কি নীলকণ্ঠের জটিল শিরে?
সোনার স্বপনে বন-বনান্ত দিগ্‌দিগন্ত ভরিল কি রে?

সজীব ব'লেই সোনারি মতন এই সোনা ভবে দুদিন রয়,
ধাতুরাজ তবু রাজ-শৌর্য্যেও পারেনি ইহারে করিতে জয়।
কুক্ষি চিরিয়া চোরে যাহা হরে ধরা দেয় হেথা ইচ্ছাসুখে,
মরু-পঞ্জরে সে যে কণা কণা, এ যে অজস্র তরুর বুকে।
এর লাগি শত ডুবিবে না পোত-ও সহিবে না কেহ মনঃপীড়া,
অনশনে, রোগে, শ্রমে, দুর্ভোগে মরিবে না যত সন্ধানীরা।
এর লাগি দেশে ছুটিবে না অসি বাজিবে না ভেরী সমর-মদে,
'পীতিমা' ইহার হবে না 'শোণিমা' অবগাহি' জীব-শোণিত-নদে।
ধনদস্যুরা বৃথা শ্রমাতুর,কতটুকু সোনা ঘরের কোণে?
নিখিলের লাগি হেম-কোষাগার ঋতুরাজ আজ খুলেছে বনে।
কানে গুঁজে নে'রে বন্য রাখাল, চুলে গুঁজে পর্ মুচির মেয়ে,
কোলবালা গলে মালা গেঁথে ধর্, কে আছিস্ কোথা আয় রে ধেয়ে।

কৃপাণের জোরে লুটিয়া 'কঠোরে' রজনী জাগুক কৃপণপ্রাণ,
কান্তকোমলে পাবি করতলে, নিয়ে যা মায়ের স্নেহের দান।
নিখাদ কষিত অম্লান পীত, যত নিবি তুই, ততই পাবি।
নব নব ঢঙে গড়্ না গহনা, লাগিবে না এতে কুলুপ চাবি।
হেম-মৃগ পাছে ছুটে মূর্খেরা হারা'ক্ সকলি, পরুক্ ফাঁসি,
ধিক্কার হানি' তাজা সোনা পরি' নেচে বেড়' সব বাজিয়ে বাঁশী।
মাটির সোনারে হারায়ে অভাগা জীবন ভরিয়া মরুক কেঁদে।
অঞ্জলি তোর বর্ষে বর্ষে ভ'রে দিবে ধরা আপনি সেধে॥

(কর্ণিকারকে পূর্ববঙ্গে বলে সোনালু, পশ্চিমবঙ্গে বলে সোঁদাল।)

ধুতুরা

অঙ্গনে ফুটেছে জবা বিথারি' কুপিত প্রভা,
শ্যামা-মার চরণ স্মরায় ;
কদম্ব ফুটিয়া গাছে মোরি পানে চেয়ে আছে,
মন মোর বৃন্দাবনে ধায়।
কুন্দ ফুটি' একধারে স্মরায় যে বারে বারে
ভারতীর চরণ দু'খানি,
হেম-চম্পকের গন্ধ বহি আনে সুধাস্যন্দ
স্মরায় তা ইন্দিরার পাণি।
এক কোণে অনাদরে ধুতুরা ফুটিয়া ঝরে
সহসা পড়িল চোখে মোর।
ধুতুরা মুখরা হ'য়ে কি কথা যে গেল ক'য়ে,
মনে মোর ধুতুরার ঘোর।
সব চিন্তা হ'ল লীন, প্রাণ মোর উদাসীন,
কানে শুনি বিষাণের রব,
উদ্যানের যত ফুল মনে হ'ল সব ভুল,
ভোলানাথ ভুলাইল সব॥

মালতী

মালতী ফুটিলে একটি বালিকা আসে মোর মনে ধেয়ে,
মালতী তাহার নামটিও বটে—দশবছরের মেয়ে।
চাঁপার মতন বরণ কিন্তু—চোখ দুটি টানা-টানা,
কি জানি বিধাতা দেননিক কেন তাহারে দুইটি ডানা।
ঠাকুর-বাড়ীতে মালতী ফুটিলে আসিত সে ছুটে ছুটে,
ভরিত আঁচল, পরিত খোঁপায়, সব ফুল নিত লুটে।
জানালায় ব'সে দেখিতাম আমি তাহার দস্যুপনা,
উজাড় করিত ফুলবন, বৃথা পূজারীর ভর্ৎসনা।
জানি না মালতী কোথা আছে আজ, সেই দেখিয়াছি কবে
তাহার মেয়ের মেয়েটি হয়ত দশ বছরেরি হবে।
হয় ত সে জাগে স্বামীর সোহাগে, স্বচ্ছল সংসার।
নয় ত বিধবা, দুঃখের বোঝা বহিতেছে অনিবার।
হয় ত সে পীনা প্রৌঢ়া প্রবীণা ধীরা গম্ভীরা আজি,
নয় ত বা কবে তরায়েছে তারে বৈতরণীর মাঝি।
যেথা সে থাকুক আমার মনে সে দশ বছরের বালা,
জানে না দুঃখ সংসার-পীড়া জরা যৌবন-জ্বালা,
বাল্য বাঁধনে ধরা পড়িয়াছে, পথহারা হ'য়ে ঘোরে,
আমার মনের মালতীবনের গোলক-ধাঁধায় প'ড়ে।
বাগানে মালতী ফুটিলে মালতী আমার মনেও ফুটে—
পল্লী-জীবন স্বপন-মাধুরী তার সনে জেগে উঠে।
চকিত নয়নে চপল চরণে সোনার হরিণী-সম,
ছুটিয়া বেড়ায় মালতী, মনের মালতী-বিতানে মম॥

কদম্ব

অলস বাতাসে মেঘলা দিবসে, কদম, তোমার গন্ধে,
গত জীবনের কত-না স্বপ্ন গুঞ্জরি' উঠে ছন্দে।
আজি মনে হয় উজ্জয়িনীর বৃক্ষবাটিকা-বিতানে,
ছিলে যে আমার মালবী প্রিয়ার পুষ্পশয়ন-শিথানে।
আজি মনে হয় ছিলাম আমিও অলকাপুরীর অদূরে,
সীঁথিহারে তোমা গাঁথি উপহার দিয়েছি যক্ষ-বধূরে।
আরো মনে হয় বিদিশা-নগরে মেঘগুণ্ঠিত তিমিরে,
তোমারি গন্ধে পথ চিনিয়াছি বারিমন্থর সমীরে।
আজি জাগে মনে ভাণ্ডীর-বনে নব বরষার হরষে,
তোমারি মতন শিহরি উঠিনু চকিত তোমার পরশে।
কতবার তোমা কণ্ঠে ধরেছি, বুলায়েছি ঠোঁটে কপোলে,
কুণ্ডল হ'য়ে দুলেছ প্রিয়ার গণ্ডে ও শ্রুতিযুগলে।
তোমার পরশ আমার অঙ্গে মাখা আছে সব খানে যে।
প্রতি রোমকূপ তোমার স্বরূপ শয়নে স্বপনে জানে যে।
যত রোমাঞ্চ এনেছে অঙ্গে শতজনমের পীরিতি,
তোমার গন্ধ আজিকে ছন্দে জাগায় তাদের স্মিরিতি।
মনে হয় যেন তোমাতে আমাতে শত জনমের মিতালি,
জনমে জনমে তোমার সঙ্গে রচেছি কত-না গীতালি।
মেঘলা দিনের একলা বন্ধু, শুধাব একটি বারতা ?
স্মরণের তুমি পুলকিত রূপ, বলিলে বলিতে পার তা।
ঝুলনের রাতে শ্যামের গলাতে যে মালা দুলিত রঙ্গে,
ছিনু কি একটি লুলিত কেশর তার কদমের অঙ্গে ?

কেতকী

কেতকি, কত কি তানে মাতে তব গুণগানে নব কবিরা,
তবুও গুণের থই মিলেছে কি বল, অয়ি রসগভীরা ?
তুমি ফুলদল-ছাড়া, কুলহারা, দলহারা বৈরাগিণী,
বাহিরে শ্যামায়মানা অন্তরে গৌরাভা সৌরভিণী।
মুখে চোখে কহে কথা যত ফুল দ্রুম-লতা ফুটায় বনে,
তব মুখে নাহি বাণী মরমের সবখানি রাখ গোপনে।
প্রাণের বেদনা তব কেমন লুকাবে সতি পুষিয়া রাখি ?
পূর্ণ যা' কূলে কূলে চূর্ণ যা' রেণুজালে লুকায় তা কি ?

সোম যবে মেঘে হারা, ব্যোমে অবিরল ধারা, আমি একেলা
গৃহকোণে বসি' বসি' অম্বর-অবনীর দেখি সে খেলা।
নিজেরে ছিন্ন করি' বিশ্বপ্রকৃতি হ'তে রইলে স'রে,
মোরে শুধু তার সাথে—তব সৌরভ গাঁথে মিলন-ডোরে।
শ্বসে যবে তব বনে বিগলিত বিচলিত বায়ু সুরভি,
মনে হয় খেয়াঘাটে দূর হতে শোনা যায় সুর-পূরবী।

তব রেণু মাখি' গায় কী কথা কহিয়া যায় ধূসর অলি,
তোমার পরশ পেয়ে চিত মোর যায় ধেয়ে কৌতূহলী।
কণ্টক-ঘেরা বনে গুণ্ঠিত হয়ে রও, রসিক তবু
ছিঁড়ে পাখা, ক্ষত পায় খুঁজে খুঁজে কাছে যায়, ফিরে না কভু
রসঘন কবিতার দুরারোহ ভাবসার, দুরূহ ভাষা,
তবু রসে লোভ যার সে কি কভু ছাড়ে তার স্বাদন-আশা ?

কি দিব উপমা তব, তুমি কি নীরদাবৃত শশীর কলা ?
বিদারিতে বিরহীর হৃদিখানি, কোষে ঢাকা অসির ফলা ?
তুমি কি গো শবরীর কবরী যাহাতে দোলে বনমালিকা ?
পুষ্পিত তুমি কি গো কস্তুরী-কুরঙ্গীর নাভিকলিকা ?

রসে তোমা নাহি চিনি, যশে তোমা চিনি অয়ি যশস্বিনি,
চোখে তোমা না-ই দেখি চিনি তব ভূষণের রিনিকিঝিনি।
নিশাচরী চেড়ীদলে বেষ্টিতা তুমি কিগো পুষ্পসীতা ?
নাগলোকে বন্দিনী তুমি কিগো মদালসা শুচিস্মিতা ?
অথবা কি গৌরবে মহিমার সৌরভে বনের রাণী,
অন্তঃপুরে বসি কর তুমি দিবানিশি নুরজাহানি ?
রহিয়া কাঁটার বনে কর সাপেদের সনে ঘরকরনা,
নিভৃতে সাধনা কর, দেবতা তোমার কিগো হরললনা ?

কুন্দ

অতসী গাঁদা হেম-গরবে মগন সুখ স্বপনে,
দৈন্য-হিমে,—ফুল না ভুল ?—জাগিনু হেথা গোপনে।
তাদের আভা লভিয়া মম অশ্রু হলো ভূষণসম,
কবিরা ক্ষম সাহস মম, বরিতে ঋতুরাজেরে
পুষ্পরূপ শুভ্র লাজ আমি এ বন মাঝে রে।

বাণীরে সঁপি বরণ মম লভিনু যাহা তুষারে,
অলিরে সঁপি মাধুরীটুকু, পরাগ সঁপি উষারে।
ফুটায়ে প্রিয়া-দন্ত-রুচি কবিরে সঁপি হর্ষ শুচি,
রবিরে সঁপি নীহারটুকু সুরভি করি পরশে।
পল্লী-রমা-কেশে বরিব মরণ শেষে হরষে।

ফুটেছি আমি, কচি কুঁড়িতে হয়নি মোরে ঝরিতে,
তুচ্ছ হোক্—সবি ত মোর পেয়েছি দান করিতে।
এ সুখময় সার্থকতা গর্ব্বে স্মরি ! কিসের ব্যথা ?
আদর প্রীতি ? উপরি পাওয়া না মেলে যদি কি ক্ষতি ?
ফোটার সুখে বেদনা তৃষা লভেছে সবি তৃপতি।

(কবির কৈশোরকালে রচিত কুন্দ নামক কবিতা গ্রন্থের প্রস্তাবনা)

আকাশ-কুসুম

আমি আকাশকুসুমের মালিকাকার, সে মালা করি আমি ফেরি।
নগরে করে সবে বন্ধ দ্বার আমারে রাজপথে হেরি।
দেখিয়া রাজপথে জনতা-ঢেউ শুধাই—'কিনিবে কি মালা ?'
আমার পানে ফিরে চাহে না কেউ, সবাই যেন হ'লো কালা।
তরুণ-তরুণীরা আমোদে মাতে, গেলাম আগাইয়া কাছে।
বলিল—'ও কি দেখি তোমার হাতে ? কিসের মালা সাথে আছে ?'
আকাশকুসুমের মালিকা শুনি কহিল তরুণেরা—'দূর হ,
গাঁথিয়া আন্ দিয়ে মুকুতাচুণী, ও মালা কেনে কেউ মূঢ় ?'
প্রবীণ লোকে পাশা খেলিতেছিল দেখানু মোর মালাখানি,
পাগল বলি মোরে তাড়ায়ে দিল কি যেন করি কানাকানি।
একটি গৃহ হ'তে বালিকা আসি আঁচলে চাল দিল বাঁধি,
'মালায় কাজ নেই'—কহিল হাসি, 'খাও গে বাড়ী গিয়ে রাঁধি।'
রাঁধিয়া সেই চাল যতন করি গৃহিণী দিল কলাপাতে।
সজিনা ফুল ছিল উঠানে পড়ি ভাজিয়া দিল তার সাথে।
প্রিয়ার খোঁপাটিতে জড়ায়ে দিয়ে আকাশকুসুমের মালা,
বলিনু—'আজি শেষ করিনু প্রিয়ে এ ফুল বেসাতির পালা।'
শয়নঘরে মোরে কহিল প্রিয়া, 'ফুল-ই যদি ভালো লাগে,
কি ফুল চায় লোকে বাজারে গিয়া দেখিয়া এসো কাল আগে।'
এখন ফুলকপি ঝাঁকায় ভরি' বেসাতি করি আমি তার ;
সবাই কেনে তাই আদর করি ত্বরায় নেমে যায় ভার।
আকাশে ফুল আজো তেমনি ফুটে আমার পানে চায় তারা।
দীর্ঘশ্বাস বুকে গুমরি উঠে, নয়নে বয় জলধারা॥

অশোক

নিসর্গ-লক্ষ্মীর রক্তচরণের মঞ্জীর-আঘাতে
তব শুভ জন্ম হ'লো কবে কোন্ বাসন্ত প্রভাতে।
তার পর হ'তে কবি-কল্পবাণী, বর্ষে বর্ষে আসি'
হিঙুল আঙুলে লিখি রটাইছ কাহারে সম্ভাষি'?
অনাদৃত আজ তব রসবাণী কেহ নাহি বুঝে,
কবি আজ উদাসীন, কবিরাজ রসায়নে খুঁজে।
ও-লাবণ্যে আজ রূপরসিকেরও চিত্ত নাহি হর',
বর্ণের গিয়াছে দিন, নেত্র হ'তে নাসা আজ বড়।
তোমার মর্য্যাদা ছিল---ছিলে যবে বিদিশা-বিপিনে,
শঙ্করের তপোবনে, পম্পা-রেবা-অচ্ছোদ-পুলিনে।
যক্ষপুরে উচ্চারিতে বসন্তের মঙ্গলাচরণ!
রক্ষঃপুরও করেনি কি তব কুঞ্জে সৌষ্ঠব-সাধন?
যুগে যুগে অতনুর স্বর্ণতূণ ভরেছ অশোক,
কত বিরহীর হৃদি বর্ণাঘাতে করেছ সশোক,
তোমার স্তবকে ভাবি স্তনতট, কত কুতূহলী
তরল আঁখির দৃষ্টি তব অঙ্গে পড়েছে পিছলি।
হেরিয়া তোমার কুঞ্জে ঋতুরাজ-রথের কেতন
বধূরা বাসন্তী-রঙে রাঙাইত বিনোদ-বসন।
উচ্ছলিত কোলাহল অকস্মাৎ যৌবনের পুরে
অন্তরের কুহুধ্বনি শিহরিত লক্ষ রোমাঙ্কুরে।
কিশোরীরে সীমন্তিনী করিয়াছ সীমন্ত-পরশে,
দিগঙ্গনা আয়ুষ্মতী হ'ত তব রাগ-লাক্ষারসে।
কত মধূৎসব-স্মৃতি, কত হোলী-লীলার আবীর,
কত স্মর-পূজাঘটা তব কুঞ্জ করেছে মদির।
তুমি হ'তে বনশ্রীর বয়ঃসন্ধি-বিলাস-সূচনা,
তারপর নানাপুষ্পে হ'ত তার বাসক-রচনা।

বসন্তের অগ্রদূত, তপোবনে বিকাশে তোমার
হইত যোগীর রূঢ় মানসেও বসন্ত-সঞ্চার।
সে দিন গিয়াছে তব। আজি তব কুণ্ঠিত বিকাশে
মলয়া আতপ্ত হয় শুধু মোর ব্যথিত নিশ্বাসে।
বসন্ত এসেছে শুনি পুরপ্রান্তে বন্ধু তোমা খুঁজি।
অতীতের স্মৃতি-রক্ত লিপিখানি মোর হাতে গুঁজি'
দাও তুমি সন্তর্পণে অকস্মাৎ নিভৃতে নীরবে ;
সহসা চমকি উঠি পরিচিত ও কর-পল্লবে।
তোমার উন্মেষে শুনি মালবিকা-মঞ্জীর-নিক্কণ,
ঘনাইয়া আসে নেত্রে অতীতের শীতান্ত-স্বপন
সুপ্তোত্থিত বসন্তের স্বপ্নারুণ বিলোচনসম
তুমি যবে জাগো বন্ধু—স্বপ্নলোকে যাত্রা হয় মম।
বর্ষে বর্ষে জাতিস্মর কর মোরে, মাতাও ইঙ্গিতে
স্মৃতি মম শত শত বসন্তের বিনোদ-সঙ্গীতে।
পূর্ব্ব পূর্ব্ব জনমের প্রেয়সীর বিম্বাধরে হাসি
তব শোণিমায় হেরি, তাই তোমা আরো ভালবাসি।

থাক্ সে সকল কথা। চারিদিকে বড় কোলাহল,
একটু নিরালা পেলে দুটি কথা জানাই কেবল।
তব আভিজাত্য-মর্ম্ম জানে না ত, ব্রাত্য বা বর্ব্বর
ভাবে তোমা এরা তাই। নাই তাই আতিথ্য সাদর,
একটি কুশল-প্রশ্ন জিজ্ঞাসে না প্রথম সাক্ষাতে,
বসন্ত-সূচনা-বার্ত্তা জানে এরা পঞ্জিকার পাতে।

সেই ভারতের কথা কহ তুমি রঞ্জিত কৌশলে,
ইহাদের যে ভারত ডুবিয়াছে কাল-সিন্ধু-জলে।
যোগসূত্র ছিন্ন আজি কত কাল অতীতের সনে,
বিচ্ছিন্নে কেমনে আর পুনঃ তুমি বাঁধিবে বন্ধনে ?

বুঝে না তোমার ভাষা,—যত টুকু বুঝে অন্যমনা
ভাবে এরা মিথ্যা যত কু-কবির অলস জল্পনা।
অনাহূত কর্ণিকার শিমুলের উচ্চ কোলাহলে
তব ছন্দোঘন ভাষা ডুবে যায় কোথায় অতলে।
দেখ না চৌদিকে অই বিজাতীয় পুষ্প-সমারোহ
তোমারে ফেলেছে ঢাকি বিথারিয়া মদালস মোহ।

সে দিন গিয়াছে তব, ফিরিবে না।—শুনে খুসী হবে
আমারো গিয়াছে দিন। একই দশা দুজনার তবে।
তাহাতে কিসের ক্ষোভ? সাজে না ত অশোকের শোক,
মিত্রতা মোদের মাঝে এ দুর্দ্দিনে গাঢ়তর হোক্।
এক আকিঞ্চন বন্ধু—যতদিন না হয় মরণ,
বর্ষে বর্ষে এ নিঃসঙ্গ বন্ধুটিরে করিও স্মরণ॥

(অশোক ভারতের নিজস্ব প্রাচীন সাহিত্যধারার প্রতীক)

ছাতিম

(সপ্তচ্ছদ)

বর্ণ তোমার শুভ্র বলিয়া হয়েছ সেফালি-কাশের সাথী,
শরৎ-রাণীর মাথার উপরে ধরেছ ছাতিম ধবল ছাতি।
ফাঁকি দিয়ে পেলে এই গৌরব, নূতন করিয়া কি আর ক'ব,
কে না জানে ভাই ঐরাবতের মদবিন্দুতে জন্ম তব।
গন্ধ জানায়, গোপনে সুরায় মাতাল অলির তৃষ্ণা হর',
কে না জানে তুমি নবযৌবনে মদির গন্ধে মত্ত কর'।
তোমার এই কি ফুটিবার কাল? শুচি এ শরতে ফুটিলে কেন?
গন্ধের চেয়ে ফুলের জীবনে বর্ণই হ'ল শ্রেষ্ঠ যেন।
সত্য বলিব? সত্যকথায় যেন হে বন্ধু পেও না ব্যথা,
শুভ্র হ'লেও বকুলের সাথে তব বসন্তে ফোটার কথা॥

সুর্য্যমণি

পুষ্পসভায় উৎসব লীলা ফুরায়ে গিয়াছে যবে,
লুলিত অবশ আলসে এলায়ে ঘুমায়ে পড়েছে সবে।
রুক্ষ কাষায় বাসে
তুমি জাগিয়াছ রুদ্র তাপসী রৌদ্রবহ্নি পাশে। *
তুমি চাও যারে মিলে না ত তারে ঊষার সরস সুখে,
তোমার বাসক শয়ন রচিত নহে কিসলয় বুকে,
চারিপাশে রচি কৃশানুকুণ্ড ভানু পানে মেলি আঁখি
দয়িতের লাগি তোমার সাধনা বুঝিতে কি আছে বাকি?
বিনা তপোমহিমায়
কোন্ সাহসিকা চণ্ড ভানুর প্রেম চুম্বন চায়?
ভয়ে হ'ল কেহ পাণ্ডুর দেহ, আঁখি মুদি কেহ কাঁপে,
গরবিনী যত সোহাগিনী ঐ ঝলসি পড়িছে তাপে।
তুমি জ্বালাময়ী স্বাহা,
বহ্নিবেদনা বহিবে সহিবে তুমি বিনা কেবা আহা!
বালারুণ হেরি যে মেলে নয়ন জ্যোৎস্না-বিলাসে যেবা,
তাদের মাঝারে কে করিবে মরু-মার্ত্তণ্ডের সেবা?
কেহ বা বন্দে ঊষা দেবতায়, সন্ধ্যারে কোন' জনা,
ঊষা সন্ধ্যার সে আদিনিদানে বল' কার আরাধনা?
তুমি জানিয়াছ সার,
স্মর-বসন্তে সঙ্গী করিলে চরণ মিলে না তাঁর।

---

* সূর্য্যমণি, সূর্য্যমুখী নয়। ইহা রক্তবর্ণের পুষ্প, দ্বিপ্রহরে বিকশিত হয়

জবা

যুগে যুগে পুঞ্জিত জীব-বলি-শোণিমায় রঞ্জিত জবা তুমি ফুল্ল
বঙ্গের অঙ্গনে গঙ্গার তীর-বনে রুদ্রের রোষ-রাগ-তুল্য।
চণ্ডীর মন্দিরে বন তার বুক চিরে খর্পরে জবা তোমা অর্পে।
ধরা তার স্তন্য কি মথি নব অরুণাভ নবনীতে তারা-মায়ে তর্পে?
যজ্ঞদেবের পায়ে শঙ্কিত সমিধের অরুণ নয়নে তুমি ভিক্ষা?
অশ্বমেধের হোতা বিশ্ববিজয়ী শূর নৃপতির তুমি রণদীক্ষা?
বধ্যের বুকে ভাতি, মন্ত্রের চির সাথী, সদ্য-ছিন্ন শিশু-মুণ্ড?
জল্লাদ ঘাতকের পুষ্পিত আহ্লাদ, শ্মশান-প্রেতের তুমি তুণ্ড?
বীরাচারী কৌলের কাপালিক অঘোরীর স্বৈরাচারের হ্রীং মন্ত্র?
বহু শাখে ভাগ হয়ে জাগিলে কি বেদ-জয়ে বজ্রযানীর নব যন্ত্র?
ভার্গবী হিংসা কি আজো আছ রঞ্জিয়া বর্ণগুরুর গৃহকুঞ্জে?
প্রস্ফুট তুমি বনে মৃগ্যের বেদনা কি মৃগয়ার দুষ্কৃতিপুঞ্জে?

তীর্থঙ্কর-জিন-পদরেণু করিল না ও-বুকে সুরভি রেণু সৃষ্টি!
রজোরাগ হরিল না, পরাভূত বুদ্ধের সম্ভাবদাত প্রেম-দৃষ্টি!
নিমাইএর অশ্রুও নিষ্ঠুর বুকে তব সৃজিতে নারিল মধু-গন্ধ!
গেল বৃথা গুঞ্জরি ভক্তের মাধুকরী গুণীদের প্রেম-গীতি-ছন্দ!
বৃথাই বিশ্বকবি প্রেমপঙ্কজরবি বর্ষিল করধারা বঙ্গে!
বৃথাই শবরমতী আশ্রমে মহাযতি আঘাত সহিল সারা অঙ্গে!
শুভ্র সুরভি হবে পুণ্য পরাগে কবে, লভি মধু বৃন্তের রন্ধ্রে,
সে শুভদিনের লাগি   বসে আছি কবে জবা
তোমাতে পূজিব শ্যামচন্দ্রে॥

(জবা হিংসাত্মক বৈদিকধর্ম্মের প্রতীক)

সেফালি

বিদায়-পথের যাত্রী হলাম নিভ্‌লে রাতের দীপালি,
পিছন হতে হিমেল প্রাতে ডাকলি কেন সেফালি ?
উৎসবও সব ফুরিয়ে গেছে, ম্লান হয়েছে জ্যোছনা,
দিগ্বলয়ে কুণ্ডলিত দিন-ফুরানোর শোচনা।
জাড়ের আড়ি পড়তে সুরু, ঘাড় গুঁজে রয় মরালী,
বিসর্জ্জনের বাজনা বাজে, নৃত্য করেন করালী।
ছাতিম ফুটার দিন গিয়েছে, থলকমল আর ফুটে না,
মনে বনে কোথাও অলি মৌমাছিরা জুটে না।
ক্ষেতের ফসল ডাকছে আমায় নেতের কেতন দুলায়ে,
ফুলের পালা সাঙ্গ, কেন ফেরাস আবার ভুলায়ে ?
ডাক না শুনে চল্‌ব সোজা, কোথায় বা সে ক্ষমতা ?
বিদায় নিলাম, বিদায় আমায় কই দিল হায় মমতা ?
সেফালি, তোর আয়ু-শেষের পাণ্ডুতা যে বয়ানে,
দীন চাহনি ঝল্‌ছে যে তোর অশ্রুভরা নয়ানে।
অমর ক'রে রাখ্‌ব যে তোর বিদায়-ভাষণ সুরভি,
ছন্দে আমার কই শকতি, গাইব কিসে পূরবী ?
মিছামিছি ডাকলি আমায় হায় রে কেবল কাঁদাতে,
বিদায়যাত্রা ভাঙ্‌লি আমার পিছন-ডাকা বাধাতে।
কুন্দকলি মুখ তোলে ঐ, ঘাড় নাড়ে বন্‌তুলসী,
কেমন ক'রে বিদায় নেব—দিচ্ছে উঁকি অতসী॥

শান্তিনিকেতন

(রবীন্দ্রনাথের প্রতি শান্তিনিকেতন)

ভুবন-ডাঙার মাঠ কত যুগ হ'তে ছিনু পড়ি
নির্ম্মম পঞ্জরতলে জীর্ণ নর-কঙ্কাল আঁকড়ি',
নিশীথে দস্যুর দল লুকাইত মম গুল্ম-বনে,
শবভুক্ ফেরুদল চীৎকারি উঠিত ক্ষণে-ক্ষণে।
কঙ্করে খুঁজিত ধেনু দূর্ব্বাঙ্কুর দিনের বেলায়
ক্রৌঞ্চেরা সেবিত রৌদ্র, রাখালেরা মাতিত খেলায়॥
অহি-নকুলের দ্বন্দ্বে শোণিতাক্ত নখরক্ষোদিত
এ রূঢ় রাঢ়ের খণ্ড। ভাগ্য মোর এ কি আশাতীত।
কেমনে সন্ধান পেলে বাহিরে আনিলে তুমি টানি'
বত্রিশ-পুত্তল-ধৃত রসরাজসিংহাসনখানি
আমার অন্তর হ'তে ? পূর্ণ ছিল বল্মীকের স্তূপে
অঙ্গ মোর, বিদারি' তা অভিনব শ্লোকচ্ছন্দোরূপে
বাহিরিল রস-ধারা, বোধি-ধারা যুক্ত তার সাথে,
জানি না কে সমাহিত ছিল মোর অশ্বত্থ-ছায়াতে।
নব নিরঞ্জনা সনে তমসার অপূর্ব্ব-মিলন,
তমস্বিনী সাথে হেথা নিরঞ্জনা দিবার মতন।
সহসা ফিরিয়া পেল হারা কণ্ঠ যেন এ ভারত,
এক সাথে উচ্চারিত চৈত্য, মঠ, আশ্রম, সংসৎ,
নবযুগ-সূর্য্যোদয়ে। যত মুস্তা উশীরের মূল
ভূপঞ্জর ত্যজি' ব্যোম ধূপধূমে করিল আকুল।
তোমার চরণস্পর্শে মোর প্রতি পল্লব-মর্ম্মর,
প্রতি তৃণ, প্রতি কীট, অপার্থিব সঙ্গীতে মুখর ;
অসাড় কঙ্করধূলি রসাবেশে জীবনচঞ্চল,
নিখিল ধরণী চায় মোর পানে বিস্ময়-বিহ্বল।

গাহিছে তিত্তিরি হ'য়ে প্রতি পক্ষী নবোপনিষৎ,
মিলে এ সংহিতা-ধামে কত তন্ত্র, কত শত পথ।

হে রবি, সহস্রদলে চিৎসরোজ ফুটালে আমার
তোমার সহস্র করে। বাণীভুজে বাজে অনিবার
সহস্র তারের বীণা সে সরোজে। বিশ্বে ছিল যত
অকথিত বাণী, সুপ্ত ধ্বনি, সুর, গীত অনাহত,
নিঃশেষে মূর্চ্ছনা লভে। শোনে মুগ্ধ বিশ্বচরাচর,
কোটিকর্ণ-বলয়িত চিত্ত মোর কাঁপে থর থর।

কত যুগ যুগ হ'তে পুঞ্জীভূত রসের সঞ্চয়
নিঃস্বা হ'য়ে করে দান সরস্বতী—এ কি এ বিস্ময়!
বিনা তপস্যায় তাহা লভে আজ বিশ্ব কুতূহলী.
আমারে ঘিরিয়া আজি বিকশিত অযুত অঞ্জলি।
গৌরবের নাই সীমা। এ-মহিমা স'বে কি আমার?
স্বয়ম্ হিমাদ্রি নারে বহিবারে এ গৌরব-ভার,
সহিবারে এ মহিমা। পদে পদে কণ্ঠ পায় বাধা
উচ্ছ্বসিত দৃপ্তস্বরে প্রচারিতে আপন মর্য্যাদা।
ক'দিনের এ জয়শ্রী? থাক্ আত্মগৌরবের কথা,
শালবনে ঘনাইছে প্রত্যাসন্ন বিচ্ছেদের ব্যথা।

তোমা পানে চেয়ে দেখি, হে আমার চিত্তের সম্রাট,
লোকোত্তর ভাবনায় আকুঞ্চিত তোমারো ললাট।
বিশ্ব-মহামানবের চিত্তলোক-অস্তাচলপানে
ঘন ঘন চাহ তুমি। ক্লান্তকণ্ঠে অনন্তের কানে
কি যেন কহিছ ধীরে। চারিদিকে বৈতালিকদল
তব আয়ুষ্কামনায় উচ্চে গাহে জয়ন্তী-মঙ্গল।
স্বস্ত্যয়ন-হোমধূমে হেরি' তব গুণ্ঠিত আনন,
কুণ্ঠিত মহিমা মোর, স্বস্তি-সুখ হারায় এ মন।

তোমার বীণায় বাজে সকরুণ সায়াহ্ন-পূরবী,
মর্ম্মরে মহুয়াবনে তপ্ত তব নিশ্বাস সুরভি।
কোন্ দূরদিগন্তের প্রান্তে শুকতারার আশ্বাস
অজ্ঞেয় রহস্য-জাল ভেদি' আনে বোধন আভাস,
পরশে ললাট তব। অতীন্দ্রিয় আনন্দ-ঘনিমা
গোধূলি-দিগন্ত সম মুখে তব ফুটায় শোণিমা।

আজি শুধু মনে পড়ে, কতবারই বলিয়াছ হায়
পথের ধূলার মত জড়ায়ে যা ধরে দুটি পায়
অনন্ত পথের যাত্রী—দেয় তাহা ফিরায়ে ধূলিরে,
প্রভাতের আমন্ত্রণে নব নব পূর্ব্বাচলশিরে,
জীবন-উৎসব-শেষে মৃৎপাত্রের মত পায়ে ঠেলে
চলে যায় মহোৎসব-ক্ষেত্রখানি উপেক্ষায় ফেলে।
বৃথা প্রেম রোধে পথ। এই কথা বার বার স্মরি'
উঠে মোর অন্তরের ধূলিমাটি শিহরি গুমরি।
সায়াহ্নের রবি পানে যত চাই আরক্ত গগনে,
সপ্তপর্ণ-তরুশির হেরি স্নাত অন্তিম কিরণে,
গ্রামান্তের রেখা যত মুছে দেয় গোধূলি-আঁধার,
বিদায়-মাঙ্গল্য বাজে ক্লান্তকণ্ঠে পিক-পাপিয়ার,
কোণার্কের কথা স্মরি' চিত্ত তত হয় যে অধীর।
চলিষ্ণু রথের রবি,—তার লাগি বৃথা শ্রীমন্দির,
যুগযুগান্তের পথে যাত্রা তার অবিশ্রান্তগতি—
এ সত্য না বুঝি হায় সিন্ধুতীরে গড়িল নৃপতি
রবির দেউলখানি, করি' চিত্র-কলাশ্রীমণ্ডিত,
সেথায় অসংখ্য যাত্রী শঙ্খনাদে সম্ভ্রমে মিলিত
বন্দিল সহস্রকরে। স্মরি' শুধু তার পরিণাম
গৌরবের তুঙ্গশিরে চিত্ত মোর গাহে সন্ধ্যাসাম॥

সিন্ধু-তীরে

বিদায় সিন্ধু, আসি,
প্রবাস-বন্ধু, নীলছন্দের লীলানন্দের রাশি।
ফুরালো জীবনে নয়নোৎসব লহরীপুঞ্জ গোণা,
সন্ধ্যাপ্রভাতে তোমার নান্দী বন্দনা গান শোনা।
ঊর্ম্মি-কেশর ছুঁয়ে ভয়ে ভয়ে ফুরাইল ছেলে-খেলা,
ফুরালো বালুকা-মন্দির গড়া আনমনে সারাবেলা।
হেরিব না আর ফণাসহস্রে নিশীথে মণির দ্যুতি,
মহানীলিমায় ইন্দ্রিয়াতীত লভিব না অনুভূতি।

ছেড়ে যেতে তাই পিছু পানে চাই, আর একবার হেরি,
আগাতে পারি না, পদে পদে বাধা দেয় বালুকার বেড়ী।
ফিরে ফিরে আসি আর একবার শেষ দেখে যাবো ব'লে,
এই ছুতা ধ'রে আসা-যাওয়া ক'রে সারাদিন গেল চ'লে।
বালুতল হ'তে গুল্‌ফ ধরিয়া প্রীতির ফল্গু টানে
বল্গিত হয় যাত্রা আমার চাহিলে তোমার পানে।

ক'দিনের তরে মোর শৈশব আবার ফিরায়ে দিলে,
বহু বছরের গুরুভার বোঝা, তরঙ্গে ভাসাইলে।
লভেছি তোমাতে ভূমার আভাস—অসীমার সন্ধান,
ইন্দ্রনীলের কুম্ভে করেছি অমৃতানন্দ পান।
রণাবসন্ন সন্তান মা'র অঙ্কে আসিনু ফিরে—
আত্মা আমার ফিরে এলো তার যেন সে আদিম নীড়ে।
সৃষ্টির সেই নব প্রভাতের,—শত জনমের আগে—
প্রাকৃতজীবন-মাধুরীর স্মৃতি ভিড় ঠেলে ঠেলে জাগে।
ক্ষার-সমুদ্র নহ তুমি, মোর ক্ষীর সমুদ্র তুমি,
রমাপদাঙ্ক পঙ্কজদলে ভরা তব তীরভূমি।

লীলা ফেলি পুন ফিরিতে হইবে শিলা ঠেলিবার কাজে,
শ্বাসরোধকর সেই অজগর-বিবর নগর মাঝে।
আত্মার যেন পুনর্জন্ম পুণ্যের অবসানে,
কুলীরক যেন দংষ্ট্রায় ধরি' কবলে সবলে টানে।

ফিরে যেতে হবে, দৃষ্টি যেথায় যখন যেদিকে ধায়
প্রাচীরে ব্যাহত হইয়া জানায় ব্যাঘাতের বেদনায়।
ফিরে যেতে হবে, সৃষ্টি যেথায় মানুষেরই চারিদিকে
ঢেকেছে পাথরে লোহালক্কড়ে স্রষ্টার সৃষ্টিকে।

ঠাঁই নাই মোর, হে বিরাট, তব লোকাতীত পরিষদে,
তোমারে ছাড়িয়া, ফিরে যেতে হবে জন-পদ গোষ্পদে।
অমৃতের লোভ দেখায়ে সিন্ধু কেন চঞ্চল করো,
জঠরের দায়ে মোর দাস্যের 'স্যন্দনিকা'ই বড়। *
যাই তবে যাই মিছে শুধু এই বাতুলের মত বকা,
যাই তবে যাই জীবন-জুড়ানো ভুবন-ভুলানো সখা।
যাই তবে যাই চিরসুধাকর ক্ষুধাতৃষাতাপহারী,
কাব্যের গুরু, মুক্তিদিশারু, ভক্তির ভাণ্ডারী।
তবে যাই ভূমা, অল্পের লোভে মিছে আর মায়াডোর,
ব্যথার সিন্ধু বক্ষে বহিয়া, পাথার বন্ধু মোর।
লোণা জল তার আজি অনিবার নয়নে আমার ঝরে,
প্রেমতৃষাতুর সৈকতে তব আত্মবিলোপ করে।
সংগ্রাম ডাকে, বিদায় বিদায়—তরল বৃন্দাবন,
বিগলিত প্রেম কল্পস্বপন, আনন্দ রসায়ন।

---

* যদন্তরং স্যন্দনিকা সমুদ্রয়োঃ—রামায়ণ।

পালামৌ

ঐ যে গিরির গায় শোভিছে গিরি,
তমালপিয়াল ছায় রয়েছে ঘিরি',
নীলাকাশে দিক্ শেষে ধূমাইয়া ঠিক মেশে,
দ্যুলোক-দেশের পথে সাজানো সিঁড়ি।

স্বপনপুরীটি বুঝি মায়ায় গড়া,
পালখ-দুলানো হুরী পরীতে ভরা।
কাছে ভাবি যাও যত, আরো দূর, দূর কত ?
নীল মরীচিকা যেন বুদ্ধিহরা।

যেখানে আঙুল দিয়ে বালুকা খুঁড়ে'
জলপান করে রাহী আঁজুল পূরে।
যে নদী শুকানো মরা, দেখিবে দু'কূলভরা
পার হয়ে কিছু পরে আসিতে ঘুরে।

পাষাণ চিরিয়া যেথা ফোয়ারা ঝরে,
কোলবালা সাঁজবেলা সিনান করে।
কোমরে দু'হাত দিয়ে নারী চলে জল নিয়ে,
তিনটি গাগরী রেখে মাথার 'পরে।

কালো পাথরের ছবি নিখুঁত হেন
কিশোরী চলেছে ছুটে যমুনা যেন।
কে বলিবে ঝোপে-ঝাড়ে উজান বহাতে তারে
বাঁশরীটি বারে বারে বাজিছে কেন ?

আপনার বাহুবল, প্রাণের প্রভু,
তরুণী এ দুটি সার, ভুলে না কভু ;
পতিরে বিঁধিতে এলে বুকে তীর ধ'রে ফেলে ;
প্রেম সে মাতাল বটে, অটল তবু।

বকুলের বালা পরে বালক-বালা,
গলে শোভে লালনীল স্ফটিকমালা।
পাখীর পালখ চুলে, পুঁতির নোলক দুলে,
মহুয়ার ছায়াতলে নাট্যশালা।

মহুয়ার মদে চোখ ঘোরালো ভারি,
জোরালো জোয়ান কোল ধনুকধারী,
ভালুকে ধরিয়া কানে গুহা থেকে টেনে আনে,
বালক ঝাঁপায়ে পড়ে পৃষ্ঠে তারি।

চকিত চটুল মৃগ আয়ত-আঁখি
ছুটেছে পিয়ালরেণু গায়েতে মাখি।
রঙীন-স্বপন-আঁকা শিখীরা ছড়ায় পাখা,
একসাথে ধরে তান হাজার পাখী।

মহুয়ার ফুলে সুরা চুঁয়ায়ে পড়ে,
মাদলে শিরীষ ফুল-বাদল ঝরে।
দাঁড়ালে বকুল-মূলে পা' দু'খানি ডুবে ফুলে,
রূপ-অভিমানে নীপ শিহরি' মরে।

নদীতটে জ্যোছনার ফিনিক ফুটে,
মাণিক উজলে বনরাণীর মুঠে ;
এলায়ে চিকন চুল দু'কানে রতন দুল,
জোনাকী-চুমকি-খচা আঁচল লুটে।

ঢেউএর উপরে ঢেউ শোভিছে গিরি,
যেথায় নাহিয়া দিঠি আসিছে ফিরি,
নাগবালাদের দেশে নিয়ে যায় দূতী এসে,
ঐ খানে আছে বুঝি সুড়ঙ সিঁড়ি॥

মন্দিরে-না-সিন্ধুনীরে ?

মন্দিরে কি সিন্ধুনীরে কোথায় আছ, জগন্নাথ ?
পবিত্র এ ক্ষেত্রে তোমায় কোথায় করি প্রণিপাত ?
দেখলে ভেবে রয় না দ্বিধাব ধুক্‌ধুকুনি বুকটিতে।
বন্ধমাঝে তেম্‌নি আছ—যেম্‌নি আছ মুক্তিতে।
হেরি হেথায় সকল ঠাঁয়েই কি তারকা, কি গ্রহে,
অনন্তনীল বিস্তারণে, দেবালয়ের বিগ্রহে।
অসীম হতে সসীম পথে নিত্য তোমার যাতায়াত,
সিন্ধুতীরে—শ্রীমন্দিরে তোমায় নমি জগন্নাথ।

শিল্প-শোভায় তেম্‌নি আছ যেমন আছ নিসর্গে,
আছ মানব-সংসারে এই যেমন বিরাগ-বিসর্গে।
রণোন্মাদে তেম্‌নি আছ, যেমন আছ শান্তিতে ;
রুদ্রে আছ, ভদ্রে আছ, উত্তালতায়—ক্ষান্তিতে।
সৃষ্টি পালন লয়ের মাঝে সমান তোমার অধিষ্ঠান,
চক্রগদায় ধ্বংস করো, পাঞ্চজন্যে অভয়দান।
অন্ন দিয়ে পালন করো, বন্যা দিয়ে সমুৎখাত।
স্তব্ধ তুমি, ক্ষুব্ধ তুমি—তোমায় নমি জগন্নাথ।

শান্ত-সাকার, তুমিই আবার অপ্রশান্ত নিরাকার,
বাঙ্‌মানসাতীত হ'য়েও 'যোগক্ষেমে'র বইছ ভার।
উপচারের স্তূপের ভারে লুপ্ত তোমার পদদ্বয়,
প্রচণ্ড তাণ্ডবে আবার ঠেল্‌ছ পায়ে অর্ঘ্যচয়।
শ্রীমন্দিরে তোমার পাতা মধুপুরীর সিংহাসন,
উদ্বেল উদ্দণ্ডলীলায় সিন্ধু তোমার বৃন্দাবন।
মানব তোমায় চামর ঢুলায়, দানব ঢুলায় ঝঞ্ঝাবাত,
দারুব্রহ্ম,—বারি-ব্রহ্ম,—তোমায় নমি জগন্নাথ॥

স্বর্গদ্বারে *

অই জানালার কাছে মেয়েটি বসিয়া আছে
গালে রাখি' হাতখানি তার ;
রক্তহীন মুখখানি, ক্ষীণ পাণ্ডু দুটি পাণি,
শিরে কেশ করে হাহাকার।

অগাধ কারুণ্যে ভরা যেন কাচ দিয়ে গড়া
স্বচ্ছ ম্লান চোখ দুটি মেলি'
সিন্ধুপানে চেয়ে চেয়ে কি দেখিছে অই মেয়ে ?
দেখিছে কি তরঙ্গের কেলি ?

ও যে চেয়ে আছে হায় দিগন্তের নীলিমায়
অজানা সে অসীমের পানে।
প্রতিটি তরঙ্গ-স্রোতে অজানা দিগন্ত হ'তে
অনন্তের আমন্ত্রণ আনে।

হুহু ক'রে আসে বায়ু দীপসম কাঁপে আয়ু,
ঘনায়ে আসিছে আঁধিয়ার,
চিতাধূমময় রথে যেতে হবে অই পথে,
অই পথ অকূল অপার।

সে পথে জ্বলে না বাতি, অশেষ তামসী রাতি,
জ্বলেনাক চন্দ্র-তারা-রবি ;
মিলিবে না কারো দেখা, যেতে হবে হায় একা,
একূলে পড়িয়া র'বে সবি।

---

* পুরীর স্বর্গদ্বার যক্ষ্মারোগীদের আশ্রয়।

অর্দ্ধেক বন্ধন খুলে এসেছে সিন্ধুর কূলে,
পিছে টানে অর্দ্ধেক বন্ধন,
শুকানো মৃণাল 'পরে ঢুলে পড়ে বায়ুভরে
হেমন্তের পদ্মের মতন।

ধরণীর কোল ত্যেজে যেতে ভয়াতুর সে যে,
তবু যেতে হবে মনে জানি'
খুঁজিছে দিগন্ত-লোকে নীরক্ত আয়ত চোখে
বুঝি চিরশরণ্যের পাণি ॥

স্বাস্থ্যনিবাসে

হের প্রিয়ে, নদীতটে দীর্ঘায়ত তরুণ সবল
ঘনপত্রসমাচ্ছন্ন শালতরু জীবন-চঞ্চল
উঠিয়াছে বীরদর্পে তেজে রসে পূর্ণ প্রাণবান্,
শক্তির গৌরবে করে পত্রপুটে মিত্রালোক পান
অবিশ্রান্ত। রোগশীর্ণ জীর্ণ মোর পঞ্জরের তলে,
—লজ্জা হয় বলিবারে—অকারণে হিংসানল জ্বলে
হেরি ওরে। পাইতাম আহা যদি উহার মতন
সতেজ সবল স্বাস্থ্য, রসঘন শ্যামল যৌবন
কয়টি বরষ তরে। শতবর্ষ যৌবন উহার,
কয়টি বৎসর তার মোরে তরু দেয়নাক ধার
ক্ষত্রবীর পুরুসম, লয়ে মোর এই স্বাস্থ্যহীন
তারুণ্যের নামধারী রোগপাণ্ডু জীর্ণতা মলিন ?
আমি বড় স্বার্থপর ? স্বার্থ নয়, এ যে বড় ব্যথা,
জড়ায়ে ওঠেনি ওরে দেখিছ না কোন বনলতা,
তাই বলিয়াছি প্রিয়ে। তোমা পানে যত চাই সখি'
হিংসা হয় তত মোর অই শালতরুরে নিরখি ॥

তোপচাঁচী দর্শনে

[ধানবাদ মহকুমার কয়লাখাদ অঞ্চলের দারুণ জলকষ্ট নিবারণের জন্য কলের জল সরবরাহের উদ্দেশ্যে পার্শ্বনাথ-পাহাড়ের নিকটে একটি হ্রদ খনন করা হইয়াছে। উহার নাম তোপচাঁচী হ্রদ।]

পার্শ্বনাথের পার্শ্বে হেথা খুল্লে কে জলসত্র ?
শুক্‌নো শাখায় আজ তা জাগায় মঞ্জরী-ফল-পত্র।
মৌয়া ফুলের গন্ধ সু-রস আরো হ'ল মিষ্টি,
কোল-তরুণীর দগ্ধ চোখে স্নিগ্ধ হ'ল দৃষ্টি।
অঙ্গারিকার অঙ্গ আজি ভরে কুসুমপুঞ্জে
জীবন পেয়ে কয়লা-কুচি ভোম্‌রা হ'য়ে গুঞ্জে।
ঘনীভূত অগ্নিজ্বালার স্পর্শ যে দেয় শৈত্য,
অশ্রুমোচন করে যত ভস্মলোচন দৈত্য।
শেওলাফুলের মাল্য দুলে কয়লা-কুলীর বক্ষে,
পাহাড়-হাড়ে দূর্ব্বা গজায়, স্বপনমায়া চক্ষে।
বল্কভূষা শবরী পায় পট্টবাসের তৃপ্তি,
শ্মশান-প্রেতের হৃদঙ্গারে অট্টহাসের দীপ্তি।
ভরে নবীন নবীন জীবে গিরিমাতার অঙ্ক,
কুকুরী তার তৃষ্ণা জুড়ায় শূকরী পায় পঙ্ক।
উপনিবেশ রচে হেথায় বিদেশী সব পক্ষী,
শালের ডালে পলাশ বনে চাক রচে মৌমক্ষী।
দিগ্‌বালিকার শূন্য গলায় বকের মালা দুল্‌ল,
সলিল পেয়ে বাঘবাঘিনী শোণিত-তৃষাও ভুল্‌ল।
জলপিপি পানকৌড়ি আসে মিষ্ট জলের গন্ধে,
শীর্ণা ধেনু পয়স্বিনী নবীন তৃণের কন্দে।
মাদলে সুর-বাদল ঝরে, অঙ্গে ঝরে ঘর্ম্ম,
সিক্তসরস কণ্ঠ আজি তৃপ্তি ভরে মর্ম্ম।
নিজের তরেই কাটান দীঘী বিলাসী রাজহংস,
পশুপাখী সবাই লভে মিষ্ট জলের অংশ॥

তাজমহলে

১

আরোহি' তাজের ছন্দোবলয়িত সমুচ্চ মিনারে
মনে হয়, বন্দিয়াছে কত কবি রসচ্ছন্দোহারে
এ মন্দিরে, বলিয়াছে, দিব্য প্রেমে মর্ম্মরের রূপ
দিয়াছে মর্ম্মের রসে প্রিয়াহারা ভারতের ভূপ।
আমার অকবি-চিত্ত চলে যায় অতীতের পানে
যখন অযুত শিল্পী জুটিয়াছে ইহার নির্ম্মাণে
স্বেদসিক্ত ক্লিষ্ট দেহে। কত কৃষকের শ্রমজল,
প্রজার হৃদয়শুক্তি, নয়নের কত মুক্তাফল
রাজার শাসনে এসে অঙ্গপুষ্টি করেছে ইহার
রাজশ্রী-মণ্ডনশিল্পে। হাহাকার করেছে পাহাড়,
তাহার হৃদয় ভেদি' লুণ্ঠি' তার পিশিত-পঞ্জর,
বসুন্ধরা-কুক্ষি চিরি' সম্রাটের নিশিত খঞ্জর
এনেছে সর্ব্বস্বধন। কত বধূ কর্ণের কুণ্ডল
সঁপেছে রাণীর শবে। যমুনা তুলিয়া কোলাহল
করিয়াছে আর্ত্তনাদ। শত শত শিল্পীর ছেদনী
উৎকীর্ণ করেছে শিলা, উর্দ্ধে জাগে শাসন-তর্জ্জনী ;—
শত শত প্রহরীর রৌদ্রোজ্জ্বল মুক্ত তরবার
কত দূর—দূর হ'তে আসি হেথা লইয়া বিদায়
কত শিল্পী প্রেমনাট্যে প্রথমাঙ্ক না হ'তে সমাধা
জুটিল যে রাখিবারে সম্রাটের প্রেমের মর্য্যাদা
শোকপর্ব্ব-সমারোহে। তারপর বিদায়ে জানি না—
তাহারা লভিল কিনা দাক্ষিণ্যের প্রতুল দক্ষিণা
কিনিতে মথুরা হ'তে একগাছি হেম-কণ্ঠহার
প্রেমের রাজশ্রী-গর্ব্বে সাজাইতে কৃশাঙ্গ কান্তার,
অথবা ফিরেছে যবে বক্ষে বহি' প্রেম উপায়ন,
দেখেছে তাদের গৃহ অন্ধকার—নীরব, নির্জ্জন।

প্রেম ধরিয়াছে শোকে মর্ম্মরের মর্ম্মে অবয়ব,
তাই যদি সত্য হয়, শোকার্ত্তের রাজশ্রী-গৌরব,
রাজদম্ভ আড়ম্বর কোথা গেল ? রাজার প্রতাপ
সমারোহে ঘটা ক'রে কোথা তবে করিছে বিলাপ ?

২

আজি শুধু মনে পড়ে—গিয়েছিনু দূরবর্ত্তী গ্রামে,
শুক্ল অষ্টমীর চাঁদ যখন দিগন্তে নামে নামে,—
ফিরিয়া আসিতেছিনু আলি-পথে ; সম্মুখেই গ্রাম,
কোথা সাড়া-শব্দ নাই, জীবলোক করিছে বিশ্রাম
নিদ্রার বৎসল অঙ্কে। পাশে এক তেঁতুলের গাছে
বাদুড়েরা জানাইছে একমাত্র তা'রা জেগে আছে।
আমবাগানের পাশে নিমগাছে ঘেরা গোরস্তান,
পাশ দিয়া আসিবারে ভীতকণ্ঠে ধরিলাম গান।
ডান পাশে মোরে দেখে ভয়ে ভয়ে কে যেন লুকায়
শুষ্ক পত্র মুখরিয়া, ত্রাসে মোর পরাণ শুকায়।
'কে রে' বলি চীৎকারিয়া ত্রস্তকণ্ঠে, দাঁড়ালাম থামি'
নিশাচর এল কাছে, সেলাম করিয়া কয়, "আমি
শাজাহান শেখ, কত্তা।" বাঁচা গেল, ভূত প্রেত নয়।
শুধালেম "এত রাত্রে হেথা তুই ! করে নাক ভয় ?"
জাহান কহিল, "কত্তা, এ গরমে ঘরে থাকা দায়,
একটুও হাওয়া নাই। জ্বালাতন করিল মশায়।
হেথা বেশ ঠাণ্ডা হাওয়া, পায়ে পায়ে বেড়াতে বেড়াতে
জোচ্ছনার আলো পেয়ে—যাব আর কোথায় এ রাতে—"
কুণ্ঠিত জাহান যেন করিয়াছে কত অপরাধ।
অন্যমনা হ'য়ে চলি। মনে মোর বিস্ময় অগাধ,
তার কালো কপোলের তলে হেরি একবিন্দু জল
চন্দ্রালোকে—মুক্তা-সম তখনো করিছে ঝলমল।

চলিয়াছি নিরুত্তর। কত কথা শুধায় জাহান।
আমি ভাবি শুধু এই জাহানের প্রেম কি মহান্।
এক বর্ষ হ'ল গত হারায়েছে বেচারা প্রিয়ায়,
এখানে কবর তার গোরস্তানে অশথতলায়
শুষ্কপত্রে সমাচ্ছন্ন ; তার 'পরে তুলিছে মর্ম্মর
বেজি কাঠবিড়ালীরা। জ্যোৎস্নারাতে গড়ালে দুপর
আসে সে, ভোলেনি আজো। প্রেম তার রহিল না ছাপা,
হৃদয়-কালিন্দীকূলে কথা দিয়া যত দিক্ চাপা॥

গিরিধির উস্রিতটে

(এই বাড়ীগুলিতে একসময়ে যক্ষ্মারোগীরা বাস করিত।)

উস্রিতটের বাড়ীগুলি পানে চেয়ে চেয়ে আজি হায়,
কল্পনা মোর মহাপথ দিয়া অনন্ত পানে ধায়।
শীর্ণ শিকের বাতায়নফাঁকে,—বসি হোথা সাঁঝে ভোরে
মহাযাত্রার স্বপ্ন দেখেছে কত জনই ঘুমঘোরে।
মৃত্যুজয়ের মন্ত্র জপিয়া বসিয়া বসিয়া তারা
অসীমের সনে রচিয়া গেল কি মনোময় যোগধারা ?
তীর্থও বলা যায়,
মরণপথের পান্থশালা এ উস্রির কিনারায়।

রুগ্ণ শয়ন বড় অসহন, কিছুতে স্বস্তি নাই,
বৈকাল হ'তে জানালার পাশে আসন নিয়েছে তাই।
দেখিয়াছে তারা, গাছে গাছে পাখী খেলিয়াছে ঝাঁকে ঝাঁকে,
দিবসের রোদ আসিয়াছে পড়ি শালবীথিকার ফাঁকে।
দিনের আত্মা অস্ত গিয়াছে দূর গিরিটির পাশে,
নিভিয়া এসেছে সকল আলোক তাহাদের নিশ্বাসে।

পাখীগুলি তুলি তান
ধূসর গোধূলিরূপী মরণের গেয়েছে স্বাগত-গান।
গোণা ক'টি দিন, তাদেরি একটি হইয়াছে যবে শেষ,
কি ভেবেছে তারা দিগন্তপানে চেয়ে চেয়ে অনিমেষ?
তরুণ হৃদয়ে বাসা বেঁধেছিল কত আশা মনোরথ,
তাদের ধেয়ানে কি ভাবে কে জানে জাগিয়াছে মহাপথ।
ভেবে ভেবে তারা ওপারের কিছু পেয়েছে কি সন্ধান?
তাদের বুকের রক্তসন্ধ্যা কিসে পেল নির্ব্বাণ?
দেখেনি কি থেকে থেকে
উস্রির তটে তাদের চিতাই জ্বলিতেছে একে একে?

ব'সে ব'সে তারা চিরবিদায়ের কি করিল আয়োজন?
অজানা পথের কি পাথেয় তারা করেছিল আহরণ?
হোথা ব'সে-ব'সে ফেলিল কি তারা সব বন্ধন খুলি'?
ফেলিল কি মুছে অশ্রুসলিলে জীবনের মলা ধূলি?
ধরার মমতা গেল কি ভাসিয়া পরা চিন্তার স্রোতে?
চিরশান্তি কি হ'লো বরণীয় রোগ-যন্ত্রণা হ'তে?
আজি মনে জাগে সাধ
শুনিতে তাদের বিদায়-পথের হৃদয়ের সংবাদ।

জানালার শিক শীর্ণ হয়েছে তাদের হাতের ঘামে,
তাদের হেলানে দাগ ধ'রে আছে দেওয়ালের চূণকামে।
তাদের তপ্ত নিশ্বাস ফোঁসে আজও শালবনমাঝে,
তাদের মর্ম্ম-পীড়া মরমরে শুষ্ক পাতায় বাজে।
আজি তারা হলো পরমাত্মীয়, কালো ছায়াছবি-সম
তাদেরি ভাবনা জাগে পর পর আজি অন্তরে মম।
আজিকে সবার শোক
জাগায় এ মনে জ্যোতিহারা শত আয়ত কাঙাল চোখ॥

কোগ্রামে

(কোগ্রাম বা উজানি অজয়তীরে, গ্রন্থকারের পূর্বপুরুষের নিবাস,
কবি কুমুদরঞ্জনের জন্মভূমি, সাধককবি লোচনদাসের পাট)

তোমারে হেরিতে বহুদিন হতে ছিল যে অভিপ্রায়
ঘাট পার হ'লো আরো দেরি শোভা পায় ?
শুভ কার্ত্তিক মাসে
সবুজ পাথার সাঁতারি তোমায় দেখিবার অভিলাষে
কুন্নুর হইনু পার
দূর হতে তোমা আশ্রমসম লাগিল চমৎকার।
হেরিনু তোমার ঘেরি চারিধার শুচিতার সঞ্চার।
তোমার মাটিতে হাঁটিতে হাঁটিতে হইনু আত্মহারা
সর্ব্ব অঙ্গে প্রতিরোম মোর খাড়া হয়ে দিল সাড়া।
চক্ষে পড়িল অজয় বক্ষে সিকতার বিস্তার,
জনমান্তর স্মৃতি যেন মোর প্রাণ করে তোলপাড়।
চিনিনু তোমারে তুমি যে তীর্থভূমি
পিতামহদের চরণের ধূলি আজো ধরে আছ তুমি।
সেই ধূলি দিয়ে পন্থদাসের কূলে
জীবন প্রদীপ রচিয়া জ্বালায়ে তুলসীমঞ্চে থুলে।
সে আলোক-কণা আমার এ দেহমনে
চমকিয়া আজ উঠিতেছে ক্ষণে ক্ষণে।
লোচনের পাটে এ-লোচনে ঝরে জল
মোচন করিতে এ পাণি হারায় বল
শিরার শোণিতে প্রতি কণিকাটি করে ওঠে কোলাহল।

কহ মোরে তুমি কহ
কোথায় সাজিল সাত মধুকর কোথা সে ভ্রমরদহ ?

কোথা চণ্ডীর ঘট
পায়ে ঠেলি সাধু ডেকে এনেছিল কালীদহে সঙ্কট।
ঐ মন্দিরে খুল্লনা মা কি দাঁড়াইয়া জোড়করে
ঢালি আঁখিজল যাচিল কুশল স্বামি-পুত্রের তরে ?
কতদূরে ছিল ইছাই ঘোষের গড়
লাউসেনে যেথা বিজয়ী করিল ধর্ম্মদেবের বর।
প্রেমবন্যায় একাকার হলো নান্নুর কেন্দুলি,
বৈরাগীদল বর্ষে বর্ষে গৈরিক কেতু তুলি
করে আনন্দে কীর্ত্তন অভিযান
লোকে কয় এলো অজয়ে তুফান বান।
আগে আগে তার বাজে লোচনের খোল
গৃহসংসার সব ধ্বসে পড়ে—হরিবোল হরিবোল।
তব আহ্বানে প্রেমকীর্ত্তন আসে
কৌপীন শুধু থাকে সম্বল আর সবি ডোবে ভাসে।
কোন্ সেই ভূমা যার তরে সঁপি ঐহিক সম্বল
কীর্ত্তন পথে পাতিয়া রেখেছ কন্থার অঞ্চল।
সন্তান তব সে ভূমার ধারা বহিয়াছে দেশে দেশে
বীর বেশে, চীর বেশে।
একতারা হাতে কত না বাউলে পাঠাইলে দিকে দিকে
খুঁজিতে তাদের মনের মানুষটিকে।
তোমার মানস কুমুদের সৌরভে
মোদিত করিলে গৌড় বঙ্গ ; আজো চিনে তোমা সবে।
মথুরা কোশল দ্বারকাপুরীর মত
ফুরায়ে আসিছে তোমার ত্যাগের ব্রত।
রাখিয়াছ তুমি শেষ সম্বল বুকের আঁচলে ঢাকি
সেইটুকু তব সঁপিবার আছে বাকি।
চণ্ডীমায়ের চরণে আমার পরম আকিঞ্চন
সুবিলম্বিত হউক তোমার চরম সমর্পণ।

দামোদর উপত্যকায়

(১) তিলাইয়া

ছোটনাগপুরী তিলাইয়া,
বঙ্গভূমিরে বাঁচাও তোমার সঞ্চিত বল বিলাইয়া।
বরাকরভরা বরষার ধারা সাগর সাহারা শুষে লয়,
সারা দেশ তায় করে হায় হায় এত জল পায় অপচয়।
মিঠা এককণা তাহাতে হয় না মহাসাগরের লোণা জল।
আনে হাহাকার হানে ছারখার বুকে বাঙালার আনি ঢল।
নিঃশেষ-নীর নিঃস্ব নদীর করে তুই তীর ধু ধু ধু ধু।
ফলে না ফসল, কৃষকের দল ঢালে শ্রমজল শুধু শুধু
শ্রাবণে পাথারে যাহারা সাঁতারে, প্লাবনে কুটীর ভেসে যায়,
বৈশাখে তারা চাতকের পারা মাগে বারিধারা পিপাসায়।
অভ্রক্ষেতের তিলাইয়া
দোটানায় পড়া দেশেরে বাঁচাও তুই বিরোধীরে মিলাইয়া।

(২) বরাকর

পাগলা বরাকর
তোমার যতন বিধির কৃপা বল' কাহার 'পর ?
যক্ষবিভব পেয়েও তুমি ভিক্ষু দিগম্বর।
তাইত মাগো ভিখ
লক্ষ্মীছাড়ার এই দশা হয় তাইত হওয়াই ঠিক।
প্রেমের পরশ পাওনি তুমি শূন্য ছিল ঘর,
ধনের মর্ম বোঝনি তাই পাহাড়ী বর্বর।
লক্ষ্মী তোমার ঘরে এসে পেতেছে সংসার
নিয়েছে সেই সুগৃহিণী তোমার সকল ভার।
পোষ মানাতে বশ মানাতে যে রূপসী জানে
সংসারী আজ সাজতে হবে তারি প্রেমের টানে।

আর ত নাহি ভয়
শ্রীভাণ্ডারের হবে না আর হেলায় অপচয়।
সেই গৃহিণী করবে তোমায় শাসনে সংযত
অন্নদা মার পাশে রহ ভোলানাথের মত।
হে ভীম ভৈরব,
আসুক থেমে এবার তোমার পাহাড়ী তাণ্ডব।

(৩) দামোদর

রুদ্র দামোদর
ধরো রূপ বৈকুণ্ঠের শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্মধর।
সুজলা সুফলা শস্যে শ্যামা পুন হোক বঙ্গভূমি
পাঞ্চজন্য ধ্মাত কর তুমি।
শব্দে তার গৃহে গৃহে হোক লক্ষ শঙ্খ নিনাদন,
এ বঙ্গের ক্ষেত্রে ক্ষেত্রে কমলার হোক জাগরণ।
পদ্ম তব সারা দেশ পরিমলে করুক সুরভি,
তাহার পরশ পেয়ে স্নিগ্ধ হোক জ্বালাবর্ষী রবি।
গদা তব বন্যাসুরে করুক নিহত
শৈলকুলে শাসনসংযত।
চক্র তব ঘূর্ণমান হোক বেগে দিবাবিভাবরী
বিদ্যুৎপ্রবাহ তায় পড়ুক ঠিকরি।
হে প্রলয়ংকর
ধর তুমি সুপ্রসন্ন চতুর্ভুজ মূরতি সুন্দর।

(৪) মাইথানে

দেখিলাম যে প্রকৃতি সমর রঙ্গিণী
ঘুমায় সে, তার পাশে ঘুমাতেছে সকল সঙ্গিনী।
মানুষ হরিয়া তার প্রহরণ এই অবসরে
বন্দী করিয়াছ তারে লোহার নিগড়ে
বিজ্ঞানের বলে।
দেখিলাম এই দৃশ্য পার্ব্বতমণ্ডলে।

ভাবিলাম একদিন আষাঢ়ের ডমরুর রবে
প্রকৃতির সুপ্তিভঙ্গ হবে।
তারপর? তারপরে কি প্রচণ্ড ভৈরব গর্জ্জনে
সংগ্রাম করিবে জাগি শৃঙ্খলের সনে,
ছিঁড়িতে চাহিবে দন্তে শ্বাসঘন ক্রোধে
লক্ষ লক্ষ পদাঘাতে ভাঙিতে চাহিবে অবরোধে!
প্রহরীরা দেখিবে তা লুকায়ে আড়ালে
দেখিবে শোণিতধারা প্রকৃতির বিক্ষত কপালে।
দেখিলাম যাহা তা-ত মানুষের চোরাই কৌশল,
দুর্ব্বলের চিরন্তন বল,
সেই মহারঙ্গ-দৃশ্য দেখিবার জাগে কৌতূহল।
আবার আসিতে হবে দেখিবারে হেথা অবিশ্রাম
প্রকৃতির ব্যর্থ ক্ষুব্ধ মুক্তির সংগ্রাম।

অজন্তা-গুহায়

"ভদন্ত, জীবনভোর পাহাড়ের গায়
ঘা দিলাম ছেদনীর, কি হবে উপায়
ভববন্ধ-ছেদনের? নাই মোর পাথেয় সম্বল
ভবসিন্ধু তরিবার। এই জন্ম হইল বিফল।
অজন্তার গুম্ফাতলে করিলেন সাধনভজন,
আমি শুধু করিলাম পাথর ছেদন।"

মার-বিজয়ের দৃশ্য করি উৎকিরণ
কয় বৃদ্ধ শিলাশিল্পী শীলানন্দে সজল নয়ন।
শীলানন্দ সে মহাস্থবির
কাষায় চীবর-প্রান্তে নয়নের নীর

মুছাইয়া কহিলেন—"হে শ্রাবক, তোমার ছেদনী—
শুধু শিলা নয় তব ছেদিয়াছে জন্মের বন্ধনী,
তুমি তা জান না।
অর্হত্ব দিয়াছে তোমা শিলার সাধনা ;
শীলের সাধনা মোর তুচ্ছ কার কাছে,
তব সাধনার তুল্য কি সাধনা আছে ?
সুগতের জীবনের প্রতি চিত্রখানি
শিলায় করিলে তুমি লীলায়িত, তাঁর দিব্যবাণী
পুষ্পিত হইয়া আছে সৃষ্টিতে তোমার
তব পদে কোটি নমস্কার।
হৃদয়ের আবেগ আকূতি
দৃঢ় ভক্তি, স্থির মতি, গাঢ় চিন্তা, গূঢ় অনুভূতি,
ঘর্মপাতে সম্পাদিত সর্ব কর্মফল,
দৈহিক জীবনে যত ঐহিক সম্বল,
নিঃশেষে সঁপিয়া দিলে সুগতেরে বিন্দু বিন্দু করি
শিলার পঞ্জরপুঞ্জে মধু হয়ে তুলিল মঞ্জরি'।
একনিষ্ঠ ভাবাবিষ্ট তপস্যার ফল
ভোগ্য নয় তোমার কেবল,
বিশ্ববাসী এ ফলের হবে অধিকারী।
তব সৃষ্টি হবে বন্ধু দেশে কালে দিগন্তপ্রসারী,
ইহালোকে তব সৃষ্টি রয়ে যাবে অক্ষয় অম্লান।
আমাকে ফিরিতে হবে। তুমি বন্ধু লভিবে নির্বাণ।"

তীর্থমন্দিরে

দূর তীর্থে পাষাণ-মন্দিরে
হেরিতেছি দেবমূর্তি দাঁড়াইয়া যাত্রীদের ভিড়ে।
চেয়ে রই দেবতার শ্রীআনন পানে
ভক্তি মোর জাগে না পরাণে।

পাশে হেরি বৃদ্ধা এক ন্যুব্জ পৃষ্ঠ তার
যষ্টিতে রাখিয়া দেহভার,
একদৃষ্টি মূর্তিপানে রয় সে চাহিয়া—
ঝরিতেছে অশ্রু তার লোলচর্ম কপোল বাহিয়া।

সহসা উল্লাসভরে কহিল সে নিজপুত্রটিরে
শীর্ণ পাণিখানি তার বুলাইয়া স্নানসিক্ত শিরে,
"ওরে বাছাধন,
সার্থক করিলি তুই এত দিনে আমার জীবন।"
সেই জনতার মাঝে পুত্র তার তিতি অশ্রুজলে
লুটায়ে পড়িল তার জননীর চরণযুগলে।

সহসা হইল যেন বিদ্যুৎ সঞ্চার
জাগিয়া উঠিল জড় প্রতিমায় দেবতা আমার।
সহসা নামিল ঢল এ শুষ্ক নয়ানে
অঙ্কুরিল ভক্তিবীজ পাষণ্ডের এ পাষাণ-প্রাণে

ধূপগন্ধে আমোদিত মন্দির-চত্বর,
মৃদঙ্গ-মন্দিরা বাজে কাঁসর ঝাঁঝর,
ঘন ঘন হয় শঙ্খনাদ,
দেবতার মুখে হেরি বিগলিত পরম প্রসাদ।

মাতাপুত্র দেবতার ত্রিবেণী-সঙ্গম
আমার স্থাবর চিত্তে করিল জঙ্গম।
অনন্ত মুহূর্ত হয়ে সে সু-ক্ষণ জাগে মোর মনে—
যেন নব শুকতারা নিশান্ত-গগনে।

অশ্বত্থ

"অশ্বত্থঃ সর্ব্ববৃক্ষাণাম্"

তৃষাশীর্ণ, দাহদীর্ণ ভূ-খণ্ডের ধ্যান-শতদলে
হে তরু-দৈবত তুমি, নীলাভ্রের চন্দ্রাতপতলে
সূর্য্যাতপধারা-স্নাত। নমি তোমা দেব বনস্পতি।
তব পত্র আতপত্রে যুগে যুগে কত যোগী যতী,
তপঃকৃচ্ছ্র সাধনায় লভিয়াছে আশ্রয় শীতল,
স্বিন্ন তপ্ত ভালতটে ব্যজনীর পবন চঞ্চল।
সহস্র প্রশাখা দিয়া রচিয়াছ একাই আশ্রম;
শিখায়েছ তপোক্রম আশ্রিতেরে কঠোর সংযম
আপনি আচরি' ধর্ম্ম। পর্ণত্বক পাংশুল মলিন,
যুগে যুগে কুণ্ডলিত ধুনীধূম তব অঙ্গে লীন।

চাহিয়া তোমার পানে, স্মরি নিজ জীবন নশ্বর,
কত দণ্ডী এ জীবনে বাঁধে নাই ডেরাডাণ্ডা ঘর।
বেদিয়ারা ঘুরে ঘুরে তব অঙ্কে রচিয়া আস্তানা,
চলে দীর্ঘ ধূলিপথ, তাহাদের ছিন্ন কন্থাখানা,
অশুচি মৃন্ময়-পাত্র, ঝোলাঝুলি ঝুলে তব শাখে,—
তাদের সর্ব্বস্বধন অকপটে সঁপিয়া তোমাকে
নিশ্চিন্ত সংসার পাতে। দোলে শিশু বাঁশের দোলায়,
তোমারি বাৎসল্য তারে ঝিল্লীতানে আদরে ভোলায়।

সর্ব্বস্ব গিয়াছে যার—সংসারে যে হয়েছে নির্ম্মম,
গেহ যার অগ্নিদগ্ধ,—দেহ যায় অগ্নিগৃহসম,
লাঞ্ছিত করেছে যারে প্রিয়জন বিশ্বাস-ঘাতক,
অঙ্গের বৈকল্যে যার অভিব্যক্ত প্রাক্তন পাতক,—
সবাই তোমারি অঙ্কে একে একে জুটে ভাগ্যক্রমে,
মুক্ত প্রকৃতির মাঝে তব তীর্থে আতুর আশ্রমে।

গৃহমুখী পান্থ এসে ভাবে বুঝি গৃহে আসিলাম,
তব মূলে শির রাখি সুরু তার গৃহেরি আরাম।
সদাগতি স্তব্ধ রয়, পর্ণ তব তবু স্পন্দমান,
সর্ব্বাঙ্গের স্নেহোদ্বেল ইঙ্গিতে সে তোমার আহ্বান
যোজন দূরের পান্থে। ডাক তুমি—"রে তাপিত আয়,
অনাশ্রয় অশরণ কে জুড়াবি শীতল ছায়ায়।"

হে চিরনির্ভর বন্ধু, শাখা ভাঙে বৈশাখী ঝঞ্ঝায়,
তবু পান্থ ছুটে গিয়ে তব অঙ্কে আপনা লুকায়,
তুমি বাঁচাইবে ভাবি। ছুটে তরী আসে তব পাশে
নিরাশ্রয় মূল তব, তবু সেথা আশ্রয়ের আশে।

তোমারে প্রহরী জেনে পশারিণী যৌবনপশারা
শিরের পশারা সাথে বিছাইয়া ঘুমে সংজ্ঞাহারা।
ও-অঙ্কে লুকায় শিশু মা'র ভয়ে—বিচিত্র কি নয় ?
জীবন্ত শরণ্য ভাবি দেবতাও লয়েছে আশ্রয়
তোমার বিরাট দেহে। ভয় পেয়ে গ্রীষ্ম অভিযানে
বসন্ত আশ্রয় লয় তব কাণ্ড-শাখার বিতানে।
রাখাল পাচনি ফেলি লভে বংশীবাদন-কৌতুক,
ধেনুরা নয়ন মুদি ভুঞ্জে মৃদু রোমন্থন-সুখ।
ভূ-যজ্ঞে ঋত্বিকসম কৃষীবল তোমারই ছায়ায়
যজ্ঞফল লাভ আশে স্বিন্ন ভালে রহে প্রতীক্ষায়।
ধীবর-বধূরা মিলি ভাগ করে দিনের শিকার
তোমার সমক্ষে তরু,—ধর্মতরু, তুমি সাক্ষী তার।
অচেনা পথিকগণে তব তলে করি আমন্ত্রণ,
নবপরিচয়ডোরে গ্রামে গ্রামে করিছ বন্ধন।
মরীচিকা আলেয়ায় কোন্ পান্থ আজি পথহারা,
দিগন্ত হরিল কার কুজ্ঝটিকা খর বারিধারা,

প্রান্তর সন্তরি কেবা কোনখানে দ্বীপ নাহি পায়,
রোগশীর্ণ বয়োজীর্ণ ভারাক্রান্ত কেবা ক্লান্তকায়,
ক্ষুধাতৃষ্ণা-নিদ্রাতুর, দূর ভাঙা হাটের পশারী,—
সবারে অভয়বাণী কহিতেছ গগন বিদারি'।

অশক্ত, যষ্টির ভরে চলে আর তোমা পানে চায়,
শিবিকা উল্লাসে উচ্চে বোল তোলে হেরিয়া তোমায়।
অন্ধকারে দূর হ'তে পাছে পান্থ না পারে চিনিতে
লক্ষ খদ্যোতের দীপ শীর্ষে তাই জ্বালাও নিশীথে।
দু'দিনের ব্রত নয়—পালো, এরে শতবর্ষ ধরি'
বিরাট এ ব্রতচক্র রেখেছে কি তোমা স্থাণু করি?

সহিয়া দারুণ দাহ, বর্ষাধারা, ঝঞ্ঝা, বজ্রানল,
হে অশ্বত্থ, রচি শ্যাম লক্ষপত্রে ছত্রের মণ্ডল
দিকে দিকে প্রসারিয়া—ছায়াঘন মায়া আপনার
বিশাল কাণ্ডটি ঘেরি রচিয়াছ প্রকাণ্ড সংসার।
সে সংসারে মেলা বসে, মহোৎসবে মাতে নরনারী,
কেনা-বেচা করে হাটে, লক্ষ লক্ষ সংসারী পশারী।
শুধু ত মানুষ নয়, শাখে শাখে দুলিছে কুলায়
সহস্র সন্তান তার তব গণ্ডে পালখ বুলায়।
গাহিছ তাদেরি কণ্ঠে শান্তিসাম, হে জীবরক্ষক,
শরট, করট, ভেক, ইন্দ্রগোপ, ভুজঙ্গ, তক্ষক—
কত শত সরীসৃপ, কত কীট পতঙ্গ কত না।
কে জানে তাদের নাম? কে তাদের করিবে গণনা?
কোটরে, বল্মীকমূলে, ত্বকৃতলে, বীজের ভিতরে
জন্মিছে মরিছে কত কালচক্রে যুগযুগান্তরে।
শুধু জীবচক্র কেন? গুল্মলতা উপবৃক্ষকুল
কেহ শাখা, কেহ কাণ্ড, ঘেরিয়াছে কেহ তব মূল;

একটি ভুবন যেন করিয়াছ প্রকট ভূমায়,
তাতে তব জীবলোক বাঁচে মরে জাগে ও ঘুমায়।

প্রান্তরের মাঝে তুমি অন্তরের ব্রহ্মচিন্তাসম
পথের সম্বলনিধি মূর্ত্ত বোধি, তোমা নমোনমঃ।
কেন্দ্রসম আকর্ষিছ সর্ব্বজীবে পরিধি-মণ্ডলে,
দশদিকে পাঠাইয়া আমন্ত্রণী চল-পর্ণদলে।
চক্রনেমি-সম তুমি সর্ব্বগতি কর নিয়মিত,
যেথা নাই শৈলনদী সেথা তুমি করেছ চিহ্নিত,
দূরত্ব, সামীপ্য, সীমা, পথঘাট, গ্রামের সংস্থান।
ক্লান্তি ভুলে পথশ্রান্ত, ভ্রান্ত পায় পন্থার সন্ধান
তোমারে নেহারি দূরে। কোন ঠাঁই রয়নাক দূর
বিশ্বাসে সবল করে পান্থে, তব আশ্বাস মধুর।
দীর্ঘপথে হ্রস্ব কর মাঝখানে করিয়া ছেদন,
দীর্ঘদিনে হ্রস্ব কর সুপ্তিপ্রসূ ছায়ায় যেমন।
মাঠ দেয় তৃণপত্র ধেনু-মুখে, ঘাট,—স্বাদু নীর
ছায়া বিনা সবই ব্যর্থ—তৃণজল হয় না ত ক্ষীর ;
বিরচিত চারিপাশে তাই গোষ্ঠ গোকুল-মণ্ডল,
পান্থপল্লী গড়ি উঠে তোমারেই করিয়া সম্বল।
সংসার রয়েছে পাতা নিত্য নব সংসারীর তরে,
বিছানো দূর্ব্বার কন্থা, স্বচ্ছ জল তব সরোবরে
ঢেলায় উনুন গাঁথা, শুক্না কাঠ, কুলঙ্গি কোটরে,
সবুজ ছাউনি শিরে, মঞ্চ গড়া বঙ্কিম শিকড়ে,
চারিপাশে গোষ্ঠভূমি, মাঠে মাঠে ফলিছে ফসল
জীবের আর কি চাই ? নেই শুধু দ্বন্দ্ব কোলাহল।

প্রপৌত্র-মণ্ডল সম গ্রামটিকে অন্তরালে রেখে
রাজো তুমি হে গ্রামণী গ্রামদ্বারী। গ্রামান্তর থেকে

তোমারে হেরিয়া পান্থ দূর হতে চিনে গ্রামখানি ;
দূরের পথিকে ডাক' দিবাশেষে দিয়া হাতসানি।

অতিথি প্রথম লভে তব পাশে স্নিগ্ধ আপ্যায়ন,
গ্রাম ছেড়ে যায় যেবা তারে কও বিদায়-বচন
শুষ্কপত্র মর্ম্মরিয়া। বালাবধূ শিবিকার ফাঁকে
তোমা দূরে হেরি হর্ষে মার মুখ কল্পনায় আঁকে
পিতৃগৃহে ফিরে যবে। প্রবাসী পুত্রের প্রতীক্ষায়
পাণিতে শাণিত করি দৃষ্টি মাতা পথ পানে চায়
তব অঙ্কে। উপগৃহ রচিয়াছ স্নেহচ্ছায়াপাতে,
গৃহসুখ সুরু যেথা বিরহান্তে প্রথম সাক্ষাতে।

শুধু আবাহন কেন, বিসর্জ্জনে করুণ ও-কোল,
বোধন-সানাই সনে বাজে হোথা বিজয়ার ঢোল।
স্বজনে বিদায় দিয়া তব শাখা ধরি কত জন,
যত দূর দৃষ্টি চলে চেয়ে থাকে সজল নয়ন।

বরবধূ গ্রামে পশে করি তোমা প্রথমে প্রণাম,
মহাযাত্রী শুনে যায় তব অঙ্কে শেষ হরিনাম।
গ্রামবধূগণ মিলি ঘেরি তোমা রচিয়া অঞ্জলি
মাতৃহৃদয়ের আর্ত্ত আবেদন যায় তোমা বলি
সন্তান-মঙ্গল-কামে। তুমি লও সকলের ভার
কাকুতি করিয়া কত কৃপা মাগো ষষ্ঠী দেবতার।

মন্থন-দণ্ডের মত গ্রাম মাঝে তব অবস্থিতি,
আনন্দ-নবনীটুকু তোমা ঘেরি উন্মথিত নিতি।
কত যুগ-যুগ হ'তে সুখদুঃখ-স্মৃতির সঞ্চয়,
সবই তব অঙ্গে আছে—বিশ্বে কিছু পায় না ত লয়—

উপচীয়মান তাহে তনু তব কঠোর-শোভন,
কর্কশ করেছে কাণ্ডে, পর্ণশ্রীরে করেছে চিক্কণ।
জীবনের যত রস, নয়নের যত অশ্রুজল,
মৃত্তিকার রন্ধ্রপথে ও-শ্যামাঙ্গে ফিরেছে সকল।

তোমারে ঘেরিয়া আজো রসোৎসব পুণ্য অধিষ্ঠান,
তেমনি চলিছে,। বন্ধু, কথকতা, রামায়ণ-গান,
সংকীর্ত্তন, যাত্রা, কবি, মনসার ভাসান, ঝুমুর,
শানায়ে বাজিছে সেই আগমনী-বিজয়ার সুর।
গ্রাম্যশিলা-দেবতারে মূলপাশে আঁকড়ি ধরিয়া
আজিও রেখেছ বাঁধি অঙ্গ তার সিন্দূরে ভরিয়া।
একা শিলা নহে দেব, জড় সাথে মিলিয়া জীবন
হয়েছে তোমারি অঙ্গে দেবতার জাগর-বোধন।

তব অঙ্কতলখানি প্রভাতের বিচার-ভবন,
মধ্যাহ্নের চতুষ্পাঠী, সন্ধ্যানন্দে প্রীতিনিকেতন,
বৈকালের পাঠশালা। নাটশালা, সমিতি, সংহতি,
তোমারে ঘেরিয়া রয়, তুমি তায় মূক সভাপতি।
শিল্পী হোথা রচে কারু, বসি বসি দেখে তা অলস,
অঙ্গে তব দোলা দেয় অট্টহাস্যে রসিকের রস।
জমায়ে শিশুর মেলা যাদুগর বিতরে উল্লাস,
তরুণ-মণ্ডলে বসি গ্রামবৃদ্ধ কহে ইতিহাস।

বৈশাখে তৃষিত ভক্ত তব বক্ষে সমবেদনায়
জাগায় তৃষ্ণার ব্যথা। সে তৃষ্ণারে কেমনে জুড়ায় ?
কোশা ভরি মূলে তব ঢালে গঙ্গাবারি সুশীতল,
কৃতজ্ঞতা ? তর্পণাম্বু ? যাহা বলো, দীনের সম্বল।
কবে বৃদ্ধ-পিতামহী প্রতিষ্ঠিত করি তোমা কূলে
কুলধর্ম্ম-তরীখানি বেঁধে গেল তব পাদমূলে ;

গঙ্গাজলে বিগলিত ভক্তিপূত সেই কুল-প্রথা
তব মূল স্পর্শি বহে। পরিবৃত, হে কুল-দেবতা
শতাধিক বৈশাখের শত শত অঞ্জলি মণ্ডলে,
আজি তাঁর স্বর্গ হতে বিলম্বিত অঞ্চলের তলে।
রঘুরাজ-কুলগুরু চিরঞ্জীব বশিষ্ঠের মত
সে কুলের ক্রম ধরি ইষ্টচিন্তা করিছ সতত।

এই বিশ্ব ব্রহ্মময়—তাই বিশ্ব এত রসময়
এ কথা সবাই বলে—তুমি তার দিলে পরিচয়,
কঠোর ইষ্টক-শিলা তার মাঝে রসের সন্ধান
তুমি রাখ। ব্রহ্মানন্দে ধ্যানমগ্ন কর তাই পান,
ধূলি হতে রস হরি' গড়িয়াছ শ্যাম স্নিগ্ধ কায়া,
রৌদ্রেরে নিঙাড়ি তুমি রচিয়াছ কারুণ্যের ছায়া।

অবিরত স্পন্দমান তব চল পল্লব সকল
সঙ্কেতে কি বলেনাক এ জীবন এমনি চঞ্চল?
কি সত্য সূচিত অই বিরাটের ভ্রূণ-কণা বীজে?
এ বিশ্বে প্রকট যিনি তিনি অণোরণীয়ান্ নিজে।
ইষ্টক-শিলায় নর রচে তুঙ্গ মন্দির সুন্দর
অন্ধকারে বন্ধ দ্বারে বন্দী দেব ব্যথিত কাতর;
তুমি রচ শ্রীমন্দির বিদারি সে দেউলের বুক,
দেবতা লভিয়া মুক্তি অঙ্কে তব লভে শান্তি-সুখ।
যুগে যুগে মূঢ় নর রচে তবু দেব-কারাগার,
চূর্ণ জীর্ণ করি তায় দেবতারে করিছ উদ্ধার॥

গঙ্গা

১

নমি সনাতনী সারাৎসারা।
অতীতের সাথে ভবিষ্যতের যোগবন্ধন তোমার ধারা।
তুমি তরলিত সৃজনকামনা, বিধি-ভৃঙ্গার-কুহর হ'তে
কবে বাহিরিলে সৃষ্টির পরমেষ্টি-বিভূতি ভাসায়ে স্রোতে ?
কবে কোটি কোটি তৃষিত কণ্ঠ গাহিল তোমার আমন্ত্রণী,
নেমে এলে জেগে দুর্ব্বার বেগে তুলি মেঘে মেঘে কলধ্বনি।
বহি কোটি কোটি মুক্ত জীবের মুক্তিস্নানে পাবন বারি,
পতিতে তরিতে পাতক হরিতে নামিলে মহীতে দ্যুলোক ছাড়ি।

২

তুমি হরহরি-মিলন-মাধুরী, ধারারূপ ধরি মধুস্রবা,
সুরলোক হ'তে পরিবহ-পথে তরলা শীতলা ক্ষণপ্রভা।
নারদ-বীণার রণনে ক্ষরিত পূত প্রেমাশ্রু-ধারায় পীনা,
হরের অট্টহাস্যে ফেনিলা কভু বা পিঙ্গজটায় লীনা।
উমামুখ আর ললাটশশীর বিম্বশতকে গাঁথিয়া মালা
শম্ভুর গলে দুলালে তরলা জুড়ালে তাহার গরল-জ্বালা।
শুষ্কবিশাল হরজটাজাল সরস করেছ রস-স্রোতে,
বিনিময়ে নব তপোগৌরব লভেছ শিবের মৌলি হ'তে।
শৈলরাজের পাতাল-হর্ম্ম্যে ভোগবতীরূপে লালিতা হ'য়ে,
মর্ত্ত্যে আসিলে ত্যাগের সঙ্গে ভোগের মিলন-মাধুরী ব'য়ে।
দেবতার আছে ধন্বন্তরি, তব মৃত্তিকা পেয়েছি মোরা,
আমরা কি হারি ? পেয়েছি ও-বারি, সুধায় কুম্ভ ভরুক ওরা।

৩

তুমি যোগধারা স্বর্গেমর্ত্ত্যে, ইহপরত্রে, দেবতানরে,
মহাপারাবারে মহমহীধরে, অমৃতে ও মৃতে, আত্মা জড়ে

ত্রিদিব-শোভার করি বিস্তার সৃষ্টির কোন্ আদিম প্রাতে
ভারত-মাতার ইহ-সংসার গড়েছিলে তুমি আপন হাতে।
কুশসম্বল মরুদেশ হতে আর্য্যগণেরে আনিলে ডাকি,
পালিলে ভূর্জ্জ-বটচূতছায়ে মা'র মমতায় অঙ্কে রাখি।
দু-কূলে জাগিল আশ্রম শত। বদরিকা হ'তে অঙ্গদেশ
তীর্থায়তনে মঠমন্দিরে ধরিল অঙ্গে দণ্ডিবেশ।
ভৃগু, ভার্গব, অত্রি, গালব, চ্যবন, সনক তাপসভূমে
আহুতি-ভস্মে ললাটিকা আঁকি সুরভিল কেশ যজ্ঞধূমে।

কণ্ঠে তোমার বলাকার হার, অলকের ভূষা তুষারমোতি,
হংসমিথুন অঞ্চলে আঁকা, নয়নে তোমার উষার জ্যোতিঃ।
কর্ণে তোমার মণিকর্ণিকা, কেশে তব হৃষীকেশের পাণি,
কটিতে পীঠের মেখলা, শীর্ষে গঙ্গোত্তরী গুণ্ঠাখানি।
বঙ্গে তোমার দুই কূলে হরিকীর্ত্তনে প্রেম-অশ্রু গলে,
অঙ্গে তোমার হরিনামাবলী প্রসাদী-পুষ্প-তুলসীদলে।
আরতি তোমার মুক্তজীবের চিতার শিখায় রাত্রিদিবা,
ভারতী নিত্য নবীন সূক্তে বন্দনা গায় নতগ্রীবা।
চর্ম্মলোচনে তুমি পার্ব্বতী নদীরূপা অতিবৃষ্টিধারা,
মর্ম্মনয়নে ত্রিযুগবাহিনী এই ভারতের কৃষ্টিধারা।

৪

দুই তীর তব ভরে নবনব বিহার, চৈত্য, সংঘারামে,
জ্ঞানের কেন্দ্র, ধ্যানের গুম্ফা রচিয়া রেখেছ ডাহিনে বামে।
মৃতকেরই শুধু নও শরণ্যা, জাতকেরো দাও সম্ভাবনা,
তোমারি অঙ্কে মাগে মা শরণ সন্তানকামে কুলাঙ্গনা।
কুশণ্ডিকার ভস্মে মিশিয়া চিতার ভস্ম তোমাতে হারা,
তর্পণ-বারি-দর্পণে তব, প্রেতলোক হেরে বংশধারা।
পতি-পত্নীর নব-পরিণয় চিতার বাসরে তোমার কোলে।
সবিতার তলে তব তরঙ্গে কোটি কোটি চিৎকমল দোলে।

এক কণা নীরে স্বর্গপথের পাতক-হরণ পাথেয় জানি'
দেশ দেশ হ'তে এসেছে স্নাতক চাতকের মত, ক্লেশ না মানি।
ভরা ঘট শিরে যোশী-মঠ হ'তে শৃঙ্গেরি-মঠে যাত্রী চলে,
সোমনাথ শিরে ঢালিতে ভক্ত কাশীতে কুম্ভ ভরে ও-জলে।
যুগযুগ ধরি প্রসাদী পুষ্প, যজ্ঞভস্ম, বোধন-ঘটে
তিলক-ভূষার নব মৃৎসার রচিয়া তুলেছে তোমার তটে।
যুগযুগ হতে স্তবের মন্ত্র, শ্রুতির সূক্ত শ্রুতিমধুর
কলকলতানে দিয়াছে ছন্দ তব কল্লোলে দিয়াছে সুর।
কনখল হ'তে কপিলাশ্রম উপাসক-ধারা অবিচ্ছেদে
যুগযুগ হ'তে শাশ্বত স্রোতে একটি সূত্রে রেখেছ বেঁধে।
কোটি কোটি সুতে বক্ষে দোলাও অর্দ্ধোদয়ের মহোৎসবে,
মোক্ষ-সাধক ডুবি আকণ্ঠ তোমার সলিলে দীক্ষা লভে।
বিশ্বমানব-মিলন ঘটালে, দেয়াসিনী তুমি প্রেমের হাটে,
কুম্ভে কুম্ভে মিলনোৎসব পূর্ণ তোমার তীর্থঘাটে।
শবসাধনায় বসালে অঙ্কে অঘোরপন্থী কৌল-বীরে *
পাষাণে শ্মশানে বন্দী করিয়া রেখেছ ঈশানে তোমার তীরে।
তোমার শ্মশান, তোমার ঈশান, তোমার বিষাণ অশনিরবে
ছেদি মায়াজাল নিত্যধনের সন্ধানে মাগো ডাকিছে সবে।

৫

হেরি ভগীরথে কল্পনাপথে সার্থকতপা কৃতাঞ্জলি,
করুণার স্রোতে হরজটা হ'তে শীর্ষে তাহার পড়িলে গলি'।
শান্তনু-বীরে হেরি তব তীরে বিস্ময়ে আজো চাহিয়া আছে।
হেরি পর পারে অভাগী-সীতারে, তোমার অঙ্কে শরণ যাচে।
অত্রি-জায়ারে হেরি, তপোবলে আশ্রমে তোমা আনিছে টানি,
হেরি তীরে তীরে সতীদেহ শিরে ফিরে সতীহারা পিনাকপাণি।
মৃত সুত বুকে হেরি শৈব্যাকে তব তটে পতি-চরণমূলে।
ভীষ্ম তোমায় পূজে এককূলে, বাল্মীকি পূজে অন্যকূলে।

---

* বীরাচারী তান্ত্রিক সাধক

৬

তব আহ্বানে দেবতারা নামে যুগে যুগে নরলীলার ছলে।
তোমারি অমৃত-সেচনে তাদের কল্প-তরুতে বিভূতি ফলে।
তব মৃদ্‌ঘন-তিলকভূষায় মণ্ডিলে গোরাঅঙ্গখানি।
তব মৃত্তিকা মৃদঙ্গরূপে ঘোষিল তাঁহার প্রেমের বাণী।
বৌদ্ধ, জৈন, শিখ, পারসীক তব সৈকতে নোয়ায় মাথা,
যবনো রচেছে পাবন ছন্দে তব বন্দনা নান্দী-গাথা।
কমলাকান্ত রামপ্রসাদের শেষবাণী গীত তোমারি কানে,
দাদু, সূরদাস, তুলসী, কবীর ধাত্রী বলিয়া তোমারে মানে।
ঘোর মায়াবাদী শঙ্কর সাধি বন্দিল তোমা শ্লোকোৎপলে।
পরমহংস করিলেন কেলি তব কালীপদকমল-দলে।
কত দেবতার আসন টলেছে, কত বিগ্রহ হারাল বেদী,
দৃঢ় নিষ্ঠার মকর-পৃষ্ঠে ধ্রুবাসন তব অভ্রভেদী।

৭

তুমিই গড়েছ কোশল, অঙ্গ, বিদেহ, বঙ্গ, গৌড়, কাশী,
কত না রাষ্ট্র দুই কূলে তব গর্ভ হইতে উঠিল ভাসি'।
অলকাতুলন পুর-পত্তন রচিলে মা এত ভূলোক-তলে
ফেনিলোজ্জ্বল বুদ্‌বুদসম, ভাঙিলে গড়িলে লীলার ছলে।
কত নৃপালের নবঅভিষেকে শুভাশিস্ ধারা ঢালিলে সতি,
হে রাজপ্রসূতি, প্রজার ধাত্রী, অন্নদাত্রী, হৈমবতী।
আর্য্যাবর্ত্তে তুমি মা মর্ত্ত্যে অতুল করিলে শ্রীবৈভবে,
বীর্য্য-হীনেরে এত দিয়া কেন ডাকিয়া আনিলে উপদ্রবে।

৮

শ্রুতি ও স্মৃতির শ্রদ্ধা পেয়েছে সরস্বতী ও দৃষদ্বতী,
পুরাণে, তন্ত্রে, ভক্তিতত্ত্বে ত্রিধারা তোমার ঋদ্ধিমতী।
শিবশক্তির মন্ত্রবাহিনি, প্রেম ভক্তির মধুর বাণী
প্রয়াগের মহাসঙ্গমধামে যমুনা তোমারে দিয়াছে আনি।

তুমি ভৈরবী, তুমি বৈষ্ণবী, মহাসাম্যের প্রবর্ত্তনে,
তোমার অঙ্কে জীবে-জীবে-শিবে অন্তর কিছু জাগে না মনে।
বিপ্র-শূদ্রে, ধনি-দরিদ্রে, মহৎ-ক্ষুদ্রে একই রথে,
তুমি চিরদিনই পাঠাও তারিণি একত্র মহাযাত্রাপথে।
সব ভেদাভেদ বিদ্বেষ ক্লেদ খর তরঙ্গে ভাসায়ে দিলে,
ভারত-কণ্ঠে উপবীত হ'য়ে সবে দ্বিজত্ব সমর্পিলে।
তব তীরে তীরে কৃষ্ণসারেরা কুশচর্ব্বণ করে না বটে,
কৃষ্ণে তুমি যে সার জানিয়াছ গোষ্ঠ রচেছ শ্যামল তটে।
হোমের বহ্নি তুমি নিভাওনি, প্রেমে তবু বড় জান' মা মনে।
স্থণ্ডিল হ'তে মন্দিরে তারে এনেছ প্রেমেরই আবেষ্টনে।
তপে আর জপে, সামে নামগানে, শঙ্খে প্রণবে, যূপে ও ধূপে,
ভক্তি-সাধনে, শক্তি-বোধনে, মিলাইলে তুমি রসে ও রূপে।
দ্রাবিড়-আর্য্যে শবর-ম্লেচ্ছে লিচ্ছবি-শকে মিলালে ডাকি।
মোঙ্গল এলো লঙ্ঘিয়া গিরি মঙ্গলডোরে পরিল রাখী।
শত বাহু দিয়ে পর-আত্মীয়ে বাঁধিলে তোমার অঙ্গ-তটে।
যুগে যুগে অববাহিকায় তব তাদের শোণিত-সঙ্গ ঘটে।

৯

ক্ষীরদা তোমার প্রসাদে আমরা কামধেনুসম গোধনে ধনী,
তোমার গোমুখা-ক্ষরিত অমৃত, কূলের শষ্পে যোগায় ননী।
দেশ-বিদেশের কত যে পণ্য ভাসায়ে এনেছ কল-স্রোতে,
ভারতের ধন বিশ্বে বিলালে সিন্ধুবিহারী ভিখারী পোতে।
তোমার কূলের শ্রেষ্ঠী বণিক চীন কাম্বোজে দিয়াছে পাড়ি,
শত শ্রীমন্ত ধনপতি চাঁদ ছিল মা তোমার ভাণ্ডারী।
কাঞ্চী হইতে চন্দনভার, সিংহল হতে মুক্তারাজি,
আনিয়া দিয়াছ পাটলিপুত্রে, সে সব কল্প-স্বপ্ন আজি।

১০

কোথা গেল সেই পাটলিপুত্র? কৌশাম্বীর কনকচূড়া?
কোথা সে সপ্তগ্রামের গরিমা? মুদগগিরির গর্ব্ব গুঁড়া।

কোথা সন্তোষক্ষেত্র-সত্র প্রয়াগ-ধামের কীর্ত্তি আজি ?
কোথায় অশ্বমেধের হোতারা ? কোথা সেই দিগ্‌বিজয়ী বাজী ?
কোথায় গঙ্গারাষ্ট্র, যে নামে গ্রীকবিজয়ীর চূর্ণ আশা,
গড়িলে যা তুমি সকলি হরিল রক্তবাহিনী কীর্ত্তিনাশা।
কোথায় মৌর্য্য, কোথা সে শৌর্য্য ? কোথায় গ্রাসিলে গুপ্তভূপে ?
দুই তট-ধারা সাজাল যাহারা মঠমন্দিরে যজ্ঞ-যূপে ?
বুধজনরাজ উদয়ন আজ কোথায়, কোথা সে দীপ্তিদাম ?
মহোদয়শ্রী-বিহার অজ্ঞ কোথা সে কান্যকুব্জ-ধাম ?
কোশল-চম্পা-কাম্পিল্যের সম্পদ কোথা বালুকাহিত ?
পঞ্চগৌড়-গৌরব আজি কোন্ রসাতলে নির্বাসিত ?
তোমারি গর্ভে সকল কীর্ত্তি শায়িত এখন অগাধ ঘুমে,
রাজকেতু রথ পুরপরিষদ্ বিলীন আজিকে চিতার ধূমে।
তোমার পুলিনে রাজরাজেন্দ্র প্রেতরূপে আজি শ্মশানচারী,
যুগে যুগে নব-রুধিরের ধারা বাড়ায়েছে শুধু তোমারি বারি।
গিরি হ'তে এলে গৌরীর রূপে ক্ষালন করিতে পাতকশত,
মশান-জবায় ভৈরবীবেশে সাজাল তোমায় ঘাতক যত।
গোত্রভিদের ঐরাবতেরে ভাসাইলে তুমি যাত্রাপথে,
বারিতে নারিলে রুদ্রাণি মহা-কালের করাল ঐরাবতে ?
ব্যর্থ করিলে কপিলের কোপ, ভাসালে দক্ষ-যজ্ঞভূমি,
চরণাশ্রিত শরণাগতেরে রক্ষা করিতে নারিলে তুমি ?

১১

এককূল তুমি ভাঙো বটে মাগো অন্যকূল ত গড়িয়া তোলো,
কত দিন গেল, এখনো তোমার ধ্বংসপর্ব্ব শেষ না হ'লো।
কালের মুষলে ধ্বস্ত যা আজ, গড় মা আবার তেমনি সবি,
পুর-জনপদ, রাজ-পরিষদ, মন্দির-মঠ হেমচ্ছবি।
গড় মা আবার মধুকর পোত, ভর মা দেশের পণ্যভারে,
শোভা পাক তব কটি-তট নব মর্ম্মরময় সোপানহারে।

কর তব তট মণ্ডিত মঠ-বিহার-দুর্গ-সংঘারামে,
নূতন বিদেহ কুরু-পঞ্চাল নূতন পঞ্চপ্রয়াগধামে।
সামসঙ্গীতে, হরিনাম-গীতে, স্তবের মন্ত্রে, শাস্ত্রপাঠে,
স্পন্দিতা হও, বন্দনা গা'ক রাজা-ঋষি মিলে স্নানের ঘাটে।

১২

তব তট-ছায়ে আজি মা দাঁড়ায়ে বন্দনা গাই কৃতাঞ্জলি,
বন্দনা ছলে শুধু অতীতের রাজারাজ্যের কথাই বলি।
দীন দুখীদের প্রাণের কথাও বলিবার আছে তোমার পাশে,
বিরাট-ক্ষুদ্র বিপ্র-শূদ্র সবে অন্তিমে হেথায় আসে।
তব তটে এসে ম্লান দিবাশেষে না কেঁদে কি কেহ থাকিতে পারে?
তব মহাপথ-ধারার প্রান্তে স্থির কে চিত্ত রাখিতে পারে?
কত জন তব অনল অঙ্কে তুলিয়া দিয়াছে প্রাণের ধনে,
তাহাদের শেষ স্মৃতিটুকু মাগো তুমিই রেখেছ সংগোপনে।
পতিরে হারায়ে মূর্চ্ছিত হ'য়ে পড়েছে সতীরা তোমার কোলে,
সন্তানহারা ঝাঁপ দিয়ে পড়ে 'অভাগীরে টেনে লও মা'—ব'লে।
মার সন্ধানে মা-হারা যাহারা তাহারা হেথায় হারায় দিশা,
শূন্যগৃহের ভাগ্যহীনেরা এ-কূলে কাটায় সারাটি নিশা।
সব ধুয়ে মুছে নিয়ে যাও, মিছে মরে তারা কার ভস্ম খুঁজে?
ভাঙাঘট আর পোড়াকাঠ বুকে কাঁদে সৈকতে মুখটি গুঁজে।

চিতাই জীবের নয় শেষগতি—শিবপদ লভে সে পর-লোকে,
মুক্তি দিয়াছ, তুমি জান, তাই অনধীরা রও সবার শোকে।
জীবনের ধন তোমারে সঁপিলে অব্যয় ধ্রুবধনের সাথে,
মূঢ় শিশু হায় সংশয়ে চায় খেলানাটি সঁপি মায়েরো হাতে।
তার দশা দেখে হেসে কেঁদে ডেকে কলনাদে বলো 'অবিশ্বাসি,
মম তরঙ্গ-সোপান সবারে করে যে-রে হরিচরণবাসী।'
অজ্ঞান তারা, দিব্য অটল বিশ্বাস-বল কোথায় পাবে?
যাদুকরে ধার দিয়া অঙ্গুরী চিরতরে গেল কেবলি ভাবে।

১৩

আজি তব তীরে কল্পনা উড়ে হেথা হ'তে ছুটে অজানা লোকে,
ঘন চিতাধূম আভছায়া-ফাঁকে মহাপথ জাগে তরল চোখে।
পিতা পিতামহ পরিজনসহ সবে এই পথে গিয়াছে চলি,'
শত শত পাণি দেয় হাতসানি ডাকে 'আয় আয় আয় রে' বলি'।
অনাবিষ্কৃত পথরহস্য ভয়ে ভাবনায় আকুল করে,
তব আশ্বাস শীত নিশ্বাস ললাটের স্বেদবিন্দু হরে।
কল্পনয়নে হেরিতেছি আমি সজ্জিত মোর আপন চিতা,
অনলে এ তনু আহুতি স'পিতে আহূত বন্ধু স্বজন মিতা,
উঠে অবিরল হরিহরিবোল ক্রন্দনরোল এ দেহ ঘিরে,
থাক্ মা সে-কথা, কত-না চিন্তা জাগে মনে বৃথা তোমার তীরে।
পূর্ব্বপুণ্যে তোমার পুলিনে জন্মেছি যবে বঙ্গদেশে,
আছে মা ভরসা পঙ্ক ধুইয়া অঙ্কে তুলিয়া লইবে শেষে।
তব সিকতায় মার মমতায় অনলশয্যা পাতিয়া রেখ,
তারক ব্রহ্ম নাম দিও কানে, অভয়া, আমার শিয়রে থেক'।
ইহজীবনের শেষ সম্বল চিতার ভস্ম অর্ঘ্য নিও,
তব তীরে নীরে কৃমিকীটও তরে যার গুণে মোরে দিও তা দিও।

[দেশ ও কালের মধ্য দিয়া প্রবাহিত ভারতের সংস্কৃতি-ধারাকেই গঙ্গাধারার রূপদান করা হইয়াছে। ভৌগোলিক দিক হইতেও গঙ্গাই ভারতীয় সংস্কৃতির রূপরূপান্তরের যোগধারা। ছন্দেও কবি এই ধারার তরঙ্গিত প্রবাহ রক্ষার চেষ্টা করিয়াছেন। ইতি—সম্পাদক]

হিমাদ্রি

প্রণমি সহস্রফণ অনন্তের রসঘন শিলাব্রহ্মরূপ,
পরিবৃত সংখ্যাহীন নগনাগে, যোগাসীন জয় নগভূপ।
শশি-সূর্য্য-করস্নাত ভালে তব হরহাস্যসংহত মুকুট,
তব পাদপীঠতলে ধৃতাঞ্জলি কুবেরের ঐশ্বর্য্য-সম্পুট।
অভ্রময় তনুত্রাণ অংস হ'তে লম্বমান ধরার ধূলায়,
তব হেমজঙ্ঘা ঘেরি ঝঞ্ঝা শিশুসম তারে খেলায় দুলায়।

জ্ঞানদীপ্ত আত্মতৃপ্ত তব-চিত্ত-নয়নের ধ্যানকেন্দ্র হ'তে
কর্ম্ম-জ্ঞান-ভক্তিধারা নেমে আসে ব্রহ্মপুত্র-সিন্ধু-গঙ্গাস্রোতে
তোমার 'মানস-পদ্মে' মহাসরস্বতী রাজে 'শত-স্বরা' করে,
তোমার বাঙ্ময় সত্তা সঙ্গীতে মূর্চ্ছিত তায় বিশ্বচরাচরে।
পঞ্চপ্রাণধারা তব পঞ্চনদে বিগলিয়া নামি, তপোবলে
ব্রহ্মজ্ঞানাঙ্কুর মর্ত্ত্যে জাগাইল ব্রহ্মাবর্ত্ত-মৃত্তিকার তলে।

দেশান্তর হ'তে সেথা ভূ-যজ্ঞে ঋত্বিকগণে করেছ আহ্বান,
অন্ন সোম হবি দুগ্ধ মধুময় মধুপর্ক করি অর্ঘ্যদান।
তোমার দেবতাগণে তাহারা তুষেছে নিত্য উক্‌থ, সূক্ত, সামে,
হোমধুম সঞ্চারিয়া মণ্ডিয়াছে তোমা তারা তড়িদভ্রদামে।

মহাসিন্ধু সনে রচি নব নব মেঘমাল্যে মৈত্রীর বন্ধন,
বাৎসল্যের উৎসধারা মধুস্রবা দিগ্বিদিকে করিয়া প্রেরণ,
রচিয়াছ ক্ষেত্রোদ্যান, বনকুঞ্জ, পণ্যবীথি, পুরজনপদ,
দীক্ষাশ্রম, শিক্ষাকেন্দ্র, তপোবন, রাষ্ট্র, পীঠ, জ্ঞানপরিষদ;
গড়িয়াছ তীর্থতট সংঘারাম, চৈত্য, মঠ, জনোপনিবেশ,
করিয়াছ 'আর্য্যাবর্ত্তে' দ্বিতীয় দ্যুলোক মর্ত্ত্যে পুণ্যঘন দেশ।

বরুণের আশীর্ব্বাদ দেবেন্দ্রের পরসাদ রয়েছ আগলি,
ব্যোমযাত্রা রোধ করি, ছড়াও ভারত ভরি পূরিয়া অঞ্জলি।
তুষিয়া দ্বাদশাদিত্যে করি জয় দাহদৈত্যে কর' শৈত্যদান,
শরণ্য, চরণে তব রুদ্ররোষবহ্নি হ'তে লভে সবে ত্রাণ।

হে বিশ্ব-পুষ্পের বৃন্ত, মধুমান সর্ব্বসৃষ্টিরজোময়-কায়,
সর্ব্বদেশ সর্ব্বভূত কেশরদলের মত গুম্ফিত তোমায়।
অপ্সর কিন্নর যক্ষ গুহ্যক অমর রক্ষঃ সিদ্ধ বিদ্যাধর,
ঋভুনাগ পিতৃগণ সকলেরি লীলাঙ্গন ও শিলা-চত্বর।
তব আমন্ত্রণে নিত্য স্বর্গ সহ মিলে মর্ত্ত্য তুঙ্গ শৃঙ্গকূটে,
বিষাণে বিষাণে তব সেই মহাসঙ্গমের ঐকতান উঠে।

সহস্রকরের স্পর্শে রজতবীণায় সেই মিলনের তান
সহস্রধারার ছন্দে প্রপাতে কল্লোলানন্দে চিরস্পন্দমান।
গন্ধর্ব্বী নেমেছে হেথা সঙ্গীতধারার পথে কন্দর্প-নিদেশে,
নাগাঙ্গনা-সঙ্গ পেতে বিদ্যাধর মাল্য গেঁথে নামে বরবেশে।
যক্ষদের পানোৎসবে কিন্নর-মিথুন নাচে মায়ারূপ ধরি ;
অপ্সরী ঋষির সাথে মিলেছে পূর্ণিমা রাতে তপোভঙ্গ করি'।
মানবের উগ্রতপে ইষ্টদেব ব্যগ্র হয়ে নামে তপোবনে,
ধরিতে কঙ্কালময় তনুশেষ বরাভয়-বাহুর বন্ধনে।
যজ্ঞে আমন্ত্রিত সোম শোনে সোমসিক্তকণ্ঠে পুণ্যসামগান।
সুধায় ভরিয়া পাত্র ফিরে দেয় ইন্দ্রমিত্র করি আজ্যপান।
কলধৌত-শৃঙ্গে শৃঙ্গে ভাস্বর সোপানশ্রেণী উঠে ব্রহ্মধামে,
স্বর্গ ত্যজি খরস্রোতে মন্দাকিনী সেই পথে গঙ্গা হয়ে নামে।
তোমার হিমাঙ্গতটে প্রথম ভূসঙ্গ লভে দেবেন্দ্রের রথ,
তব প্রস্থ-সানু দিয়া ঊর্দ্ধে উঠিয়াছে মহাপ্রস্থানের পথ।
গৌরী হরে, শ্রেয়ে প্রেয়ে, পুরহর্ম্ম্যে তপোবনে, সংসারে-শ্মশানে,
যোগে ভোগে, শুভে ধ্রুবে, অপূর্ব্ব সংহতি ভবে তোমারি বিধানে।

রচিয়াছ তপোবন, যুগে যুগে যোগিগণ তব অঙ্ক'পরে
সঞ্চি সুকঠোর তপ দিল শ্রী বন্ধুর-দৃঢ় রূঢ় কলেবরে।
হিঙ্গুলবেদীর পরে কুশাসনে কুশেশয় ফুটায়েছে তারা,
তপস্তেজে শিলা তব হয়েছে তরল দ্রব লীলাময়ী ধারা।
যোগস্থের জটাজালে বিহঙ্গ বেঁধেছে বাসা, তবু যোগাসীন,
হয়নিক ধ্যানভঙ্গ প্লক্ষমূলে অর্দ্ধ-অঙ্গ যদিও বিলীন,
বল্মীকের আক্রমণে সমাহিত দেহে মনে—নৈবেদ্যের মত,
নাহি তায় মাংসলেশ শুধুই কঙ্কালশেষ, তবু ধ্যানরত।

ত্রিযুগের হোমক্ষেত্র কোটি কোটি অগ্নিহোত্র জ্বলে তোমা ঘেরি।
হোমভস্ম স্তূপে স্তূপে রুদ্রাক্ষমালিকারূপে শোভে কণ্ঠ বেড়ি'।
শ্রেণীবদ্ধ হোমধেনু মণ্ডিয়া তোমার তনু রচে উপবীত,
ঋষিজটারশ্মিজাল ঘন হোম-ধূমস্তোমে জ্বালায় তড়িৎ।
আরণ্য-মণ্ডলে তব প্রথম পুষ্পিত ধ্রুবজিজ্ঞাসার বাণী,
কর্ম্মফললোভশূন্য, ভারত প্রসাদে তব ব্রহ্মস্বাদ জানি'।
আরণ্যকে ছত্রে ছত্রে মূলে ভাষ্যে সূত্রে সূত্রে রয়েছে গ্রথিত।
অমৃতের পুত্রগণে শুনাল সে সেই বাণী দেশকালাতীত।
নর, নারায়ণ, শুক উগ্র তপস্যায় তব বদরিকাশ্রমে,
রোপিলেন কল্পতরু, যুগে যুগে অপবর্গ ফলভরে নমে।
তোমারি প্রাঙ্গণে জ্বলে হরগৌরী-বিবাহের হোম-হুতাশন,
তিন যুগ হ'তে হোতা সমিদ্ধ রেখেছে হোথা সাক্ষী নারায়ণ।
প্রতি পুণ্যচিন্তা তব সান্দ্রতায় শালগ্রামশিলারূপ ধরে,
কোটি রোমাঙ্কুরে অঙ্গে কোটি কোটি শিবলিঙ্গে পুলক শিহরে।
তব রোমকূপে-কূপে শীত তপ্ত কুণ্ডরূপে স্বেদবারি ঝরে,
প্রেতলোক তর্পকের সে বারি অঞ্জলি হ'তে পিয়ে তৃষ্ণা হরে।
গুপ্ত রাখিয়াছ তুমি কত মুক্ত যুক্তবেণী, কত মায়া-কাশী,
তব পঞ্চপ্রয়াগের পঞ্চমুণ্ডী আসনের তলে, হে সন্ন্যাসী!

তপস্যায় ভগীরথ স্বিন্ন করি বিষ্ণুপদ ত্রিধারা-বন্ধনে,
বাঁধিলেন হরি-হরে, স্বর্গ-মর্ত্তে, সুর-নরে তোমারি প্রাঙ্গণে।
তব প্লক্ষমূলে দক্ষ ব্রাহ্মণ্যশাসনতন্ত্র করিল বন্ধন,
তব পাদমূলে 'মোক্ষ' বুদ্ধরূপ ধরি তারে করিল মোচন।
বেদান্তের দিগ্বিজয় ভারতের চতুর্ধামে আজিও প্রকট,
বৌদ্ধে জিনি ব্রহ্মবাদ-প্রতিষ্ঠার জয়স্তম্ভ তব যোশীমঠ।

শ্মশানবাসীর করে কন্যা সঁপি' রাজবেশ শোভা নাহি পায়,
তাই ঈশানের সাজ পরেছ কি গিরিরাজ স্নেহের ব্যথায়?
তোমার শোভন অঙ্গ বিভূতি-ধূসর পিঙ্গ করেছে কুজ্ঝটি,
চপলাকপিশ রুক্ষ জলদের জটাকূর্চ্চ করেছে ধূর্জ্জটি।
শিরে তব সুরধুনী, কণ্ঠে বক্ষে নির্ঝরিণী ভুজঙ্গের হার,
করিয়াছে চন্দ্রচূড় চন্দ্রকরোজ্জ্বল চিরপুঞ্জিত তুষার।
আমেখল বনশোভা পরায়েছে আধ অঙ্গে শ্যাম গজাজিন,
প্রপাতে ডম্বরু বাজে, ধবলগিরিটি রাজে বৃষভ প্রাচীন।
শ্রেণীবদ্ধ শিলাপিণ্ড হিমানীমণ্ডলে শোভে মহাশঙ্খমালা।
স্থাণু তুমি ব্যোমকেশ, শৃঙ্গধর নেত্রে তব দাবানল-জ্বালা।
পাষাণ-বিগ্রহ-লিঙ্গে 'কেদার' 'অমরনাথ' 'পশুপতিনাথে'
গিরীশ, গিরিশে তাই তোমাতেই পূজি মোরা ভক্তি-প্রণিপাতে।

ত্যজিয়াছ রাজসজ্জা, তাই ব'লে রাজলক্ষ্মী রাজেন্দ্র-বৈভব
তোমারে ত্যজেনি, আরো বিসর্পিত দিগ্‌দিগন্তে মহিমা-গৌরব।
কৃত্তিপট ঘেরি আজো নেপাল, খোটান, চীন, ভুটান, কম্বোজ,
বক্ষোমধু-রজোদলে তোমার চরণতলে ফুটায় অম্ভোজ।
ব্রহ্ম সঁপে গজভেট, ফলপুষ্পে অর্ঘ্য রচে বিদেহ গান্ধার,
কাশ্মীর, কুঙ্কুম-কুশ, বঙ্গ বহে তব যাগে শস্যদুগ্ধভার।
তোমার বন্দনা গায়, মহেন্দ্র, মলয়, বিন্ধ্য, নীলাদ্রি, মন্দর,
নিখিল ভূধর নমে কৃতাঞ্জলি তব নামে বিনতকন্ধর।

উত্তর-বায়ুর দৌত্য চলে নিত্য, লভে ধ্বান্ত তেমনি শরণ।
সর্ব্বশৈল-করশুল্ক হরি', মেঘে মেঘে সিন্ধু করিছে প্রেরণ।
চমরী ব্যজন করে, কন্দরে কন্দরে জ্বলে মৃগমদধূপ,
ভূর্জ্জত্বক্‌পত্রীখানি তেমনি নিদেশবাণী বহে, গোত্রভূপ।
কিন্নরী তেমনি গাহে, কেশরী প্রহরা আজো স্ফীত করি শটা,
অধিত্যকা হ'তে সানু-সঙ্কটে তেমনি চলে দানযজ্ঞঘটা।

চিন্তামণিরত্নাকর, তরঙ্গিত নিরন্তর রহস্য-অর্ণব,
ধাতার ইঙ্গিতে কবে সহসা স্তম্ভিত হলো তোমার তাণ্ডব?
তরঙ্গ, নীলিমা আর উদ্বেলতা আজো তার পায়নি বিলয়,
তিমিঙ্গিল নক্রকুল, মাতঙ্গ মৃগেন্দ্ররূপে ভ্রমে দেহময়।
স্তম্ভিত তরঙ্গ তব রুদ্ধবেগ, পঞ্জরের কুহরে কুহরে
শত শত নদী-নদে গতি লভে হ্রদে হ্রদে সহস্র নির্ঝরে।
ভৈরব সঙ্গীত তব নিক্কণে কোটিধা হলো উপল-ব্যথায়,
মহাকাব্য-মন্দ্র তব ভাঙিয়া ঝঙ্কৃত লক্ষ গীতি-কবিতায়।

নিসর্গের সব তথ্য সৃষ্টির গোপন সত্য জেনেছে নিঃশেষে,
এই গর্ব্ব করে নর, খর্ব্ব তার আড়ম্বর তব পাদদেশে।
কত যে রহস্যলীলা অচিন্ত্য বিস্ময় শিলাগর্ভে স্পন্দমান,
বিজ্ঞানের শত সৃষ্টি, প্রজ্ঞানের ধ্যানদৃষ্টি পায়নি সন্ধান।
কত ধাতু ক্ষারদ্রব জীব-জন্তু কত নব উদ্ভিজ্জ জীবন,
নৃ-চক্ষুর অন্তরালে লভিতেছে তব কক্ষে ক্রমবিবর্ত্তন।
তোমার পরীক্ষাকুণ্ডে গুম্ফাগারে কত সৃষ্টি হতেছে কল্পিত,
গুপ্ত কত রসায়ন কত মৃতসঞ্জীবন নর-স্বপ্নাতীত।
লুপ্ত কত অতিকায় দানব-জীবের অশ্ম-কঙ্কাল-কুহরে,
অনাগত ভবিষ্যের ভ্রূণ-ডিম্ব প্রাণবীজ অসংখ্য সঞ্চরে।
গহ্বরেষ্ট গুহাহিত করিয়া রেখেছ, শত রহস্যকুঞ্চিকা,
চিরতুহিনের তলে 'এধাপেক্ষ' শিলাসুপ্ত কোটি প্রাণশিখা।

কুহেলি চপলা সাথে ধূমজ্যোতিঃসন্নিপাতে নবরঙ্গভূমি
শিলাজতু-বেদিকায় হরিতাল-মঞ্চে রচি' রাখিয়াছ তুমি।
বাহিয়া অলকানন্দা অলকার নটনটী নামে সে নিলয়ে,
ভোগবতী হ'তে উঠে নাগকুল তথা জুটে নাট্য-অভিনয়ে।
মানবে গৌরব দিলে রসজ্ঞের রূপে তারে করি আমন্ত্রণ,
ভূলোকের বহু ঊর্দ্ধে মেঘের উপরে তারে দিয়াছ আসন।
যবনিকা সরাইয়া দৃষ্টি হানে তবু নর নেপথ্যের পানে,
কমলে সে তুষ্ট নয়, মৃণাল-মূলের সূত্র চিত্ত তার টানে।

কিন্নরের কণ্ঠ সনে কণ্ঠ মিলাইতে নরে করেছ আহ্বান,
ব্রহ্মবিদ্যা-তপোবনে দর্ভাসন দিয়ে তারে করেছ সম্মান।
দিলে তারে স্বর্গাভাস মর্ত্ত্যলোকে, মোক্ষপথে ধরেছ তুলিয়া,
স্বপ্নপুরী কল্পলোক পানে তার দিব্য নেত্র দিয়াছ খুলিয়া।
তবু সে ত তুষ্ট নহে, খুলিয়া দেখিতে চাহে পাণিপুটখানি,
বজ্রমুষ্টিতলে গূঢ় তাও লভিবারে মূঢ় করে টানাটানি।

তব গুপ্ত মন্ত্রশালা যেথা নিত্য নিয়ন্ত্রিত জীবের নিয়তি,
তব যাদুযন্ত্রশালা লভে নব সৃষ্টি যেথা জীবনের গতি,
তব শিলাগর্ভগৃহ মহানদীদের যেথা সূতিকা-আগার,
সেখানে দাওনি তুমি মূঢ় নর-কৌতূহলে প্রবেশাধিকার।
যেই স্তনে সুধাধারা পান ক'রে বাঁচে তারা তাই চিরে চিরে
দেখিবারে যায় ছুটে কেমনে তা' ভ'রে উঠে সুধাসম ক্ষীরে।

নন্দী যেই মহাক্ষেত্রে শাসি নিত্য হেমবেত্রে সতর্ক প্রহরী,
অধরে তর্জ্জনী রাখি স্তব্ধ করি চরাচর পন্থারোধ করি;
ভবিষ্যের ইন্দ্র-মনু শুভ্রশিলা-লীনতনু যে তুঙ্গ শিখরে
আছে চারি যুগ ধরি মগ্ন উগ্র তপ চরি কাম্যপদতরে;
ভারতের বর্ষকোষ্ঠী যুগান্ত-জাতকপত্র কালের মসীতে,
নিভৃতে রচিত যেথা, উদ্ধত দৃষ্টিরে সেথা দাওনি পশিতে।

এসেছে যুনানী, শক, মোগল, পাঠান, হুন, কুশান, তাতার,
পশ্চিম সুড়ঙ্গ-পথে নানাছদ্মে যুগে যুগে, করে তরবার ;
পূর্ব্ব ইরাবতী হ'তে পশ্চিমের ইরাবতী গণ্ডী বিরচিয়া
নৃ-মুণ্ডে কন্দুক-কেলি করিল সকলে মেলি তাণ্ডব নাচিয়া।

শতখণ্ডে ভেঙে তারা নিল ভারতের হৈমসিংহাসনখানি,
লুণ্ঠন-বণ্টনে শেষে করিল আপন কণ্ঠে খড়্গ হানাহানি।
উত্তাল শোণিতসিন্ধু তব পাদমূল হ'তে সতত ব্যাহত,
অরুণ অম্বুজসম জম্বুদ্বীপ তব পাদপীঠে মূর্চ্ছাগত।
ঘন-ঘোর রণঝঞ্ঝা তোমার বিরাট জঙ্ঘা পারেনি লঙ্ঘিতে,
তব শিলাপট্টপটে কোন অসি জয়লিপি পারেনি অঙ্কিতে।
তব পাদমূলে এসে জৃম্ভকে স্তম্ভিত যত চমূ, অশ্ব, রথ,
অলাঞ্ছিত-দাস্যপঙ্ক, চিরদিনই, তব অঙ্ক 'স্বাধীন ভারত'।
বৈদূর্য্য অঙ্কুরে ভরা তোমার বিদূর-ভূমি আজিও নিষ্কর,
তোমার মানসহ্রদে অবাধ আনন্দে আজো প্রবুদ্ধ পুষ্কর।

মন্থনকীলক তুমি, চারি পাশে বিশ্বভূমি আবর্ত্তে চঞ্চল,
আদিযুগ হ'তে শুধু তোমার স্থাণুতা ধ্রুব শাশ্বত অটল।
বিশ্বভরা দস্যুদলে, লুব্ধ ঘুরে জলে স্থলে লুণ্ঠনের আশে,
সর্ব্বত্র সবলে হরে, কেবল সে যুক্তকরে রয় তব পাশে।
কেহ ধরা-কুক্ষি চিরে ভূপঞ্জর টেনে ছিঁড়ে, গলায় পাথর,
কেউ রত্নাকরে ডোবে কেউ স্বর্ণরেণুলোভে খুঁড়ে বালুস্তর ;
তোমার গুহার মাঝে কোন্ রত্নখনি রাজে, পায়নি সন্ধান,
কিংবা সেথা পশিবারে নরের কৌশল হারে, অশক্ত বিজ্ঞান।

ধরার জনমদিনে যে লাজবর্ষণ হলো, বজ্রমণিরূপে
সেই লাজ রাশি রাশি গুহার তিমির নাশি জ্বলে কূপে কূপে।
শুভ্রদন্তে বিম্বাধরে হেসেছিল শিশু-ধরা তরঙ্গ-দোলায়,
অজানা-রত্নের রূপে সে হাসি পুঞ্জিত আজো তব মেখলায়।

যে পরশমণিহার সঁপি রবি দুহিতার হেরিল বদন,
তা' আজি তোমার ঘরে পাষাণের স্তরে স্তরে বাড়ায় হিরণ।
ফণায় বহিয়া মণি, গুহাগৃহে কোটি ফণী দীপালী জ্বালায়,
তায়, ঘন আঁধিয়ারে নাগবালা অভিসারে পথ খুঁজে পায়।
করিকুম্ভ বিদারিয়া কেশরী ছড়ায়ে যায় গজমুক্তা-ফলে,
তব ভৃগুভূমি ভরি হেলায় রয়েছে পড়ি তু·ার-মণ্ডলে।

লোভ-লালসার ঠাঁই তোমার সংসারে নাই ; তুষ্টি শুভঙ্করী
শাসিকা ও মুক্তিদেশে, ভুক্তি কভু নাহি পশে তৃষ্ণাসহচরী।
তুমি যে জড়ের প্রভু, তাই জড়বাদ কভু তোমার সভায়
হয়নিক পূজাস্পদ, দীপ্ত তব পরিষদ্ অধ্যাত্ম-প্রভায়।
হোথা শুচিস্নিগ্ধ পুণ্য অনুকূল রজঃশূন্য সমীরণ বয়,
নাহি পূতিবাষ্প স্বেদ নাহি পাপমল-ক্লেদ, সবি সত্ত্বময়।
স্বস্তি স্বাস্থ্য সনাতন, নাহি হোথা দেহমনোরোগের বীজাণু,
মর্ত্ত উঠে স্বর্গ নেমে রচিয়াছে মাঝে থেমে তব পুণ্য সানু।

কি সংশয়ে উদ্বেলিত সিন্ধুর তরল চিত, কোন্ ভাবাবেগে ?
সেই আদিকাল হ'তে কেবলি করিছে প্রশ্ন শুধু মেঘে মেঘে।
উত্তরে বসিয়া তুমি প্রেরিছ নদীর স্রোতে সদুত্তর যত,
অটল গম্ভীর স্থির নিঃসংশয় শান্ত ধীর আচার্য্যের মত।
যুগ যুগ হ'তে চলে এই প্রশ্নোত্তর-লীলা, প্রশ্ন না ফুরায়,
সিন্ধুর মনের দ্বিধা দ্বন্দ্বের অশান্তি-ক্ষুধা তবু না জুড়ায়।
কোন্ সেই মূল তথ্য যারে জেনে ধ্রুব সত্য তুমি অবিচল,
ক্ষুব্ধ, সিন্ধু নাহি জেনে জাগে তার ভ্রান্ত মনে প্রশ্নই কেবল।

ভারতই তোমার উমা শ্মশানবাসিনী দীনা চিরক্লেশব্রতা,
তবু সে ত হরবধূ, চাহিয়া শম্ভুর পানে ভুলেছ সে ব্যথা।
ঋষিদের তপোলব্ধ অধ্যাত্মসাধন ধন, মৈনাক তোমার,
বিজ্ঞানের বজ্র-ভয়ে রচিয়াছে সিন্ধুতলে শয্যা আপনার।

পাসরিতে এই ব্যথা পেয়েছ বৎসল পিতা ? ভুলিবার নহে !
এ ব্যথা কি তব মর্ম্মে মুর্ম্মুর-দহনসম ধিকি ধিকি দহে ?
বর্ষণের পূর্ব্বে যেন বজ্রগর্ভ গ্রীষ্মঘন তব মৌনরূপ,
প্রলয়ের অভিসন্ধি রেখেছে কি করে বন্দী তব চিত্তকূপ ?
অজ্ঞাতরহস্যময় বিপ্লবের পূর্ব্বসূচি ও মূক স্তব্ধতা,
বাহ্যসংযমের আর অন্তরের ঝটিকার কহে গূঢ় কথা
মদন-দাহের পূর্ব্বে শঙ্করের চিত্তে যেন রুদ্র মৌন জাগে,
গরুড়ের শেষতন্দ্রা যেন অণ্ডচ্ছদখানি ভাঙিবার আগে।

তোমা অতিক্রমি ঐ অভ্রভেদী জড়বাদ উঠে তুঙ্গ হ'য়ে,
যোগযুক্তি পদে দলি ভোগভুক্তি বিশ্বজয়ী, আছ তাও স'য়ে ?
মৈনাক-পীড়নক্ষোভ মহাপ্রলয়ের রূপ করিয়া ধারণ,
কবে তা উঠিবে জেগে, করি ভীম রুদ্রবেগে বক্ষোবিদারণ ?
তব ধৈর্য্যবন্ধ টুটি পাষাণ-পঞ্জর কোটি চূর্ণ দীর্ণ করি,
সুপ্ত মহারুদ্র কবে বাহিরে আসিবে, করে 'গৌরীশৃঙ্গ' ধরি',
অনিত্যের ঘটাছটা, উপদ্রব, অধ্রুবের ব্যর্থ আয়োজন,
কবে হবে ধ্বংসশেষ ? তুমি বুঝি জপিতেছ সেই শুভক্ষণ ?
ঐহিক ভোগের যত সমারোহ, লোকায়ত, ইন্দ্রিয়বিনোদ,
ধ্বংস করি কবে লবে মৈনাকের লাঞ্ছনার পূর্ণ প্রতিশোধ ?

আদিত্য

বৈদিক ঋষি পূজিল তোমারে তোমার নয়নে নয়ন রাখি,
অর্য্যমা, পূষা, আদিত্য, প্রভাকর,
অন্তরে তব ভর্গদেবেরে হেরিল তাদের ধ্যানের আঁখি,
শ্রুতির সূক্তে সেই ধ্যান ভাস্বর।
ত্রেতাযুগে এলো রাজরাজন্য রচিল পুরাণ কল্পকথা,
কুলধারা-যোগে তোমা সনে তারা পাতাইল নব আত্মীয়তা,
যত তারকার বংশ্যগণেরে শাসিল গর্ব্বে আত্মহারা ;
জয়-হুঙ্কারে কম্পিল অম্বর,
উদ্ধত রথশোণধ্বজায় তোমার চক্র আঁকিল তারা।
তুমি শুধু তায় হেসেছিলে দিবাকর।

তারপর এলো সৌরপন্থী, তোমারে ভাবিল ব্রহ্মময়,
তোমার পূজাই সকল পূজার সার।
শৈব-শাক্ত-বৃন্দের সাথে যুঝিয়া তাহারা লভিল জয়,
কভু পরাজয়ে বহিল লজ্জাভার।
জয়গৌরবে সৌর ভূপতি রাজকোষ তার শূন্য করি'
সিন্ধুর তীরে তব মন্দির গড়িল দ্বাদশ বর্ষ ধরি',
শত ভাস্কর দুষ্কর ব্রতে শিলার পুষ্পে বিমণ্ডিয়া
করিল অঙ্গে কলাশ্রীবিস্তার।
কোটি ভক্তের স্তবজয়নাদে উঠিল দ্যুলোক আন্দোলিয়া।
ভাস্কর, তুমি হেসেছিলে আরবার।

জ্যোতির্ব্রহ্ম জ্যোতির্ব্বিদেরা আরাধিল তোমা আরেক রূপে,
বহাইল দেশে নবতন্ত্রের ধারা।
নবগ্রহের তুমি নিয়ন্তা, ভয়ে সম্ভ্রমে গ্রহের ভূপে
স্বস্তিবাচনে কত না পূজিল তারা।

সব শেষে এলো জড়বিজ্ঞান ধ্রুব-স্বরূপ জেনেছে বলে,
এক চোখে চায় তোমা পানে রবি, তুমি হাস তায় কৌতূহলে।
কেহ আর তব দেউল গড়ে না, সৌরতন্ত্র লুপ্ত ক্রমে,
ইতু-ঘটে পূজা-পর্ব্ব হয়েছে সারা।
স্নান-শেষে দিনে পল্লীবাসীরা একবার শুধু তোমারে নমে,
পাঁজির পাতায় হইয়াছ তুমি হারা।

নাই কোণার্ক, পঞ্চতপারা, নাই আজ সেই সৌররাজ,
কোথা শিল্পীরা তাঁহার আজ্ঞাবহ ?
তব নাম যোগে কুল-গৌরবী হ'ল যারা তারা কোথায় আজ ?
আজি তুমি নও কারো দূর পিতামহ।
মানুষের এই পূজা-পূজা-খেলা হেরি বিচিত্র, প্রদোষে প্রাতে,
যুগযুগ হ'তে সমান হাসিই হাসিয়া চলেছ উপেক্ষাতে।
মধ্যদিনের ভ্রূকুটি তোমার কেন তা' তপন, কেই বা বোঝে ?
কৃপায় কৃপণ তুমি যে কখনো নহ।
রবির রবিরে যাহারা নিত্য বিম্বের প্রতিবিম্বে খোঁজে,
তাদের মূঢ়তা তাও করুণায় সহ।

মানবোদয়ের আগে হ'তে তব নিত্য সেবার যে আয়োজন,
হয় নি বিতথ তার তিল-পরিমাণ।
গিরিচূড়া তোমা বরিছে নিত্য, তোমার আপন চারণগণ
সাঁজে ভোরে গায় নীড়ে নীড়ে জয়গান।
যুগযুগ হ'তে মেঘেরা অরুণ কেতন উড়ায় তোমার রথে,
সমানই নিত্য উষসী সন্ধ্যা সিঁদূর ছড়ায় তোমার পথে,
চিরদিনই সেই সূর্য্যমুখীরা তোমা পানে চেয়ে ব্রতটি পালে,
কাল-পারাবার করায় তোমায় স্নান।
বসুধার শিরে হৈম আশিস্ পাণি-সহস্র সমানই ঢালে,
আদি যুগ হতে লভে সে গর্ভাধান॥

বরুণ

হে বিরাট বারীন্দ্র বরুণ,
চাহে সৃষ্টি তব দৃষ্টি স্নিগ্ধ শান্ত প্রসন্ন করুণ।
উগ্রতপ করে মরু তব কৃপাকণার ভিখারী,
মেরু তব পুঞ্জীভূত হাস্য-কলধৌতের ভাণ্ডারী।
তব বিশ্বরূপ-দেহে নদনদী শিরা উপশিরা
বহে রসধারা মৃতসঞ্জীবনী বারুণী মদিরা।
তাপদগ্ধ জীবলোক তব কৃপা-ভৃঙ্গারে স্নাতক,
রসগঙ্গাধর, এই শুষ্ক ধরা প্রসাদ-চাতক।
ঢালো ঢালো আশীর্ব্বাদ প্রস্রবণে, প্রপাতে, সরিতে
গিরিগাত্র বিদারিয়া বসুধার তৃষার্ত্তি হরিতে।
নিঃস্ব বিশ্বনরগণে অন্নজল দাও মাতামহ,
হর' তব করস্পর্শে খরদাহ দারুণ দুঃসহ।

স্রোতে স্রোতে দাও স্নেহ, পোতে পোতে পণ্যের পশারা
তটে তটে অন্নকূট, ঘটে ঘটে প্রাণরসধারা।
কূপে কূপে উৎসারিয়া বাৎসল্যের উৎসের প্লাবন,
চুপে চুপে রক্ষা কর সৃষ্টি তব, হে ভূতভাবন।
নদে নদে প্রেম-বাষ্পগদ্‌গদ সান্ত্বনা তোমার,
হ্রদে হ্রদে পদ্মপাণি বরাভয় করুক বিস্তার।
ডুবে ডুবে হংসসম, খুঁজি' তব শরণ্য চরণ,
শুভে ধ্রুবে সগৌরবে আনি মোরা করি আহরণ।

প্রভঞ্জনে বিশৃঙ্খল ঘনপুঞ্জ তব কেশপাশ,
ধূসরে শ্যামল করে সঞ্জীবন তোমার নিঃশ্বাস।

শিশুমার তুলে জয়ধ্বনি,
রক্ষে তিমি তিমিঙ্গিল তিমিরান্ধ তব রত্নখনি।
শুক্তি গাঁথে মাল্য তব, রচে বেদী মকরমকরী,
দিগ্‌বধূরা শঙ্খনাদে বন্দে তোমা দিবস-শর্ব্বরী।
পুষ্পিত প্রসন্ন দৃষ্টি কুবলয়ে, কুমুদে, কহ্লারে,
বাণী তব বিদ্যুদ্দামে উদ্‌ঘোষিত দীপকে মল্লারে।
পুষ্কর ধরেছে ছত্র জলস্তম্ভে সন্ধ্যাভ্র-রঙ্গণে
পর্জ্জন্যের হস্তে উড়ে ইন্দ্রায়ুধ-ধ্বজা দিগঙ্গনে।

দেবরথী, নমি তব পায়,
শিবরূপে প্রেয় দাও, শ্রেয়ঃ দাও রুদ্র চণ্ডিমায়।
ঊর্ম্মিরথে যাত্রা তব, প্রভঞ্জন রথ-বল্গাধর,
ছুটে সিন্ধুবাজি-রাজি, উৎক্ষেপিয়া ফেনিল কেশর।
সীমারেখা হারাইয়া একাকার অষ্ট চক্রবাল,
দিগ্বিজয় অভিযানে, পাশায়ুধ মহাদিক্‌পাল!

চূর্ণ করো দুর্দ্দম উন্মদে
অবিদ্যার সমারোহ দুর্গসৌধ পুরজনপদে,
কল্পান্ত-প্রলয় সম স্রস্ত ধ্বস্ত করি সৃষ্টি-লীলা
নক্রধ্বজ রথচক্রে, গলাইয়া শৈলমনঃশিলা।
বিজ্ঞানের বালুবন্ধ ভেঙে ছুটে প্লাবনের স্রোত,
দূর্ব্বাদর্ভখণ্ড-সম ডুবে তায় কত শত পোত।
তব বলি-পুষ্পসম ভাসি মোরা উল্লোল কল্লোলে,
এ বিশ্ব প্রহ্লাদসম মত্ত দন্তিশুণ্ডে যেন দোলে।

তোমার দিঙ্‌নাগ-শিরে মগ্নপ্রায় মিহির সংঘাতে
ধ্বক ধ্বক গজমুক্তা পিঙ্গোজ্জ্বল ময়ূখ-সম্পাতে,
জ্বালায় নূতন সূর্য্য। অভ্র ভেদি' বাড়বাগ্নি জ্বলে,
দ্বীপব্যূহ, সেতুস্তম্ভ, জতুগৃহসম তায় গলে।

অবিচ্ছিন্ন সিন্ধুব্যোম যায় ধূম্র তমিস্রায় ঢেকে,
বারুণী-সেবনমত্ত গ্রহতারা টলে কক্ষ থেকে।

তব ভৈরবতা মাঝে আছে তবু প্রচ্ছন্ন আশ্বাস,
এ মূর্ত্তি হেরিয়া তব, দাহদৈত্য পাইয়াছে ত্রাস,
তোমার যাত্রার পথে বিদলিত ধূলি‌ন বাহিনী
লুণ্ঠিতে শ্যামল ঋদ্ধি আক্রমিল যাহারা মেদিনী।
প্লাবন-উর্ব্বরা উর্ব্বী করে পুন গর্ভাধান-স্নান,
মুক্তাগর্ভ শুক্তিসম ভ্রূণে ধরে নব নব প্রাণ।

দূর কর নির্ম্মোক-জীর্ণতা ;
তোমার নিগ্রহে পাই নবোদ্ভব সৃষ্টির বারতা ;
যুগে যুগে চূর্ণ করি পূর্ণরূপে গড়ো বিশ্বভূমি,
শ্রীতারুণ্য স্বাস্থ্যে 'নব কলেবর' দাও তারে তুমি।
বসু সিদ্ধ রুদ্রগণ বিশ্বহিতে আ-নাসাগ্র ডুবে'
"সম্বর' 'সম্বর' রোষ, অম্বুরাজ" উচ্চারে ত্রিষ্টুভে।
তব ভীম তাণ্ডবের বিশ্বগ্রাসী চণ্ডিমার মাঝে,
ধ্রুবের শাশ্বতমন্ত্র কল্পশেষে বজ্রতূর্য্যে বাজে।

ভীমকান্ত রসব্রহ্মরূপ,
এ নেত্রে প্রেমোৎস রচি চিত্তে মোর করো রসকূপ।
রস-সরস্বতী মোর রসনায় হো'ন সমাসীনা,
এই বাগ্‌যন্ত্র তাঁর হোক রস-মূর্চ্ছনার বীণা।
তোমার মঙ্গল-ঘটে কর মোরে নারিকেলসম,
রসগর্ভ, হোক্ তায় রসালের শাখা ছন্দ মম।
নির্ব্বাণেপ্সু জীবনের ধূপভস্ম লও বেদীমূলে,
মরণের অর্ঘ্য নিও চিতাভস্মে জাহ্নবীর কূলে॥

বৈশ্বানর

বিশ্বনরের আত্মস্বরূপ প্রণমি তোমারে হব্যবহ,
সপ্ত রসনা অঞ্জলি-পুটে মম বাঙ্ময় হব্য লহ।
হে গূঢ় পুরুষ, হও এ মূঢ়ের ধ্যানের নয়নে পরিস্ফুট,
মর্ম্মেন্ধনে বন্ধন দহি আমার ছন্দে জ্বলিয়া উঠ।

জ্বলিতেছ তুমি ত্রিলোচন-ভালে স্মর-লীলামদ শান্ত করি'
জ্বলিতেছ তুমি ভর্গের রূপে দ্যাবাপৃথিবীর ধ্বান্ত হরি'।
শতমন্যুর দশশত চোখে জ্বলিতেছ তুমি সঘনাকাশে।
জ্বলিতেছ তুমি ভুজগরাজের দশ শত বিষফণার শ্বাসে।

স্থণ্ডিল ভূমে বেদিকা-কুণ্ডে রসনা মেলিয়া আহুতি মাগো,
জীবজগতের জঠরে জঠরে শমীর কোটরে কোটরে জাগো।
ঔর্ব্বে জ্বলিছ সিন্ধুগর্ভে, দাবানলে বনে বেড়াও ছুটি,
গলায়ে গিরির ধাতু-শিলাস্থি জ্বলিছ বক্ষ কটাহ টুটি'।

মরুতে জ্বলিছ মৃগতৃষ্ণিকায় মেরুতে জ্বলিছ অরোরারূপে।
জ্বলিছ ধরার জরায়ুজঠরে জ্বলিতেছ জ্বালামুখীর কূপে।
মর্ম্মকোষের নিভৃত নিবাসে কত দিন রবে হে তমোপহ ?
ফুটাও চিত্ত শিখা-শতদলে, অধ্রুব মোর সকলি দহ।

জ্বলিতেছ তুমি আহবস্তোমে রুধির-মজ্জাসর্পি লভি,
জ্বলিতেছ তুমি সান্ধ্য চিতায় শয়িত যেথায় দিনের রবি।
হিংসায় প্রতিহিংসায় তব লকলক শিখা নিয়ত যুঝে,
রুদ্রের রোষ কষায়লোচনে ধ্বকধ্বক জ্বলি আহুতি খুঁজে।

পাপীর হৃদয়ে অনুশোচনায় তুষানলে জ্বলি' দগ্ধ কর',
বিরহ-কুণ্ডে তুষানলে জ্বলি প্রেম-কনকের শ্যামিকা হর'।

জ্বলিতেছ তুমি তরুর শাখায় অশোক শিমুল জবার বুকে,
জ্বলিতেছ তুমি আলেয়া-মালায় উল্কামুখিনী শিবার মুখে।

জ্বলিছ বিশ্ব-কর্ম্মশালায়, জ্বলিছ অন্নদেবের যাগে,
জ্বলিছ ওষধি-খদ্যোতে, দীপে, জ্বলিছ কুসুম-শরের আগে।
শোচনায় কর নবজীবনের সূচনার অধিবাসন শুভ,
ঋষির শাসনে কবির ভাষণে উজ্জ্বল তব আসন ধ্রুব।

আমার দেহের স্নায়ুতে স্নায়ুতে হে বায়ুসুহৃদ্ ছুটিয়া চল,
এ পাপ-মনের কৃষ্ণবর্ম্মে কৃষ্ণবর্ত্মা জ্বল হে জ্বল।
জ্বালাও তাতাও মাতাও আমায়, কর মোরে জ্বলদর্চ্চিময়,
মম অবসাদ জড়তা, দৈন্য, কুণ্ঠা, লজ্জা করিয়া ক্ষয়।

মম লালসার খাণ্ডববনে তাণ্ডবে কর মহোৎসব,
ধূমকেতুসম দাও মোরে গতি, অশ্রুসাগরে হও বাড়ব।
নির্ম্মল কর, নির্ম্মম কর, হে পাবক, মোরে শুদ্ধ করি',
চিতারে চরম মিতা জানি যেন সত্যের তরে যুদ্ধ করি।

দগ্ধ করিয়া জীর্ণ এ দেহ দিবে মোরে ইহ মুক্তি যবে,
স্বদেহভস্ম মাখিয়া আমার সূক্ষ্ম শরীর বিবাগী হবে।
তাও হয় যেন আহুতি তোমার, জন্মবন্ধ দহন লাগি'
নির্ব্বাণতরে হে মার-বৈরী বিশ্বপাবক শরণ মাগি॥

সোম

নমি সোম তোমা, ব্যোমের সুষমা তব তমোহর হাস্যরুচি,
হ্লাদিনী তোমার মরীচির মালা পীযূষগর্ভা শীতল শুচি।
স্বর্গঙ্গার অমৃতহংস বন্দি তোমারে, হে দ্বিজপতি,
বিহার করেন, তোমারি গ্রীবায় বিরাজিয়া মহাসরস্বতী,
যাঁহার বীণার তানের প্রতান নবসৃষ্টির রূপটি ধরে,
সে তানের সুধা ফেনিল হইয়া বিশ্বে ছড়ায়ে গড়ায়ে পড়ে।
বয়ানে দেবতা যেই সুধা সেবে নয়ানে আমরা পিই যে তাই,
রচিলে একটি পান-চষকেরই পাশে আমাদের মিলন ঠাঁই।

শম্ভুর শিরে গঙ্গার নীরে শত শত প্রতিবিম্ব হানি'
চন্দ্রমালায় ভূষিয়াছ তায়। গৌরীর তুমি মুকুরখানি।
তব ধবলিমা পেয়েছে শঙ্খ, কুমুদী তোমার ধরার বধূ
কর্পূরে তব শ্বেত সৌরভ, নিশিগন্ধায় তোমার মধু।
শারদ অঙ্গে পারদ মাখায়ে ত্রিযামারে কর সরস্বতী,
ঢুলায় চরণে কাশের চামর পুষ্পিত হয়ে তোমারই জ্যোতিঃ।

নারিকেলতরু, বট, দেবদারু চিক্কণ চারু তোমার স্নেহে,
মুদিতকমল সরোবর ধরে অযুত রজত কমল দেহে।
দ্রব-হেমময়ী শোভে নদী-তনু লক্ষহীরার চন্দ্রহারে,
সানুমান নৈবেদ্যসমান শোভে যেন তব ভোজ্য-ভারে।
যা কিছু ধ্বস্ত জীর্ণ দগ্ধ যা-কিছু কুশ্রী ধ্বংসশেষ,
সবি শোভমান, ছিন্নবিতান তরী ধরে রাজহংসবেশ।

নব নব রূপে প্রকাশ তোমার প্রতিপদ হ'তে পৌর্ণমাসী,
চিরনবীভূত নিতি অদ্ভুত অমৃতানন্দে বেড়াও ভাসি'।
ক্রমলীয়মান উপচীয়মান গতি তব লীলা-রঙ্গ-স্রোতে,
ঘুচিতে দেয় না নবনবায়িত সরসতা ধরা-অঙ্গ হ'তে।

ক্ষয়-বৃদ্ধির ক্রমাবর্ত্তনে করেছ সজীব সৃষ্টি-ধারা,
পক্ষে পক্ষে বিশ্ববীণায় বাজাও উদারা মুদারা তারা।
তোমার লীলার স্বরগ্রামের কড়ি-কোমলের ছন্দো-দোলা,
নিখিল জীবন যন্ত্রিত করে, নিখিল সৃষ্টি স্পন্দ-লোলা।
নানা ভঙ্গীতে কল সঙ্গীতে অম্বুধি নাচে ছন্দোনুগ,
ডম্বরু বাজে, মহাকাল নাচে তালে তালে পড়ে চরণযুগ।

জীব-বিধি-লিপি-ধারা-নিয়ামক তব যোগাযোগ তোমার গতি,
ষোড়শ কলার ষোড়শোপচারে বিশ্ব পালিছ, হে প্রজাপতি।
আপনি দহিয়া স্নিগ্ধতা দিয়া হে সোম, তোমার সৃষ্টি গড়,
চন্দ্রচূড়ের মত পিয়ে বিষ তুমিও অমৃত বৃষ্টি কর।
বহ্নি-বেদনা সহিয়া, হে সোম, কেমনে অমন হাসিটি আসে,
কর্ম্মশালায় সহি শত জ্বালা পিতা যেন গৃহে মধুর হাসে।
রবির মমতা আদান করিতে কি গূঢ় গোপন চাতুরী জানো,
তার সুষুম্ন-নাড়ী পথ দিয়ে সন্তর্পণে মাধুরী টানো।

মর্ম্মে মর্ম্মে আদিকাল হ'তে তোমার মর্ম্মমহিমা বুঝি,
আর্য্যেরা প্রেমে আজ্যের ধূমে, হে সোম, তোমারে এসেছে পূজি'।
বেদের মুখ্য পানীয়ে তাহারা করে আখ্যাত তোমার নামে,
ঘৃতপায়সের ভোজ্য নিবেদি' বন্দিল তোমা মধুর সামে।
বেদের সূক্তমণ্ডলগুলি তব চন্দ্রিকা-মাধুরী-মাখা,
প্রতি কলা তব লভেছে স্তব্য অমা-সিনীবালী হইতে রাকা।
করেছে লুব্ধ দেব-ঋভুদেরে সোমলতা তব মাধুরী লভি',
সিন্ধু-নবনী, তব স্নেহরস ধেনুর আপীনে হয়েছে হবি।
ওষধির ফলপুষ্পে পশিয়া তোমারি মাধুরী, ওষধিপতি,
ব্রীহি-যবে চরু-কব্য-বিকিরে অন্নে হয়েছে জীবনবতী।
কী মোহন রূপে জাগিলে ইন্দু, কি চোখে হেরিল বেদের কবি,
যজ্ঞের জ্বালা জুড়াল তাহারা তোমার শীতল পরশ লভি'।

তখনো অগাধ বিস্ময়ময় ব্যোমের ঘুচেনি অপূর্ব্বতা,
গ্রহ বলি' তোমা বিদায় দেওয়ার হয়নি তখনো আসুর প্রথা।
তখনো তুচ্ছ চটুল রূপের আলেয়া-বিলাসে মজেনি তারা,
তখনো রঙীন কৃত্রিমতার বিচিত্রতায় ভজেনি তারা।
জানিত সকলি কলাকুতূহল আঁখির স্বপ্ন, মিলাবে সবি।
জানিত তাহারা তুমি, কলানিধি, ধ্রুব অম্লান নিশার রবি।

তোমাতে হেরিত ব্রহ্ম-বিভূতি চন্দ্রকান্ত-নয়ন ভ'রে,
মুগ্ধ ভক্তি-বিস্ময়-রসে তাহে স্বেদাশ্রু পড়িত ঝ'রে।
তখনো তাহারা যবনিকা রচি রুধেনি তোমার করুণাধারা,
তুমি অতন্দ্র জাগিতে চন্দ্র, তব স্নেহতলে জাগিত তারা।
গগনে উদিলে তুমি মৃগাঙ্ক, আর কি দেখিব চোখে না জানি,
তোমার সহিত হ'য়ে উপমিত ধন্য উমারো বদনখানি।
খদ্যোতে ভজি' প্রত্যুতি তব মর্ম্মে লভিতে ভুলেছি, শশি,
নাহি আগ্রহ অবসর আর, নয়নে মেখেছি কাজল মসী।
সুরলোক হ'তে নূতন অতিথি শিশু, তারা কয় তোমার কথা,
বুঝে তারা তব আদর ইন্দু, পাতায় মধুর আত্মীয়তা।
আর বুঝে কবি, যুগে যুগে তব ভক্ত-পূজারী চারণ তারা,
ছন্দে যাদের কুন্দ ফোটায় গন্ধ ছুটায় জ্যোৎস্না-ধারা।
আদিকাল হ'তে বন্দনা যত কালির আঁখরে তাদের লেখা
বুকে শশাঙ্ক ধরেছ আদরে, তাই বুঝি গায়ে কালিমা-রেখা ?

জানিনা, ইন্দু, কবে সে সিন্ধু সলিল-নিলয়ে আছিলে তুমি,
লক্ষযোজন দূরের প্রবাসী আজিও ভোল'নি জনমভূমি।
আয়ত নয়ানে সিন্ধুর পানে সারারাতি চেয়ে মধুর হাসো,
নিভৃতে নিত্য বিশ্বশরীরে অম্বুমুকুরে নামিয়া আসো।
কি করুণ চাওয়া চাও, সুধাকর, টানো তারে কোন্ গোপন টানে,
হ'য়ে উতরোল কলকল্লোল উচ্ছলি উঠে তোমার পানে।

অবিরল কলধৌত-ধারায় ঢালি মণিহেম, হে শশধর,
লক্ষ্মীছাড়া ও-সিন্ধুরে তুমি নিশি-নিশি ক'র রত্নাকর।
চুম্বন কর প্রতি ঊর্ম্মিরে চিকণিয়া প্রতি বালুকা-কণা,
নাচে বীচিচয় যেন মণিময় দশশত শেষ-নাগের ফণা।

তুমি গগনের মকরধ্বজ, চকোরধ্বজ রথীর রূপে।
নিখিল হৃদয় তোমারি অধীন, প্রভেদ মান' না ভিখারী ভূপে।
মিলনের তুমি প্রজাপতি সখা, বিরহের চিরবৈরী শশী,
প্রেম-পুরোহিত, জাগাও নিখিল প্রাণে প্রাণে রস-পঞ্চদশী।
শিখায়েছ তুমি প্রেম-বিনিময়, মিলাও যুগলে আলিঙ্গনে,
একের নয়নে অন্যেরে ভালো লাগে যে তোমারি সুধাঞ্জনে।

গগনে তোমার সমারোহ হ'লে দেবতারে মোরা আপন জানি,
পূজি না তাহারে ডরি না তাহারে নির্ভাবনায় বক্ষে টানি।
কোজাগরী জাগি তোমার সঙ্গে তব ভগিনীর নিমন্ত্রণে,
জাগি রাসদোল-ঝুলনের রাতি দেবতার সাথে কুঞ্জবনে।
ষোড়শ কলায় তোমা চাই, বিধু, শ্যামচন্দ্রের রসোৎসবে,
আধেক শ্যামের আধেক সোমের দুয়ে মিলে লীলা পূর্ণ তবে।

তুমি না উদিলে সভয়ে অর্চ্চি রুদ্র-দেবেরে রুদ্রাণীরে;
কাপালিক শব-সাধনায় বসে শ্মশানে মশানে গঙ্গাতীরে।
তুমি না জাগিলে তাণ্ডবে নাচে পিশাচ-পিশাচী প্রেতের সাথে;
কোথা মৃদঙ্গ রসতরঙ্গ, কোথায় লাস্য নূপুরাঘাতে?
কি আছে মোদের হৃদয়-বিনোদ তব নাম যার অংশ নহে?
রাজ-রাজেন্দ্র গৌরব লাগি স্বকুলে তোমারি বংশ কহে।
দুলালী দুলালে আদরে ডাকিতে তব নামে মিঠা বাক্য খুঁজি,
কৃষ্ণচন্দ্রে, শ্রীরামচন্দ্রে, গৌরচন্দ্রে তোমারে পূজি।

ইন্দ্র

আজিও মরেনি বৃত্র, মাঝে মাঝে বঙ্গে উঠে জেগে,
তব স্বর্গ-সিংহাসনে, হে বৃত্রারি, আছ অনুদ্বেগে ;
বজ্রে বারিয়াছ তার উপদ্রব তোমার দ্যুলোকে,
আশ্রয় নিয়েছে সে যে স্বর্গ ছাড়ি' মোদের ভূলোকে।
'অনাবৃষ্টি' রূপে হেথা অনাসৃষ্টি করে সংঘটন।
তোমার যজ্ঞের হবি সোমরস করিছে শোষণ।
দুর্ভিক্ষ মড়ক আদি দানবেরা তার আজ্ঞাবহ,
রক্ষা কর, দানবারি, দুঃসহ যে তাহার নিগ্রহ।

তোমার নন্দনবনে সন্তানক, সুরভি মন্দার,
নির্ভয়ে ফুটিছে বটে,—বিশ্বলোকে চাহ একবার,
মোদের এ শ্যাম কুঞ্জ ধ্বস্ত দগ্ধ তার নির্য্যাতনে,
জ্বালিয়াছে দাববহ্নি আমাদের নন্দনকাননে।
উৎপাটিয়া সোমলতা, দগ্ধ করি' দর্ভাঙ্কুরগুলি,
প্রচণ্ড শূলের ঘায়ে উড়াইয়া ঘূর্ণি-ঝঞ্ঝা ধূলি,
শাদ্বলে পাষাণ করি' লোকালয়ে করিয়া শ্মশান,
বাপী-কাসারের বক্ষ বিদারিয়া করি' রক্ত পান,
এদেশ করিছে মরু। তরুগুলি হের দারু-সার,
হ'য়ে পুষ্পপত্রহারা যুপ-রূপে বহে বলি-ভার।

নাচে তারি তরবারি ঝকমকি মৃগতৃষ্ণা-জালে,
রক্ত-ত্রিপুণ্ড্রক তার জাগে রক্তসায়াহ্নের ভালে।
মেদিনীর গিরি-স্তনে করি স্তন্য-প্রবাহ-স্তম্ভন,
ধেনুর আপীনে পশি' স্নেহ-রস করিয়া শোষণ,
নারিকেল-গর্ভে পশি' শস্য-জল শুষ্ক করি' তার,
জীবন-অঙ্কুরগুলি ধূলিস্তোমে করিয়া সংহার,
তব ইন্দ্রজালে আজি জিনিয়াছে তার বৃত্রজাল,
তব সৃষ্টি ধ্বংস করে আজি তার কুহক করাল।

চাতকের কণ্ঠ-পুটে লাঞ্ছিতের আর্ত্ত নিবেদন
মুহুর্ম্মুহুঃ প্রেরি মোরা। মেল' দেব, তন্দ্রালু লোচন,
সুধাপান-মোহ টুটি' শতমন্যু, উঠ উঠ জাগি,
থামুক অপ্সরানৃত্য সভাতলে ক্ষণেকের লাগি।
এ কি অঘটন হেরি, রাজা যার সহস্রলোচন,
অনীক্ষিত রবে তার দুঃখভার ? হবে না মোচন ?
শুধুই স্বর্গের রাজা নহ তুমি, হে শচী-রঞ্জন,
কেবল-দেবেরি লাগি সঁপেনিক দধীচি জীবন।

ডাক' ডাক' পুরন্দর তূর্য্যনাদে যত অনুচরে,
ডাক' কাল-প্রভঞ্জনে ঐরাবতে পর্জ্জন্য পুষ্করে,
হানো বজ্র এ পাষণ্ড বৃত্র-শিরে, প্রকৃতি-বৎসল,
সার্থক বৃত্রহা নাম বর্ষে বর্ষে করো, আখণ্ডল॥

শঙ্খ

নমি শঙ্খ শুভ্রশুচি—দিব্যরুচি চিরপুণ্যব্রত,
নমি হে কঙ্কালসার, তপঃশীর্ণ ঋষি সারস্বত।
গহন জলধিতলে বিদ্রুমের রচি তপোবন,
কত যুগ যুগ ধরি তপস্থায় ছিলে নিমগন ?
অপার অনধিগম্য অম্বুধির অন্তরের বাণী
সান্দ্রীভূত কম্বু তব ভরি পূত চিত্ত-রন্ধ্রখানি,
সেই বাণী তব কণ্ঠে শান্তিঘন বরাভয়ময়,
গৃহে গৃহে কর নিত্য উদীরণ অনন্তের জয়।

ভুলিনি, আনিলে তুমি উদ্বোধিয়া হর-জটা হ'তে
মন্দাকিনী-পুণ্যধারা ঐরাবত-বিমথন স্রোতে,

মৃতসঞ্জীবনী বাণী উদ্ঘোষিলে আর্য্যাবর্ত্ত ভরি',
পিতৃ-গৃহ-প্রাঙ্গণের ভস্মস্তূপে জীবন বিতরি'।
গৃহ-দেবালয়ে তুমি সন্ধ্যাপ্রাতে গাঢ় মূর্চ্ছনায়
মঙ্গল সঞ্চার কর গৃহস্থের নিত্য-অর্চ্চনায়।
যতদূর ধ্বনি রটে ততদূর শুচি সমীরণ,
মঙ্গল-মণ্ডল রচি রক্ষা কর নর-নিকেতন।
তব স্বরে ক্ষাত্র-বীর্য্য উদ্বোধিত শূরের অন্তরে,
তেজোদৃপ্ত যোধ-বৃন্দ শোণিতাব্ধি হেলায় সন্তরে।
উদ্বেল রুধির-সিন্ধুজাত জয়-শ্রুতির প্রণব
তব কণ্ঠে যুগে যুগে উদীরিত, হে সিন্ধু-সম্ভব।
কেদার-কান্তার ত্যজি' পদ্মালয়া তব আবাহনে,
শাতকুম্ভ-কুম্ভ কক্ষে আসে কম্বু, সন্তান-ভবনে,
প্রতিধ্বাত তব ধ্বনি লভি স্থূল বৈভব আকার,
শুক্তিপুটে মুক্তাসম পূর্ণ করে মঞ্জুষা কি তাঁর ?
ধন্বন্তরি-করস্পর্শে অনাময়ী বিভূতি তোমার
হে ঋষি, দধীচি-ধর্ম্ম বৈদ্য-গৃহে করেছ প্রচার।

সর্ব্ব শুভ অনুষ্ঠানে কর তুমি শুভাধিবাসন,
নব জাতকেরে তুমি এ সংসারে কর আবাহন।
সতীর শ্রীকরে আর চিরারাধ্য পতির চরণে,
শঙ্খক-শৃঙ্খলরূপে বাঁধিয়াছ শাশ্বত বন্ধনে।
মণিবন্ধ দুটি বাঁধ' সর্ব্ব কর্ম্মে সংযম সঞ্চারি'
আপনি হয়েছ ধন্য সেবাধর্ম্মে মঙ্গল বিথারি'।
কুললক্ষ্মী-মুখবাতে পূর্ণ তব বরেণ্য জীবন,
পূততর করি তায় নিজে হও পরম পাবন॥

গান

ঝুলন

শাখিশাখে রচিয়াছি ঝুলনা,
শাঙনে মধুর সাঁঝ, এস এস রসরাজ,
শুভ অবসর আজ, ভুল'না ॥

নদী-পারাবার দুলে কূলে কূলে উছালি',
দামিনী ঝলকি' দুলে দিকে দিকে উজলি',
কোটি কোটি বারিধারা ডোরে বাঁধা গ্রহতারা,
হলো আজি সারা ধরা দোলনা।
দোদুল যামিনী আজ, ভুল'না ॥

শাখি-শিরে শিখী দুলে মেলি চারু পাখাটি,
হেলে' দুলে' যূথীলতা চুমে নীপশাখাটি,
ঘুরে অলি ফুলে ফুলে বুলে' বুলে', দুলে' দুলে',
এ লীলার কোথা মিলে তুলনা ?
এ ঝুলন-মিলনেরে ভুল'না ॥

রাকা শশী ছিল বসি মসী-মেঘাবরণে
যমুনালহরে দুলে বাধা-অপসরণে।
দোলো তুমি তারি মত রাধা সনে অবিরত,
চুমা খেয়ে করি' শত ছলনা,
আজিকার শুভখন ভুল'না ॥

দেহে-দেহে প্রাণ দুলে দ্বিধা হৃদে ধরিয়া
ঘনবনে গৃহকোণে আনাগোনা করিয়া,
টলে যতি বনপথে, টলে রথী রথে রথে,
টলে আজি কুল হ'তে ললনা।
আজিকার নিশি শ্যাম ভুল'না ॥

বন্দনা

নমি,—বৃন্দাবন-মনোমন্থ-নবনীত-কান্ত সুন্দর ইন্দু,
প্রেম—মুগ্ধ-গোপীজন-চিত্তবিগলিত-দুগ্ধধারাধর সিন্ধু।
তুমি—ভকতবৎসল হরি হে।
জয়—জীবন-বল্লভ। ভুবনদুর্ল্লভ চরণ-পল্লব স্মরি হে।
নমি—সিদ্ধ-বেণুকর, দুগ্ধরাধাধর-পদ্মরেণুহর ভৃঙ্গ,
নমি—নন্দ-যশোমতী-মর্ম্ম-গৌরবে তুঙ্গ গিরিবর-শৃঙ্গ।
তুমি—গোষ্ঠপালিকার কণ্ঠমালিকায় শ্রেষ্ঠ নীলমণিরত্ন,
চির—তীর্থ-গোকুলের মূর্ত্ত প্রেমঘন দাস্যমধুভরা যত্ন।
কল—বিশ্ববিলসিত অম্বুকেলিরসে হংসরাজসমতুল্য,
নীল—যমুনা জলে লীলাসন্তরণচল কান্ত শতদল ফুল্ল।
তুমি—নেত্রমনোহারী, বেত্রবচনচারী চিত্রচূড়াধারী রম্য
নমি—তিলক-বননীপ পুলক-সন্দীপ বালকব্রজাধিপ সৌম্য।
তুমি—হিরণ ধটীপট-পীড়নকটিতট মোহন পটু নট কুঞ্জে।
তব—অব্জ পদতল গুঞ্জ-ঝঙ্কৃত মঞ্জুমঞ্জীরপুঞ্জে।
ক্ষীর—নবনীসরচোর অবনীভারহর নবীননীরধর-কান্তি,
ধ্রুব—লক্ষ্যে দাও মতি, মোক্ষে দাও গতি, বক্ষে প্রেমরতি শান্তি।
তুমি—মোহন বেণুতানে ডাক' হে,
বাতুল অশরণ আতুর মূঢ়জনে রাতুল শ্রীচরণে রাখ' হে॥

শোভন গহনে ঘন হরিৎ ঘটা, ত্বরা—বনে চল' সই।
সঘন গগনে হেন তড়িৎ ছটা, মোরা—কোণে কেন রই?
কি কথা শুনাল দেয়া নীপের কানে—সে যে—শিহরে শাখে,
রজনীগন্ধা কেয়া গন্ধ হানে—অলি—বিহরে ঝাঁকে,
বুলবুল্ কূজে মুহু গুলবাগানে—শিখী—ডাহুক ডাকে,
ষোল সাজে সেজে চল' বনের পানে—নাচ'—তাথৈ তাথৈ॥

কবরী দুলায়ে নীল ঘাঘরা পরি—চল'— গাগরী কাঁখে,
মঞ্জীর রবে সারা নগরী ভরি'—এস—নোলক নাকে।
বরষা চলিয়া যায়, এসেছে তরী, ফিরে—পাইবে তাকে,
ফিরিবে না যৌবন বিশবছরী, তুমি—কাঁদ না যতই ॥

রঙের আগুন

আহা ও—রঙের আগুন কে জ্বালিল ঐ ফাগুনের বন জুড়ে ?
ও আগুন—ছাইয়ে গেল, ছাই হলো যে শ্যামল স্বপন সব পুড়ে।
আগুনের—আঁচ লেগে ঐ হাজার পাখী
কাননে—এক সাথে আজ উঠল ডাকি,
আগুনের—রাঙা রাঙা আঙরাগুলো ভোম্‌রা হয়ে যায় উড়ে ॥
আগুনে—নটকোনা বন ফটফটিয়ে ঐ ফাটে,
শিমুলের—পুড়ল পাতা, জ্বলছে আগুন তার কাঠে।
ও আগুন—ঢেউ খেলে অই উঠল গিয়ে
পলাশে,—গাব গাছে দ'য় ঝিলমিলিয়ে,
ও শিখা—বাদাম বনের ফাঁকে ফাঁকে লক্‌লকিয়ে যায় ঘুরে ॥
আগুনের আঁচ লাগে সব সখাসখীর অন্তরে,
তড়াগে—চখাচখী বন ছেড়ে ঐ সন্তরে,
ও আগুন—মলয় বায়ে যায় বেড়ে অই,
ও আঁচে—বনবালাদের প্রাণ বাঁচে কই ?
আগুনের—ফুল্‌কি যে ধায় হল্‌কা ছড়ায় বিরহিণীর প্রাণ পুরে ॥

বাউল বাতাস

আজ ফাগুনে বাউল বায়ু, বেণুর বনে বাজায় বাঁশী,
ও তার—ঝাঁকড়া চুলে ঠিকরে পড়ে, কৃষ্ণচূড়া রাশিরাশি।
খোলা মাঠের তলাট ভরি গোঠের পথে ধুলোট করি'
বেবাক উলটপালট করে, গোধন হারায় মাঠের চাষী।

বাউল বাতাস হয়েছে আজ মউলবনে মাতোয়ালা,
আমবউলের বৌলি কানে, গলায় কাঁপে অশোকমালা,
ঐ দেখ তার পাগল নাচে, আট্‌কে গেল পলাশগাছে
গেরুয়া আলখাল্লাখানা,—বনবাগানে ছুট্‌ল হাসি ॥

পানকৌড়ী ডুব দিয়ে খুব ডুব্‌কি বাজায় তালে তালে,
গাব্‌গুবাগুব্‌ বাজায় ঘুঘু রঙীন গাবের ডালে ডালে।
চরণে তার হাজার ভ্রমর, ঘুঙুর বাজায় ঝমর ঝমর,
উদাস বিভোর পরাণ যে মোর চায় হ'তে তার সেবাদাসী।

অকাল বর্ষা

মাঘের শীতের অবসানে অকালে কি বর্ষা এলো ?
নানান্‌ রঙের মেঘের মালায় কাননভূমি ভরল যে লো।
ঐ না লো সই গগন-সীমায়, ইন্দ্রধনু তায় দেখা যায় ?
ও গাছে কি ময়ুর নাচে ? মেঘের সাড়া বুঝিই পেল ॥

মুখে লাগে বাদল ছিটে মিঠে ঠেকে অধর-কোণে,
শচীপতি ভুলে কি আজ ঢুকলো রতির কুঞ্জবনে ?
দামিনী কি নাচতে এসে জিভ কেটে অই দাঁড়ায় হেসে ?
অশোকশিমুলবনে কি তার হাসির চমক থিতিয়ে গেল ?

মেঘেরা সব মন্দ্র ভুলে কর্‌ছে কূজন কানাকানি,
সমীরণের চঞ্চলতায় হবেই সবি জানাজানি।
বাদল ঝরে গুঞ্জরণে, মাদল বাজে কুঞ্জবনে,
দোলের আগে আমের বাগে ঝুলন ডেকে আন্‌লে কে লো ?

হোলীর গান

বঁধু—এস এস খেলি হোলি মানস দোলে,
আজি—দখিন পবন হৃদি-দুয়ার খোলে।
মধুর সায়ংকাল, কুম্‌কুমে লালে লাল,
হেরি—হরের-ও সরোষ ভালনয়ন ভোলে ॥

আজি—ছয় রাগ ছত্রিশ রাগিণীর সঙ্গে,
হের—নাচে রে চাঁচরে মাতি চরাচর রঙ্গে।
প্রেম-ঘন তানভরে, গিরিসানু প্রান্তরে
ফুলে—ভৃঙ্গেরা গান ধরে মধুর বোলে॥
আহা—চৌদিকে ভুরু ভুরু অগুরুর গন্ধ,
তায়—তাথই তাথই নাচে অথই আনন্দ।
তনু ফাগে জ্বল'জ্বল' অনুরাগে ঢল'ঢল'
ঘন—ঝম্প ডম্ফ ধ্বনি, মৃদঙ্ তোলে॥
আজি—উৎসবময় কর উদাস বসন্ত,
তায়—উৎসারি উল্লাস-উৎস অনন্ত।
করে মৌ মৌ বন সৌরভে যৌবন
হেন—সুর-ঘন সুলগন অসুরই ভোলে॥

ভাদরে

বঁধু—আজিকে মধুর ভরা ভাদরে,
ঝরে নভে নীরধারা ঘরে ঘরে ক্ষীরধারা,
দাদুরী মুখরা হলো আদরে॥
ছুটে ধারা টুটে' কারা গিরিদরী বিদারি,'
হ্রদ-সরোবর নব সরসিজে শ্রীধারী,
নাহি অবসর আজ কোন লাজদ্বিধারই,
মিছে নিষেধের বাঁধ বাঁধ' রে।
মীন-বিনিময় ব রে আজি বক-বকীরা,
নিশীথেও মিলে আজি যত চখা-চখীরা,
তীরে নীরে কলরব করে সখা-সখীরা,
নবীন মাধুরী দয়িতাধরে॥
বুকে ব্যথা পুষি বৃথা মিলনের প্রয়াসে,
কোন্ শাপে কোন্ পাপে, বঁধু, তুমি প্রবাসে ?

সকল বাঁধন ছিঁড়ে ফিরে এস স্ববাসে,
মিছে কেন মেঘদূতে সাধ'রে ॥
যূথহীন হয়ে মীন ঘুরেনাক সরসে,
ফুলবধূ হেসে মধু ঢালে অলি-পরশে।
গিরি-উরসিজ আধ' ঢাকি লাজে হরষে,
এ ধরা মাধুরীভরা বাদরে ॥

বসন্তশেষে

ফুলদোলে কাল মেতেছিলে, হে সমীরণ, কুঞ্জবনে,
কিসের লাগি আজ বিবাগী, কি ভাব এলো তোমার মনে ?
দিয়ে—শূন্য করি' সৌরভ-ধন ছিন্ন করি' মায়ার বাঁধন,
রিক্ত হ'য়ে মুক্ত হ'য়ে বেড়াও কিসের অন্বেষণে ?

ধূলা মাখো, ভস্ম মাখো, কও যে কথা তত্ত্বভরা,
দুইধারে সব রসালতরু প্রণাম করে মুকুল-ঝরা !
আজ— অশথতলায় বসত তোমার ধুনী জ্বালাও মরীচিকার,
মাঝে মাঝে মেঘের জটা উড়াও দেখি দিগঙ্গনে ॥

শুক্‌নো পাতার মরমরানি শনশনানি বাঁশবাগানে,
উদাস করে পরাণ সবার, কী বারতা কও বা কানে ?
ছিলে—মত্ত অরুণ রসোৎসবে গেরুয়া রঙ ধরলে কবে ?
কোন্ অজানার সন্ধানে আজ ডাক দিয়ে যাও জনে জনে ॥

গজল

এস হে—শ্যাম বনমালী কাননে অলক দুলায়ে।
হেথা যে—দোল লেগেছে খোল বেজেছে পাখীর কুলায়ে ॥

কুহুর ঐ—পিচকারিতে রঙঝরনা পিকেরা ছুটায়।
সহকার—লাল পরাগের ফাগ হানিছে মঞ্জরী-মুঠায়।

সারিকা—নটকোনাতে ফট্‌ফটিয়ে কুম্‌কুমি ফুটায়।
মহুয়া—ভার নিয়েছে চোখ রাঙাবার নেশায় ঢুলায়ে ॥

মধুতে—রঙ গুলে যৌবন রেখেছে অশোক শিমুলে,
চাঁচরের—আঙ্‌রাগুলো ভোমরা হ'য়ে কিংশুকে বুলে,
দখিনা—হিন্দোলাতে দোল হানে, সব সখীরা দুলে,
হরিণী—কস্তুরীবাসে দেবে গোঠ-গোধন ভুলায়ে ॥

যশোদা—মায় ছেড়ে হেথায় আসিতে ভয় কি নীলমণি ?
মাধবী—চুম দিয়ে খাওয়াবে বঁধু ফুলমথা ননী ।
শিখীরা—ঘাম পেলে ঢুলাবে গায়ে পাখার ব্যজনী,
পাখীরা—ঘুম পেলে ঘুমঘোর ঘনাবে পালখ বুলায়ে ॥

ভরা—বরষা এলো ধারা—বাদল ঢেলে,
এস—যমুনা-জলে শ্যাম,—কুঞ্জ ফেলে।
নদী—দুকূল-ভরা হৃদি—আকুল-করা,
বায়ু—বকুল-ঝরা নীল—দুকূলে খেলে ॥

রচে—দোলন-ভেলা ভরা—যমুনা আজি,
বন—গোঠের খেলা এবে—আর কি সাজে ?
নাচে—তাথৈ থিয়া নীল—লহরীরাজি,
দূরে—থেক'না পিয়া খেলো—তাদের মাঝে।
থাক্—তটের শিলা 'পরে—নটের লীলা,
তোমা—যমুনা ডাকে বাহু—হাজার মেলে ॥

এস—সুরভি কর' রবি—তনয়ানীরে,
ফুট'—ইন্দীবর' ও রাজ—হংসীদলে,
মোরা—গাগরী ভরি' ঢালি—তোমার শিরে,
পাণি—মৃণাল ধরি টানি—রভসে বলে।

পিয়ে—ফেনিল সুধা যাবে—তিয়াসা ক্ষুধা,
যাবে—কূলের দ্বিধা জলে—তোমায় পেলে ॥
লভি—বৃষ্টিধারা হয়ে—দৃষ্টিহারা
হবে—সৃষ্টি-ছাড়া কেলি,—আঁধার স্রোতে।
চাঁদ—জাগিবে তুমি ঢালি—জোছনাধারা,
নিব—ও-মুখ চুমি তোমা—হৃদয়-পোতে।
মোরা—সাঁতার জানি, তবু—পাথার-পানি,
বঁধু—বাঁচায়ো টানি কভু—ডুবিয়া গেলে ॥

চিরশ্যাম

তুমি শ্যাম, তাই বিশ্ব প্রকৃতি এত শ্যামে-শ্যামে ভরা।
তুমি শ্রীমোহন তাই এ নয়ন জুড়ায় তোমার ধরা।
বাজালে বাঁশরী, সে সুর পশিয়া
মরমে তাহার তুলিল রসিয়া,
কূজনে গুঞ্জে কলঝঙ্কারে আজো তা' মানসহরা ॥
ফাগে-ফাগে কবে খেলেছিলে দোল,
ফাগুনের বনে আজো হিল্লোল,
রাগে ও পরাগে বাগে ও তড়াগে দোলমালঞ্চ গড়া ॥
গোকুলের হৃদি করিলে হরণ,
তাই ঘরে ঘরে চুরি যায় মন,
তাই পায় পায় চোরেব সাজা'য় পীরিতি-শিকলি পরা ॥

আগমনী

মনে আর তুমি আস না জননি আশা আনন্দ দিতে।
প্রতিমায় তুমি আসনাক আর প্রথাগত পূজা নিতে ॥
বৃথা ঢাকঢোল বাদ্যের ঘটা
বৃথাই আরতি আলোকের ছটা,
কিবা প্রয়োজন ? বৃথা আয়োজন রাজসিক ভঙ্গীতে ॥

কোথা সে ভক্তি যার টানে তুমি আসিবে ধরার পারে।
কোথা সে ভক্তি, শক্তির পূজা হবে কোন্ উপচারে ?
কোথা সে নিষ্ঠা, কোথা সে আকূতি ?
কোথা আত্মার সে তেজোবিভূতি ?
কোথা সে অমল আসন-কমল মানসের সরসীতে ?

তবু আস তুমি আসিতে যেমন সৃষ্টির সেই প্রাতে।
সুরথ রাজারো জন্ম যখন হয় নাই বসুধাতে।
আস তুমি সেই শারদ গগনে,
আস তুমি সেই কমল-কাননে,
আস তুমি সেই নবজাগরণে গিরি, নদী, অটবীতে ॥

আস তুমি তাই সুধাময়ী হয় শরতের বিভাবরী।
আস অন্নদা, হরিবারে ক্ষুধা শ্যাম প্রান্তর ভরি'।
তুমি হেমাঙ্গী হৈমবতী মা
বিগলিত হেরি তোমার প্রতিমা
প্রাতে রবিকরে, রাতে চন্দ্রের চন্দ্রিকা-মাধুরীতে ॥

সন্ধ্যা-কালী

আজ বরষার দিবসশেষে তোমার পূজা সন্ধ্যাকালী।
শ্মশান করে আরতি তায় উল্কামুখীর দেউটি জ্বালি ॥
অঞ্জলি দেয় আলেয়াতে, নৃ-কঙ্কালে মাল্য গাঁথে,
চিতায় চিতায় হোম করে সে মজ্জাবসার আজ্য ঢালি ॥

তড়িচ্ছটার খড়্গাঘাতে পশ্চিমাকাশ-যূপাঙ্গনে,
কালো মেঘের ছাগ-মহিষের রক্ত ছুটে প্রস্রবণে।
দুলছে তমাল-ঝাউয়ের চামর তুলছে সমীর তুমুল ডামর,
কল্পিত ঐ নীপযূথীতে শ্বেতাব্জে নৈবেদ্যথালি ॥

খদ্যোতেরা ধূপ জ্বালে ঐ লাল-করবী জবার শাখে,
দাদুরী দেয় হুলুধ্বনি, ঢাক বাজে ঐ মেঘের ডাকে।
বিল্ববনে ঝিল্লী-নিকর বাজায় পূজার কাঁসর ঝাঁঝর,
অট্টহাসে পট্টবাসে নদ-নদী দেয় করতালি ॥

সার্থকতা

যে জ্ঞান আমার ফুট্‌লনাক গানে,
সে জ্ঞান আমার ভার হ'য়ে রয় প্রাণে।
তত্ত্বভরা তথ্যরাশি না হ'লে ঝঙ্কৃত
পুঁথির পাতের আবর্জ্জনা, বৃথা তা সঞ্চিত,
সত্য নয়ক সে সত্য যা হ'ল না মন্দ্রিত
রসোৎসবের মৃদঙ্গের ঐ তানে।
সে সব আমার ভার হ'য়ে রয় প্রাণে ॥

যে ফুলটি না শোভে বাণীর মালায় গাঁথা র'য়ে
যে মধুরস আনেনাক অলির গীতি ব'য়ে
সে সব যেন পশুর পিঠে অগুরু কাঠ হ'য়ে
গুরু ভারেই মাটির দিকেই টানে।
সে সব আমার ভার হ'য়ে রয় প্রাণে ॥

বিদ্যা যা মোর ফুঁয়ের জোরে বাঁশীর আওয়াজ কাড়ে
লূতার জালে ঢাকে বীণায় মর্‌চে ধরায় তারে,
যে ভাব-রতন ঝুল্‌লনাক কণ্ঠে সুরের হারে,
দুল্‌লনা হায় রসরাজের কানে,
সে সব আমার ভার হ'য়ে রয় প্রাণে ॥

চির-তরুণী

তব মনোবন মাঝে কার বীণাবেণু বাজে? বলগো প্রিয়া,
কে তোমারে চুপে চুপে রাখে নব নব রূপে সঞ্জীবিয়া?

কোন চিরসুন্দরী নিতি তুলে মঞ্জরি' প্রতিমা তব ?
অবিরত মধু ক্ষরে আলসে এলায়ে পড়ে অলি যে পিয়া।

সেই মুখে হাসিরাশি সেই ভালবাসাবাসি, মানসহরা,
একই সেই তনুমন একই কথা অনুখন আকূতিভরা,
তবু যা যখন লভি, মনে হয় যেন সবি সরস নব,
কে রহি ও-অন্তরে সদা ফুল-খেলা করে তোমারে নিয়া ?

ও পাড়ার রূপসী

দাঁড়াও দাঁড়াও ওগো দখিন পাড়ার রূপসী,
নেক নজরে আমার ঘরে হওগো প্রেয়সী।
দেব শাড়ী শান্তিপুরে গামছা দেব রঙীন ডুরে,
জল আনিতে দেব তোমায় পিতল-কলসী॥

ফিতে কাঁকুই দেব তোমায় খোঁপা বাঁধিতে,
তালের নতুন তাতারসি পায়স রাঁধিতে।
পৈছা শাঁখা দেব হাতে, রাখব তোমায় দুধে ভাতে,
না হয় নিজে বাদ্‌লা রাতে থেকে উপোসী॥

দেবনাক মাজতে বাসন গোয়াল কাড়িতে,
ঢেঁকী জাঁতা চালুন পাবে আপন বাড়ীতে।
মনের কথা কইতে ঘাটে অনেক পাবে পাড়ার বাটে,
রসবতী সই-স্যাঙাতী সমানবয়সী॥

হাঁটতে পাছে কাদা লাগে আল্‌তাপরা পায়,
আষাঢ় মাসে ঝামা পেতে রাখ্‌ব আঙিনায়।
নতুন-ছাওয়া আমার ঘরে নতুন-বোনা মাছুর 'পরে,
এসো তোমায় পূজব দিয়ে দুব্বো তুলসী॥

গানের বাণী

এ গান আমার নিজের বলি জানাই এবং জানি,
একটু ভেবে দেখলে ঘুচে সকল অভিমানই।
মোদের দোঁহার মিলেই প্রিয়া এ সুর উঠে ঝঙ্কারিয়া।
তোমার প্রাণের খনির ধনে শুধুই টেনে আনি॥

অঙ্গুলি মোর, তুমিই প্রিয়ে সারঙ্গীটির তার,
তটের বাঁধন তুমিই, আমি তরঙ্গ গঙ্গার।
বংশী তুমি হে সুন্দরি, আমি সমীর, রন্ধ্র ভরি'
আমি যে তান ছন্দ কেবল, তুমিই আমার বাণী॥

ইন্দিরা

আজি—ইন্দিরা মাগো, মন্দিরে জাগো নিঃস্বনি' শুভশঙ্খ।
কর—মঙ্গলময় বঙ্গ-নিলয়, প্রাঙ্গণ, বেদী-অঙ্ক।
কর—বণ্টন, কোটি অঞ্চলে আজি কাঞ্চনময় ধান্য।
হোক্—কঙ্কণ-হেম-ঝঙ্কারে আম-তণ্ডুল-ও পরমান্ন।
লভি—বাঞ্ছিত ধন মিষ্ট, হোক—লাঞ্ছিত জন হৃষ্ট,
হোক—আশ্বাস লভি নিঃস্বেরা শুভ বিশ্বাসে নিঃশঙ্ক॥

তব—সন্তান পায় লুণ্ঠিয়া চায়—অন্নের মধুমুষ্টি।
করে—ক্রন্দন শিশু-নন্দন, চায় স্তন্যের রসে তুষ্টি,
হর'—চক্ষের ক্ষুধা, চুম্বে, আর,—বক্ষের সুধাকুম্ভে,
শীত—কুঞ্চিত পীত অঞ্চলে হরো দুঃখের ধূলি-পঙ্ক॥

হীন—দৈন্যে দূরিয়া পুণ্যে পুরিয়া ধন্য কর' এ-দেশ মা
দীন—ভগ্ন-হৃদয় রুগ্নের ভয়-মন্যুর কর শেষ মা।
দিয়া—সান্ত্বনালোক শান্তি, হরি'—যন্ত্রণাশোক ভ্রান্তি,
কর'—বঙ্গের তনু-মর্ম্মেরে পুন নির্ম্মল অকলঙ্ক॥

শরতের ধরা

ঘুমিয়েছিলাম অঝোরঝরন কাজলবরণ রাতে।
আজ ধরা তোয় চিন্‌তে নারি মানস-হরণ প্রাতে।
সুধার ফেনায় ফেনায় ভরা কল্পভুবন স্বপ্নে গড়া
তুই যে ধরা? কৈ পরিচয় নেই এ রূপের সাথে।

আষাঢ় মেঘে ভাস্‌ল আমার ময়ূরপঙ্খী তরী,
নাচ্‌ল কিবা তাহার গ্রীবা দিবস বিভাবরী।
ঘুম এল মোর তার দোলনে নিয়ে এলো মনপবনে
কোন অজানা কোন অচেনা দেশের কিনারাতে।

কুঞ্জ হেথায় বরে আমায় শেফালিকাঞ্জলি,
মরাল আমায় আগায়ে লয় স্বাগত গায় অলি।
ঘরের ছেলে ফিরলে ঘরে বরণঘটা কিসের তরে?
অতিথ আজি হলাম বুঝি স্বপ্ন অলকাতে।

গৌরচন্দ্রিকা

নদীয়ায়, কে এলরে পথ ভুলে।
হরিনাম, বিলায় সে যে যেচে যেচে নেচে নেচে হাত তুলে॥
পতিত, অধম জনে অভাজনে প্রেমদানে মাতায় মাতে।
মধুময়, ডাক শুনে তার যায় নেমে ভার হৃদয়দুয়ার যায় খুলে॥
নাচে ঐ, ব্রজের রাখাল প্রেমের কাঙাল নিতাই দয়াল তার সাথে,
আনে সে, অথই অপার প্রেমের পাথার সুরধুনীর দুই কূলে॥
সজোরে, ছিঁড়ল শিকল প্রেমের পাগল ভাঙ্‌ল আগল সব ঘরে।
অঝোরে, প্রেমের লোরে রসের তোড়ে ভাবের ঘোরে চোখ ঢুলে॥
শুনে সে, রসের কথা ভূ-লুণ্ঠিতা আশালতা মুঞ্জরে।
পরাণে, বাজে বেণু সকল তনু শিহরে কদম ফুলে॥

দখিনা

ওগো—দখিন সমীরণ !
এসেছ ভাই, রঙীন, মধুর, সুরভি তাই বন।
বাজাও বীণা কানন-বাগে পুষ্প হ'য়ে সে তান জাগে ;
পুষ্প ও নয়, রঙীন রাগে ঝঙ্কৃত স্বপন ॥
গমক তোমার নীড়ে নীড়ে কূজন হ'য়ে বাজে,
তোমার সুরই মীড়ে মীড়ে কীচকবেণু ভাঁজে।
ছন্দ তোমার গন্ধরূপে ঘুরে বেড়ায় চুপে চুপে,
সুরভি মূর্চ্ছনা তোমার মাতাল করে মন।

সুরের মধু জাগ্‌ছে ফুলে জম্‌ছে চাকে চাকে,
ফিরে আবার হচ্ছে মুখর অলির ঝাঁকে ঝাঁকে।
তোমার যত রাগ রাগিণী পরশে ভাই সবই চিনি,
কাঁদায় তাতায় হাসায়, মাতায় জাগায় শিহরণ।
পঞ্চশরের সখা,—বাজাও পঞ্চতারা বীণ,
পঞ্চমে তান তুলে গাহ নিত্যই নবীন।
গন্ধ-পরশ রূপে রসে সে-সুর আমার মর্ম্মে পশে,
পঞ্চ দুয়ার খুলে প্রাণে কর্‌ছি আবাহন ॥

কেমনে সই ভূষণ পরি ?
ভূষণ আমার দূষণ হ'লো তাই তারে না অঙ্গে ধরি।
কঠোর ধাতুর পরশ পেয়ে কত ব্যথাই সয় সে দেহে,
চূড়কাঁকণের কঠিন চাপে দাগ পড়েছে, মরি মরি।
বেশরে তার ছিঁড়ল তনু মাথার কাঁটা বিঁধ্‌ল ভুজে,
নূপুর অভিসারের বাধা ত্যজেছি তায় বৈরী বুঝে।
থাক্‌লে যে হার বক্ষ তটে তাহার সাথে তফাৎ বটে,
তনুর বসন সে-ও অরাতি, তুলে যে তায় স্বিন্ন করি'।

কাজরী

(প্রয়োজনমত স্বরের দীর্ঘ উচ্চারণ করিয়া পাঠ্য)

বায়ু বহে পুরবৈঁয়া আজিলো বায়ু বহে পুরবৈঁয়া।
স্নায়ুভরে স্মরবহ্নিশরে ত্বরা আয়ু হরে মোর সৈঁয়া ॥
দেয়া ডাকে সখি গম্ভীর মন্দ্রে, মর্ম্মে না অম্বরে বাজে?
বজ্র হ'য়ে শ্যামকান্ত-বিরহ জ্বলে শ্যামকান্তি ঘন মাঝে।
অন্তরে বাহিরে বর্ষা এলো, আঁখি নীদ গলায়ে নীর ঢালে,
চন্দ্রতারা রবি মগ্ন মেঘে সবি মোরি দুঃখে দুখী হৈয়া ॥
কান্ত দূরে ঋজু পন্থা পেয়ে কু-তান্ত ধরেছে এ কেশে,
মল্লীজাতী যূথী রঙ্গভরে মোরে ব্যঙ্গ করে সখি হেসে,
নীপবনে জ্বলে লক্ষ শিখা চিতা মোরি জন্য বুঝি জ্বালে,
স্নানপথে ফিরে আসিব না চলি কাঁখে গাগরীটি লৈয়া ॥

গ্রামের ঐ,—প্রান্তঘেরা বনটি আজি কেন আমার মনটি হরে?
সুদূরের,—কুম্ভভরণ-মুখর নদী কালিন্দীর আজ ঢঙ্‌টি ধরে।
বাগানের,—বাবলা শিরিষ নিমসজিনা,
তমালের—মতন দেখায় যায় না চিনা,
ওপারে,—কাশের বনে দধির নদী, গোকুল আমার মনে পড়ে।

ও কি ও,—ঝিল্লী?—না—না, ঝুমুর ঝুমুর নূপুর বাজে,
দুপুরে—শুকসারী ঐ কী কথা কয় বনের মাঝে?
সাদা মেঘ,—যায় না চেনা আজকে দেখে,
ধেনুরা,—নামছে যেন পাহাড় থেকে,
আজিকে,—কীচকবনের উতল হাওয়া পাগল হলো বেণুর স্বরে।

ফুলে ঐ,—নুইয়ে পড়ে কৃষ্ণচূড়ার উজল শাখা,
দেখা যায়,—উহার তলে কোন রূপসীর আলতা-আঁকা,

ও চাঁচর,—চুলে গোঁজা সন্ধ্যামণি,
কোমরে,—গামছা বাঁধা, ঐ পাঁচনি,
রাখালের, বেশটি মোহন বাঁকা চলন ভঙ্গীতে মন উদাস ক'রে।

সমস্যা

তোমায় কোথা ভূষণ দিব, সুন্দরি ?
অঙ্গলতা গন্ধশোভায় আছেই সদা মুঞ্জরি'।
আল্‌তা কোথা পরবে তুমি ? ধরণী—ওই চরণ চুমি,
শিউরে উঠে ভূঁই-চাঁপাতে, ভ্রমর আসে গুঞ্জরি'।
তোমায় কোথা ভূষণ দিব, সুন্দরি ?

চুম্বনাতুর বিম্বাধরে তাম্বুলীরস সয় কি কেহ ?
অঙ্গরাগের ঠাঁইটি কোথা ? গুল্‌বাগই যে তোমার দেহ।
হিরণ ক্ষোভে হবেই মাটি হোক্ না কাঁচা, হোক্ না খাঁটী,
কুণ্ঠা-লাজে কাঁকন চুড়ি কাঁদবে রুনু ঝুন্ করি'।
তোমায় কোথা ভূষণ দিব, সুন্দরি ?

কাজল বৃথা পরবে কোথা, ও চোখে কি সাজবে ভালো ?
কাজল হ'তে উজল আরো যুগল ভুরু অনেক কালো।
চাঁচর চিকন চুলে প্রিয়ার ঝাঁপ্‌টা সীঁথি মানায় কি আর ?
ধরার ভূষণ পরবে পরী অমৃত রূপ গুণ ধরি ?
তোমায় কোথা ভূষণ দিব, সুন্দরি ?

চেয়েছিলে ভূষণ, প্রিয়ে, ভূষণ সবি সঙ্গে আছে।
আছে হৃদয়-মঞ্জুষাতে আছে আমার অঙ্গে আছে॥
আজকে বুকের রক্ত দিয়ে, আল্‌তা পায়ে আঁক্‌ব প্রিয়ে,
সোহাগে সই দুলিয়ে দেব চুমার নোলক নাকের কাছে॥

রচিব হার একটা হাতে, মেখলাটি অন্যটাতে,
তোমার কানে প্রেমের গানে রচিব দুল নূতন ছাঁচে ॥
পায়ে দিব হিয়ার নূপুর, বাজবে প্রিয়া ঝুমুর ঝুমুর,
ভূষণ প'রে দেখ্‌বে বয়ান আমার দুটি নয়ান-কাচে ॥

প্রকাশ-বেদনা

প্রকাশ মাগিছে অন্তর হ'তে কী এক নিগূঢ় বাণী,
কি তার মর্ম্ম, কি তার ধর্ম্ম, কিছুই তাহা না জানি ॥
নিশিদিন শুধু করি বলি-বলি কণ্ঠ করিছে আকলি-ব্যাকলি
দোহদ-বেদনা কত যে অসহ জানে তাহা মোর প্রাণই ॥

যত কথা বলি যত গাহি গান,—প্রকাশ-প্রয়াস তার,
সে কথাটি বলা না হ'লে বাচনে বাচালতা শুধু সার।
ভাবিয়া সে সবে প্রলাপবচন চারি দিকে হাসে বন্ধুস্বজন,
এ ব্যাকুলতায় বাতুলতা বলি' করে সবে কানাকানি ॥

বাণীর দেবতা যে বাণীর মোরে করিল বার্ত্তাবহ,
মনে হয় যেন একদা তাহাই জপেছিনু অহরহ,
জন্ম হইতে জন্মান্তরে দুর্গম পথ স্মৃতি তার হরে।
ভুলে গেছি বাণী আছে শুধু তার প্রকাশের কাতরানি।

চিরদিন শুধু উঠে বুদ্‌বুদ্‌ হিয়ার অতল হ'তে।
জানি জানি সবি জলের বিম্ব মিশিবে জলের স্রোতে।
বুদ্‌বুদ্‌ উঠে তবু সে নিশানা গোপন ধনের কহিছে ঠিকানা,
বিম্বের পথ অনুসরি কেবা বাহিরে আনিবে টানি ?

খেয়াঘাটে

ব'সে আছি খেয়ার ঘাটে তোমারি পথ চেয়ে চেয়ে।
এস হে কাণ্ডারী, তোমার তরীখানি বেয়ে বেয়ে।
সঙ্গী সাথী নেইক কেহ ক্লান্ত কাতর শ্রান্ত দেহ,
চক্ষে আলো সব ফুরালো আঁধার আসে ছেয়ে ছেয়ে।

দুই পারে ঐ ঘরে ঘরে সাঁঝের প্রদীপ জ্বলিল রে,
রাখাল ফিরে ধেনুর ভিড়ে বেণুতে গান গেয়ে গেয়ে।
অঙ্গে সাছে পথের ধূলি সঙ্গে শুধু গীতের ঝুলি,
বিনা কড়ির এই রাহীরে পার ক'রে লও খেয়ার নেয়ে।

ঘরের ডাক

দিনের দাহ আস্‌ল ক'মে ফুরালো মাঠ-বাটের খেলা
খেয়াঘাটে ভিড়টি জমে ভাঙ্‌ল গাঁয়ের হাটের মেলা।
সন্ধ্যাতারা মেঘের ফাঁকে, বক উড়ে যায় ঝাঁকে ঝাঁকে,
ছুটির বাঁশী সবায় ডাকে, এই ত ঘরে ফেরার বেলা।

ঘরের দিকে সবাই হাঁটে ঘরের কথা পড়লে মনে।
আমার কেন মন উচাটন এই অবেলায় অকারণে?
এ ঘর আমার প্রবাস যেন হচ্ছে মনে আজকে কেন?
ঘরে ব'সেই কোন্ সে ঘরের ভাবছি কথা হায় একেলা॥

ঘরে ফেরার ডাক দিয়ে কে বাজায় দূরে মোহন বেণু,
সে ডাক শোনে বিহগ বনে, সে ডাক মানে গোঠের ধেনু।
দীপখানি মা'র ওপার থেকে হাতসানি দেয় সব ছেলেকে,
কোথায় নিয়ে যাবার তরে ডাকছে ঘাটে শোলার ভেলা?

দু'চার দিনের ঘরটি হেথা, এ ঘর আমার আপন নয়।
চির দিনের ঘরটি কোথা? তাও কি শুধু স্বপনময়?
গৃহহারার বেদনাটি মিথ্যা নহে সত্য খাঁটি।
আজকে সাঁঝে সেই ব্যথারে কেমন ক'রে করব হেলা?

দিনান্তিকা

দিন ত গেল সন্ধ্যা এলো একলা ব'সে চিন্তা করি।
ভিড়্‌বে নিরুদ্দেশের স্রোতে কোন্ ঘাটে মোর খেয়ার তরী॥
সেথায় কি সেই ঘাটের পাশে এম্‌নি ছাতিম বকুল হাসে ?
এম্‌নি সেথায় কুলের বধূ জল নিয়ে যায় কল্‌সী ভরি ?

ফুলের সুবাস গায়ে মেখে এম্‌নি সেথায় পবন বহে ?
এম্‌নি সেথায় পিক পাপিয়ায় বনের মনের বার্ত্তা কহে ?
এম্‌নি সেথায় স্নিগ্ধ নীড়ে স্নেহ-ভালবাসার ভিড়ে
ঠাঁই মেলে কি ? তার'পরে কি এম্‌নি পড়ে জ্যোৎস্না ঝরি' ?

মিলে সেথায় মায়ের স্নেহ, ভায়ের দরদ, প্রিয়ার প্রীতি ?
সেথাও কিগো জাগ্‌বে মনে এই ধরণীর মধুর স্মৃতি ?
মেঘ ঘনালে নীল গগনে, কদমবনের রোমাঞ্চনে,
গুঞ্জরি' কি উঠবে গীতি এই ভুবনের জীবন স্মরি' ?

মায়ের কোলে

দিন ফুরালে শিশু যেমন যায় ফিরে তার মায়ের কোলে,
তেমনি ক'রে খেলা ফেলে তোর কাছে মা যাব চ'লে।
হাত-দুখানায় ধূলি মাখা অঙ্গে খেলার চিহ্ন আঁকা,
ময়লা ধূলা দিবি মুছে স্নেহাঞ্চলে ড'লে ড'লে।
বকুনি তোর শোনার আগে ঠোঁট ফুলিয়ে ফেল্‌ব কেঁদে,
জানি মা তুই শাসন ভুলে বাহুর পাশে ফেল্‌বি বেঁধে।
খেল্‌না বাঁশী থাকবে প'ড়ে, নামবে স্বপন নয়ন ভ'রে,
খেলার কথা সকল ব্যথা ভুল্‌ব মা তোর কোলের দোলে।

ভ্রান্তিভঙ্গ

করলে মোরে তোমার ধনের আমারে ভাণ্ডারী,
হায়গো তবু তোমারি ধন তোমায় দিতে নারি।
ভুলে গেলাম আমার কাছে তোমারি ধন ন্যস্ত আছে,
স্বত্ব তোমার ভুলে, ভাবি আমিই অধিকারী।

তুমি এসে হাত পাতিলে—ভিক্ষা কিছু দাও,
পারিনিক দিতে তোমায় একটি কণিকাও।
তাড়িয়ে তোমায় হেলার ভরে রইনু মেতে খেলার ঘরে,
সেই পাপ লাজ মনস্তাপ আজ সহৈত নাহি পারি॥

জোর ক'রে ত কেড়ে নিতেও পারতে আপন ধন।
একটু হেসে বিদায় নিলে—প্রসন্ন বদন।
দিলাম না যা' তোমার হাতে যাবে কি তা' আমার সাথে?
তোমারি ধন রইবে তোমার আমিই যাব ছাড়ি॥

শ্রমিকের গান

(ইংরাজী হইতে অনূদিত আবৃত্তিযোগ্য সম্মিলিত কণ্ঠের গীতি)

কারখানা তার রাঙা আঁখি বুজল ধীরে
হাপর নেহাই পেল রেহাই দিনের মত—
ধূলোয় ঝুলে ভূত সেজে সব চলছি ফিরে,
বিশ সারিতে বিশ-কর্ম্মার সেবক যত।
বাজাও বাঁশী জোরসে বহুৎ, বাজাও বাঁশী,
ফেরার বেলায় এলায় শরীর চরণ-রথে,
বাজাও তবু বাঁশের বাঁশী, ছড়াও হাসি।
নাচ্‌ব তাহার তালে তালে নগর-পথে।

তাঁতগুলোতে থাম্‌ল এখন ঠক্‌ঠকানি,
ঘূর্ণী হ'তে রেহাই পেল নাটাই টাকু,
টানা-পড়েন থামায় তাদের টানাটানি,
আসা-যাওয়ার পথে এখন ঘুমায় মাকু।
বাজাও বাঁশী, বাজাও সানাই—সানাইদার ও,
চুলের গোছা দুলিয়ে নাচো বালিকারা,
রাজা উজীর ধার ধারি না এখন কারো,
ধূলোয় ঘামে যদিও সব ভূতের পারা।

হাঁফাচ্ছিল ময়লা বাতাস ধোঁয়ায় তাতে,
মোদের মত একটুখানি জুড়াক আহা,
শ্রান্ত আকাশ সেও ছুটি পাক্ মোদের সাথে,
গাঙের বুকে একটু থামুক নৌক' বাহা,
বাজাও বাঁশী, মাৎ করে দাও চাঁদের গানে,
খাটনী কেলেশ্ তুড়ির চোটে যাক্‌গে উড়ে,
সূর্য্যটাকে অস্তে নামাও গানের টানে
গলাও তারে মন-মাতানো প্রাণের সুরে।

নেহাৎ ছোট, গরীব মোরা, নেহাৎ হেয়,
সাধ মিটিয়ে নাচ্‌তে, তবু হাসতে পারি,
কেউ বা পিতা, কেউ বা ভ্রাতা, প্রেমিক কেহ,
প্রাণ ভরে'ত মোরাও ভালবাসতে পারি।
বাজাও বাঁশী মাতাও ভালবাসার গানে,
সে গান যেন জাগায় প্রাণে নতুন আশা,
সে গান যেন পাষাণ গলায়, পাথার আনে,
রুক্ষ গলায় জাগায় দরদ-মধুর ভাষা।

আস্‌মানে ঐ নাম-না-জানা তারার মালা,
তাদের মতই, আমরা বহুৎ শক্তি ধরি,
মোদের হাতেই ভাঁড়ারঘরের চাবিতালা,
দেশের দেহে ফুস্‌ফুসেরি কাজটি করি।
বাজাও বাঁশী রাত্রি আসে দিনের পরে,
বিধির এমন কড়া আইন বারোমাসই,
খাট্‌নি শেষে খেলার মাতন মোদের তরে,
দিনের শেষে পেলাম ছুটি, বাজাও বাঁশী।

প্রেমের গান

আমাদের—দোঁহার প্রেমের দুই পাখাতে ভর করে' গান
ছুট্‌লো দেশে দেশে,
বলাকা—শ্রেণীর মত মাল্য রচি নীল আকাশে
চল্‌লো ভেসে ভেসে।
চমকি—পল্লীবধূ ঘাটের পথে কল্‌সী কাঁখে,
থমকি—তুল্‌বে গ্রীবা চাইবে কিবা উদাস আঁখে।
নাগরী—হর্ম্ম্যচূড়ে নাগর প্রিয়ে নর্ম্মভরে
দেখাবে তায় হেসে॥

সহসা—তরুণ পথিক তাদের হেরে উদাস প্রাণে
যাত্রা যাবে ভুলে,
মাঝিরা—দেখবে অবাক, ঠেকবে তাদের অলস দাঁড়ের
নৌকা গিয়ে কূলে।
ইহারা—বাসর ঘরের বাতায়নের আশে পাশে,
সারারাত—করবে কূজন, শুনবে দুজন রসোল্লাসে,
আঙ্গিনায়—রচবে কুলায় তুলসীতলায়, বধূ-সভায়
বস্‌বে ঘেঁষে ঘেঁষে॥

এ গানে—সুবর্ণেরে পায়ে ঠেলে সুবর্ণারেই
বাস্‌বে সবাই ভালো,
ইহারা—বিরহিণীর জীবন-নিশায় আনবে উষা
ঢাল্‌বে আশার আলো।
ইহারা—উড়ে উড়ে বস্‌বে অনেক হৃদয় জুড়ে,
এ গানে—মানিনীদের মান অভিমান যাবে দূরে।
এরা সব—পাখার হাওয়ায় উড়িয়ে বাধা তরুণ জগৎ
জিনবে অবশেষে॥

নৈরাশ্যে

মালা গেঁথে আর কি হবে বলো না মালিকা-বিলাস হয়েছে শেষ।
কি হবে টানায়ে ফুলের দোলনা নিয়ে এস সখি যোগিনী-বেশ।
ছিঁড়ে ফেলে দাও লীলাশতদল দ্রাক্ষার বনে জ্বালাও অনল,
মল্লীকুঞ্জে চালাও কুঠার রেখনাক তার সুষমালেশ।

পিঁজর দুয়ার দাও খুলে দাও উড়ে যাক মোর ময়না-শুক,
প্রিয় বঁধু মোর হলো অকরুণ কুসুমশয়নে সয় না সুখ।
খুলে লও সখি হেম আভরণ ধুয়ে দাও মোর রাঙানো চরণ,
মুছে দাও রাঙা ঠোঁটের বরণ, মুড়াইয়া দাও মাথার কেশ।

ঝরাফুলের সাজি

পিতা ও মাতা

পথে প্রান্তরে খেলা করিয়াছে সারা বেলা,
সন্ধ্যাবেলায় ক্লান্ত চরণে ফিরে আসে শিশুগুলি।
ছিন্ন মলিন বেশে রুক্ষ ধূসর কেশে,
সারা দেহময় করি সঞ্চয় পথের যতেক ধূলি।
"কি বেশে বাহিরে গেলি, একি বেশে ফিরে এলি!"
গুরু গর্জ্জন করি' পিতা ক'ন শিশুরা কম্পমান।
চুমা খেয়ে ম্লান মুখে মা টানে তাদের বুকে
অঞ্চলে মুখ মুছাইয়া গায় ঘুম-পাড়ানিয়া গান।

দেবীর পূজা

দেবীর প্রতিমাটিরে বিসর্জ্জি' দীঘির নীরে
অশ্রু মুছি' সবে ফিরে যায়।
প্রতিমার মাটি গলে দীঘির গভীর জলে
পঙ্ক হয়ে পঙ্কজ ফুটায়।
সে পঙ্কজবন মাঝে দেবী রাজে নব সাজে,
কবি তাই হেরে বারো মাস।
অলি নিত্য পূজা করে গুঞ্জনের মন্ত্র পড়ে,
উড়ে আসে ধূপের সুবাস।

কবির বেদনা

কবির মনের গভীর বেদনা কাব্যে কি ধরে রূপ ?
মুনির মতন সে বেদনা রয় চুপ।
অশ্রু-অতীত যে ব্যথা নিভৃত ভাষাবো অতীত তা যে
নীরবে গহন মর্ম্মমূলে তা বাজে।
কবির স্বপনে বৃথা তার সন্ধান,
গোপনে লালন করে তা তাহার প্রাণ।
তাই ছোটখাটো তরল ব্যথার কথা
বিথারিয়া কবি রচে শুধু ফেনিলতা,
স্বচ্ছতা হরি ইচ্ছা করিয়া রচে তায় মরীচিকা।
তাই হয় গূঢ় অতলে নিহিত বেদনার যবনিকা।
রসের বিলাসে যে বেদনা রূপ লভি,
হয় রোচনীয় তাই করে দান সকলের তরে কবি।
যে বেদনা রাজে অগোচরে, বাজে গহন মর্ম্মতলে,
এক তা তাঁরেই নীরবে নিভৃতে নিবেদন করা চলে।

রবি ও মাটির প্রদীপ

"কে লইবে মোর কার্য্য কহে সন্ধ্যারবি,
শুনিয়া জগৎ রয় নিরুত্তর ছবি।
মাটির প্রদীপ ছিল, সে কহিল,—"স্বামী
আমার যেটুকু সাধ্য করিব তা আমি।"

যে দীপের কথা তুমি বলেছিলে, রবি,
আমি সে মাটির দীপ ক্ষীণবল কবি।
কুটীরে কুটীরে জ্বলি, সামান্য সম্বল,
হয় তায় ঘন তম একটু তরল।

এ আলোক নয় দেব বহুজন তরে,
এই বিদ্যুতের যুগে কে চায় নগরে ?
কাঁপে শিখা দ্বিধাভয়ে বায়ুর প্রভাবে
দিন দিন ক্ষীণ দশা স্নেহের অভাবে।
তালপাতা পুঁথি পড়া চলে এ আলোকে,
প্রিয়জন মুখ শুধু দেখা যায় চোখে।
এ আলোক সঙ্গী নয় কভু রাজপথে।
দুঃস্থা গৃহিণীর কাজ চলে কোনমতে।
বাংলার মাটিতে গড়া এ দেহ আমার
বাংলার মাটিতে ত্বরা মিশিবে আবার।
আমি যে মাটির দীপ যাই নাই ভুলি,
পিতলেরো দীপ নই কে রাখিবে তুলি ?
তবু জ্বলি, দীর্ঘশ্বাস ত্যজি ধূমজালে,
তুমি যে আশিস টিকা পরাইলে ভালে।

তপন ও শিশির

"তপন তোমার স্বপন দেখি যে করিতে পারি না সেবা,"
একথা বলিল যেবা
কে সে ? সে যে আমি। কেহ তাহা নাহি জানে,
তুমি তা জানিতে তাই তুমি কবি সান্ত্বনা দিলে প্রাণে।
কুন্দের বনে সারা রাতি জাগি তোমার প্রতীক্ষাতে
প্রাচী দিগন্তে হেরিলাম তোমা প্রাতে।
সারারাতি হেরি তোমার স্বপ্ন প্রভাতে সেবিব বলি'
ছিলাম কৌতূহলী।
জবাপ্রসূন-সঙ্কাশ তব রূপ দরশন করি,
ভয়ে ভাবনায় বিস্ময়ে কেঁপে মরি।

তীব্র মরীচি সংবরি স্নেহ-করে পরশন ক'রে
মুক্তার মত অমল ভাতিতে উজল করিলে মোরে।
হ'লাম শোভায় ভরা
ধন্য হইল শিশিরজীবন নিশির নয়নঝরা।

পারের কড়ি

সর্ব অঙ্গে ধূলা মাখি স্বিন্নদেহে দীর্ঘ পথ বাহি'
দিবা অবসানকালে খেয়া ঘাটে উপজিল রাহী।
কাতরে কহিল রাহী, "পারের কড়ি ত নাহি সাথে,
দয়া ক'রে পার কর আসিয়াছি আমি রিক্ত হাতে।
সারাটি জীবন শুধু খাটিয়াছি ধূলায় কাদায়,
কিছুই সম্বল নাই ধূলা ছাড়া কিছু নাই গায়।"
কাণ্ডারী কহিল—"বন্ধু, আগে তোমা ক'রে দেব পার
নাইক পারের কড়ি,—ভুল কথা বলিও না আর।
সঙ্গে নেই, অঙ্গে আছে, অঙ্গভরা ও ধূলার চেয়ে
দুর্লভ পারের কড়ি কোথা পাবে এ ঘাটের নেয়ে।
ও ধূলা ব্রজের রজ, জ্ঞানপুণ্য তুচ্ছ ওর কাছে,
তরীতে সবার আগে জানিও তোমার ঠাঁই আছে।"

বেণুর বেদনা

উতল হাওযায় বেণুর বনে শুনছ তুমি কোন বাণী?
ও নয় উহার হর্ষগীতি ও যে ব্যথার কাতরানি।
বেণুর তনুর স্তরে স্তরে সুপ্ত যে গীত মৌন ভরে
কে তাহারে জাগিয়ে দেবে? কে আনিবে তায় টানি?

"হাজার গীতি পুষছি প্রাণে", কয় বেণুবন খেদ করি,
হায় কে তাদের বাইরে আনে আমার হৃদয় ভেদ করি
কোথায় কবি-রাখালেরা কোথায় সুরের শিল্পী সেরা?
পরাণ আমার গুমরে মরে ঠিক-ঠিকানা না জানি॥

আম্র-মুকুল

ভ'রে গেছে মঞ্জরীতে হিয়ার রসাল কুঞ্জবন,
ক'রে গেছে মধুৎসবে মধুব্রত গুঞ্জরণ।
ঝরে গেছে সে মঞ্জরী চৈৎ-বোশেখের তপ্ত বায়,
হ'রে গেছে সেই বায়ু তার ফল ফলাবার সব ব্যথায়

ফুলের বেশি চাইনি কিছু কি লাভ বল তার চেয়ে ?
মকরকেতু তুষ্ট হলেন শ্রেষ্ঠ মুকুল-শর পেয়ে।
কবিমনের অম্বপালীর ফলে কভু নেইক লোভ,
মহাথেরী হয়নি ব'লে তাহার প্রাণে রয়নি ক্ষোভ।

সৃষ্টি-ধ্বংস

সূর্য্য কহে—"নিত্য তাপ বিশ্ব ভরি' করি বিকিরণ
অথচ করি না নব তাপ আহরণ ;
নিত্য যেই ভাবে হয় মোর তাপক্ষয়
জীবলোক শৈত্যাধিক্যে, জেনো তব মরণ নিশ্চয়।"

আকাশ কহিল—"শোন, সারা বিশ্ব হইবে শীতল,
সীমাবদ্ধ তাপের সম্বল,
সে তাপ ছড়ায় বিশ্বে, সমদশা গ্রহতারকার,
এক দিন হবে জেন', রহিবে না চিহ্নও তোমার।"

জ্যোতিষ্কেরা বলে হেসে—"প্রতীক্ষার নাহি প্রয়োজন,
বেশী দিন। আসিবেই আমাদের সংঘর্ষ এমন,
তাহাতেই চূর্ণ হয়ে ধ্বংস পাবে এ বিশ্বজগৎ,
জীবলোক, বাঁচিবার নাই কোন পথ।"

মানুষ বলিল হাসি'—"প্রতীক্ষা করি বা কত দিন,
আমরা রহিতে নারি হ'য়ে উদাসীন।
সয় না মোদের দেরি, কত দিনে লভিব নির্ব্বাণ!
অণু দিয়া সর্ব্বধ্বংসী বজ্র মোরা করেছি নির্ম্মাণ,
বিমানে আরোহি' একদিন
বিধ্বংস করিতে পারি সারা পৃথ্বী করি' প্রদক্ষিণ।"

অজাতশত্রু

অজাতশত্রু হওয়া নয় ভাই সোজা।
বহিতে যে হয় জাতশত্রুর বোঝা।
সহিতে যে হয় বহু ক্ষয় অপচয়
গাহিতে যে হয় অবরেণ্যের জয়।
গুঁজিতে যে হয় দুই কানে পুরু তূলো,
বাঁধিতে যে হয় পৃষ্ঠের পরে কুলো।
ক্ষতি ও ক্ষতেরে বুকে না রাখিয়া জমা,
আততায়ী জনে করিতে যে হয় ক্ষমা।
চুরি না করিয়া চোর যে সাজিতে হয়,
করিতে যে হয় নিরীহের অভিনয়।
এ-তো তবু ভালো, সব চেয়ে বড় কথা
সহিতে যে হয় সত্যগোপন ব্যথা।
লাগাম টানিয়া থামাইতে হয় জিভ
পার্থ হয়েও সাজিতে যে হয় ক্লীব।
অজাতশত্রু পিতারে বধিল কবে,
আত্মারে বধো, অজাতশত্রু হবে।

মিলনে ও বিরহে

মিলনে তোমার পাশে আসে মোর নয়ন মুদিয়া,
বন্ধদ্বারে কামনার অন্ধকারে ভ'রে যায় হিয়া।
মিলনই তোমার সাথে জীবনের অমাবস্যা মোর,
সর্বেন্দ্রিয়গ্রাসী শুধু স্পর্শসুখে রহি যে বিভোর।

হৃদয়ের পৌর্ণমাসী বিরহের দূর ব্যবধান,
চকোরের তৃষ্ণা হয়ে কামনা সে করে সুধাপান।
বহির্লোক ত্যজি দৃষ্টি স্নিগ্ধ হয় অন্তর্লোকে পশি
বিরহের নীলাকাশে সুধাবর্ষী তুমি পূর্ণ শশী।
মিলনের অন্ধকারে মুদে আসে হৃদয়কমল,
বিরহে কুমুদ হয়ে সেই হৃদি মেলে তার দল।

বর্ষারাতে

রাত ক'টা, কেবা জানে ঘড়িটা ত বন্ধ,
অন্ধকারের মাঝে দু'জনেই অন্ধ।
বাহিরেতে ঝুপঝাপ অবিরল বৃষ্টি,
আর কোন সাড়া নেই, ভেসে গেল সৃষ্টি ?
লুপ্ত হইয়া গেছে বুঝি সারা ধরণী,
আমাদের খাটখানা হইল কি তরণী ?
তুমি আমি দুই জনে প্রলয়ের তুফানে
চলেছি ভাসিয়া যেন কোথা কেন কে জানে ?
অতীত ও অনাগত এ পাথারে লুপ্ত,
আর কভু জাগিবে কি এ ধরণী সুপ্ত ?
মহাকাল সিন্ধুতে যাই মোরা ভাসিয়া,
যুগে যুগে দেশে দেশে যেন ভালবাসিয়া।
মোদের এ তরী যেন কোনখানে ভিড়ে না,
যাক সেথা, যেথা হতে কোন তরী ফিরে না।

পূজা

আমার পূজা নয়ক ঝরা ফুলে।
নখের ধারে ছিন্ন করা অকাল মরা ফুলে।
বন বাগানের ফাঁকে ফাঁকে ফুটে যে ফুল হাসতে থাকে,
সেই জীবন্ত ফুল সঁপে দিই তাঁহার চরণ মূলে।
আমার পূজা নয় অকালে হত্যা-করা ফুলে॥

আমার পূজায় ভ্রমর পুরোহিত।
গুঞ্জরি সে মন্ত্র পড়ে গায় সে স্তবের গীত।
রাতে কুমুদ প্রাতে কমল দোলায় তাদের তরঙ্গ দল
তাদের সঁপি তাঁহার পায়ে সরোবরের কূলে।
আমার পূজা বোঁটার পরে সন্ত-ফোটা ফুলে॥

অসমাপ্ত

সমাপ্ত দশটি কাজ দিল যশ, দিল লাজ
চারিদিকে অসমাপ্ত শত শত জাগে।
সমাপ্তে গৌরব পেয়ে অসমাপ্ত পানে চেয়ে
সে গৌরব হয় ম্লান, ভোগে নাহি লাগে।
যাহাদের দাবি সারা হয় নাই সবি তারা
আকাবাকি ক'রে মোরে করে ডাকাডাকি।
কারে থুই কারে ছাড়ি করে সবে কাড়াকাড়ি।
কাহারে আদরে ধরি কারে ফেলে রাখি।
জরুরি তাগিদ পাই ফেলে সবি চলে যাই
যেন মথুরার ডাকে রাজকীয় রথে।
অসমাপ্ত হায় যারা পিছে দেখি কাঁদে তারা
গোকুলের সখাসখী যেন পথে পথে।

দেশ ও কাল

তুমি যবে কাছে ছিলে দেশকালবোধ মোর পেয়েছিল লয়,
যেন সে গভীর সুপ্তি অবিদিত-গতযাম সুখস্বপ্নময়।
তুমি যবে দূরে গেলে গিরিনদী জনপদ প্রান্তরের সহ,
'দেশ' পুন দিল দেখা দূর ব্যবধানরূপে প্রসারি বিরহ।
কাল সে সহস্রপল অলস মন্থর শ্লথ প্রহরের সনে
বুকে চাপে অনুদিন চিনিলাম তারে পুন দুঃসহ যাপনে।

গাগরীভরণ

আজো শুনি কানে গাগরীভরণ গান,
হৃদয়-কলসে ছলকিয়া উঠে প্রাণ।
এ নগরে আর নাগরীরা দলে দলে
গাগরী কক্ষে দীঘি ঘাটে কই চলে ?
ফুরায়ে গিয়েছে গাগরী ভরার দিন,
দীঘির অঙ্ক কঙ্কণতানহীন।
বৃথা চেয়ে রয় পঙ্কজ আঁখি মেলি,
তরঙ্গ তার ভুলেছে রঙ্গকেলি।
ছাড়ে গোধূলির সমীর তাপিত শ্বাস,
শীতল তাহারে করে না সিক্ত বাস।
বিদায়ী তপন অস্তগমন-পথে
বৃথা পিছে চায় রঙিন মেঘের রথে।
বিহগকণ্ঠে শেষ গানখানি তার
কেউ ঘাট-পথে নেই আর শুনিবার।
কেউ দেখেনাক ধরণীর রঙফেরা,
ধেনুপালে বেণু বাজায় না রাখালেরা।

ঘোমটাফাঁকের চাহনিটি পান করি
পথতরুশাখা উঠেনাক মঞ্জরি'।
গাগরীভরণে চলে না নাগরী বধূ,
ঘরে এসে জল হয় না কমলমধু।

আমার পাঠক

যাহারা হৃদয় দিয়া কাব্য বুঝে তারাও মানুষ
হিংসাদ্বেষমুক্ত তারা, নয় তারা নেশায় বেঁহুস।
অবশ্য নয়ক তারা ডিগ্রীধারী বড় অধ্যাপক
ব্যারিষ্টার, সাহিত্যিক কিংবা সম্পাদক
বুদ্ধি দিয়া বিশ্লেষিয়া বুঝে না খুঁজে না মতবাদ
কোন তত্ত্ব, কোন তথ্য, করে শুধু রসের আস্বাদ।
চাহেনাক রচনায় বিজাতীয় প্রথা,
পরখ্যাতি সহে তারা, সহে না উদ্ভট কৃত্রিমতা।
বুঝে তারা ভালবাসা ভক্তি প্রীতি কারুণ্য মমতা,
আছে তাহাদের মুখে হাসি পেলে হাসির ক্ষমতা।
এদেশেরই লোক তারা, আসে নাই তারা বানে ভেসে।
তাদের চিনি না বটে তাদেরই ত সংখ্যা বেশি দেশে।
নির্ভর করিয়া থাকি তাহাদেরই 'পরে
লিখি না যাদের চিনি তাহাদের তরে।

ঋতুসংহার ও কুমারসম্ভব

মত্ত করি' করভকে, ফুল্ল করি' কুরবকে
চারিদিকে বসন্ত-বিলাস।
এক পাত্রে মধুব্রত, প্রিয়া সহ পানে রত,
সারীশুকে সরস সম্ভাষ।
রুধিয়া ইন্দ্রিয়গণে, মুদি আঁখি যোগাসনে
মগ্ন তুমি মহাসাধনায় ;
কর্ণে কর্ণিকার-ভূষা, স্বর্ণময়ী যেন উষা,
উমা তব অর্ঘ্য আনে পায়।

যোগভঙ্গে অকস্মাৎ করে বহ্নি-শরাঘাত
ত্র্যম্বকের ললাট-নয়ন ;—
জ্বলে শুষ্ক পত্রচয়, গ্রীষ্ম এল উষ্মাময়,
ভস্মীভূত মকরকেতন।
বহ্নিকুণ্ড-মধ্যগতা, তন্বী উমা তপোব্রতা,
শূন্যপানে সূর্য্যে রাখি আঁখি ;
তরু-পর্ণ পানবারি, অনশনে তাও ছাড়ি,'
অস্থিচর্ম্ম আছে তার বাকী।

বরিষার বারি ঝরে, জীর্ণ ধরণীর 'পরে,
চাতকীর দীর্ণ কণ্ঠ মাঝে ;—
তপঃক্ষামা গিরিজারে, তুমি এলে ছলিবারে,
মেঘবক্ষে নবছদ্মসাজে।
পরিণত তপঃফল, আঁখি তার ছল ছল,
পল্লবিত পুলক-অঙ্কুর।
শতগুণে কান্তি তার উপচিত পুনর্ব্বার,
সর্ব্বদাহ-জ্বালা হলো দূর।

আসিল শরৎ সিত, গন্ধবহ আমোদিত,
চন্দ্রিকার বন্যা নীলাকাশে,
কৈলাস-শৈলের 'পরে লীলা-শতদল করে
হৈমবতী হাসে তব পাশে।
সুরভি লহরী ঠেলি, অবিশ্রান্ত জলকেলি,
রচে মীন মেখলা সুন্দর।
মরকতপুঞ্জ মাঝে উমার মঞ্জীর বাজে,
সিংহ পায়ে ঢুলায় কেশর।

হেমন্ত আসিল ধীরে, হিমাক্ত সঙ্কোচ ঘিরে
অতসীর হেমাভ বয়ানে।
আপাণ্ডুর গণ্ডখানি তুলি' উমা জুড়ি' পাণি
চাহে নর্ম্মবিমুখ নয়ানে ;
শস্যগর্ভা শালিনিভা অন্নপূর্ণা নতগ্রীবা,
দোহদ-লক্ষণ সারা গায়।
পল্লবিনী অঙ্গলতা পীনশ্রোণিভারানতা,
আকম্পিতা লজ্জায় কুণ্ঠায়।

শীত এল পথে ঘাটে, স্বর্ণশস্য মাঠে মাঠে
শঙ্খ বাজে উটজ-প্রাঙ্গণে।
লাজ-বর্ষ গেহে গেহে, রোমহর্ষ দেহে দেহে,
হর্ষ ঝরে অনলে তপনে।
হারিদকাজলমাখা ক্ষুমাবাসে আধ'ঢাকা
কুমার উমার কোলে হাসে।
তোমার তৃতীয় চোখে সুধা ক্ষরে চন্দ্রালোকে,
কুন্দদন্তে উমা হাসে পাশে।

নিদাঘে

অশথ ছায়ায় মুদিত নয়নে জাবর কাটিছে ধেনু,
গামছার হাওয়া খায় সেথা চাষী, রাখাল বাজায় বেণু।
শ্রান্ত পথিক বটের ছায়ায় আরামে ঘুমায়ে পড়ে।
আমার—মন যে কেমন করে।
বক শুধু তার খুঁজিছে শিকার, বিজন মাঠের বিল,
দূর নীলাকাশে সন্তরি ভাসে চীৎকারে শুধু চিল।
আর কোন পাখী খোলেনাক আঁখি ঝিমায় পাতার ঘরে।
আমার—মন যে কেমন করে।
ধূধূ করা মাঠে মরীচিকা নাচে ঝিমঝিম করে মাথা,
ঘূর্ণির বায়ু ঘুরায়ে উড়ায় জীর্ণ শুকানো পাতা।
কপোতেরা করে বকম বকম ঘরের 'সাঙার' পরে।
আমার—মন যে কেমন করে।
ঝাঁঝাঁ করে খর তপ্ত রৌদ্র, খাঁখাঁ করে গ্রামপথ,
দৃষ্টিতে মোর সৃষ্টিটা লাগে নিশার স্বপ্নবৎ।
ফুলভরা নিমগাছ হ'তে আসে সৌরভ বায়ুভরে।
আমার—মন যে কেমন করে।
অশথের গায়ে কচি কচি পাতা করে দূরে ঝিলমিল।
জুড়ায় না চোখ, পুড়ায় তাহায় এবে আকাশের নীল।
জামে বেগুনিয়া, বাগানের আমে হলুদিয়া রঙ ধরে।
আমার—মন যে কেমন করে।
পীড়িত আর্ত্ত ধরিত্রী যেন জ্বরঘোরে জল চায়,
নয়নে তাহার ঘুম আসে আর বারবার ফিরে যায়।
শিয়রে তাহার ব'সে আছি ঠায় ললাটে ঘর্ম্ম ঝরে।
আমার—মন যে কেমন করে।

প্রথম বর্ষণ

নিদাঘ-জ্বালা জুড়াল আজ প্রথম আসার-বরষণে,
ভস্মে যেন জাগ্‌ল জীবন গঙ্গাধারার পরশনে।
ধরাসতী পারণ করে দীর্ঘ উপবাসের পরে,
চন্দনে-চর্চ্চিত অঙ্গে প্রণাম করে পুরন্দরে।
সদ্যঃস্নাতা দিগ্বধূরা ধূপের ধোঁয়ায় শুকায় কেশ,
নভস্বতীর নীলনয়নে অমল আলোর নবোন্মেষ।
দীর্ঘ পরিব্রজের শেষে বিশ্বলোক শ্রীবিষ্ণু স্মরি'
তীর্থ-সিনান ক'রে যেন উঠ্‌ল স্তবের মন্ত্র পড়ি'।

আজকে বহে লঘু পবন রজঃশূন্য, সত্ত্বময়,
গোষ্ঠরাজের প্রাঙ্গণে আজ উশীরমূলের গন্ধ বয়।
বারুণীর আজ অরুণ আঁখি চারু করুণতায় ভরে।
তারুণ্যের আজ অধিবাসন স্বিন্ন জরার কলেবরে।
গোঠের মাঠে হাটের বাটে পুণ্যাহের আজ বাজ্‌ল বাঁশী,
লক্ষ্মী-মায়ের বোধন-কলস ক্ষেতে ক্ষেতে ভর্‌ল চাষী।
তরুলতার পাতায় পাতায় নূতন খাতার নিমন্ত্রণ।
ক্ষেত্রমাতার শষ্পগৃহে আজকে শুভ পুংসবন।
ইন্দ্রগোপের রক্তভূষা কর্ণে লতাবধূর শোভে,
অলির আজি মৌনব্রত ভঙ্গ হলো মধুর লোভে।
সারস করে কম্বুনাদে সরোরমায় সম্বোধন,
মরাল রচে পুণ্ডরীকে সরস্বতীর সিংহাসন।

দীঘির আঁখি নর্ম্ম-চপল আজ শফরীর চটুলতায়,
কণ্ঠ তুলে মর্ম্মকথা কূর্ম্মী আজি কূর্ম্মে জানায়।
ডুবায়ে আজ কাসার-বাপীর বিহঙ্গদের আশার বাণী,
মহোৎসবে মত্ত-মুখর ভেকেরা সব ঐকতানী।

নীপবালার কর্ণে কে আজ কইল প্রথম প্রণয়-কথা,
আজ কেতকীর কুঞ্জশালায় উঠ্‌লো হঠাৎ প্রসব ব্যথা
চীন্-করবী হৃদয়-ঘটে ঘনামৃত সঞ্চি' রাখে,
রুগ্ন কলি, স্তন্যসম বিন্দু বিন্দু পিইতে থাকে।
শিলীন্ধ্রেরা ছত্র ধরে শিশু তৃণাঙ্কুরের শিরে,
রসাবেশ আজ অঙ্কুরিত রুক্ষ তরুর বক্ষ চিরে।
লকলকিয়ে উঠ্‌ল জীবন নারিকেলের নূতন মা'জে,
তালীবনের দেউড়ীচূড়ায় কলকূজন-ন'বৎ বাজে।

ঘর থাক্‌তেও ভিজ্‌ল বাবুই আনন্দে আজ অকারণ,
চাতক করে কাজরী-গানে চাতকীরে সম্ভাষণ।
পতঙ্গেরা নবান্ন আজ করে ফুলে কলোল্লাসে,
মাতঙ্গেরা পল্বলে আজ মাত্‌ল নব জলোচ্ছ্বাসে।
রৌদ্রাহতা গুঞ্জালতা হঠাৎ পীন পর্ণায়ত,
আশু পরিণয়ের আশায় রুগ্না কৃশা বালার মত।
চরাচর আজ শান্তিবারি মাথায় নিল স্বস্ত্যয়নে।
বন-শ্রী ভ্রূবিলাস রচে নয়ন ভূষি' রসাঞ্জনে।

সঞ্জীবনের উল্লাসই কি শুধুই আজি ভুবন জুড়ে?
কত নিধি হারিয়ে যে আজ কত হৃদিই ব্যথায় ঝুরে।
ঘূর্ণি-বায়ে শিলার ঘায়ে কত বুকই চূর্ণক্ষত।
কত কুলায় লুটল ধূলায়, ঝ'রে গেল মুকুল কত।
ক্ষুদ্র ক্ষতি ক্ষুদ্র ক্ষত তুচ্ছ যত অশ্রুধারা
বিরাট লাভের রুদ্রানন্দে হারিয়ে গেল চিহ্নহারা।
ঝঞ্ঝাঘাতে বৃষ্টিপাতে তৃষ্ণাদাহের দুঃখ হরি'
ইন্দ্র, বরুণ, মরুৎ গেলেন সৃষ্টি তাঁদের রক্ষা করি'।

বর্ষার গান

বর্ষপরে ঘন বর্ষা এসো পুন
চাতক ডাকে শোন ফটিক জল।
রুগ্ন ডালে ডালে জাগাও ফুলকলি
শুকনো গাঙে পুন লাগাও ঢল্‌।
পূরাও যত খালা পুকুর নালী নালা,
জুড়াও রোদে-জ্বলা চড়ার বুক।
ঘুচাও ধূলি মলা দারুণ তাপ জ্বালা,
মুছাও ঘামে ভরা ধরার বুক।

বর্ষা এসো পুন হর্ষ সাথে এনো,
ডাহুকী গায় শোনো বোধন গান।
মাছেরা পাক ফিরে ঢেউয়ের দোলাটিরে,
গাছেরা পাক ফিরে নূতন প্রাণ।
তৃণের অঙ্কুর হয়েছে তৃষাতুর
তাহার কর দূর দাহের ডর।
ডাকিছে জেলেরাও ভাসাও ডিঙ্গি ভেলা,
খেয়ার নেয়ে ডাকে নায়ের 'পর।

বর্ষা এসো তব স্পর্শ পেয়ে নব
দেখাক শিখী নাচ-রঙ্গ তার।
কদমতরু, শোনো ডাকিছে ঘন ঘন
শিউরে তোল' সারা অঙ্গ তার।
বাঁধন দাও টুটে গন্ধ যাক ছুটে
গুম্‌রে ঘেমে উঠে কেয়ার ঝাড়।
কাতর পিপাসায় লতিকা ঝলসায়
খুলিয়া দাও তায় দেয়ার দ্বার।

ফুলের বুকে বুকে জাগাও মধুরস
ফলের বুকে বুকে সরস শাঁস।
পুকুরে কাদাপাঁকে নদীর বাঁকে বাঁকে
অধীর স্বরে ডাকে সারস হাঁস।
বর্ষা এসো ত্বরা ঘুচাও তাপ খরা
ফিরায়ে আনো ধরাবাসীর বল।
সারাটি বরষের ভরসা নিয়ে এসো,
ডাকিছে মাঠে মাঠে চাষীর দল।

আষাঢ়ে

এ তনু-মুকুলে মধুমাসে মধু করিতে পারিনি দান।
তৃষা নিয়ে সখি চ'লে গেছে, সেকি, করেছে কি অভিমান?
তখনো ত সখি কদম ফোটেনি, বয়নিক পুবে হাওয়া,
কালো মেঘে মেঘে আকাশ তখন ছিল না এমন ছাওয়া
এই সোজা কথা হায়,
বোঝা কি যায় না? নিজে বুঝিবে না, বুঝাইতে হবে তায়?
মনের কামিনী ফুটেছে আজিকে বনের কামিনী সাথে,
পেয়ে কি মাধুরী আজিকে আদুরী পাঁকের দাদুরী মাতে।
কপোতটি উড়ে যায় নাক দূরে কপোতীরই সাথে কূজে,
পশুপাখীরাও আপন আপন দয়িতার ব্যথা বুঝে।
কুলায় ছাড়ে না পাখী,—
ভুলায় তাহার প্রিয়ার আহার ঠোঁটে ঠোঁট দুটি রাখি'।
সেথায় হা সখি ডাহুক-ডাহুকী চখাচখী নাহি ডাকে?
আষাঢ়ের দিন হয়নাক বড়? তা-ও ছোট হ'য়ে থাকে?
ডাকে না সেথা কি বিজলী ঝলকি গুরুগুরু নাদে দেয়া?
ওঠে না পুলকি' কদম সেথা কি ফোটেনাক বনে কেয়া?
তাও যদি নাহি হয়,
আকাশ সেখানে মেঘে ঢাকে না কি, পুবে হাওয়া নাহি বয়?

বাদলশেষে

বাদল হয়েছে শেষ, ফড়িঙ্ উড়ে,
ধোঁয়া উঠে পাক দিয়ে দোচালা ফুঁড়ে।
পাখীগুলো ঝাঁকে ঝাঁকে তরুশাখা থেকে ডাকে
প্রভাত হইল যেন দিন দুপুরে।

চলেছে গাঁয়ের বধূ কল্‌সী কাঁখে,
আল্‌তা বাঁচায়ে চলে ঘোম্‌টা ফাঁকে।
সাম্‌নে পাড়ার মেয়ে ডালা কাঁখে চলে ধেয়ে
যা চায় রইলে কাছে দিতাম তাকে।

পশারী ঘুমিয়েছিল কোথা কে জানে,
পশরা তুলে সে ছুটে হাটের পানে।
গোরুগুলো গোয়ালার ডাক ছাড়ে বার বার
জলে ভেজা তাজা ঘাস তাদের টানে।

তরুশিরে রোদ প'ড়ে করে ঝলমল।
হাসে যেন চারিদিক চোখে লয়ে জল।
তরুশাখা হ'তে টুটে লতাটি মাটিতে লুটে
বিদায়ের ডাক ডেকে চলে মেঘদল॥

ছিলাম পথের ধারে বকুলতলে,
মৌমাছি ফিরে আসে সদলবলে।
ডালে ব'সে বলাকারা দেয় জোরে ডানানাড়া
সিনান করালো মোরে সুরভি জলে॥

বর্ষায়

এসেছে বরষা দলিতাঞ্জন-বিগলিত ধারা ঝরিয়া পড়ে।
নব ঘনরূপ রামের নয়নে সীতাশোকে যেন অশ্রু ঝরে
সর্জার্জুন-কুসুমগন্ধ বন হতে আসে সজল বায়
পম্পার তীরে চিত্ত ধায়।

শিহরি উঠেছে কদম্ববন, কাদম্বগণ গগনে ভাসে,
আমার উটজ অঙ্গন 'পরে গৈরিক তরু কূটজ হাসে।
জম্বুবনের পানে চেয়ে চেয়ে মন ছুটে যায় বিন্ধ্যশিরে,
ঘুরিয়া বেড়ায় রেবার তীরে।

রজনী তিমিরে অবগুণ্ঠিত বজ্রকণ্ঠে জলদ মাতে।
চপলা চমকে মাঝে মাঝে বটে, দ্বিগুণিত হয় আঁধার তাতে।
মন ছুটে যায় উজ্জয়িনীর পুরপথে হাতে ধরিয়া বাতি,
অভিসারিকার হইতে সাথী।

মেঘৈর্মেদুর অম্বর আজি মাঝে মাঝে জাগে ইন্দ্রধনু,
মনে হয় শিখিপুচ্ছ-মৌলি গগনে শোভিছে শ্যামের তনু।
মন ছুটে যায় নীপবনছায় ঝুলন কুঞ্জে সে ব্রজধামে,
যেথা রাধা দোলে কানুর বামে।

বন্যা পাথারে প্লাবিয়া দু'কূল কল কল বহে হৈমবতী,
মনে যেন ভায় কাঁদিয়া ভাসায় উমার বিরহে মেনকা সতী।
কৈলাস ঘুরে মন ছুটে যায় যেথা কাঁদে গিরিরাজেশ্বরী
উমার বারতা বহন করি।

আমার ভারত কাব্য-ভারত যুগে যুগে আমি তাহার কবি
জাতিস্মারিকা বরষায় হেরি শত জনমের স্বপন ছবি।
যুগে যুগে শ্রুত সঙ্গীত কত জুড়ায় আমার তৃষিত শ্রুতি
বরষা আমার স্মৃতির দূতী।

শরতের গান

বরিষা গতে মরাল-রথে শরৎ এলো বঙ্গে,
চকোর কলবিঙ্ক অলি মকরকেতু সঙ্গে।
বরিষে লাজ লতিকা শাখী স্বাগত গায় চক্রবাকী
সিনানে-শুচি ধবল-রুচি বরিল ধরা রঙ্গে।
তরল পথে মরাল-রথে শরৎ এলো বঙ্গে।

বন-দুহিতা অপরাজিতা করবী হলো ফুল্ল,
সিত বকের শাখায় শত বকের শিশু দুল্লো।
বাতাবি নাগরঙ্গ-বনে পশিল চোর সঙ্গোপনে।
ফুটিল আজি কমলরাজি কান্তানন-তুল্য,
অরুণাধরে হাসিটি তার শেফালিবনে ফুল্ল।

গগনরাজ খুলেছে আজ আলোক দানসত্র,
বিথারে শোভা শীর্ষে কিবা সিত বারিদ ছত্র।
লহরী নাচে পাইয়া মণি, আঙিনা হলো সোণার খনি,
বাড়ায়ে পাণি হয়েছে ধনী নিঃস্ব তরুপত্র,
কিরণদান সূত্রে—মণি-হিরণ-দানসত্র।

গর্ভভারে নীবার-শালি ঢলিয়া পড়ে ক্ষেত্রে,
সরসী রসচপলা চায় চল শফরী-নেত্রে।
নদীরা আজি অধীরা নয়, কূলের বিধি মানিয়া বয়,
নন্দী গিরি-পুলিনে সদা শাসিছে হেমবেত্রে।
ইক্ষু চাহে ঘোম্‌টা খুলে চক্ষু মেলে ক্ষেত্রে।

চপলা আজি অচলা হলো সন্ধ্যারাগপুঞ্জে,
চাতক এসে অলির বেশে ফুলের দেশে গুঞ্জে।
জলের বান শুকিয়ে ব্যোমে আলোর বান তপনসোমে,
মেঘের রঙ লুটিয়া ভূমি শ্যামলা শতগুণ যে।
ইন্দ্রধনু কোটিধা হলো বনকুসুম-কুঞ্জে।

শরতে বারি অমল পূত মুক্তাভাতিযুক্ত,
'ভারত'-পাঠে জনমেজয় যেন কলুষমুক্ত।
মদির লোল বাসনারাজি শান্তশুভ শাসনে আজি।
বিভুর কৃপাবিভব ধীরে নীরবে উপভুক্ত।
গগন, বন, জীবন, মন, পাবন-রূপযুক্ত।

শরতের আহ্বান

হাঁসের আননে মৃণাল শোভিছে কাশের কাননে হাসি,
দীপালির মত শোভে অঙ্গনে শেফালিকা রাশি রাশি।
অরুণ আজিকে তরুর অঙ্গে মুঠা মুঠা ঢালে সোনা,
ফিরে এস উমা, জননীর কোলে দূরে আজ থাকিও না।
দধিধারা সম নদীধারা বয় কূলের শাসন মানি,
সাদা পাল তুলি চলে তরীগুলি কোন্ দেশে নাহি জানি।
তটপাখী 'পরে ডাহুক-ডাহুকী চখা-চখী কত ডাকে,
ফিরে এস মা গো, এমন দিনে কি শ্বশুর-বাড়িতে থাকে?
জালিতে ভরেছে লাউ-লতাগুলি, শালি ধানে সারা মাঠ,
পালি-ভরা দুধ ঢালিছে আজিকে কালিয়া ধেনুর বাঁট।
থালি-ভরা মিঠা রসবড়া, পিঠা, ডালি-ভরা কত ফল,
ফিরে এস হেথা, ঘুচাও মা ব্যথা, মুছাও চোখের জল।
তোমার মুখের মতন কমলে দীঘিতে হয়েছে শোভা,
কল্মীর ফুলে ভরিয়া গিয়াছে বাঁশবনে ঘেরা ডোবা।
বারোটি মাসের দশ মাস তুমি থেকো শ্বশুরের ঘরে।
মোদের ঘরটি আলো কর এসে একটি মাসের তরে।
বোধন-সানাই বেজেছে তারে মা, তব আগমনী জানি,
রঙ দিতে বাকি দোমেটে হয়েছে মায়ের প্রতিমাখানি।
ফিরে এস মা গো, তুমি না এলে কি পূর্ণ হবে এ পূজা?
সকলের আগে তোমারেই যে মা খুঁজিবেন দশভুজা।

বসন্তে

এলো মধুমাস বঁধু ফুটিল লবঙ্গ।
ধনু ধরি ঘুরে বনে কুটিল অনঙ্গ।
তার প্রতি ফুলশর হ'লো জাতি কুলহর
আমার হিয়ায় স্মর কাটিল সুড়ঙ্গ॥

নিশীথে নিশিত শর ছড়ায় শশাঙ্ক
কিংশুক কলিগুলি স্মরায় নখাঙ্ক।
দহে কুহু তানে পিক তোমারেই হানে ধিক
কুরঙ্গী পদতলে লুটিল কুরঙ্গ॥

তোমার প্রাণ কি বঁধু হয়নি রসন্ত?
ধৈরজ হরিয়া কি লয়নি বসন্ত?
ঘরে ঘরে প্রেমবাতি হেরি তার হেম ভাতি,
অবুঝ নেশায় মাতি ছুটিল পতঙ্গ॥

তোমা বিনা প্রাণ বঁধু বিধুর নিতান্ত।
শিয়রে দাঁড়ায় আসি নিঠুর কৃতান্ত।
নাহি কুল মধু হারা কেহ নাই বঁধু ছাড়া
মাতঙ্গী সাথে মাতি উঠিল মাতঙ্গ॥

উদাস করিয়া তোলে পবন তুরন্ত
পাখা পেলে হইত এ জীবন উড়ন্ত।
মুড়ায়ে মাথার কেশ পুড়ায়ে নাগরী বেশ
যোগিনী হইব, গৃহে টুটিল আসঙ্গ॥

কুহুধ্বনি

কুহুধ্বনি তব ঋতুরাজ
আমার উদাস চিত্তে জাতিস্মর ক'রে দিল আজ।
মনে পড়ে একদিন করি' বনে হরিণ শিকার,
গুহায় ফিরিতেছিনু শুনি কুহুধ্বনিটি তোমার
হারানু গুহার পথ অন্যমনা। পড়িতেছে মনে
আর একদিন তব কুহুধ্বনি পশিল শ্রবণে
অগ্নিমন্থ-মন্ত্রোচ্চারে হলো ভুল কবে যজ্ঞস্থলে,
ঋত্বিক রুষিল তায়। বসি ঋষিশিষ্যের মণ্ডলে
কবে সে গুরুর প্রশ্নে অবান্তর দিলাম উত্তর
লভিলাম তিরস্কার। দায়ী কেবা? তব কুহুস্বর।

আজি মনে পড়িতেছে, বিদিশা কি অবন্তীনগরে
কাজ ফেলি ছুটিলাম আত্মহারা তব কুহুস্বরে
রহিতে নারিনু গৃহে, জুটিলাম বসন্ত উৎসবে
পুরনরনারীদলে। মনে পড়ে পুনঃ সেই কবে
নালন্দার আম্রকুঞ্জ হ'তে আসি ও ধ্বনি তরল
কাষায়গুণ্ঠিত মোর ভিক্ষুব্রত করিল চঞ্চল।
দিল্লী হ'তে চিতোরের গিরিপথে কবে একদিন
ছুটিতেছিলাম দ্রুত অশ্বপৃষ্ঠে হয়ে সমাসীন,
শুনিয়া কুহুর ধ্বনি লক্ষ্য ভুলি চেয়েছিনু ফিরে,
খুঁজিনু ধ্বনির উৎসে। নদীয়ার জাহ্নবীর তীরে
অই ধ্বনি শুনি মোর বিগলিত হলো কবে প্রাণ,
লিখিলাম রাধিকার বিরহের বারমাস্যা গান।

নগরের উপকণ্ঠে পুন আজি শুনি সেই রব।
বসন্ত এসেছে নামি বুঝি মর্ম্মে, করি অনুভব

একই সেই রসাবেশ অনুভূত জন্ম-জন্মান্তরে,
যুগজনতারে ঠেলি জেগে উঠে অই কুহুস্বরে।

সে পৃথিবী আর নাই, ভাঙাগড়া রূপরূপান্তর
তাহারে ভুলায়ে দেছে—তারে আজি চেনাই দুষ্কর।
যুগে যুগে স্তরে স্তরে বিবর্ত্তিত মানবসভ্যতা,
রূপান্তর লভিয়াছে জীবযাত্রা, তার রীতিপ্রথা।
এ যেন নূতন সৃষ্টি। এক শুধু তব কুহুস্বন
অব্যয় বিবর্ত্তহীন অবিকৃত নিত্য সনাতন।
যে দিন বর্ব্বর ছিনু শুনেছিনু বনগুহামাঝে
যে ধ্বনি, এ সভ্যকর্ণে সেই ধ্বনি তেমনিত বাজে।

মম জন্মগুলি যেন তব কুহুধ্বনির সূতায়
মাল্য হয়ে আজ বন্ধু মহাকাল-কণ্ঠে শোভা পায়
দুলে ছন্দে তালে তালে। জাগে আজ মনশ্চক্ষে মম
শত জন্ম-পরম্পরা স্বপ্নময় ছায়াচিত্রসম।
আদিম সে জন্মভূমি বনগুহা হইতে উদ্গীত
একখানি গীতি যেন শতযুগ করি বিমথিত
বিংশ শতাব্দীর এই নগরের উপকণ্ঠ বনে
স্পর্শ করে অন্তরাত্মা তব কুহুধ্বনির বাহনে।

বসন্তের বেদনা

আমি বসন্ত আসিলাম দ্বারে কই সেই উৎসাহ ?
কোথা পুষ্পিত ভাষায় সম্ভাষণ ?
বৎসরান্ত-অতিথির পানে উদাস নয়নে চাহ।
এবার কই ত দিলে না আলিঙ্গন!
শুধু 'এস' বলি জানালে স্বাগত, গলা কেন ভার-ভার!
কই ও-কণ্ঠে কাফিসিন্ধুর তান,
প্রিয়া কি তোমার মানে বসিয়াছে রুদ্ধ করিয়া দ্বার ?
অথবা তোমারি হইয়াছে অভিমান ?
অথবা তুমি কি প্রিয়ার বিরহে যাপিছ এ মধুমাস ?
চোখের দীপ্তি পাইয়াছে কেন ক্ষয় ?
প্রেয়সীর কথা তুলিয়া এবার করিবারে পরিহাস,
জাগিছে কেমন দ্বিধা, সঙ্কোচ, ভয়।
তব অঙ্কের বীণা আজি কেন যাইতেছে গড়াগড়ি ?
গাঁথা নাই মালা, গেহে দেহে নাই সাজ,
শঙ্খ তোমার পঙ্কশয়নে অযতনে আছে পড়ি,
কর্ণের পরে লেখনীটি কেন আজ ?
আমার পাখার পরাগে তোমার কপিশ হবে না দেহ ?
উষ্ণীষ কই ? কি করিবে বিনিময় ?
তোমার সাধের শুকসারী দুটি হরণ করেছে কেহ ?
কুঞ্জে তোমার পিক কেন মূক রয় ?

চিনিতে তোমা কি পারিতাম ? দেহে ফিরিয়া গিয়াছে ভোল,
কুঞ্চটি চিনি তাই তোমা চিনিলাম।
হয়েছে ধবল শিরে কুন্তল, চর্ম্ম হয়েছে লোল,
একি হেরি কবিজীবনের পরিণাম!

প্রতি বৎসর সকলের আগে হেথা লভি আবাহন,
হই যে রঙিন রাগে ও পরাগে ফাগে,
এবার আসর জমিবে না হেথা নাই কোন আয়োজন
বিতথ সবি, এ অতিথির ভালো লাগে ?

উৎসব ছাড়া বন্ধু আমার কিছু নাহি আর জানা
নাই তব মিতা উৎসবোচিত মন।
নিরানন্দের মন্দিরে মোর প্রবেশ করিতে মানা
অনেক কুঞ্জে রয়েছে নিমন্ত্রণ।

উত্তরে তুমি নও দক্ষিণ, হাসিতেছ ম্লান হাসি,
ভালবাসি কিনা তাই হয় বড় ভয়,
বিদায় বন্ধু, বিদায় বন্ধু, এবারের মত আসি,
আগামী বছর পুন যেন দেখা হয়।

ব্যর্থ বসন্ত

এলো না বসন্ত এবার বল্‌ছ তুমি কেমন ক'রে
কোথায় তুমি ছিলে, মূঢ়, ছিলে তুমি কিসের ঘোরে ?
চির কাল সে যেমন আসে তেম্‌নি ক'রেই সে ত এলো,
দ্বারে দ্বারে শিঙার ফুঁয়ে তেম্‌নি ক'রেই ডেকে গেল।
তেমনি রঙীন পত্রপুটে রট্‌ল তাহার আমন্ত্রণী,
কুহু-স্বরের পিচ্‌কারীতে ছুটল তাহার রঙীন ধ্বনি।
বাজ্‌ল ভ্রমর-কিঙ্কিণীকুল পঞ্চশরের শরাসনে,
টঙ্কারে ঝঙ্কারে শায়ক বিঁধল তরুণ মনে মনে।
তেম্‌নি বরণ, সেই আয়োজন, তেম্‌নি মদির উদ্দীপনা,
সেই ভূষাবেশ তেম্‌নি আবেশ, তেম্‌নি অধীর উন্মাদনা,
তেম্‌নি হ'লো যেমনটি হয় বর্ষে বর্ষে শীতের শেষে,
কেমন ক'রে বল্লে তুমি এলো না বসন্ত দেশে ?

ঐ দেখ না হোলীর ফাগে লাল হয়েছে পথের ধূলি,
এখনো ঐ আবির মাখা কুঞ্জশালার দোল্‌নাগুলি।
ঐ দেখ না পলাশবনে শুক্‌নো কেশর রাশিরাশি,
এখনো ঐ লতাবধূর ঠোঁটের কোণে ঘুমায় হাসি।
দ্বারে দ্বারে তুল্‌ছে হের শুক্‌নো রসাল-মুকুল মালা,
দীপের শিখায় রেখাঙ্কিত ঢুলছে ঘুমে নাট্যশালা।
তরুণ এবং তরুণীদের ডাগর চোখে কি যায় দেখা?
মধু-নিশার জাগর তথায় এঁকে গেছে কাজল-রেখা।

দেখ দেখি পাখীর পালখ ছিল কি আর এম্‌নি চারু?
এম্‌নি চিকন পেশল পেলব ছিল কি আর ও-দেবদারু?
মাত্‌ল সবে মহোৎসবে যেমন মাতে তেমনি ক'রে,
কোন্ লাভেরি আশায় তুমি কোথায় ছিলে কিসের ঘোরে?
মদ-ধারায় নাইল করী, শিল্পীরা তার আঁক্‌ল ছবি,
দুল্‌ল তরী, উড়্‌ল পরী, গাইল টোড়ি তরুণ কবি।

লাবণ্যে যার পড়ল ভাটা, তারুণ্য যার অপগত,
রসের নিঝর শুকাল যার জীবনও যার ভারের মত,
চোখঢাকা যে কলুর বলদ সংসারের এই ঘূর্ণিপাকে,
লোভের পাপে ক্ষোভের তাপে জীবন যাহার জ্বল্‌তে থাকে,
স্বার্থ-বিষে জীর্ণ যে জন,—বদ্ধ যে জন বিষয়পাশে,
তাদের ফাগুন আসেনাক, মাঘের পরেই বোশেখ আসে।
বসন্ত তার এসেছিল বসন্ত যার প্রেমের গুরু,
কোথায় পাবে সে, যার প্রাণে মেরুর পরেই মরুর সুরু?

বসন্ত-বিদায়

পাংশুল হইয়া আসে কিংশুকের কুঞ্জ সুশোভন,
পাণ্ডুর, ভাণ্ডীর-চম্পা কুরবক অশোক-কানন।
নীরক্ত, বনশ্রী নব-জাতকের প্রসূতির মত।
পিঙ্গল, কামনাবহ্নি পূর্ণাহুতি লভি ভস্মগত।
স্বপ্নের মুকুল লভে রূঢ় সত্য-ফলে পরিণতি,
নোয়ায়ে দাড়িম্বশাখা অলাবুর লতা ফলবতী।
আজিকে চৈতালি-ক্ষেত্র ভুলি মধু উৎসব-বারতা,
দগ্ধ পত্র-পুষ্পে কহে ধরিত্রীর দগ্ধোদর-কথা।
যৌবনের বাধাহীন নৃত্য-গীতে আনন্দ-মেলায়
সহসা কি অবিবেকী গুরুজন দেখা দিল হায়?
লাস্য-লোল চরণেরে থামাইয়া আনে লজ্জা-ভার,
মাঝখানে থেমে আসে মজ্‌লিসে বসন্ত-বাহার।

বাজিছে ঘুঘুর কণ্ঠে বিরাগের বেহাগের সুর,
প্রকৃতি-সীমন্তে ক্রমে ম্লান হয় শিমুল-সিঁদূর।
'গোলাপী' কেশর ঝরে রাখি' বৃন্তে জামরুল-গুটী,
বেলা-শেষে খেলাশেষ ছকে ছকে গড়াগড়ি ঘুঁটী।
পেচক তিত্তিরি শুক তত্ত্ব-কথা শুনায় কোকিলে।
শত শত বিরহীর তপ্তশ্বাস তাতায় অনিলে।

জ্ঞানাঞ্জন-শলাকায় কে রে আঁখি করে উন্মীলন?
'চোখ গেল, চোখ গেল' বিশ্বময় উঠে যে রোদন।
হৃদয়ের দান-সত্রে কে আনিল হিসাব-নিকাশ?
ছাড়িছে মালিনী-কুঞ্জ ঋষি-শাপে মর্ম্মর-নিশ্বাস।
অক্রূরের ক্রূর বাণী কে শুনালো তমাল-তলায়?
বেণু-বনমালা ফেলি নিল আজি বসন্ত বিদায়॥

যৌবন-বিদায়

জানি তুমি যাবে, ধরিয়া তোমায় যায় না রাখা,
এত তাড়াতাড়ি তবু যাবে ছাড়ি ভাবিনি ভুলে।
অসীমের পানে উড়িতে গগনে মেলেছ পাখা,
অশ্রু বৃথাই করে থই থই এ-আঁখি-কূলে।
সুরু করেছিনু জীবন-যাত্রা যাদের সাথে,
এখনো তারা যে, নিতি নব সাজে আমোদে মাতে
শীতল ও-হাত রাখিলে সহসা আমারি হাতে,
বিদায়ের কথা একদা নিভৃতে বলিলে খুলে ?
দেরী হ'য়ে গেল আয়োজনে মোর জীবন-প্রাতে,
বহু বাকী তাই, তবু আঁখি ভাই পড়িল ঢুলে।

ঝ'রে যায় ফুল, মধুকরকুল সময় বুঝে,
মৌচাক ছাড়ি একে একে দূরে উড়িয়া যায়।
পাখীর ভাষায় সে মাধুরী আর পাই না খুঁজে,
জ্যোছনা মলয়ে এ দেহ এখন পুড়িয়া যায়।
মুখের মশানে দশনের পাঁতি পড়ে যে ঝ'রে,
তুষারে তুষারে গেল যে আমার এ শির ভ'রে,
এসেছিল ঢল ভাটি-টানে জল আসে যে ম'রে,
আত্মা আমার দেহের নিকটে হিসাব চায়।
দেনার তাগিদে ব্যাধিরা দুয়ার নাড়ে যে জোরে,
প্রিয়ার আদরে সে মাধুরী আর মিলে না হায়।

যাবে চ'লে চোর, কত কথা মোর হয়নি বলা,
কত কাজ আমি করিয়াছি সুরু, হয়নি সারা,
গেল যে সময় তন্ত্রী বাঁধিতে সাধিতে গলা,
কত গান গাওয়া হ'লো না, অগীত রহিল তারা।

কত আশা মোর মুকুলে মুদিত ফুটেনি ফুলে,
কত কল্পনা এখনো স্বপনে গোপনে বুলে,
পিয়াসা এখনো জ্বলিছে আমার কণ্ঠমূলে,
তুমি নিয়ে যাবে ভৃঙ্গারভরা গঙ্গা-ধারা।
হরিলে শকতি, পৌরুষ, মতি কর্ম্মফলা,
জীবনের গুরুভার শিরে এবে রবো কি খাড়া ?

কাঙালের গেহে অতিথি হইয়া পেয়েছ হেলা,
রাখিতে পারিনি তোমারে এ দেহে সগৌরবে,
মধুমাসে তব জমাতে পারিনি মোহন মেলা,
মাতিতে পারিনি প্রাণ খুলে তব রসোৎসবে।
কমলাভারতী-ইন্দ্রাণী-রতিপূজায় তব,
যোগাতে পারিনি ষোড়শোপচার নিত্য নব।
কত ছিল দাবি, তাই মনে ভাবি, কতই ক'ব ?
তোমারে ভূষিতে তুষিতে খুশীতে পেরেছি কবে ?
না হ'তে সময় তাই কি অতিথি ভাঙিয়া খেলা
নিদয় হৃদয়ে এ দেহ হইতে বিদায় লবে ?

দিয়াছিলে যাহা সবি আজি তাহা লইলে লুটে,
দাও নাই যাহা তাও নিলে স্নায়ুবাঁধন খুলি।
ফুল ঝ'রে যায়,—ফল র'য়ে যায় বৃন্তপুটে।
কি ফল রাখিলে ? বি-ফল ফুলের পরাগধূলি ?
শ্লথ বাহুপাশ, ভাঙা গলা শুধু রেখেছ বাকী,
আশাহীন বুক, হাসিহীন মুখ, অরুণ আঁখি ;
খাঁচাটি রাখিয়া সাথে নিয়ে গেলে প্রেমের পাখী,
রঙ নিয়ে গেলে রেখে গেলে শুধু শুষ্ক তূলী।
দেখ পিছু ফিরে এ দেহ-কুটীরে কি গেলে রাখি ?
পঙ্গু লেখনী, হৃদ্‌ঘন মসী, স্মৃতির ঝুলি।

তুমি যাবে জানি মরণেরে টানি আনিয়া দিতে,
এ বিদায়ে তাই তারি আগমনী গাহিতে হয়।
তুমি এলে সব দিয়ে থুয়ে শেষে হরিয়া নিতে,
নিঃস্বের আজি বিশ্বে ত নাই দস্যু-ভয়।
তুমি চ'লে গেলে জীবনের সার মাধুরী হ'রে,
সে আসে আসুক তার ভয়ে আর রবো না ম'রে
তোমার মতন একলা ফেলে সে যাবে না স'রে,
সাথে নিয়ে যাবে, জরা-যন্ত্রণা করিয়া ক্ষয় ;
তুমি দিলে জরা, নবীন জীবন সে দিবে মোরে,
তোমার মতন মরণ এমন নিঠুর নয়॥

কবির কৈফেয়ৎ

বাংলার কথা লিখিতে বন্ধু হৃদয় দীর্ণ হয়,
যেমন করি সে বিদীর্ণ হ'লো আজ
যৌবন গত, প্রেমের গীতির এযে বড় অসময়,
প্রেমিক সাজিতে উনষাটে পাই লাজ।
বাংলার নারী পরে দামী শাড়ী তাই সম্বল সার।
শারিকা ধরেছে আজি ময়ুরীর রূপ।
লিখি কার কথা ? দেউলে দেবতা দেউলিয়া, আজি তার
ধূমায়িত দীপ, দগ্ধ হয়েছে ধূপ।

গাহিতাম বটে একদা বন্ধু স্বপ্নলোকের বাণী,
ধূলিধূমে আজ স্বপ্ন গিয়াছে ডুবে।
দৈত্যদুহিতা রাজরাণী আজ কূপে ডুবে দেবযানী,
ধ্রুব গেছে বনে সব সঁপি অধ্রুবে।

পল্লীর গীতি কি গাহিব তার নেই সেই সরলতা,
পল্লীও আজ নগরের অনুকারী
বিমানের যুগে কামানের যুগে কে শোনে ব্রজের কথা ?
শ্যামের বাঁশরী আর নয় মনোহারী।

প্রাচীন হিন্দু-কীর্তি একদা জাগাত উদ্দীপনা—
হিন্দু বলিতে আজি দেশ লাজ পায়।
শবাসনে বসি কে করে বাণীর আবাহন অর্চনা ?
শাঙন গগনে চকোর কখনো গায় ?
কি লিখিব আজ, কি গান গাইব, সূত্র পাই না খুঁজি,
কল্পধেনুর আপীনে কে রস টানে ?
যন্ত্রদানব হরিয়া নিয়াছে কবির সকল পুঁজি,
ছন্দও আজি শৃঙ্খলা নাহি মানে।

আজি মানবের নাইক অতীত, নাইক ভবিষ্যৎ,
আছে শুধু তার ক্ষুধিত বর্ত্তমান।
গাহিতে চাহিলে হাহাকারে মোর রোধে কণ্ঠের পথ,
সেতারের ঢিলা তারে বাজেনাক তান।
বিশ্ব ভরেছে শকুনি পেচক শৃগালের চীৎকারে,
অমারাতি এবে, অস্ত গেছেন রবি,
যূপবন্ধনে বিল্বপত্র পশুই চিবাতে পারে,
খড়্গের তলে কি গান গাইবে কবি ?

পুরাতন ও নূতন

এসেছে নূতন, তারি গায় সবে জয়,
তাহারে ঘিরিয়া রাজপথে যত ভিড়।
পুরাতন, তোমা সরিয়া দাঁড়াতে হয়
মানে মানে অই পথপাশে নতশির।
জানো ছুনিয়ার সনাতন হেন প্রথা,
পুরাতন, বৃথা পেও নাক যেন ব্যথা।

মনে পড়ে ভাই একদিন তুমি রথে
চলেছিলে বটে বিজয়-কেতন তুলি',
আজি রথী নও, পদাতিক তুমি পথে।
স্মরি চিররীতি যাও ক্ষোভ ক্ষতি ভুলি'।
আজিকে যে রথী কালি সে পদাতি হয়।
এই পদ্ধতি চলিছে ছুনিয়াময়।

ইন্দ্রত্বেরও শেষ হয় একদিন।
সকলেরি দিন একদা ফুরায়ে যায়।
অশ্বমেধীও, পুণ্য হইলে ক্ষীণ,
ধরাধামে নামে, মানবজন্ম পায়।
জেনো ছুনিয়ার এই সনাতনী রীতি,
পুরাতন, তব সম্বল ধন স্মৃতি।

প্রথম জীবনে বুকভরা আশ নিয়ে
এসেছিলে তুমি, কিছু ত মিটেছে তার।
নিয়ে সেই আশ যে আসিছে পাশ দিয়ে,
তাহার আশাও দাবি রাখে মিটিবার।
কুসুমে ফুটুক যারা আছে আজ কলি,
জীবন তোমার হোক আজি তায় অলি।

সন্ধ্যার কুলায়ে

ফুরায়ে আসিছে দিন,
আপনার মনে এবে গৃহকোণে বাজাও বিদায় বীণ।
আর কেন কবি বাহিরে তাকাও ? কিসের আশায় আর
ধারিবে অসার মূঢ় জনতার স্তুতিনিন্দার ধার ?
কেন গা'বে পদমদমত্তের স্তব-নান্দীর গান ?
হাজার জনের মাঝারে বাজারে কেন স'বে অপমান ?

ফুরায়ে আসিছে দিন,
হিসাব-নিকাশ চুকাইয়া ফেল, রেখ না কাহারো ঋণ।
তব রসনায় সত্যেরই যেন শুধু প্রভুত্ব রাজে,
কত কথা তুমি বলিতে পার নি রাজভয়ে লোকলাজে,
সত্যের ঋণ শুধিবার দিন এলো বিদায়ের আগে,
অস্তগগনে সত্যই যেন বর্ণ-ছটায় জাগে।

ফুরায়ে আসিছে দিন,
চিরদিন তরে নিভিবার আগে দৃষ্টি হয়েছে ক্ষীণ।
নৃ-লোকের পানে চেয়ো না সেখানে আঁখি জুড়াবে না আর,
তৃপ্তি দিল তা যতটুকু, ব্যথা দিল ঢের বেশি তার।
আকণ্ঠ পূরি সৃষ্টি-মাধুরী প্রাণ ভরি কর পান,
অনুপভুক্ত রয়েছে মুক্ত প্রকৃতি-মাতার দান।

ফুরায়ে আসিছে দিন,
এই জীবনের পোষা আশাগুলি পাখা-ভরে উড্ডীন।
আর কেন ঘুর' রাজপথে মূঢ় আর কেন মজলিসে ?
পথপানে ঠায় তোমার কুলায় চেয়ে আছে অনিমিষে।
প্রিয়জনগণে কাছে লও টেনে, ক্ষোভ কেন মনে রয় ?
সন্ধ্যাকুলায় হোক তাহাদের কাকলীতে মধুময়॥

লাভালাভ

আজিকে হাটের ঘাটে জীবনের করিতে হিসাব
সন্ধ্যা-তারা পানে চাহি ভাবি বসি, হইল কি লাভ ?
কি মূল্য দিয়াছি আর পাইয়াছি বিনিময়ে তার
কতটুকু কি এমন। দেখি খুঁজি প্রাণের ভাণ্ডার,
তৃপ্তি দিতে নাই কোন আনন্দের স্মৃতিও সম্বল,
মুদি যদি অক্ষিযুগ হেরি শুধু অক্ষরের দল,
তমিস্রার মসী-দন্ত। যৌবনের সন্ধ্যাগুলি মিছে
কেটে গেল বিদ্যা-ভ্রমে অবিদ্যার আলেয়ার পিছে।

গভীর নিশীথে শাস্ত্র-পাঠক্লান্ত চকিত বিহ্বল
'চন্দ্রশেখরের' চোখে জ্যোৎস্নাসুপ্ত সুবর্ণ-কমল
'শৈবলিনী'তনু সম, এ প্রকৃতি নয়নে আমার
লাগে আজ মনোরম। সহসা করিনু আবিষ্কার
হ্রদনদে এত শোভা, গগনে পবনে এত সুধা,
বনফুলে এত মধু। রুদ্ধ করি হৃদয়ের ক্ষুধা
ত্যজি বিশ্ব মহোৎসব নিয়ে অর্দ্ধ বৈরাগ্যের যোগ,
বিধিদত্ত সৌভাগ্যেরে স্পর্দ্ধাভরে করি নাই ভোগ।

জীবন্ত পুষ্পের মত প্রজাপতি ঘুরিতেছে বনে,
মধুচক্র রচিতেছে ভৃঙ্গগণ মধুর গুঞ্জনে,
কদম্ব দাড়িম্ব কুঞ্জে, তরুশির করিয়া মঞ্জুল,
দীপান্বিতা মহোৎসবে মাতিয়াছে খদ্যোতিকাকুল।
সকল উড়ন্ত কীট সুখ ভুঞ্জে। গ্রন্থকীট-রূপে
জীবন-বসন্ত ব্যর্থ করিলাম আমি অন্ধকূপে॥

সন্ধ্যায়

রবির সৎকার শেষ। চিতাভস্মে ধূমের তিমিরে
সন্ধ্যা এলো ঘনাইয়া আজি মোর অন্তরে বাহিরে।
নটিনী তটিনীটির লাবণ্য মুহূর্ত্তে গেল ঘুচে,
দিগ্‌বধূর ওষ্ঠে ভালে রক্তরাগ কেবা দিল মুছে ?
লুপ্ত গ্রামান্তের চিহ্ন, শশিহারা দিগন্তের পার,
মসীর পাথারে বন-লোকালয় সব একাকার।
আলোর বিদায়-গীতি বাজে তরু-কুলায়ে কুলায়ে
ফুলেরা মূরছি পড়ে তীরে নীরে নয়ন ঢুলায়ে।
দীপ্তি অভিনয় করে খদ্যোতেরা, আঁধারই বাড়ায়।
ঝিল্লীর করুণ গীতি স্পন্দমান তারায় তারায়।

এ সন্ধ্যা স্মরায় মোর যৌবনের সেই সন্ধ্যাগুলি,
বাজায়ে কাঁকনচূড় যারা মোরে তুলিত আকুলি'।
সে দিনের সন্ধ্যা মোর, প্রেমোল্লাসে করিত নন্দিত,
অন্তরের অন্তরীক্ষ হতো কোটি তারায় মণ্ডিত।
সেই সন্ধ্যা বন্ধ্যা আজি, গন্ধ নাই রজনীগন্ধায়,
কমলে ঢুলায় ঘুমে, কুমুদেরে তবু না জাগায়।
মনের ভিত্তিতে জাগে ভবিষ্যের মায়াময়ী ভীতি,
তাহাতে চিত্রিত যত অতীতের ছায়াময়ী স্মৃতি।
আজ এ সন্ধ্যায় শুনি শ্রীমন্দিরে বাজে ঘণ্টা-শাঁখ,
মনে হয় তাহা যেন মুহুর্মুহুঃ ও-পারের ডাক ॥

দিবাবসানে

সান্ধ্য গগনে তপন পড়েছে ঢলে'
আঁধার ঘনাতে বেশি দেরি নাই আর।
মাথার উপরে উড়ে দূরে যায় চলে'
এক ঝাঁক বক—কোন্ সিন্ধুর পার!

রাখাল চলেছে মেঠো পথে গান গেয়ে,
তাপহারা বায়ু লাগিছে তপ্ত কেশে,
দূরদিগন্ত পানে আছি চেয়ে চেয়ে
যেথায় আকাশ ধরণীর সনে মেশে।

নয়ন হইতে নিভিবে ধরার আলো
নিভিবার আগে ম্লান হয়ে জাগে চোখে,
সম্মুখে শুধ্ গভীর আঁধার কালো
অশ্রু ঘনায়ে আসে আপনারি শোকে।

বাম চোখ নাচে, কাক ডাকে অত কেন?
শকুনিরা পাখা বটগাছে ঝটকায়।
রোদনের রোল শুনি দূর হ'তে যেন,
অস্ত-তপন চিতানল সম ভায়।

শুকানো পাতায় পশুর পায়ের ধ্বনি
শুনে কেন আজ বুকখানি চমকায়?
কে জানে এখন কোথায় রয়েছে শনি,
কোষ্ঠীখানিরে দেখাইতে সাধ যায়।

কোথা তা পাইব ? পুড়ায়ে ফেলেছি তা যে,
দৈব-দেবতা মানি নাই কোনদিনই।
খর চোখে যারে ভাবিনু তুচ্ছ বাজে
ঝাপ্‌সা চোখে তা সাচ্চা বলিয়া চিনি।

মানিনি কিছুই। সব কিছু যারা মানে
তাহাদের প্রতি হয় নাক আজ ঘৃণা,
বিজ্ঞ হ'লেও মানুষ কতটা জানে
লোকাচারে কোন' সত্য রয়েছে কিনা।

মনে পড়ে আজ অমর কবির বাণী
স্বর্গে মর্ত্ত্যে কত তত্ত্বই আছে,
জ্ঞানী-বিজ্ঞানী জানে তার কতখানি ?
অনাবিষ্কৃত আজো মানুষের কাছে।

জ্ঞানবুদ্ধির অহমিকা যায় দূরে
শ্লথ হয়ে আসে মনের গ্রন্থিগুলি,
পোষা মতগুলি একে একে যায় উড়ে
যুক্তি-ন্যায়ের শক্ত শিকল খুলি।

ছায়ার আঁধার মায়ার সৃষ্টি ঘিরে
বিশ্বটি চোখে জাগে রহস্যময়,
মনের আলোকও নিভে যায় ধীরে ধীরে
গ্রাসিছে জীবন ভয় দ্বিধা সংশয়।

মনে হয় যেন আজি বড় অসহায়,
কোথা আশ্রয় ? কোথা আশ্বাসবাণী ?
অজ্ঞাতে সেই অজানা জনেরই পায়
নুয়ে পড়ে শির, জুড়ে যায় দুটি পাণি॥

বন্ধুস্মৃতি

আজি বন্ধু হয়েছ কৃপণ,
সেদিনের ভালবাসা চির মিতালির আশা
কাঞ্চন-কৌলীন্য চাপে হয়েছে স্বপন।
আজি পথে দেখা হ'লে ছুটি শীর্ণ কথা ব'লে
অশ্বগতি চলে যাও, পঙ্গু অছিলায় ;
নিবেছে প্রেমের ধূপ, শুষ্ক আজি রসকূপ,
আজিকে ঝরে না উৎস হৃদয়শিলায়।
আজি হাত দিয়ে হাতে চলিতে পার না সাথে,
ভাব' বুঝি যাবে তাতে পদেরও গৌরব,
দেখা যদি বর্ষ পরে স্পর্শ করি হর্ষভরে
অপচয় কর না-ক সময়-বৈভব।
দিনভোর অবিরল কত কথা অনর্গল,
সে প্রীতি ফুরাবে কভু হয়নিক মনে,
ছিঁড়িয়া অঙ্কের খাতা চিঠি লেখা সাত পাতা,
আজ সে দিনের কথা আসে কি স্মরণে ?
পাঁচখানা পত্র দিলে জবাব আজ না মিলে,
এত পর-ও হতে পারে যে ছিল আপন ?
হৃদয়ের মধুরতা আজি দূর—দূরগতা
যেন জন্মান্তরকথা, হয়েছে স্বপন।

বৃন্দাবন আর মধুপুর,—
কত আর দূর হায়, অই ভাই দেখা যায়,
তবু যেন মনে ভায় লক্ষ ক্রোশ দূর !
দেশের দশের মাঝে তব উচ্চাসন রাজে,
হইয়াছ মানুষের মতন মানুষ।

আমি ছন্দোজীবী দীন বৈভব-গৌরবহীন
আজো সেই উড়াতেছি রাখালী ফানুষ।
কেহ বা নশ্বরদেহ, হাকিম খেতাবী কেহ,
বিলাতী খেলাত-পাওয়া কেতাবী ডাক্তার,
কেহ হাইকোর্ট-চারী উজ্জ্বল গাউন-ধারী,
কেহ গবেষণা সারি' পেলে পুরস্কার।
বিশ্ববিদ্যা-তরুশিরে কেহ বসি ডিগ্রী-নীড়ে
শত শত কোকিলের হয়েছ বায়স,
দেখা হ'লে বারবার বলি আজ 'স্যার, স্যার',
নাম ধ'রে ডাকিবার হয় না সাহস।
শাঁসালো শ্বশুর কারো, কেহ করো কারবারও,
কেহ ধনযক্ষ রণলক্ষ্মী-প্রসাদাৎ,
গায়ে ছিটাইয়া কাদা দেখে দ্রুত ধাও দাদা
মোটর ছুটায়ে, যেন শহুরে ডাকাত।
আজি বন্ধু যা-ই হও চিরদিন তাই নও,
কূজন করেছি মোরা একই তৃণনীড়ে,
লজ্জা পাও তায় ভাই, এড়াইয়া চল তাই
অখ্যাত সে জীবনের এই সাক্ষীটিরে।
কৈশোরের কুঞ্জে হায় ফল-ফুল কামনায়
যেই প্রীতি-বীজ মোরা করিনু বপন,
'শুকাল অঙ্কুর তার, যুগল পলাশ আর'
মেলিল না, সবি বন্ধু হয়েছে স্বপন ॥*

* প্রেমক অঙ্কুর জাত আত ভেল না ভেল যুগল পলাশা।—বিদ্যাপতি।

প্রত্যাখ্যাত

গাহিতাম বনে মাঠে মুক্তকণ্ঠ বিহঙ্গমসম,
রাখালিয়া বেণু ছিল সে সঙ্গীতে শুধু সঙ্গী মম ;
মনের আনন্দে শুধু গাহিতাম সে গান আমার,
কে শুনিল না শুনিল কোনদিন করিনি বিচার।
তোমরা ডাকিলে মোরে তোমাদের মাঝে ভালবাসি',
তোমাদের সভাতলে আসিলাম ভাসাইয়া বাঁশী।

গাহিনু সেদিন হ'তে তোমাদের ফরমাসী গান।
জীবন-বসন্তে যবে উল্লাসে উদ্বেল মোর প্রাণ,
সাধ ক'রে দুঃখী সেজে তোমাদেরি আদেশে ইঙ্গিতে
তুষিলাম তোমাদেরে ছলভরা পূরবীর গীতে।
দুর্দ্দিনে মেঘলা রাতে কণ্ঠে চাপি অশ্রুর উচ্ছ্বাস,
তোমাদের মহোৎসবে যোগায়েছি কৃত্রিম উল্লাস।

গেয়ে কাফি-সিন্ধু সুর। আর মোরে নাহি প্রয়োজন,
কত 'কাশীনাথ' এল সভাতলে নূতন নূতন। *
আজিকে বিদায় দিয়া বলিতেছ 'আপনার মনে
যাও কবি গাও গিয়া প্রকৃতির উন্মুক্ত প্রাঙ্গণে।'
কোথা যাব? প্রকৃতির সাথে আজ অন্তর বিস্তর,
আমারে ডাকে না আর সেদিনের আকাশ প্রান্তর।

নদী ছুটে, ফুল ফুটে, পাখী গায়, গোঠে ধায় ধেনু,
সবি আছে, হারায়ে যে ফেলেছি সে রাখালিয়া বেণু।
ঘরে যার ঠাঁই নাই বাহিরেও স্বস্তি যে না পায়,
সন্ধ্যাবেলা ডেকে তারে দেন যিনি চরণে কুলায়,
তাঁরেই শুনাব গান মুক্তকণ্ঠে, যাঁর পুরোভাগে
গাহিতে সঙ্কোচ নাই, বীণাবেণু কিছু নাহি লাগে॥

---

* রবীন্দ্রনাথের 'গানভঙ্গের' কাশীনাথ।

কবিতার দিন

মানব যখন হয়নি দানব এমন হিংস্র ক্রূর,
মানুষে মানুষে ছিল না যখন ব্যবধান এত দূর।
প্রাণ-হরণের চেয়ে বেশি ছিল মন হরণের ঘটা,
যুগজননীর চিকন চিকুরে বাঁধে নি এমন জটা।
উষা যবে ছিল আশায় রঙিন, নিশা ছিল গ্লানিহীন,
তখন জীবনে কবিতারো ছিল দিন।

দৈন্যেরও মাঝে প্রসন্নমুখে লাগিয়া থাকিত হাসি,
গেয়ে যেত নেয়ে; কারখানা নয়, রাখাল বাজাত বাঁশী।
হকের প্রাপ্য পাইতে হ'ত না ঠকের চরণ ধ'রে,
পদে পদে কেহ বাঁধিত না দেহ বিধিনিষেধের ডোরে,
স্বাধীন ছিলাম হইনি গোলাম, নামে শুধু পরাধীন,
তখন জীবনে কবিতারো ছিল দিন।

আকাশ ছিল না আজিকার মত ধূলিমল-ধূমময়
বাতাসে পেতাম পারুলগন্ধ, বারুদগন্ধ নয়।
নিশ্বাসবায়ু দুর্লভ হেন হ'ত না ভিড়ের মাঝে
ছিলনাক বাধা বাধ্যতা এত দিবসের নানা কাজে।
প্রাতে সন্ধ্যায় মনোনীলিমায় বাজিত রবির বাণ,
তখন জীবনে কবিতারো ছিল দিন।

গেহে ছিল যবে স্বস্তি শান্তি, দেহে ছিল যৌবন,
বুকে ছিল আশা, মুখে ছিল ভাষা, সুখে ছিল এ জীবন।
ছিল সঙ্গিনী রসরঙ্গিণী, হাসিমাখা তার মুখ,
নয়নে দীপ্তি, শয়নে তৃপ্তি, আলাপনে কৌতুক।
কমলসুরভি প্রেমহ্রদে ডুবি খেলিত এ মনোমীন।
তখন জীবনে কবিতারো ছিল দিন।

বন্দী করেনি নাগপাশে হেন নিষ্ঠুর সংসার,
করেনি ঝঞ্ঝা ঝঞ্ঝাট হেন পঞ্জরে চূরমার।
ছিল বটে শ্রম হাড়ভাঙা নয়, ছিল সাথে বিশ্রাম
ছিল না তুচ্ছ উদরান্নের এত কড়া চড়া দাম।
প্রকৃতির হাতসানিতে চমকি হইতাম উদাসীন,
তখন জীবনে কবিতারো ছিল দিন।

সেই দেহ নাই, সেই গেহ নাই, সেই প্রিয়া নাই আর,
সেই হিয়া নাই—থেমে গেছে গান, শুনি শুধু হাহাকার
প্রকৃতির ধন সবি পুরাতন আর নাহি মন হরে,
অন্নদা ধরা জরতীর বেশে শুধুই ছলনা করে।
সেই আঁখি নাই, স্বপ্ন মলিন, দৃষ্টি হয়েছে ক্ষীণ,
ফুরায়ে গিয়েছে মোর কবিতার দিন ॥

ভুলের জীবন

জীবনের দিবাশেষে ক'রে দেখি হিসাব-নিকাশ,
এ জীবন ভুলে ভুলে ভরা,
গড়িতে চেয়েছি যারে ফুলে ফুলে, হয়েছি হতাশ,
হয়েছে তা কাঁটা দিয়ে গড়া।
দেহে মনে শক্তি ক্রমে আসে ক'মে ঘনায় দুর্দিন,
দেখি ঘরে কি আছে সম্বল,
ভ্রান্তিবশে শুভযোগ হারাইয়া বাড়ায়েছি ঋণ,
জমা ঘরে ভুলের ফসল।
নির্বেদের এলো দিন, প্রায়শ্চিত্ত করি আজি হায়,
করি তাতে নব নব ভুল,
সকলেরই শেষ আছে সকলেরই মেয়াদ ফুরায়,
ভুলের ত পাইনাক কূল।

দিন ভরি করি ভুল সন্ধ্যা হ'লে করি অনুতাপ,
রাতে করি প্রতিজ্ঞা শপথ,
প্রভাত হ'লেই হায় ফিরে আসে শিরে অভিশাপ
ভ্রমঘোর ভ্রমে চক্রবৎ।
হাসি পায়, লজ্জা পাই পড়ি যত রাতের রচনা,
প্রাতে ছিঁড়ি কুটি কুটি ক'রে,
ভেঙে ফেলি, জাগে যবে ভুল ক'রে গড়ার শোচনা,
সে জঞ্জালে গৃহ উঠে ভ'রে।
যতই ফুরায় দিন ভুলই তত চলে বেড়ে বেড়ে,
চোখে তত শক্ত হয় ঠুলি,
হিসাব করিয়া দেখি প্রতিদিন নিত্য কর্ম্ম সেরে
ভরিয়াছি ভুলে মোর ঝুলি।
আধেক জীবন গেল ভুলপথে হাঁটি' বারবার
ভুল জানি' শিরে কর হানি',
আধেক জীবন গেল ঠিক পথে ফিরিতে আবার,
লাভ হ'লো শুধু আত্মগ্লানি।
কলুর বলদ যেন ঘানি টেনে সারাদিন হাঁটে
এক পা-ও তবু না আগায়,
খুলিতে সূতার পেঁচ মূঢ় বধূ সারা দিন খাটে,
তারি মত মোরও দশা হায়।
ফুলে ফুলে পূজে তোমা ভাগ্যবান্ যারা এই ভবে ;
ভুলই মোর ধুতুরার ফুল,
ভুলে ভুলে পূজি তোমা, যা দিয়েছ তাই নিতে হবে
ভোলানাথ, পুঁজি মোর ভুল।

অকালের পাখী

ওরে মূঢ় বসন্তের পাখী,
আজি এ বর্ষার রাতে কেন তুই ডাকিস্ একাকী ?
হোলীর দিনের পাখী কেন গাস্ ঝুলনের গোলে ?
ছন্দের হিন্দোল ছাড়া সাম্য কোথা ঝুলনে ও দোলে ?
কোথা সে নিম্বের মধু, কোথা জম্বু-রসাল-মুকুল ?
কোথায় মলয় বায়ে শ্লথ আলোছায়ার দুকূল ?
অশোক-পলাশবনে কোথা রক্তরাগের বিলাস ?
শিশু-পল্লবের দলে কোথা সেই সোনালী উল্লাস ?
মানুষের অনুরাগ তারো চাই কত আয়োজন,
কে জানে কে তার প্রিয় ? বেষ্টিত,—না তার আবেষ্টন ?
বিবাহ-নিশায় বর শোভে যেন রাজার কোঙর।
অন্য দিনে দিবালোকে সে ত শুধু কাহারো কিঙ্কর !

সঙ্গে তুমি আন' নাই ফাল্গুনের সেই আবেষ্টন,
অঙ্গে তুমি আনো নাই অনঙ্গের সেই পরশন।
কাফিসিন্ধু জমিবে কি ইন্দুহারা মেঘসিন্ধু-তীরে ?
কে শুনিবে গোপীযন্ত্র ঢাক-বাজা রথযাত্রা ভিড়ে ?
মিছে ফিরাইতে চাস্ এ দুর্দ্দিনে মাধবী-মাধুরী,
তার-স্বরে ডুবাবে তা পঙ্কবাসী হাজার দাদুরী।
বলির রুধিরে আজ নিভে গেছে মন্দিরের ধূপ,
তমোমগ্ন বিশ্বে লোক খুঁজে নগ্ন ঘটা-ছটা-রূপ।
তাই আজি পুচ্ছসার নটশিখী লভেছে আদর,
কুহুর গিয়াছে দিন কেকা আজ কাঁপায় অম্বর।
মিছে আজি তোর ডাকাকাকি,
শুধু দন্ত কেশ নয়, স্থানভ্রষ্ট নাহি শোভে পাখী ॥

নিঃসঙ্গ যাত্রী

জীবনের পথে যতই আগাই তত হয় বোঝা ভারী,
সঙ্গীরা সব একে একে যায় ছাড়ি'।
তফাৎ ঘটেছে সবার সঙ্গে জীবনাদর্শে ব্রতে
যত দিন যায় কাহারো সঙ্গে মিলেনাক আর মতে।
কেহ দ্রুতগতি আগাইয়া চলে পিছুতে ফিরে না চায়,
কেহ মন্থর, বহু অন্তর তার সাথে ঘ'টে যায়।
বহু ভরসাতে ছিল যারা সাথে নিরাশায় তারা ছাড়ে,
পথপাশে কেহ বটচ্ছায়ার মায়া না এড়াতে পারে।
সুদিনে যাহারা সঙ্গ লইল সুখের অংশী হ'য়ে,
দুর্দ্দিনে দিল ভঙ্গ ত'হারা নানা ছলকথা ক'য়ে।
জীবনের পথে যতই আগাই তত ঘুচে অবসর,
বিচার করিতে ভুলে যাই পথে কেবা আত্মীয় পর।
দিবা অবসান হয়ে আসে যত, হই তত উদাসীন,
উদাসীনে ছেড়ে সবে চ'লে যায় ক্রমে তাই সাথীহীন।

জীবনের পথে একলা এখন চলি।
আগে পাশে পিছে চেয়ে ক্ষোভ মিছে সাথী নাই সাথে বলি'।
দিন ত ফুরায় আঁধার ঘনায়, পশ্চিমে ডুবে চাকী,
গোধূলি-ধূলায় বুঝিতে পারি না পথ কতটুকু বাকী।
দেখি সাথে সাথে চলেনাক হাতে নিয়ে কেউ পথে আলো।
সাঁজের আঁধারে একলা চলার অভ্যাস করা ভালো।
জীবন-মরণ-সঙ্গম পরপারে
অপরিচয়ের সুদীর্ঘ পথে সঙ্গী পাইব কারে ?
জানি না সে পথে কোথা সীমা, তাহা আঁধারে যায় কি চিনা,
জানি না সে পথে তারা জ্বলে কিনা খদ্যোতও জ্বলে কিনা।

জানি শুধু তাহা অনাবিষ্কৃত চিররহস্যময়,
রাজা বাদ্‌শারো দিগ্বিজয়ীরো একলা চলিতে হয়।
সাথীহারা হ'য়ে চলিতেছি পথে বলি',
ক্ষোভ নাই তাই, গোধূলি-ধূলায় একলাই পথ চলি'।

জীবনের অপরাহ্ণে

নিশাশেষে উষা আসে আনে না সে আশা আর,
ফুটে ফুল, মোর তরে নাই ভালবাসা তার।
নেই সেই সঙ্গীত সেই রস-ইঙ্গিত
প্রেয়সীর মুখে বাণী এবে শুধু ভাষা-সার।

ডালে ডালে ডাকে পাখী তাতে আর গান নাই।
নদী বয় খলখল তাতে কলতান নাই।
বঁধুদের আলাপন শুধু করে জ্বালাতন,
মাতি বটে উৎসবে তাতে আর প্রাণ নাই।

হাত পা তেমনি আছে তারা আর নয় বশ।
খেটে মরি কার তরে? বৃথা, তায় নাই যশ।
দানে নাই প্রতিদান বৃথা রাখি খতিয়ান,
লিখি বটে রাশি রাশি সে লেখায় নাই রস।

শুষিয়া জীবনরস চ'লে গেছে যৌবন
শুকাল নিদাঘতাপে স্বপনের মৌবন।
পাই নাক' বরাভয় সব তাতে পরাজয়,
প্রকৃতি আনে না নিতি নব উপঢৌকন॥

দিনান্তে

হ'য়ে এল দিনশেষ, গগনে গেরুয়াবেশ, দীর্ঘ হলো ছায়া,
সোনার স্বপন হরে, এ নয়নে নৃত্য করে মরীচিকা-মায়া।
যাত্রা করিলাম কবে জানি না ধরিয়া কা'র অভিশাপ শিরে,
সারা পথখানি ভরা পুঞ্জীভূত ব্যর্থতায় দেখি পিছু ফিরে।
বসি নাই বটতলে, চলেছি যাত্রীর দলে শুধু দিনরাত।
আজ অবসর পেয়ে আগে পিছে চেয়ে চেয়ে করি অশ্রুপাত।
হেম-মৃগ অনুসরি কেটে গেল জীবনের শ্রেষ্ঠ দিনগুলি।
জীবনের সার্থকতা সন্ধান করিনু বৃথা, জীবনেরে ভুলি।

আজি মনে পড়ে তাই বৃথাই গিয়াছে কত বাসন্তী শর্ব্বরী,
অনাদরে উপেক্ষায় ঝরিয়া গিয়াছে কত রসাল-মঞ্জরী।
আজি মনে পড়ে কত হারায়েছি রসোল্লাস শারদ উষার,
করি নাই উপভোগ তৃণদলে আলোকের পুলক-সঞ্চার।
হায় রে হইল বন্ধ্যা মধুর শ্রাবণ সন্ধ্যা করি নাই ভোগ,
কলরবে মুখরিত পরিজন-পরিষদে দিই নাই যোগ।
পাইনিক' অবসর হেরিতে নয়ন ভরি' লেগেছে যা ভালো,
তু-ই হারায়েছি হায়—কুলায়ের কবোষ্ণতা, নীলাভ্রের আলো।
ছুটিয়া এসেছে শিশু সোহাগ করিতে তারে পাইনি সময়,
ভুলে গেছি,—চিরদিন রবে না সে তরু-দেহে হ'য়ে কিশলয়।
সকল প্রয়াস মোর ব্যর্থ হ'য়ে এত দিনে দিল অবসর,
অশ্রুপাত করি তাই পুঞ্জীভূত ভ্রান্তিভরা জঞ্জালের 'পর।
ত্যজিয়া মাধবীকুঞ্জ গৃহের তুলসীমঞ্চ, হেমকল্পতরু
খুঁজিনু দিগন্তে এসে ; কি লাভ হইল শেষে ? সুরু হলো মরু।

কবির বিদায়

বিদায় নিল লুকোচুরি শিউলি-যুঁইয়ের বনে,
বিদায় দিল সজল চোখে ন'বসন্তের ক'নে।
বিদায় নিল কাঁচপোকা-টিপ, নয়নে কাজল,
নাকটি হ'তে নোলক-মোতি, চরণ হ'তে মল।
বিদায় নিল লালপেড়ে আধ ঘোমটাটি মধুর—
সরল সভয় তরল চোখের চাউনি সুমধুর,
সুবাস-ভরা টেক্কা-খোঁপার চারু-চিকন ছবি,—
তাদের সাথে বিদায় নিল কবি।

বিদায় নিল টুকটুকে সেই আল্‌তা-রাঙা পা,
বিদায় নিল সর-বেশনে গামছা-মাজা গা'।
বিদায় নিল আয়ুষ্মতীর লোহা-সিঁদুর-শাঁখা,
পথের বাঁকে কলসী-কাঁখে পিছন ফিরে থাকা,
রাঙা ঠোঁটে শাঁখ-বাজানো, এয়োর হুলুধ্বনি।
বিদায় নিল দীঘির ঘাটের চটুল আলাপনী,—
চাকায় সিঁদূর উড়িয়ে যখন নিচ্ছে বিদায় রবি ;
তাহার সাথে বিদায় নিল কবি।

বিদায় নিল অন্নদা-মা'র অন্নভরা থালা,
পান-সুপারির নিছনি আর শুভ-বরণ-ডালা।
বিদায় নিল সেবাব্রতার ভালে স্বেদের কণা,
বিদায় নিল লক্ষ্মীমায়ের চরণ-আলিপনা।
বিদায় নিল পিতল-কাঁসায় সোণা-রূপার প্রভা,
চাঁদ্‌নী-সাঁঝে আঙনমাঝে উপকথার সভা।
বিদায় নিল সচন্দনা তুলসী, জাহ্নবী,—
তাদের সাথে বিদায় নিল কবি।

বিদায় নিল খুল্লনা-মা'র চণ্ডীদেবীর ঘট,
শেজ-শিয়রে ভিতের-গায়ে কালী-মায়ের পট।
ধান-দূর্ব্বার আশিস্ গেল—মায়ের হাতের ফোঁটা,
হৃৎকমলের পাপড়ি গেল, রইল শুধু বোঁটা।
যুগের হাওয়া বদ্‌লে গেল, নিভিয়ে দিল ঝড়
সাধ্বী-সতীর আঁচল-আড়ের দীপটি মনোহর।
কবির যাহা পুঁজি-পাটা বিদায় নিল সবি—
তাহার সাথে বিদায় নিল কবি।

জীবন-হেমন্তে

যা ছিল মোর বিলিয়ে দেছি নির্বিচারে।
আপন পরে বইল ঘরে ভারে ভারে।
মোর স্বপনের ফাল্গুনী ফুল চৈৎবোশেখের ফল,
প্রেমপিয়াসার তপ্তঋতুর কুলায় কল'কল,
বিলিয়ে দেছি ব্যথার মেঘের পাথার আঁখিজল,
আর—শেষ শরতের স্মৃতির সোনা যারে তারে॥

এখন আমার শূন্য প্রভু, ঝোলাঝুলি,
গোপন আমি কর্‌ব না কই খোলাখুলি।
হেমন্তে এই শুষ্ক জরায় অঙ্গ টল'মল।
সঙ্গীতহীন কণ্ঠ, এ চোখ নিষ্প্রভ সজল।
তোমায় দিতে দেহে মনে নেই কোন সম্বল।
হোক—শূন্য হাতে তোমার সাথে কোলাকুলি॥

মায়ের কোলটি পড়ে মনে

বহু সঙ্গী মিলে হেথা করিলাম নানা রঙ্গে খেলা,
পশ্চিমে চলেছে রবি, ঝিকিমিকি বেলা।
পাখীরা ধরেছে নীড়ে দিনান্তের গান,
বধূরা জলকে চলে, মাঠ হতে ফিরিছে কৃষাণ
ঘরমুখো গোরুগুলি ক্ষুণ্নমনে, শূন্য হ'ল মাঠ।
থেমে আসে কোলাহল, ভেঙ্গে যায় গ্রামান্তের হাট।
হেলাভরে করি খেলা। এবে ক্ষণে ক্ষণে
মার কথা শুধু পড়ে মনে।

সঙ্গীরা অনেকে নাই, একে একে ফিরিয়াছে ঘরে।
মার কোলে বসি তারা বুঝি গল্প করে।
ধূলায় ধূসর তনু খেলায় খেলায় গেল বেলা,
তুচ্ছ নিয়ে আড়াআড়ি কাড়াকাড়ি আঁখিজল ফেলা।
ক্লান্ত হ'ল হস্তপদ। মন-ত আর লাগাতে না পারি
তবু খেলে যাই কেন? জিতি না ত, শুধু যাই হারি।
ধরিয়া রেখেছে মোরে নতুন খেলুরা অকারণে
মার মুখ শুধু পড়ে মনে।

অনেকে ফিরেছে ঘরে। এসেছে নূতন সব সাথী
সাধ যায় তাহাদের সাথে পুন মাতি।
রোদের নেইক তেজ। ঝিকিমিকি বেলা
আজিকার মত তবে সাঙ্গ হোক খেলা।
খেলা ভালো লেগেছিল, তাই শিশু মনটি ভুলালো,
এবে ভাবি এর চেয়ে মায়ের কোলটি আরো ভালো।
মোর পথ পানে চেয়ে মা যে আছে তৃষিত নয়নে।
মায়ের কোলটি পড়ে মনে।

জরা

জরা আসে যৌবনের শেষে,
অকারণে আসে না সে, আসে সে ত কুঞ্চুকীর বেশে।
আসে সে যে হৃদয়ের বোধনের শোধনের তরে
বিধাতার শাপে নয়, বরে।
আবাল্য ত অবিশ্রান্ত দুরন্ত সংগ্রাম,
জরার শিবিরে শুধু দিনান্ত বিশ্রাম।
জরাই ত প্রায়শ্চিত্ত, জরা অনুতাপ,
ধুয়ে মুছে ধৌত করে আঁখিজলে পুঞ্জীভূত পাপ,
হরি বিত্তবল সাথে সব চিত্তমল ;
শিরের কুন্তল সহ অন্তরেও করে সে ধবল,
হরে কায়া-কারাগারে একে একে মায়ার বন্ধন
জাগায় সে মনোভূমে হেমন্তের সোনালী স্বপন।
বৃথা মোরা পাই শোক, লঘু করে তার,
ধীরে ধীরে সরাইয়া লয় সব ভোগ্য উপচার।
কে রয় হিংসার পাত্র বৈতরণীতীরে ?
দম্ভের স্তম্ভের ফাঁকে নরসিংহ জাগে ধীরে ধীরে।
নোয়ায়নি কভু শির যেবা কারো পায়,
মেরুদণ্ড বাঁকাইয়া করে জরা নতশির তায়।
রুদ্ধদ্বার দেহকক্ষে ষড়্‌যন্ত্র করে নানা রোগ।
নব নব পাপ তাই প্রবেশের পায় না সুযোগ।
যেই যষ্টি একদিন দুর্বলেরে করেছে শাসন,
দুর্বল মুষ্টিতে হয় সেই যষ্টি পথে আলম্বন।
হুহু ক'রে ভবসিন্ধু হ'তে বায়ু বয়।
উড়ায় বন্ধনজাল, হরে আয়ু, জুড়ায় হৃদয়,
ভুলায় সংসারমায়া। কাণ্ডারী তো ভুলিবার নয়,
নিভৃতে পারের কড়ি করে আত্মা গোপনে সঞ্চয়।

জন্মদিনে

ছাড়িয়া ঘাটের ঘাট উত্তরিব সত্তরে সত্বর,
তোমার কৃপায় আজো আছি প্রভু অনন্যনির্ভর।
অর্জিতেছি নিজ অন্ন উদয়াস্ত শ্রমজলপাতে,
পুত্র হোক, মিত্র হোক, ছাত্র হোক, ভিক্ষা-পাত্র হাতে
দাঁড়াইনি কারো দ্বারে ম্লানমুখে। সেবার ভিখারী
হই নাই কারো কাছে ব্যাধিতের শয্যা অধিকারি'।
জায়া হোক, কন্যা হোক, ভগ্নী হোক, কারেও পীড়ন
করি নাই, কারো সেবা পরিচর্য্যা করিয়া গ্রহণ।
আজো করিতেছি সেবা সকলের করি ঘর্ম্মপাত ;
যষ্টি বিনা পথ চলি, অবশ হয়নি আজো হাত।

ধরিতে লেখনী আজো পারে মোর বিশীর্ণ অঙ্গুলি,
প্রকাশের তরে যাহা করে বুকে আকুলি বিকুলি
তারে দিতে পারি রূপ ভালো মন্দ যাই হোক, প্রভু।
ভগ্নকণ্ঠ সুরহারা, তব নাম আজো গাই তবু।
কর নাই দৃষ্টিহারা, আজো তব সৃষ্টির ভুবন,
হেরিয়া জুড়াই মোর প্রাণমন জীবন নয়ন।
স্মরিয়া করুণা তব অকৃতজ্ঞে এই দীনহীনে,
প্রণমি সহস্র বার ভূমে লুটি আজি জন্মদিনে ৷

তোমারে স্মরায়

সত্যই হয়েছি খুব বুড়ো ?
দাহু, জ্যাঠা বলে সবে, কেউ আর বলেনাক খুড়ো।
'বুড্‌ঢা হ্যায় আস্তে ভাই', বলে বাস-কন্‌ডাক্‌টার,
দেখিলে প্রণাম করে পক্ককেশ দন্ত নাই যার।
করুণার পাত্র আমি, সবে কয় আহা ও বুড়ায়
আগেই বিদায় করো, বসায়ে রেখ না বেচারায়।
নিমন্ত্রণ-বাড়ী শুনি ডাকে সবে 'ছাতে চলে যাও।'
আমারে ডাকিলে বলে, 'ওঁকে আর কেন কষ্ট দাও।'
সিঁড়িতে নামিতে গেলে কেউ এসে ধরে তাড়াতাড়ি,
মুখে বলি ধন্যবাদ, মনে করি বড় বাড়াবাড়ি।
ট্রামে চলি দাঁড়াইয়া লেডি বলে, 'আপনি বসুন।'
ব'সে পড়ি তার পাশে, বুড়োর যে মাফ সাতখুন।
পথে-ঘাটে দেখা হ'লে যত সব পরিচিত জন,
উৎকণ্ঠায় কণ্ঠভরা—প্রশ্ন করে 'আছেন কেমন ?'
জিজ্ঞাসে "রক্তের চাপ কত স্যার ? নেইত শুগার ?
প্রত্যহ খাবেন বেল ত্রিফলায় হবে উপকার।
এখনো বাহিরে কেন ? হুঁশ নেই বেজে গেছে সাত,
বাড়ী পহুঁছিতে দাহু, রীতিমত হয়ে যাবে রাত।"
বুড়া যে হয়েছি খুব এই তথ্য রই ভুলিয়াই,
সেই সঙ্গে তোমারেও প্রভু ভুলে যাই।
নানা ছলে সবাই স্মরায়
তোমারে ভুলিয়া থাকা আর মোর শোভা নাহি পায়।

প্রতীক্ষায়

ব'সে আছি পথ চেয়ে ওগো বন্ধু, তব প্রতীক্ষায়,
জানি না চিনি না তোমা, কে বা জানে রয়েছ কোথায়,
কোন দূর পল্লীপথে শিশু হ'য়ে বাল্যক্রীড়ারত ;
অথবা কিশোর তুমি পালিতেছ বিদ্যার্থীর ব্রত
কোন পৌর বিদ্যাপীঠে ; কিংবা বন্ধু তোমার নয়ন
এ শ্যামা ধরার আলো এখনো করেনি দরশন,
যাত্রা করিয়াছ তুমি ধরাপানে দূর ছায়াপথে।
যে দিন আসিয়া তুমি পহুঁছিবে, এ মর জগতে
আমি আর রহিব না। আমারে ভুলিয়া যাবে সবে,
শুধু এ ধরার অঙ্গে মসীময় ভস্মরাশি র'বে।
জানি তুমি আসিবেই—এ আশাই আশ্বাস আমার,
সে আশাতে উপভোগ করি নিত্য সেই প্রতীক্ষার
কল্প-স্বপ্ন প্রতিক্ষণ। এ জীবনে পুরস্কার তাই,
ছায়া হোক, মায়া হোক, উপভোগে মিথ্যা কিছু নাই

একদা আসিবে তুমি হে সন্ধানী অন্তরঙ্গ জন,
জীবনের ভস্মস্তূপ নিষ্ঠাভরে করিবে খনন,
বহ্নিবীজ তার মাঝে খুঁজিয়া করিবে আবিষ্কার,
তাহাতে জ্বালিবে তুমি সন্তর্পণে বর্ত্তিকা তোমার,
তুলিয়া ধরিবে বিশ্বে। উপেক্ষার বিষাক্ত নিশ্বাসে,
হিংসার ফুৎকারে কিংবা দম্ভোদ্ধত ঝঞ্ঝার বাতাসে
পাবে না নির্বাণ তাহা। জীবনের যত অনুভূতি,
যত স্বপ্ন, যত ব্যথা, হৃদয়ের গভীর আকূতি
ফুটাতে পারিনি ছন্দে, সে আলোকে হবে দীপ্যমান
সবি বন্ধু। আধা এই বিস্মৃতের, আধা তব দান,
ছু'য়ে মিলে নব সৃষ্টি একদিন জাগিবে ভাষায়।
ভস্মস্তূপ আগুলিয়া ব'সে আছি সে মুগ্ধ আশায়।

শেষ কথা

আমি বাঙ্গালীর কবি বাঙ্গালীর অন্তরের কথা,
বাঙ্গালার আশা-তৃষা, স্মৃতিস্বপ্ন, চিরন্তন ব্যথা
ছন্দে গেয়ে যাই আমি। অভ্রভেদী নহে তার তান,
দেশদেশান্তর লাগি নহে মোর কুলায়ের গান।
যুগযুগান্তর-পথে যাত্রা তার নহে কোন' দিন,
কুণ্ঠিত তাহার কণ্ঠ, বক্ষ ভীরু, পক্ষ তার ক্ষীণ।
আমি বাঙ্গালীর কবি, বিশ্ব ভরি' কত না বিপ্লব,
ভাঙাগড়া বিপর্য্যয় হয়ে গেল শুনিয়াছি সব।
সিন্ধুর ওপার হ'তে কত তত্ত্ব, কত মতবাদ
আসিয়াছে খাণ্ডা হাতে ঝাণ্ডা সাথে তুলি জয়নাদ,—
পরশেনি চিত্ত মোর। কারো চোখে হানিয়া অঙ্গুলি
সত্য দেখাইতে মোর কাব্যলক্ষ্মী তুলে না আকুলি'।
চেতাইতে অরসজ্ঞে হাতে তার নাহি-ত হাতুড়ি,
শাণিত বাক্যের ছটা, ছন্দোঘটা, বচন-চাতুরী।
সে যে বড় লজ্জাবতী, সজ্জাহীনা, তাহার চরণ
কণ্ঠে কণ্ঠে কোনদিন করিবে না নৃত্যে বিহরণ।
হরিল বিজাতী শিক্ষা যাহাদের বিধি-দত্ত মন,
যাহারা জাতীয় ধর্ম্ম হেলাভরে দিল বিসর্জ্জন,
তাহাদের জন্য নয়, পশ্চিমের ঝঞ্ঝার মাঝারে
যাহারা বাঙ্গালী মর্ম্ম রাখিয়াছে অঞ্চলের আড়ে
তুলসীর দীপসম, তাহাদেরি তরে মোর বাণী ;
গৌরবের কথা নয় এযুগে তা, জানি তাও জানি।
শুনি তারা রহিবে না,—কোন দিন তারা যদি মরে,
ডুবুক আমার গান, দুঃখ নাই, বঙ্গোপসাগরে।

শেষ